ধর্ম্মলীলা গীতাভিনয়।

(ভক্তিমূলক নাটক)

[সাঁতরা কোম্পানীর যাত্রায় অভিনীত]

শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

কলিকাতা
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট
ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

১৩১৫

মূল্য ১।০ দেড় টাকা।

কলিকাতা
৮১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, "পশুপতি প্রেসে"
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা ৺ঘনরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত "শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" নামক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "রঞ্জাবতী বা ধর্ম্মলীলা" গীতাভিনয় লিখিত হইল।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত বিখ্যাত বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাতা বিগ্রহ ৺মদনমোহনের লীলাবৈচিত্র্য এবং লাউসেন (ধর্ম্মসেন) কর্ত্তৃক ধর্ম্মমাহাত্ম্য ও ধর্ম্মপূজা প্রচারাদি কয়েকটি বিষয় পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও সামঞ্জস্য রাখিয়া অমর কবি মহাত্মা ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গল" গ্রন্থ লিখিত। উক্ত ঘনরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত "শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল" ব্যতীত লাউসেন কর্ত্তৃক ধর্ম্মপূজা প্রচার প্রভৃতি বৃত্তান্ত এবং মদনমোহনের লীলা আখ্যায়িকা অন্য কোন পৌরাণিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। অথচ ইহার আর কোন মৌলিকত্ব আছে কি না তাহা জানি না, সুতরাং এই গীতাভিনয় গ্রন্থের মূল অবলম্বনই ৺ঘনরাম চক্রবর্ত্তী কৃত শ্রীধর্ম্ম মঙ্গল গ্রন্থ এবং জনশ্রুতি।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলবাসী রামাইত বৈষ্ণবগণ যে মদনমোহনের লীলা আখ্যায়িকা গান করিয়া থাকে, ঘনরাম কৃত ধর্ম্মমঙ্গলের সহিত তাহার অনেক স্থলে সামঞ্জস্য থাকায়, উক্ত গীতাবলীর যে যে অংশ অভিনয়োপযোগী বিবেচনা করিয়াছি, সেই সেই অংশের ছায়া মাত্র ইহাতে পরিগ্রহীত হইয়াছে। মেদনীপুর অঞ্চলে একটী বহুদিনের পুরাতন মন্দির বনজঙ্গলে পূর্ণ হইয়া অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, উক্ত প্রদেশস্থ জনসাধারণ উহাকে "রঙ্কিণীর মন্দির" বলিয়া থাকে। ঘনরামের শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলেও রঙ্কিণীদেবীর বিষয় উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় বর্ত্তমানের জীর্ণ মন্দিরস্থা রঙ্কিণী ও ঘনরাম বর্ণিত রঙ্কিণী একই হইবে। অথচ তৎপ্রদেশস্থ লোকেও তাহাই বলিয়া থাকে। উক্ত প্রদেশে জনপ্রবাদ এইরূপ—৺রঙ্কিণীদেবী কোন্ সময় কাহার কর্ত্তৃক স্থাপিতা, তাহা নিশ্চয়রূপে কেহ বলিতে পারে না, রঙ্কিণীদেবী ময়নার রাজবংশ পরম্পরায় সেবিতা। পূর্ব্বে এই স্থান অতুল শোভাসমৃদ্ধিসম্পন্ন নিত্য উৎসবময় জনকোলাহল পূর্ণ ছিল। দেবী মন্দিরে অষ্টপ্রহর চণ্ডীপাঠ হোম নিত্যপূজাদি রাজোচিত আয়োজনে সম্পাদিত হইত। নিত্য পরিবর্ত্তনশীলা স্বভাবের বিপর্য্যয়ে

ও কালচক্রের নিষ্পেষণে সেই চণ্ডীপাঠ, স্তুতিগীতি বেদধ্বনিপূর্ণ আনন্দময়ীর আনন্দমন্দির এক্ষণে কর্কশ ফেরুচীৎকারপূর্ণ ভীষণ শ্মশানমন্দিরে পরিণত হইয়াছে। এ জনপ্রবাদ সমীচীন। ;বিষ্ণুপুর রাজধানীতে এখনও দল মাদল নামক বৃহৎ কামানদ্বয়ের মধ্যে একটী অব্যবহার্য্য অবস্থায় পতিত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ৺মদনমোহন বিগ্রহের শ্রীমন্দির ঘোর জঙ্গলাবৃত হইয়াও এখন পর্য্যন্ত উন্নত মস্তকে অতীতের সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এক্ষণে এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ৺ঘনরাম কৃত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থ পৌরাণিক, কি কাল্পনিক, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলও যা, রঞ্জাবতী বা ধর্ম্মলীলা গীতাভিনয়ও তাই।

এই রঞ্জাবতী বা ধর্ম্মলীলা গীতাভিনয়, কলিকাতাস্থ খ্যাতনামা সাঁতরা এণ্ড কোংর যাত্রার সম্প্রদায়ে অভিনীত হইয়া, আশাতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করায়, বিদেশস্থ, পাঠকপাঠিকাগণ, এবং যাত্রা-সম্প্রদায়ের অধিকারিগণ ইহাকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য অনুরোধ করায় আমি সেই সকল ভদ্রলোক পাঠক পাঠিকাগণের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া ইহাকে যন্ত্রস্থ করিবার মনস্থ করি। কিন্তু ঐ সময় আমাকে কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া ডাক্তার বৈদ্য মহাশয়গণের উপদেশক্রমে ৺কাশীধাম গমন করিতে হয়, এবং উক্ত ৺কাশীধামে অবস্থিতি কালে, সেই ব্যাধি যন্ত্রণাগ্রস্ত শয্যাশায়ী অবস্থায় ইহার পাণ্ডুলিপি যতদূর সাধ্য পরিষ্কার করিয়া যন্ত্রস্থ করি। পূর্ব্বলিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে কোন কোন স্থান পরিত্যাগ ও পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কি শারীরিক, কি মানসিক কোন অবস্থা ভাল না থাকায় সে সংকল্পসিদ্ধি সাধ্যাতীত হওয়ায় পূর্ব্বপাণ্ডুলিপিই অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল, সেই জন্য পুস্তকের আকার কিছু বড় হইয়া গিয়াছে, এবং সেই রুগ্নাবস্থায় প্রুফ দেখার ত্রুটীতে অনেক স্থলে অশুদ্ধ অবস্থায় মুদ্রিত হইয়াছে. ইহাতে মুদ্রাকরের দোষ থাকিলেও আমিই তাহার জন্য দায়ী। যাহা হউক, আমার তৎকালীন মানসিক অবস্থা কঙ্কালাবশিষ্ট যন্ত্রণাময় দৈহিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিয়া হৃদয়বান পাঠক মহাশয়গণ আমাকে ক্ষমা করিবেন, এবং আমার লিখিত অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ইহাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখিলেই আমি সকল শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

উপসংহারে বক্তব্য, আমি চারিবৎসর যাবৎ কঠিন পীড়ার করাল গ্রাসে হই

মুক্তিলাভের আশায়, কি কলিকাতায় কি ৺কাশীধামে অবস্থিতিকালে, অনেক খ্যাতনামা ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসাধীন হইয়াছি সাধ্যমত অর্থ ব্যয়েরও ত্রুটী করি নাই, কিন্তু কোন ডাক্তার বৈদ্যের ঔষধ সেবনে আশানুরূপ ফললাভ করিতে না পারিয়া পরিশেষে কলিকাতায় কুমারটুলীস্থ পরম শ্রদ্ধাস্পদ, ধন্বন্তরী-কল্প সুবিজ্ঞ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী প্রসন্ন সেন মহাশয়ের চিকিৎসাধীন হই, এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ যত্নাতিশয্যে ও সুচিকিৎসায়, এক্ষণে অনেকাংশে সুস্থতা লাভ করিয়াছি, এবং হতাশ জীবনে পুনঃ আশার সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহারই চিকিৎসার ফলে আজ আমি কথঞ্চিৎ সুস্থশরীরে দীর্ঘকালান্তে ইহাকে মুদ্রাযন্ত্ররূপ লৌহ কারাগার হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলাম। এজন্য আমার পুনর্জ্জীবনদাতা স্বনামধন্য কবিরাজ মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতাসূত্রে বদ্ধ রহিলাম; যতদিন বাঁচিব হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব। দীন দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের "আশীর্ব্বাদ" ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইতি

সন ১৩১৫ সাল
৮ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার।

বিনয়াবনত
শ্রীঅহিভূষণ ভট্টাচার্য্য
৬৭ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বীরমল্ল 'বা' বীরবল্লভ	বিষ্ণুপুরের রাজা।
মহানন্দ	ঐ শ্যালক।
শূরসেন 'বা' কর্ণসেন	অম্বিকার রাজা।
ভগবৎসিংহ	ছদ্মবেশী মন্দারণের রাজজামাতা ও সেনাপতি।
সোম ঘোষ	অজয়গড়ের জায়গীরদার গোপ।
মন্ত্রী	ঐ—মন্ত্রী।
ইছাই ঘোষ	সোম ঘোষের পুত্র।
কালু	ডোমের সর্দ্দার।
বলাই	ঐ পুত্র।
গ্রহাচার্য্য	(ছদ্মবেশী হনুমান)
নারদ	দেবর্ষি।
হঁদে	মেথর।
নিধে	ঐ ভ্রাতা।
সাধুচরণ	ঐ সহচর।
স্বামীজী	ধর্ম্মদূত। (ছদ্মবেশী)
ধর্ম্মসেন	অম্বিকার রাজকুমার।
কর্পূর সেন	রাণী রঞ্জাবতীর পালিত পুত্র, মন্দারণের রাজকুমার।

কলি, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, পাপ, দম্ভ, কালু, দলু, কেবলা প্রভৃতি গোপগণ, অম্বিকা-রাজপুত্রগণ, ধর্ম্মপূজক, ভট্ট, প্রহরী, সৈন্যগণ, গৌড়রাজপুত্র, গ্রাম্যবালকগণ, নগরবাসিগণ, মল্লগণ, উড়িয়া ব্রাহ্মণ, হাবিলদার, অম্বিকার সৈনিকবেশী গৌড়-সৈনিক (ছদ্মবেশী হনুমানজী)

স্ত্রীগণ।

রাণী	...	...	বিষ্ণুপুর রাজপত্নী।
রঞ্জাবতী	...	...	ঐ ভগিনী, অম্বিকার রাজপত্নী।
প্রভাতী	...	...	ঐ পরিচারিকা।
লক্ষ্মী	...	...	কালুসর্দ্দারের পত্নী।
সংজ্ঞা	...	...	সূর্য্য-পত্নী।
রঙ্গিলা	...	...	ইঁদের রক্ষিতা।
সুকৃটী	...	...	ইঁদের মাতা।
পাগলী	...	...	মন্দারণের রাজকন্যা।

দুরুক্তি (কলির পত্নী), মিথ্যা, মায়া, নিকৃতি, হিংসাদি, (কাম ক্রোধ দম্ভ মোহাদির পত্নীগণ) অপ্সরাগণ, সত্যপত্নী, সিমুলা (কালু-ডোমের মাতা), দুলালী, কেলী, দুঃখী, ডোমপত্নীগণ, কিরণবালাগণ, রমতীবাসিনী ময়রাণী ও বেশ্যাগণ, বিষ্ণুপুরের পুরস্ত্রীগণ ইত্যাদি।

রঞ্জাবতী

বা

ধর্ম্ম-লীলা গীতাভিনয়।

প্রথম দৃশ্য।

[স্থান—কুরুক্ষেত্রপ্রান্তস্থ যমুনা-তট]

আদিযুগ সত্যের প্রবেশ।

সত্য। এই সেই কুরুক্ষেত্র, এই সে যমুনা,
কত শান্তি অশান্তির শেষ লীলাভূমি !
পাতিয়া বিশাল বক্ষঃ, স্থির শান্তভাবে,
মাথি জীব-রক্ত-স্রোত নীরব ভৈরবে,
কত জীব অন্তলীলা দেখিয়াছ তুমি।
(যমুনাকে লক্ষ্য করিয়া)
অনন্ত সহযোগিনী তুমিও যমুনে !
কোটী কোটী বীর-রক্ত চিতাভস্মরাশি,
আনন্দে ভাসায়ে ল'য়ে কাল সিন্ধুমুখে
নাচিয়া ছুটিছ, রাখি অতীতের স্মৃতি।
কোথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পার্থ কৃষ্ণসখা—

কোথা সেই যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের সেবক!
ভারতের ভাগ্যাকাশে উজ্জ্বল তারকা,
একে একে কালমেঘে ঢাকিল সকল—
একে একে সব ক্রমে অনন্তে মিশাল!

ধর্ম্মের বিপুল বংশে ধার্ম্মিক সুধীর
ছিল মাত্র পরীক্ষিৎ ধর্ম্মের রক্ষক,
তক্ষকরূপেতে কাল তারেও দংশিল,
একে একে শূন্য হ'ল ধর্ম্মের আশ্রয়!

কোথা তুমি পরীক্ষিৎ, ধর্ম্মের সেবক
কৃষ্ণসখা অর্জ্জুনের যোগ্য বংশধর,
এক দিন গাভীরূপা ধরিত্রীর সহ,
বৃষরূপী ধর্ম্মদেবে কলির পীড়নে,
রাখিয়াছ বাহুবলে দমিয়া কলিরে;
যে কলি কেঁদেছে কা'ল, করি যোড় কর,
ধরিয়া চরণে তব, হায় পরীক্ষিৎ!
পূর্ণ শক্তি আজ তার, তোমার অভাবে!
কোথা তুমি ধর্ম্মবীর পাণ্ডব গৌরব,
অসহায় ধর্ম্ম আজ অভাবে তোমার!

গীত।

স্বধর্ম্মে দীক্ষিত, পরীক্ষিৎ ধর্ম্মপ্রিয় মহারথী।
সত্যের আশ্রয় সদা, ধর্ম্মের আদর্শ মূরতি॥
পাপাসক্ত জীব সবে, দুরন্ত কলির প্রভাবে,
তোমার অভাবে—
যায় ধর্ম্ম তোমার অভাবে,
ঘোর কলির প্রাদুর্ভাবে দেখ আজ ধর্ম্মের দুর্গতি॥

সাহঙ্কার পাদবিক্ষেপে কলির প্রবেশ।

কলি। সব শুনচি, এক একটী কথা আঙ্গুল গুণে মনে ক'রে রাখ্চি। কলির পীড়নে দাদা আমার বড়ই উৎপীড়িত! অথচ তার প্রতিকারেও অসমর্থ! সুতরাং এতটা হা হুতাশ। কখন মান্ধাতা, পুরুরবার কথা মনে প'ড়্চে, কখন যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণকে মনে প'ড়্চে। কখনও কলি-নিগ্রহকারী পরীক্ষিতের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ হ'চ্চে। আহা! দাদাকে যেন চারপোয়া বিকারে ঘেরেচে, বিকারের খেয়ালে কতই আবল্ তাবল্ ব'ক্চেন। দাদার চারপোয়া ইচ্ছা যে, চিরকালই ধর্ম্মের পুঁটুলি মাথায় ক'রে, নিজের একচেটে ভোগ দখল বজায় রাখি। তা আর হ'চ্চে না ধন! সব তাড়াব! তোমার ভক্তি, মুক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, এই ওষুধে সকলেরই ব্যারাম আরোগ্য ক'রব। কার মাথার উপর মাথা যে, আমার অধিকার মধ্যে মাথা তোলে! এখন কলির দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ—অক্ষুণ্ণ অধিকার! এখানে আর তোমার সে বকেয়া চাল্ খাট্‌চে না চাঁদ! বুঝেচ? এখন মানে মানে জগদম্বা ব'লে লম্বা দাও।

সত্য। কে তুমি?

কলি। বড় কেও নয়।

সত্য। কেও কলি?

কলি। সম্ভব।

সত্য। ও কিরূপ উত্তর ভাই!

কলি। সম্প্রতি এইরূপই ব্যবস্থা করা হ'য়েচে।

সত্য। এ প্রান্তরে—এ মহাশ্মশানে তোমার আগমন কেন?

কলি। মহাশয়ের আগমন কি জন্য?

সত্য। এ ভিন্ন আর আমার শান্তির স্থান কোথায় ভাই! যেখানে অতীতের স্মৃতি বুকে ক'রে কাঁদতে পাই, হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তি পাই, ভূত কালের সাক্ষীর সাক্ষাৎ পাই, সেইখানে গিয়ে পাগলের মত কত কথা কই। প্রাণের আবেগে প্রাণখুলে কতই মর্ম্মের কথা ব্যক্ত করি। কিন্তু এ ভারতের সুখ সূর্য্যের অস্তাচলে, এ সর্ব্বগ্রাসী মহাশ্মশানে তোমার আগমন কেন ভাই?

কলি। এই বীরবীভৎস রসের নাট্যক্ষেত্রে দাদামহাশয়ের বীরকরুণ-বিকট রসের অভিনয় দেখ্‌তে আসা হ'য়েচে।

সত্য। কিসের অভিনয় ভাই?

কলি। ঐ যে ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-ঘটোৎকচ-অলম্বুশ, তাড়কারাক্ষসী গাই-বলদ-পরীক্ষিৎ, তক্ষক-রক্ষক-ভক্ষক কতই রকম-বিরকমের বক্তৃতা হ'চ্চে। আহা! দাদা আমার যেন মনের আবেগে মন্দাকিনীর মোহনা খুলে দিয়েচেন, আর ধবল গোমুখী হ'তে তর্ তব্ শব্দে মোহনা ছুট্‌চে।

সত্য। এ মন্দাকিনীর স্রোত নয় ভাই! পাতাল গঙ্গা ভোগবতীর প্রস্রবণ! হৃদয়ের বহুস্তর ভেদ ক'রে এ প্রবাহ উত্থিত হ'য়েচে। যে ভারতবক্ষে এক দিন আনন্দময়ী মন্দাকিনীর পূতপ্রবাহ প্রবাহিত হয়েচে, আনন্দময় ধর্ম্মমন্দিরে ধর্ম্মের দুন্দুভি নিনাদিত হ'য়েচে, আজ যে ভাই, সেই ভারত—সেই শান্তি নিকেতন—সেই সনাতন ধর্ম্মের লীলাভূমি, তোমার বিকট শাসনে মহাশশ্মানে পরিণত হ'য়েচে!

কলি। হাঃ হাঃ হাঃ! দাদার আমার আর মাথার ঠিক নাই। আশার ঘোলায় পড়ে সব ঘুলিয়ে গিয়েছে। বলি, সত্য দাদা মহাশয়! আমার শাসনে শান্তিউদ্যান-সংসার শ্মশান হয়েচে? মন্দাকিনী মরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েচে? তা নয় দাদা, তা নয়! সেই একচেটে আমলের মরুক্ষেত্র এখন মন্দার কানন হ'য়ে উঠেচে। শ্মশানে সুখের তরঙ্গ ছুটেচে। দেখ দেখি! একবার প্রেমভরা চখে চেয়ে দেখ দেখি, কেমন তর্‌তরিয়ে প্রেমের তুফান উঠ্‌চে, কেমন ফুরফুরে হাওয়ার ফোয়ারা ছুট্‌চে। একবার প্রেমিক হ'য়ে প্রেমের চোখে চেয়ে দেখ দেখি! ওকি? যাও কোথা দাদা মণি! একটু দাঁড়িয়ে যাও, একটু জেনে যাও। (সত্যকে হাত ধরিয়া বাধা প্রদান)।

সত্য। কি জেনে যাব ভাই?

কলি। কলির রাজ্যের,—কলির অধিকারের একটু সুখের আস্বাদ জেনে যাও। অনেক দিন মনে থাক্‌বে। চির কালটা কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম ক'রে ঝুনো নারকেলের ছোবড়া চুষে মলে, একবার প্রাণ তর্ করা গেঁওয়ার আস্বাদটা

জেনে যাও। এ মেওয়া নূতন আমদানী দাদা মণি! নূতন আমদানী! কৈ ভগ্নি—প্রাণেশ্বরি!

(নেপথ্যে) কেন দাদা প্রাণেশ্বর।

সুরাপাত্র হস্তে ঢলিতে ঢলিতে কলি-পত্নী দুরুক্তির প্রবেশ।

কলি। এই যে, বা! বা! কি সুন্দর! কি মধুময় দৃশ্য! আ মরি মরি! (সুরে) কিবা টলিতে টলিতে, ঢলিতে ঢলিতে, ললিত-লবঙ্গলতারে আমার।

দুরুক্তি। (সুরে) তব প্রেমেরি হিল্লোলে, দুলে দুলে দুলে, এই এলাম প্রাণের ভ্রাতা রে আমার। (কলির চিবুক ধরিয়া) কেন দাদা প্রাণেশ্বর! আমাকে ডাক্‌চ কেন নাথ! একটু চ'ল্‌বে না কি? (মুখের নিকট সুরাপাত্র ধরিয়া) (সুরে) সুধাধর সম নধর অধরে ধর ধর সুধা পিয় রে বঁধু!

কলি। (সুরাপানপূর্ব্বক, সুরে)

ও অধর-সুধা প্রেমিক বাঞ্ছিত,
দেখ রেখ সদা অধরে সঞ্চিত,
তৃষিত চকোরে ক'রনা বঞ্চিত,
কিঞ্চিত সঁপিও রে মধু!

সত্য। এ বিলোলনয়না সুন্দরীটী তোমার কে ভাই?

কলি। ইনি আমার প্রাণেশ্বরী ভগ্নীশ্বরী। আমার স্বয়ম্বর পরিণীতা সহোদরা। এ তোমার ঝুনোনারিকেলের ছোব্‌ড়া নয়। মেওয়া রে দাদা! মেওয়া!

সত্য। কি পাপ্! সহোদরা ভগ্নীর সঙ্গে প্রেমালাপ! তার সঙ্গে সুরাস্রোত? হা ধর্ম্ম তুমি কোথায়! কলির অধিকারে তুমি একবারেই অন্তর্ধান হ'লে? এই নিভৃত প্রান্তরে, এই জনমানবশূন্য স্থানে একটু শান্তির প্রত্যাশায় এলাম, এখানেও পাপ কলির পূর্ণাধিকার। এখানেও মহাপাপের অভিনয় ক্ষেত্র! এখন এ স্থান হ'তে প্রস্থানই মঙ্গল। (প্রস্থানোদ্যত)

কলি। (প্রস্থানোদ্যত সত্যের হস্তধারণপূর্ব্বক) আরে যাও কোথা দাদামণি! বহুদিন পরে দেখা সাক্ষাৎ, তার উপর তুমি আজ আমার অধিকারে অতিথি। যথারীতি সৎকার না ক'রে কি ছেড়ে দিতে পারি দাদামণি! কৈ প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি!

ছুরুক্তি। কেন দাদা প্রাণেশ্বর।

কলি। দাদা এসেচেন, অতিথি সৎকার ক'র্‌বে না?

ছুরুক্তি। ক'র্‌ব বৈকি! উনি তোমার দাদা, আমার ভাসুর (সত্যের প্রতি) ভাসুর! আমার প্রাণের ভাসুর! এস প্রাণ ঠাণ্ডা কর। আমিও অতিথি সৎকার ক'রে প্রাণটা জু জু জু জুড়িয়ে ফেলি।

সত্য। আমাকে স্পর্শ ক'রিস্ নে, সাবধান অপবিত্রে!

ছুরুক্তি। অপবিত্র পবিত্র বা—দোষ কি বাবা ভাসুর!

সত্য। ক্ষমা কর, আর না, যথেষ্ট হ'য়েচে। এখন দয়া ক'রে আমাকে মুক্তি দাও।

ছুরুক্তি। আগে ভক্তিযোগ, পরে শক্তিযোগ, তার পরে মুক্তিযোগ। এই যোগ হ'য়েচে, এস অতিথি সৎকার গ্রহণ কর। (সুরাপ্রদানোদ্যত)

সত্য। মিনতি করি, তোমাদের পায়ে ধ'রে বিনয় ক'রে ব'ল্‌চি, আমাকে মুক্তি দাও।

ছুরুক্তি। তা হবে না, আমার প্রাণের ভাসুর! আমি সৎকার ক'র্‌বই ক'র্‌ব।

সত্য। হে ধর্ম্মদেব! হে সত্যাশ্রয় সত্য সনাতন হরি! রক্ষা কর। পাপ কলির অত্যাচার হ'তে রক্ষা কর।

কলি। কি! আমার অধিকারে থেকে, আমার সমক্ষে আমাকেই দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ? আমি পাপ, আর তুমি ধর্ম্মাশ্রয় সত্যদেব? ভাল, দেখি কেমন ক'রে তোমার ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করে। ক্রমে ক্রমে তোমার ধর্ম্মের, তোমার সেই চতুষ্পাদের তিনটে পা ভেঙ্গেচি, এবার তার অবশিষ্ট পা টা ভেঙ্গে চিরদিনের মত খোঁড়া ক'রে ফেলে রাখ্‌ব—কিম্বা একবারে তার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ ক'র্‌ব।

সত্য। শোন্ নীচাশয় নির্ব্বোধ কলি! তুই তা মনে ক'রিস্ নে। একদিন চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত রহিত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু ধর্ম্মের অস্তিত্ব কখনই লোপ হবে না। অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার দর্শনে পেচকের ভাবা উচিত নয় যে, তার নয়নানন্দ অন্ধকার এমনি সমভাবেই থাকবে। মার্ত্তণ্ডদেব কখন কখন মধ্যগগনে মেঘাবৃত হ'ন বটে, কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? শোন্ ধর্ম্মদ্বেষী নীচাশয় কলি! যদি আমি ধর্ম্মাশ্রিত সত্য হই, তাহ'লে একদিন

তোর দর্প চূর্ণ হবেই হবে। যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, সত্য যদি ধর্ম্মাশ্রিত হয়, তাহ'লে সেই সত্যসনাতন হরি আমাকে রক্ষা ক'রবেন। হরি! দীনবন্ধু! অনাথের আশ্রয়! তোমার দাসানুদাস সত্যকে ঘোর সঙ্কটে রক্ষা কর।

গীত।

কোথায় আছ হরি শ্রীমধুসূদন।
চেয়ে কৃপা চক্ষে, কর রক্ষে, বিরূপাক্ষের বক্ষের ধন॥
কলির দাপে কাঁপে ধরা, পাপে পূর্ণ বসুন্ধরা,
সদা অধীরা—
ধর ধর ব্রজের পীতধড়া, পাপভার গোবর্দ্ধন॥

কলি। আরে রাখ তোমার সত্যসনাতন। তোমার ধর্ম্ম সনাতনের তিনটে পা ভেঙ্গেচি, এবার তোমার সত্যসনাতনের মুণ্ডপাত ক'র্‌ব। এখন ধর, তোমার সত্যসনাতনের একটু প্রসাদ পাও।

দুরুক্তি। খাওনা ভাই ভাসুর! একটু সত্যিপীরের প্রসাদ—

সত্য। সাবধান পাপিষ্ঠে!

কলি। কি? আমার প্রাণেশ্বরী, আমার স্বয়ম্বরা সহোদরা পত্নী পাপিষ্ঠা? এতদূর স্পর্দ্ধা?

দুরুক্তি। অতিথিসৎকার ক'র্‌তে দেবে না ভাসুর?

কলি। আর অতিথিসৎকার নয়, এবার অন্তিম সৎকার; কে কোথায় আছ, পাপিষ্ঠকে কঠিন লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ কর।

কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদ পরিহিত পাতক, দম্ভ, ক্রোধ, লোভাদি ও তৎপত্নীগণের সশস্ত্রে প্রবেশ।

কলি। বাঁধ সবে পাপিষ্ঠেরে সুদৃঢ় শৃঙ্খলে
দিয়া সমুচিত দণ্ড রাজদ্রোহিতার,
কর সবে নৃত্যগীত আনন্দ উৎসব,
ঢাল সুরা আনন্দদায়িনী। (সকলে সত্যকে বাঁধিতে উদ্যত)

সত্য। কে তোমরা ? কেন হেন কঠিন হৃদয়ে
বাঁধিতে উদ্যত মোরে কোন্ অপরাধে ?
মায়ারূপী সবে, কোথা হ'তে আগমন,
দয়া ক'রে দাও পরিচয়।

পাতকাদি ও তৎপত্নীগণ। গীত।

পাতক।
আমার পাতক নাম জগতে ঘোষে।
কেমন হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণ অঙ্গ, জন্ম বিধির পৃষ্ঠদেশে॥

মিথ্যা।
পাতক-ভগ্নী মিথ্যা আমি, দুজনার একরকম স্বভাব।
ভাই বোনেতে বিয়ে মোদের গলায় গলায় ভাব॥
(ওগো গলায় গলায় ভাব)

দম্ভ।
এই দম্ভের দম্ভে কম্পে জগৎ,
আমি থাকি ভগ্নীর সহবাসে॥

মায়া।
দম্ভের মায়ের পেটের মেয়ে মায়া আমার নাম।
ভাই বোনেতে যুগলমিলন, হাতে স্বর্গধাম॥
(আমাদের হাতে স্বর্গধাম)

লোভ।
আমি মায়ার বেটা লোভ মহাশয়,
বাঁধা থাকি ভগ্নীর প্রেমপাশে॥

নিকৃতি।
মায়া মায়ের পুত্রবধূ, লোভ আমার প্রাণের সোদর ভাই।
ভাই বোনেতে দিনরেতে পীরিতে হাবু ডুবু খাই॥
(ওগো হাবু ডুবু খাই)

ক্রোধ।

করি খুনখারাপী রক্তারক্তি যে জন পড়ে আমার বশে॥

হিংসা।

ক্রোধের নারী হিংসা আমি,
লোভ আমার দাদা প্রাণেশ্বর।
কলি আমার কুলের তিলক, প্রাণের বংশধর॥
(বাছা মোর প্রাণের বংশধর)

দুরুক্তি।

আমি কলির শক্তি নাম দুরুক্তি,
ভাই বোনে রই প্রাণে মিশে॥

কলি। কার কাছে পরিচয় দিতেছ সকলে ?
কিবা প্রয়োজনে ? শীঘ্র বাঁধ দুরাচারে !
কোথায় অপ্সরা বৃন্দ ! আমি কলিরাজ
পালহ আদেশ মোর। নৃত্যগীততানে
মোহিয়া সত্যের চিত্ত পিয়াও মদিরা !
পাবে সবে পুরস্কার যার যে বাসনা।

অপ্সরাগণের প্রবেশ।

অপ্সরাগণ। গীত।

সেলাম সেলাম মেরী কুর্ণিস সেলাম।
দুনিয়া ভরপুর রহা, জাঁহাপনাকা খোস্‌নাম॥
কভি নাহি মিলা ফুর্ত্তি এসা, এসা সক্ মনাসেফ্
জনাব কি মাফিক্ বাদসা,—
তুরন্ত তোর্ দিয়া ধরম কি ফাঁস্
কিত্ত খুসিছে কাম, য্যায়সে মিলে আরাম॥

১ম অপ্। ক্যায়সা বাদসা বনা,

২য় অপ্। চাইয়ে সওগাৎ দেনা,

সকলে। দিগী নয়নাঠারে সওগাৎ যৌবন তামাম ॥

১ম আপ্। ক্যায়সা বেগম বনা,

২য় আপ্। চাইয়ে খেল্লাৎ মায়না,

(দুরুক্তি কর্ত্তৃক সকলকে সুরাপূর্ণপাত্র দান)

সকলে। বাঁধি মাথি পর ধর্‌তিহিঁ তেরি ইলাম ॥

কলি। শুন রে নর্ত্তকীবৃন্দ আদেশ আমার,
সবে মিলে দুরাত্মারে পিয়াও মদিরা ॥

(সকলে সুরাপূর্ণপাত্র হস্তে সত্যের নিকট গমন)

সত্য। কোথা হরি দীনবন্ধু বিপন্ন আশ্রয় !
জগৎশরণ্য জলদবরণ বিপদতারণ রক্ষ রক্ষ দয়াময় ॥

অপ্সরাগণ।
ওগো হাত যে কাঁপে আচম্বিতে অঙ্গ অবশ হ'ল।
ঐ—ঐ—ঐ—হ'ল না, ঐ—সব প'ড়ে গেল ॥

কলি। কার ভয়ে কম্পিতাঙ্গ স্পন্দহীন সবে,
আমি কলি মর্ত্ত্যধামে একচ্ছত্রী রাজা
যা করিব তাই হবে। দাও সুরা মোরে
স্বহস্তে ঢালিব সুরা পাপিষ্ঠের মুখে।

(বলপূর্ব্বক সত্যের মুখে সুরা প্রদানে উদ্যত)

সত্য। রক্ষ হরি দীনবন্ধু ! রক্ষ নারায়ণ !
যায় তব ধর্ম্মরাজ্য ব্রহ্মসনাতন ॥
কোথা মাতঃ মহাশক্তি সত্যের আশ্রয়,
রাখিতে ধর্ম্মের শক্তি দাও শক্তি মোরে ॥

ত্রিশূল হস্তে মুক্তকেশী সত্যপত্নীর প্রবেশ।

সত্যপত্নী। কোথা সতী মহাশক্তি সতীকুলেশ্বরি,
পতিনিন্দা শুনে প্রাণ ত্যজে দক্ষালয়ে—

দেখায়েছ ত্রিজগতে সতীর মর্য্যাদা।
যে পতি সতীর গতি উপাস্য দেবতা,
সে পতি হারায় মান যায় ধর্ম্ম তাঁর,
দাও বল—দাও শক্তি মহাশক্তিরূপে!
স্মরিয়া তোমার পদ ধরিনু ত্রিশূল,
ধর্ম্মঘাতী কলিবংশ করিতে নির্ম্মূল।
জয় ধর্ম্মের জয়! জয় সতীর জয়!!
জয় সত্যের জয়! জয় মহাশক্তির জয়!!

(কলির বক্ষে ত্রিশূলস্থাপন, সকলের অস্ত্র নিক্ষাষণ, অপ্সরাগণের পালায়ন ও অন্তরালে লোভের মগ্নপান)

সত্যপত্নী। স্পন্দহীন হও সবে!
মিশুক কলির শক্তি মহাশক্তি পদে,
মিশে যাক্ জলবিম্ব জলধির জলে।
কাষ্ঠের পুত্তলি প্রায় তিষ্ঠ স্থিরভাবে।
যাও রে পাতকবংশ ধর্ম্মদ্বেষী কলি!
ত্রিশূল আঘাতে যাও অনন্তপাতকে।

নারদের প্রবেশ।

নারদ। স্থিরোভব! স্থিরোভব! স্থিরোভব! শক্তিরূপা সত্যপত্নি! সতীশ্বরি! শান্ত হও মা! শান্ত হও। কলিকে বিনাশ ক'রে বিধিলিপির অবমাননা ক'র না। আমি সত্যদেবকে কলিকৃত বন্ধন হ'তে মুক্ত ক'রে দিচ্চি। (সত্যের বন্ধন মোচন করিয়া কলির প্রতি) যাও কলি! এখনি—এই মুহূর্ত্তে এস্থান হ'তে প্রস্থান কর। তুমি যতই কেন পূর্ণাধিকার লাভ কর না, কিন্তু স্থির জে'ন, সত্যের বা সত্যাশ্রিতের ছায়াস্পর্শে তোমার অধিকার নাই। যাও সকলে আপন যোগ্যস্থানে গমন কর।

[কলি প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

সত্যদেব! কলির কদর্য্য আচরণে কাতর হ'ও না। এক্ষণে কলির অধিকার কাল উপস্থিত, সে এখন নানা ছলে, নানা কৌশলে জীবকে ধর্ম্মচ্যুত ক'রে, আত্মাধিকার বিস্তারের চেষ্টা ক'র্‌বে। সেই জন্যই সে আপন অংশে বৈশ্যবংশে মহানদরূপে জন্মগ্রহণ ক'রে শ্যালক সম্বন্ধে বিষ্ণুপুর-রাজার সেনাপতি ও মন্ত্রী। এমন কি সংসারবীতশ্রদ্ধ বিষ্ণুপুর-রাজের সর্ব্বে সর্ব্বারূপে কালযাপন ক'র্‌চে। সে একদিকে বিবিধ কৌশলে ধর্ম্মের পথ রোধ ক'রে, পাপের পথ প্রশস্ত কর্‌বার চেষ্টায় আছে। অন্যদিকে ধর্ম্মাশ্রয় ভগবান ধর্ম্মের শান্তিময়-রাজ্য রক্ষার জন্য একটী নূতন লীলার অবতারণা ক'রেচেন। এ লীলার পর যখন কলির উৎকট পীড়নে, শান্তিময় ধর্ম্মরাজ্য পাপের চরমসীমায় পতিত হবে, তখন ভগবানের সেই অমোঘ বাক্য—সেই "সম্ভলে বিষ্ণুযশসো গৃহে প্রাদুর্ভবাম্যহম্" বাক্য কার্য্যে পরিণত হবে। "চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দ্দেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ম্" এও তাঁরই কথা, তাঁরই আশাপ্রদ মহাবাক্য। এক্ষণে সেই মহাবাক্যের উপর নির্ভর ক'রে কলির অধিকারের ক'টা দিন অপেক্ষা কর, তারপর আবার সত্যের জয় ঘোষিত হবে। ধর্ম্মের শান্তিময় রাজ্য আবার শান্তির হিল্লোলে ভাস্‌বে। অধর্ম্মের অভ্যুদয় কতক্ষণের জন্য সত্যদেব! এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর, সময়ে আবার সাক্ষাৎ হবে।

[উভয়ের প্রস্থান।



দ্বিতীয় দৃশ্য।

[স্থান—অজয়গড় ঘোষপল্লী]

বংশদণ্ড হস্তে কালু, দলু, ফেলারাম, কেবলরাম প্রভৃতি
গোপগণের প্রবেশ।

গোপগণ। গীত।

দৌড় দৌড় দৌড় দৌড় দৌড়ে চল্।
বুকে হিম্মত চখে তাজুনি,
মুখে মার্ মার্ মার্ মার্ বল্॥
ভীমের গদায় ইন্দিরের বাজে,
তারা মায়ের খাঁড়ায় হনুমানের ল্যাজে,
আয় চ'লে মোর লাঠির ভাঁজে,
যেথা আছে যত বল

কালু। দেখ্ দোলো! লড়াই করি, দাঙ্গা কবি, কাটাকাটি করি, অক্তাঅক্তি যাই করি, কেবল মোড়লের পোর মুখ তেকিয়ে, কিন্তু বাপু! কাজটা লেজ্জি হচ্চে না।

ফ্যালা। তা ব'লে আর কি হবে। "যার নুন্ খাই তার গুণ গাই"। মোড়লেব পো, মোদের বুকের অক্ত দিয়ে পতিপালন ক'রেচে। যে বার রজয় নদী ফেঁপে মোদের গরুবাছুর, চালচুলো সব ভেসিয়ে নিয়ে গেল, ফসল কুটো হেজেমেজে গেল, ক্ষেতের চারপোয়া ধান থোড় গলায় ক'রে হেজে

গেল, দেশে ত্বভিক্ষ হ'ল, সে বারে ঘোষের পো যে প্যাহাড়ের মত মড়াই-গুলো ভেঙ্গে ধান চা'ল দিয়ে মোদের বালবাচ্চা বেঁচিয়েচে, তার জন্যে যুজ্‌ঝু ক'ব্‌ব, পরাণ দেব! তার আর লেজ্জি, অলেজ্জি কি?

কালু। তা ব'লে কি লেজ্জি অলেজ্জি ব'ল্‌তে পাব না? বিষ্ণুপুরের আজা আমাদের মুলুকের আজা। পতি বছর এমন দিনে লেজ্জি খাজনা লিয়ে যায়, বুড়-মোড়ল এতকাল তা দিয়েও আস্‌ছিল, এবারও ত সেই পতি বছ-রের মত লফরচাকর লিয়ে গঙ্গারাম মশায় এলো, তা তেনার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়া দূরে থাক্, মোড়ল-আজার বেটা তেনারে লিয়ে কি লাস্থা-লাবুদটা ক'র্‌লে বল দেখি। লিপোচ ক'রে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ভদ্র নোকের রপমানের বেহদ্দ ক'ল্লে। সে আজার নফর—হুকুমের চাকর, তেনার উপর এতটা জুলুম—এতটা বেজায় কি লেজ্জি হ'য়েচে? মাইত তালুই কি বল?

কেবল। রবিশ্যি, রবিশ্যি! এ আর তুমি রমন্দ কি ব'ল্‌চ বাপু! লেজ্জি কথার মার নেই। আমাদের বুড়ো আজা সাদাসিদে লোক, মাটীর মানুষ। পতি বছর এমন দিনে আজার মালগুজুরি কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিত, সে বারে সেই বড্ড রজন্মা হওয়ার লিমিত্তে খাজনার টাকা মিটিয়ে দিতে না পারায়, আজার স্থমুন্দি মামদো মুন্ত্রীশালা এসে আজবাড়ীর কেচিরিতে ধ'রে লিয়ে গিয়ে ফটকে ভ'রে একেছিল। আজা জান্‌তে পেরে তখনই মোড়লের পোকে খালাস ক'রে দিলে। ব'ল্‌তে কি বাপু, অমন দয়ার শরীল আজা আর হবে না। মোড়লের বেটাকে গারদ হ'তে খালাস দিলে, হাল বকেয়া আজস্বি অফা দিয়ে দেশের আজা ক'রে দিলে; কেবল আজা আজরার মান্নির তরে একটা আজকর ধাজ্জি ক'রে নিয়েছেল মাত্তর। অমন আজা আর হবে না। শিবতুল্যি মানুষ, সাক্ষেত দেবতা। তা হ'লে কি হবে, লিজেতো আজ কাজ্জি দেখে না, যা করে আজার স্থমুন্দি সেই মাম্‌দোশালা; শালা যেন শালার বেটা শালা! আসল স্থমুন্দির বেটা স্থমুন্দি। ঐ স্থমুন্দিই যেন এ আজ্জির আজা। যা করে তাই, আজা লিজে মাটীর মানুষ। অমন আজার আজস্বী উঠিয়ে দেওয়া মোদের মোড়ল আজার বেটার ভাল কাজ হয় নি। তা মোদের কি বাপু; ষাঁড়ে

ষাঁড়ে যুজ্জু বাধ্‌বে, মোরা লেজ্জিপথে থেকে ডেরিয়ে ডেরিয়ে দেখ্‌ব, লেজ্জিপথে থাকলে রন্দকার আত্তিরেও একমুটো রম্ন মিলবে। এনার আজ্জি থাক্, বা তেনার আজ্জিই হ'ক্, মোদের ত আর অফাও নেই এয়াৎও নেই। চোরে নিলে গরু সবব ওরেই ঘাস। এখন যাতে তাতে বালবাচ্ছাগুলো খেতে না পেয়ে, চারা বেগোরে মারা না গেলেই হ'ল।

দুলুই। আর চারাকুটো, এবার দাঁতে কুটো ক'রে ধান ধোক্‌ড়া ফেলে রজয় পার হ'য়ে পেলিয়ে যেতে হবে। মাম্‌দো স্থমুদ্দি যে অকম এগেচে শুন্‌চি, এবার আর তার হাতে অক্ষে নেই। এবার সেই স্থমুদ্দিই কেন্থর আজ্জি অসাতল দেবে।

ফ্যালা। যাইই বলি বাপু দলুই! আক অক্ষে থাক বা নাই থাক্, তা ব'লে সে মাম্‌দো স্থমুদ্দি লেটেল লস্কর লিয়ে বাগতাড়া মেরে লেফিয়ে এসে হেম্‌লে প'ড়বে, আর আমরা বাপ পিতামহর ভিটে ছেড়ে দিয়ে লদী পার হ'য়ে পেলিয়ে যাব, তা হবে না! মরিত ল'ড়ে মরব। সে শালা আসে আস্থক, মা অক্ষে কালীর নাম ক'বে মার লাটি—ফাটাও মাথা। বুকে জোর ক'রে দাঁড়াও, লাঠি চালাও। মর্‌তে হয় অণ ক'রে ম'র্‌ব, যুজ্জু ক'রে ম'র্‌ব। পালাতে গেলাম কোন্ স্থমুদ্দির ধবটার ভয়ে রে দলু?

কালু। (সহর্ষে ফ্যালারামের ব'ক্ষে হাত দিয়া) বেঁচে থাক্ মোর বেটা; এই ত কথা! মান্থষি মান্থষ খেতে পারে না, তারাও মান্থষ, মোরাও মান্থষ, মান্‌ষি মান্‌ষিই ভাব হয়, মান্‌ষি মান্‌ষিই কেজিয়ে হয়, মান্‌ষি মান্‌ষিই যুজ্জু বাধে, মান্‌ষেই হারে, মান্‌ষেই জেতে। আজ তুই বাপের বেটার মতন কথা ব'লেচিস। তোর বাপ ব'ল্‌ত, ফ্যালারে যদি মোর বেঁচিয়ে আখ্‌তে পারি, তা হ'লে ঐ একলা ফেলাই আম আবণের যুজ্জ বেদিয়ে ব'স্‌বে। তোর বাপ বাতানের এক ফোঁটা দুধ বেচ্‌ত না, সব তোর পেটে দিত আর ব'ল্‌ত, এ দুধের ধার ফেলা একদিন না একদিন স্থদ্‌বে। আজ নিজের দেশী ভুঁই আখ্‌তে, বাপ দাদার ভিটে মাটী বজায় আখ্‌তে লাঠির আগায় সে ধার শুধে যা মোর বাপ! কথক ঠাকুরদের মুখে আমায়ণ শুনিস্ নি? হন্থমানের মা রঞ্জনা হন্থমানেরে ব'লেছেল যে, আমচন্দের জন্থি আবণ মার্‌তে এখনও পার্‌লি নি? এখনও সীতেলক্ষ্মী রসক বনে? তুই আমার

প্যাটে জন্মে একধার তনের দুধেব ধার শুধ্‌তে পাল্লি নে। তা বাপু! মা বাপের তনের দুধের ধার্‌টা শুধে যা। লাঠি চালা; ঐ যা বল্লি মোর বাপ! গড়ো গয়লার ল্যাঠির ঠেলা একবার শাম্‌দো সুমুন্দিরে দেখিয়ে দে। চল্‌ মা অক্ষে কালীব নাম ক'রে রজয়ের ধারে গিয়ে দিখিগে, সুমুন্দিরে কতদুর আস্‌চে। বল্‌ জয় মা কালী, জয়, মা অক্ষে কালীর জ

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ।

[স্থান অজয়গড়]

(সোমঘোষের বহির্ব্বাটী ।)

সোমঘোষ ও মন্ত্রী আসীন ।

মন্ত্রী । আপনি ও জঘন্য বেশভূষা আর অনার্য্যের ব্যবহারগুলো পরিত্যাগ ক'রে অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করুন । আপনি আর সেই সামান্য সম্পত্তিশালী সোমঘোষ নাই, এখন আপনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর । অনন্ত শক্তিময়ী মহাশক্তি আপনার প্রতি সদয়া ; সেই ইচ্ছাময়ী আপনার কুমার ইছাইকে কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় বলশালী ক'রেচেন । তাঁর কৃপাতেই আপনার দুর্ভেদ্য দুর্গ ত্রিষষ্টিগড় আজ শান্তিময় । রাজভাণ্ডার ধনরত্নে পূর্ণ । ধন বল, জনবল, ধর্ম্মবল আপনার ত কোন বলের অভাব নাই ; অতুল ধর্ম্মবলপ্রভাবে আজ আপনি রাজাসনে অধিষ্ঠিত । এখন কি আপনার সাধারণ অশিক্ষিত নির্ধন গোপের ন্যায় ব্যবহার ভাল দেখায় ?

সোম । কি ব'ল্চ, কি তেজ্জি ক'র্‌তে ব'ল্চ ?

মন্ত্রী । ঐ জঘন্য হুঁকাটা ।

সোম । কেন হুঁকো তেজ্জি ক'র্‌ব, তামাক খাব না ?

মন্ত্রী । কেন খাবেন না । তবে—

সোম। তবে কি, আগুন নিবে গিয়েচে! ঘুঁটের আগুন কি না? (কলিকায় ফু দিতে দিতে ও টিপিতে টিপিতে) নিবেচে বটে, আগুন আন্‌ব? আপনি তামুক খাবা?

মন্ত্রী। মাপ করুন, আপনি স্থির হ'য়ে বসুন। আপনার এইসকল বেশভূষা, আচার ব্যবহার দেখে, কুমার বড়ই মর্ম্মাহত হন। তিনি আপনার নিত্যব্যবহারের জন্য বহুঅর্থ ব্যয়ে এই সকল পরিচ্ছদ প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন।

সোম। হা তোর পরিচ্ছদ! তের যায়গায় গেরো দেওয়া, কাজ নাই বাপু! এ খুলে নাও (পোষাক খুলিতে খুলিতে) আঃ এ কোথায় দিয়ে কোথায় ঢুকিয়েচে এর যে বতিসন্দিই পাই না, খুলে নাও মন্তনি মশাই! আমার সর্দ্দিগর্ম্মি হবার উয্যুগ হ'য়েচে। আমি হুঁকোয় জল ভ'রে তামুক সেজে আনি, তোমাদের ওপচাপাতা ত্বগন্ধি তামুক আমার গলায় ধরে না। এখন আমার খেসে ভরা দা কাটা তামুক, খুব তলপ্! সাজব একছিলিম খাবা? ও মন্তনি মশাই! এটা খুলে নাও না বাবা! বলদ ঘর্ম্ম হ'চ্চে বড় গিরিষ্টি।

জনৈক গোপের প্রবেশ।

গোপ। মন্তনি মশাই! আর আক্ অক্ষে নাই। বুড়ো ঘোষেরপোকে সঙ্গে লিয়ে রজয পেরিয়ে পেলিয়ে যাও। বিষ্ণুপুরের আজার সেপাই লস্করে রজয়ের পচ্ছিম পার ঘিরে ফেলেচে। যেমন আজার আজস্বী বন্দ ক'রে গঙ্গারাম মহাশয়ের মাথা মুড়িয়ে রপমানের বেহদ্দ ক'র্‌লে, তেমনি আজাও এগে উঠে লস্কর পেঠিয়েচে। ফ্যালা, দলো, ক্যাবলা তাদের সাপট দেখে ভ্যাবলা মেরে গিয়েচে। ঐ গো সব তেড়িয়ে লিয়ে আস্‌চে। পালাও সব পালাও।

মন্ত্রী। দাঁড়াও অত ব্যাকুল হ'ও না। স্থির হ'য়ে একটা কথা শুন, শীঘ্র মা মুক্তকেশীর মন্দিরে যাও, বোধ হয় রাজকুমার ইছাই, সেই ইচ্ছাময়ীর মন্দিরে পূজায় নিযুক্ত আছেন, তাঁকে সংবাদ দাও।

গোপ। যে আজ্ঞে।

[গোপের প্রস্থান।

সোম। রজয় নদী পার হ'য়ে কারা আস্‌ছে মন্তনি মশাই ?

মন্ত্রী। রাজবাড়ীর সৈন্যসামন্ত আর কি !

সোম। বেশ বেশ ! তাদের যেন অখাতির না হয়, হুঁকো নিয়ে যাও, তামুক টামুক খায়াও গে !

মন্ত্রী। তারা অস্ত্র শস্ত্র বেঁধে হুজুরের কাছে তামাক খেতে আসে নি।

সোম। তরে কিজন্যে ?

মন্ত্রী। অজয়গড় ধ্বংসের জন্য, ঐ আস্‌চে।

সোম। আস্‌ছে ? তামুক সেজে দাও, অখাতির হবে, তামুক সাজ, তামুক সাজ।

ভগবৎসিংহ ও সৈন্যগণসহ অম্বিকারাজ নয়নসেনের পুত্ত্রগণের প্রবেশ।

১ম পুত্র। কৈ সে দুর্দ্দম গোপ পাপিষ্ঠ ইছাই ?
শ্যামা সাধনের ফলে দৈবশক্তি লাভে
বাড়িয়াছে এতাধিক অহঙ্কার যার—
কোথা সেই প্রভুদ্রোহী অনার্য্য পিশাচ।

সোম। অনেজ্জি ? তা একটু হ'য়েচে বৈ কি। ছেলেমানুষ কিনা, তখন বুঝ্‌তে পারে নি।

২য় পুত্র। তুমিই বুঝি সেই বৃদ্ধ সোমঘোষ ?

সোম। আজ্ঞে ! আজা মশাই আমাকে চরণে খুব কিরপা করেন। যেবারে আজস্বির দায়ে মাম্‌দো মশাই ধ'রে নিয়ে গিয়েছেল, সেবারে আজবাড়ীতে খুব তামুক খেতুম, আপনারা তামুক খাবা ?

৩য় পুত্র। সহজে অনার্য্য জাতি অসভ্যের চূড়া,
তার উপর ভ্রান্তমতি বার্দ্ধক্যের বশে,
হয় ঘোর অশিক্ষিত অথবা উন্মাদ।

৪র্থ পুত্র। উন্মাদ ? কে বলে উন্মাদ ওরে—
মহাধূর্ত্ত স্বার্থপর কপটের খনি,
মহাচক্রী, মুখে মাত্র উন্মাদের ভাণ।

কাটি পাপিষ্ঠের মুণ্ড পাড়ি ভূমিতলে,
পাপ রক্তে তৃপ্ত হ'ক্ শৃগাল কুক্কুর।
(সোমঘোষকে কাটিতে উদ্যত)

১ম পুত্র। (বাধাপ্রদানপূর্ব্বক)
শান্ত হও, বীর নামে দিও না কালিমা!
সহজে অনার্য্য জাতি অশিক্ষিত রণে,
একে বৃদ্ধ জরাজীর্ণ তাহে অস্ত্রহীন,
হেন জনে অস্ত্রাঘাত বীরধর্ম্ম নহে,
প্রাণাধিক! অসিবেগ কর সম্বরণ।
নাহি কাজ বিনাশি স্থবিরে।
কহ গোপ! কোথা পুত্র তব?

সোম। পুত্তুর সন্তান? ঐ একটি, মা কালীর প্রসাদে ঐ ইছাই আমার লক্ষ্মী গোধন।

২য় পুত্র। কোথা সে ইছাই গোপ অনার্য্য বর্ব্বর?

সোম। অনেজ্জি বরাবর হয়নি। আজার আজস্বী বরাবর দিয়ে আসছি; ইছু ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি তাই এবার আজস্বীটে বন্দ ক'রেচে! আর গঙ্গারাম মশাইকেও একটু বেইজ্জত ক'রেচে। ছেলে মানুষ কি না, তা আমি তাকে কালীমন্দির থেকে ডাকি আপনারা দু কথা বুঝিয়ে বল। বস, ঠাণ্ডা হও, তামুক টামুক খাও, আগগোসা ক'র না।

২য় পুত্র। আসি নাই বুঝাতে বর্ব্বরে।
আসে নাই রাজসেনা এতদূর হ'তে
হিতবাক্যে বুঝাইতে গোপ কুলাধমে।
করি দন্তে তৃণ যবে গিয়া রাজপুরে
মাগিবে জীবন ভিক্ষা, বুঝিবে তখন।
সৈন্যগণ! প্রয়োজন নাহি কালব্যাজে
ল'য়ে চল বন্দী করি বৃদ্ধ সোমঘোষে।

ভগবৎ। আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার! ও বুড় মেরে খুনের দায়ে পড়া কেন? একে ত জাত্ গোয়ালা, যাটবৎসর পেরিয়ে সবে সাবালক হ'য়েচে; না আছে গায়ে

বল, না আছে অস্ত্রশস্ত্র, তার উপর বেজায় গুরুক-খোর। অস্ত্রের মধ্যে ত ডাবা হুঁকো। এত সেপাইশাস্তি নিয়ে সেজে গুজে এসে শেষে ঐ ঘাটের মড়ার ঘাড় ভেঙ্গে ঘরে যাবে? এ মশা মার্‌তে কামান পাতা কেন হুজুর? পার ত সেই সোঁন্দর বনের কেঁদো বাঘ, যার দাপটে গৌর রাজ্যটা থরহরি কাঁপচে, সেই ইছাইঘোষকে কায়দা কর, কাজে ফয়দা হবে। ও বুড়টাকে ময়দাপেশা ক'র্‌লে কিছু পয়দা হবে না। লাভে থেকে দেশযুড়ে একটা দুর্নাম রট্‌বে।

২য় পুত্র। হয় হবে দুর্নাম রটনা।
সে যুক্তি দিবার নাহি অধিকার তব।
ভৃত্য তুমি, ভৃত্যবৎ অবিচার্য্যভাবে—
ভৃত্যর কর্ত্তব্যব্রত পাল নতশিরে।

ভগবৎ। (স্বগতঃ) যা হ'ক্ বাবা! বাগে পেয়ে খুব ভৃত্যু ভৃত্যু ক'রে নিলে। মৃত্যু ঘনিয়েচে কি না? (সোমঘোষের প্রতি) এস ত বাবা বুড়ঘোষেরপো! হয় "যুদ্ধং দেহি নয় শেকল লেহী"। এবার আর রক্ষা নাই, এবার রাজবাড়ী থেকে ইছাইঘোষকে পাক্‌ড়া কর্‌বার জন্য বাছাই চাছাই বীর বেরিয়েচে, তোমাকে দিয়েই তার যাচাই হবে। ধর্‌ যুদ্ধ ক'র্‌বি ত হেতের ধর। ঘুঁসী ল'ড়্‌তে জানিস?

সোমঘোষ। না বাবা! আর ঘুঁসো ঘুঁসীতে কাজ নাই। আমার ওসব আসে না।

ভগবৎ। জানিস্ নে? বাস্ কুছপরোয়া নেই, আও যুদ্ধং দেহি (রাজপুত্রগণের প্রতি) ধর্ম্মঅবতার। সব হেতের খুলুন, খোল্ বুড়ো তোর হেতের খোল্।

সোমঘোষ। আমার ত হেতের হুতের নাই বাবা!

ভগবৎ। হেতের নেই ব'লে এড়ান পাচ্চ না। কাপড়ে ল'গ্‌গি ক'র্‌লে যমে ছাড়ে না। শিগ্‌গির খোল্, যা হয় একটা থাড়া কর্।

সোমঘোষ। বুড়োমানুষ হেতের হুতের নিয়ে কি ক'র্‌ব বাবা! তামুক টামুক খাই, হুঁকোটা সঙ্গে থাকে।

ভগবৎ। বস্! ওতেই হবে, ভাঙ্গ্ খোল—ধর জাট্ (হুকা ভাঙ্গিয়া দেওন)

সোমঘোষ। আঃ ভেঙ্গ না, ভেঙ্গ না, তামুক খেতে হবে। আমার এমন কলশুদ্ধ হুঁকোটা আপনি ভেঙ্গে দিলে ?

ভগবৎ। আ রে তোর খোল চেয়ে জাট্ আরও কলশুদ্ধ। ধর জাট্; কর্ত্তারা চালাও তলোয়াব! ঘোষেবপো! চালাও জাট্, বাজাও রণবাদ্দি, ধর্ম্ম অবতার সব, খুব হুঁসিয়ার। আজ সোমঘোষের জাটের যুদ্ধ। হন্যতাং—হন্যতাং—হন্যতাং, মাব্ মাব্, কাণা—খোঁড়া—কুড়ে—পঙ্গু যত দেখ তত মার। ইন্দ্রের বজ্র, যমের দণ্ড, শিবেব ত্রিশূল, বিষ্ণুব চক্র, লবণদৈত্যের জাঠা আর এই সোমঘোষের জাট্, এক জিনিস—এক কারিকরের গড়া। এই জাট্ জয় ক'র্‌তে পার্‌লেই তেত্রিশকোটী দেবতা জয় করা হবে। স্বর্গ হ'তে দেবতাবা বিজয়ভেরী বাজাবে, অপ্সরা পুষ্পবৃষ্টি ক'র্‌বে, কিন্নরেরা জয়গীতি গান ক'র্‌বে, আর ঊনপঞ্চাশ পবন আপনাদের বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে বেড়াবে। কীর্ত্তি অক্ষয় হবে,—অক্ষয় হবে, মার বুড়োকে।

১ম পুত্র।

অতি বৃদ্ধ অশিক্ষিত অনার্য্যস্থবীরে
নাহি কাজ বিনাশি জীবনে ;
বন্দী করি রাজপদে দেহ উপহার।
শুন রে সৈনিক! ত্বরা বাঁধি সোমঘোষে
অবিলম্বে ল'য়ে চল রাজ-সন্নিধানে।

ভগবৎ। যে আজ্ঞে! ঘোষের পো! এবার পাঁজীর ফল বড়ই খারাপ। এবার পৃথিবী রসাতল যাবে, এবার স্থবিরে বীরে যুদ্ধ, বীরেব জয় স্থবিরের ক্ষয়; মেষকর্কটের মৃত্যুভয় পাঁজীতে এগার আড়া জল, সোমঘোষের বন্ধন ভয়। পাঁজির ফলে মারা যাচ্চ আর জাট্ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে ? হাত বাগাও, গহনা পর, দরবারে চল। (বন্ধন)

সোমঘোষ। দরবারে যেতে হবে ? তা হুঁকো টা গেল অমন কলশুদ্ধ হুঁকো টা গেল! তামুক খাব কিসে ?

ভগবৎ। এই শেকল প'র্‌লে তোমারও কলশুদ্ধ হবে, এখন চল।

সোমঘোষ। মন্তনি মশাই! আমি দরবারে চ'ল্লাম, ইছাই থাক্‌ল দেখ'। লোকজন অতিত ফকির এলে তাদের ইষ্টিগুরুর মতন্ন আদর ক'র, খেতে দিও তামুক টামুক খাইও।

মন্ত্রী। সকল কার্য্যেরই একটা বিধিব্যবস্থা আছে। জানি, যুদ্ধবিগ্রহাদি রাজধর্ম্ম, কিন্তু সেই রাজবিধি একটী ধর্ম্মমূলক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত এবং সেই রাজবিধিগুলির উপর লক্ষ্য রেখে কার্য্য করা বীরনামধারী বীরব্রতাচারীর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। বীরব্রতের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান অবশ্যই আপনাদের অজানিত নাই; আমার বুঝিয়ে দেওয়া বাহুল্য মাত্র। বৃদ্ধ সোমঘোষ নিতান্ত ধর্ম্মভীরু, স্বভাব-সরল অতি বৃদ্ধ; জীবনের অন্তিমদশায় উপস্থিত। এ পর্য্যন্ত সংসারের রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান কিছুই জানে না, বাক্‌বিন্যাসে তা বুঝ্‌তে পেরেচেন। এরূপ অবস্থায় এই অতি বৃদ্ধের প্রতি বল প্রকাশ কর্ত্তব্য কি না, সে বিচার আপনাদের উপর নির্ভর ক'রচে। রাজদ্রোহী, প্রতিপালকদ্রোহী ব'লে যদি রাজদণ্ডের উপযুক্ত মনে ক'রে থাকেন, সে দণ্ডযোগ্য বৃদ্ধ সোমঘোষ নয়, তার পুত্র ইছাইঘোষ। যদি সমস্ত গৌড়রাজ্যের উপর একাধিপত্য বাসনায় এই ক্ষুদ্র অজয়গড়ের উপর বিজয়ধ্বজা উড়াতে এসে থাকেন, তাহ'লে অগ্রে ইছাইঘোষকে দমন করবার সংকল্প করুন। যদি বীরগৌরবে বিজয়ধ্বজা উড্ডীন ক'রে জয়োল্লাসে রাজসম্ভাষণে যেতে বাসনা থাকে, যদি চির-অম্লান বিজয়-বৈজয়ন্তিমালা কণ্ঠে ধারণ ক'রে, বীরবাঞ্ছনীয় বীরাসনে উপবেশনে বাসনা থাকে, তবে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে এইভাবে সেই রাজদ্রোহী প্রভুদ্রোহী বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত ইছাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করুন; মহাবীর নয়নসেনের পুত্র ব'লে পরিচিত হ'ন্। এ মশক বিনাশের জন্য আগ্নেয় অস্ত্র স্থাপনের লভ্যফল কেবল উপহাস মাত্র।

ভগবৎ। ও বাবা! আপনি বুঝি মন্ত্রিমহাশয়! দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য! তোমার কথার বাঁধুনিতেই তা বুঝ্‌তে পার্‌চি। তুমি এই গয়লাপাড়ার বুধুই গোড়ল, একটী পাকাপোক্ত ধরিবাজ লোক। ইছাইঘষেকে বাঁধ্‌তে যেতে ব'ল্‌চ, ঠেলেঠুলে আগুনে ফেলে দেবার মৎলব! কেমন? তার জন্য তোমাকে বেশী ভাব্‌তে হবে না। যে ফড়িং উড়েচে তাকে ঘুরেফিরে আগুনে প'ড়্‌তেই হবে। এবার কার পাঁজির ফলই হ'চ্চে সোমঘোষের বন্ধন ভয়, মেষ মকরের মৃত্যুযোগ, মীন মিথুনের মুণ্ডপাত! বাইশ আড়া জল, তার মধ্যে এগারআড়া রক্ত। বর্ষায় অজয়ের জল ঘোলা হবে। এখন সর দেখি, ঘোষেরপোকে

তয়ে তয়ে নিয়ে যাই! ওঃ বেটা গয়লার হাত কি শক্ত যেন বজ্জর! বেটার যে জাটের যুদ্ধ, আমাদের কুমারবাহাদুররা সব এক একটী দিগ্‌গজ বীর ব'লেই এ হেন যুদ্ধে উত্‌রে গেলেন। অন্য হ'লে জাটের ঠ্যালায় কাঁকুর ফাটা হ'য়ে যেত। আমার হুজুরদের কাছে সেটী হবার যো নাই, অনেক জাঠ ভেঙ্গে, অনেক শেল শূল, জাঠা, জাঠি, মুষল, মুদ্গর চূর্ণ ক'রে তবে বীরখাতায় ন্যাম তুলেছেন। এখানে তোমার ও বকেয়া চালাকী খাট্‌চে না। আও হে ঘোষেরপো! শিখলি পেঁদ্‌কে তোমলোক, হামলোকের সঙ্গে চলে আও। কি! পিছারী ঝাড়্‌তা হ্যায়? জোর করে গা ত হামলোক তোমলোক্‌কে হড় হড় ক'রে টেনে নিয়ে যাব।

[সোমঘোষকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

রক্তবস্ত্র পরিহিত ত্রিশূল হস্তে ইছাইঘোষের প্রবেশ।

ইছাই। মন্ত্রি! সত্য কি সংবাদ? কৈ পিতা মোর?

মন্ত্রী। কি কহিব বীরেন্দ্র কুমার!

ইছাই। বুঝিয়াছি আর কিছু হবে না বলিতে।
ছিন্ন ভিন্ন শোভাহীন বিটপীর দশা,
নিরখিলে কে না পারে বুঝিতে অন্তরে,
প্রবল ঝটিকাঘাতে বিধ্বস্ত উদ্যান।
দেখ মন্ত্রি! ক্ষণকাল দাঁড়ায়ে নীরবে
পিতৃবৈরী পাপিষ্ঠের প্রতিফল কিবা।
তুইও দেখ্‌, অতিবৃদ্ধ অম্বিকা ঈশ্বর
যার বীরকীর্ত্তি গীতি গাইছে অজয়
চুম্বিয়া অজয় দুর্গ পদতল যার
কলনাদে নাচিয়া নাচিয়া অবিশ্রামে।
মানভূম, বীরভূম, গড় মন্দারণ,
তাম্রলিপ্ত, ব্যাপ্ত যার বীরত্ব গৌরব।
সন্ত্রাসিত গৌড়পতি যার বীরদাপে,
অতুল প্রতাপ যার কালিকাপ্রসাদে।

তার সঙ্গে যুদ্ধ সাধ, অতি বৃদ্ধ তুই
ঘটিয়াছে মতিভ্রান্তি বাৰ্দ্ধক্য প্রভাবে।
তাই বুঝি সাজাইয়া শিশু পুত্রগণে
পশুবৎ রণযজ্ঞে দিতে বলিদান—
দুর্জ্জয় অজয়গড়ে দিয়াছ পাঠায়ে।
অথবা অজয়দুর্গে বংশ ধ্বংস তব
অলঙ্ঘ্য বিধির লিপি নিয়তির পটে।
দেখ মন্ত্রি! ক্ষণকাল নিশ্চিন্তহৃদয়ে
মুহূর্ত্তে বিনাশি আসি পিতৃবৈরিচয়
বীরাচারে পিতৃপদ করিব অর্চ্চন।

[ইছাইয়ের প্রস্থান।

গীত।

একান্ত সাধ চিতে, পিতৃপদ অর্চ্চিতে,
চর্চ্চিতে জবা-কুসুম চন্দনে।
করিয়ে বিধি বিচার, ল'য়ে যোগ্য উপাচার
বীরাচার মতে পদ বন্দনে॥
ক'রে শত্রু সংহার, গাঁথিয়ে শিরহার,
উপহার দিব পিতৃ চরণে—
এই প্রতিজ্ঞা সার, পিতৃ প্রতিহিংসার,
প্রতিশোধ লব শত্রু নিধনে॥

গোপপল্লীবাসী গোপগণের প্রবেশ।

১ম গোপ। বেঁচে থাক্ মোর বাপ্, তোর মা অক্কেকালীর পুজো ক'রে তোকে সার্থক কোঁকে ধ'রেছিল। তোর মায়ের তন পান করা সার্থক। এমন নৈলে কি যুজ্জু? শাস্তরে শুনেচি শম্ভু নিশম্ভুর যুজ্জু বেধেছিল, আম আবণের যুজ্জু বেধেছিল, অক্তে অক্ত নদী হ'য়েছিল। যা শুনেছেলাম তা

চক্ষে দেখ্‌লাম। বাপ্‌ রে বাপ্‌! কি যুদ্ধু; দেখ্‌তে দেখ্‌তে রক্তের জল অক্তগঙ্গা হ'য়ে গেল। ধন্যি ইছু! ধন্যি তুই মায়ের তন পান ক'রেছিলি, তুই কলিতে পবন পুত্তুর বেকোদর।

২য় গোপ। যা ব'লেছিস্‌ মামা! বেকোদর ব'লে বেকোদর, বেটা সত্যিই যেন মা অক্কেকালীর বরপুত্তুর। যেন কার কি রবিশাপে গয়লার ঘরে এসে জন্মেছে। আজ লক্যি লক্যি অৎ-অথি, সন্তি-সামন্ত বেটার চখের পলকে একদম সব ফর্শা।

৩য় গোপ। তা যাই বল মাম্লার বেটা! ছোঁড়া চার্‌টে কিন্তু খুব লড়ছে, এক একটা যেন আবণের বেটা কুম্ভুকর্ণ।

২য় গোপ। সে আবণের বেটা কুম্ভুকর্ণই বল, আর লক্ষণের বেটা রবিমন্যুই বল, বেশী দিন আর টিক্‌চে না। বেকোদরের হাতে বেশী দিন আর টিক্‌চে না। এক এক তিরশূলের খোঁচায় লক্ষি লক্ষি জোয়ানের লাবি টলিয়ে দিলে।

১ম গোপ। তবু হাজার হ'ক্‌ জাত্‌, কাঠ, জোয়ান বয়েস, শেখা লড়াই; আচ্ছা দলো! সে লড়াইয়ের মাঝে ত বড় ঘোষের পো কে দেখ্‌লাম না। হয় ত লড়াইএর আগেই ঘেরাও ক'রে তাকে বিষ্ণুপুর অয়োনা ক'রে দিয়েচে। এখন চল, বুড়ো বেটাকে এনে পৌছে দিয়ে আমরা নিচ্চিন্তি হৈ।

[প্রস্থান।



চতুর্থ দৃশ্য।

[বিষ্ণুপুর-রাজনিকেতন]

মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। বাস্, এক দম কাজ ফর্শা, যে চা'ল চেলেছি, সে চা'লের উপর ওপর চা'ল চালে এমন চালাক ত দেখি নে। বাপের পৈতৃক ভিটে, মহানন্দ দামোদরের পেটে ঢুকেচে—সেটা বিধির লিপি! আর এই বিষ্ণুপুরের রাজ্যটা যে এই মহানন্দের পেটে ঢুকবে, এ আমার হাতের লিপি। এক-রকম লিখে দিতেও পারি। এই মহানন্দের গোটা দুই ঘূরণ পাকে প'ড়লে পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। অজয়, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর এরা আবার নদী না নদ, নদ্ ত এই মহানন্দ; এর এক একটী তরঙ্গে হাজার হাজার ঐরাবৎ তৃণবৎ ভেসে যায়, তা বিষ্ণুপুরের বাগ্দীরাজা আর অম্বিকার বুড় সুরসেন ত কোন্ ছার। এক একটী ইঁদুর, তুফানে পড়বেন আর তলিয়ে যাবেন। দু শালায় পীরিত কত, যেন হরি-হর আত্মা; দুটোয় দেখা হ'লে আর আহার নিদ্রা থাকে না, রাত দিন জ্ঞান থাকে না। মদনমোহনের মন্দিরে ঢুকে কেবল ফুসুর ফুসুর, গুজুর গুজুর; মদনমোহনের মন্দির হ'য়েচে যেন দু-শালার পায়রা পায়রীর খোপ। আচ্ছা থাক যাদু! দুদিন সবুর কর, যদি তোমাদের ও খোপ ভাঙ্গতে পারি, পায়রা পায়রীর ডানা ছিঁড়তে পারি, মদনমোহনের মন্দির ভেঙ্গে নাচতামাসার খাসা তোষাখানা বানাতে পারি, তবে আমার নাম মহানন্দ। বিষ্ণুপুরের রাজা বীরমল্ল অপু-ত্রক, কোন্ দিন হয় ত একটা পুষ্যিপুত্র কি দত্তি এনে নিয়ে ব'সবে,

এত বড় রাজ্যটা চখের উপর থেকে হাত ছাড়া হবে, তা হ'তে দিচ্চি না। পাছে স্থরসেনের কটা ছেলের মধ্যে একটাকে দত্তকপুত্র নিয়ে বসে, সেই ভয়ে অজয় গড়ের গড়ো গয়লা দিয়ে সে কাজ সাবাড় ক'রে দিয়েচি। স্থরসেন শালা এখনও সে খপর পায় নি। ইছাই ঘোষকে রাগিয়ে দেওয়া আমারই কৌশল, আর তোমার চার চার্টে বেটাকে অজয়গড়ের হুড়কো কলে ফেলে দেওয়াও এই শর্ম্মার টিপুনি। এখন দেখি আমার সাধনা সিদ্ধির প্রান্তপথ কত দূরে। সম্মুখে অনন্ত বাসনাসিন্ধু, কখন অনন্ত আশা-তরঙ্গে প্রাণ মাতিয়ে তুল্‌চে, কখন নৈরাশ্যের বালুকাময় বেলা ভূমির দিকে দৃষ্টি প'ড়ে উৎসাহিত হৃদয়কে সঙ্কুচিত ক'র্‌চে। করুক! আমি স্থিরলক্ষ্যে, অটল সঙ্কল্পে সাধনা সিদ্ধির সন্নিক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছি, এখন দেখি আমার সাধন বৃক্ষে কি ফল ধারণ করে।

গীত।

অনন্ত বাসনা সিন্ধু সম্মুখে আমার।
কি ছলে, কি বলে, হব এ অকূলে পার॥
কুচক্রে ছলে কৌশলে, কু মন্ত্রণা মন্ত্র বলে
অভেদ্য চক্রান্তজালে বদ্ধ সকলে,
মন্ত্র মুগ্ধ বৃদ্ধরাজা সে ইন্দ্রজালে
আর বাকি, আছে কি, মম সিদ্ধি সাধনার॥

মহানন্দ। হবেও সব, পাবও সব। এ জালে চাঁদা পুঁটী কিছু এড়াবে না, এ রাহুর মুখে সকলকেই প'ড়তে হবে। তবে একটু খুঁত থেকে গেল, প্রাণে একটা দাগ প'ড়ে রইল। স্থখের চাঁদ পূর্ণকলায় উদয় হ'ত, গড় মন্দারণটা ছাব্‌খারে দেওয়া, রাজবংশটা নির্ব্বংশ করা সার্থক হ'ত, রাজকুমারিটে যদি পালিয়ে যেতে না পার্‌ত। মান্দারণ দাহন কালে সেটা মরে নাই, কোনরূপে ধরাও দিলে না। অন্ধকারে কোথা স'রে প'ড়ল, যেন মেঘের কোলে বিজুলী মিশিয়ে গেল। যাক্‌, যখন মরে নাই তখন অনুসন্ধানে এক দিন না এক দিন হাতে প'ড়বেই প'ড়বে। এখন ভগবৎ সিং না

আশা পর্য্যন্ত ওদিকের সঠিক খবরটা পাচ্চি না। ছিন্নভিন্ন সৈন্যগুলো ত ক্রমে এক জায়গায় জড় হ'ল, ভগবৎ সিংটে ত ফির্‌ল না। সেটাও কি মটর হুড়মড়ানিতে মুগুরি চেষ্টা হ'ল না কি? না তার ত মর্‌বার কথা নাই, ফাঁকে ফাঁকে ফাকিয়ে আসবারই কথা। ঐ যে ধুরন্ধর আসছেন।

ভগবৎসিংহের প্রবেশ।

মহানন্দ। কি ভগবৎ?

ভগবৎ। আর ভগবৎ! যাবার সময় গিয়েছিলাম ভগবৎসিং, আসবার সময় এলাম—মা ভগবতী।

মহানন্দ। এ কিরূপ হ'ল?

ভগবৎ। হুজুর যে গড়োগয়লার মুলুকে পাঠিয়েছিলেন। লাঠির চোটে ভগবৎসিংয়ের সিং ভেঙ্গেচে, বাকী ভগবৎটুকু ছিল, ফুকো দিয়ে সেটুকুও ভগবতী করে ছেড়ে দিয়েচে। গড়োগয়লার লাঠির হিড়িকে প'ড়ে পৈত্রিক প্রাণটা তস্‌রূপ হ'য়েছিল আর কি? কেবল মা বাপের পুণ্যির জোরে এ যাত্রা রক্ষে পেয়েচি।

মহানন্দ। অজয়গড়ের বলাবল আমি জানি ব'লেই সুরসেনের দ্বারায় ইছাই-ঘোষকে দমনের পরামর্শ দিয়েছিলাম, সবই ত তুমি জান। এখন কতদূর কি ক'রে এলে বল দেখি।

ভগবৎ। আজ্ঞে! তা একদম ফর্শা। আমি ত হুজুরের আদেশ মত কতক গুলো পাঁড়ে, দোবে, চোবে, তেওয়ারি প্রভৃতি পেটরোগা ছাতুখোর সৈন্য নিয়ে অম্বিকায় পৌঁছালাম, সুরসেনকে পত্র দিলাম। তিনি পত্র পেয়েই চার চারটে ছেলেকে সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাজিয়ে গুজিয়ে অজয়গড়ে পাঠালেন। আমরা দুদলে মিলে অজয়ের ধারে সবে মাত্র ছাউনি ক'রেচি, অম্‌নি কোথায় থেকে খবর পেয়ে সেই সব যমের বৈমাত্রেয় ভাই, গোড়-গয়লার জোয়ান, বাড়া পাঁচ হেতে লাঠি ঘাড়ে! লাফিয়ে এসে আমাদের দলের ওপর প'ড়ে দেদার লাঠি চালাতে আরম্ভ ক'র্‌লে। এক এক লাঠির চোটে দশ বিশটা মাথা দুফাঁক ক'রে, অজয়ের বালি রক্তে কাদা ক'রে ফেল্লে!

মহানদ। বাহবা! বাহবা! এইত চাই। তারপর!

ভগবৎ। তারপর আপনার এই মরনাপন্ন সিংএর দল, লাঠির চোটে অসামাল হ'য়ে অস্ত্রশস্ত্র ফেলে মায়া অস্ত্রের সৃষ্টি ক'র্‌লেন।

মহানদ। মায়া অস্ত্র কিরূপ? প্যাঁচের কথা ছেড়ে সোজা কথা বল।

ভগবৎ। আজ্ঞে, এই গড়ের গড়ো গয়লার লাঠির চোটে হাড় গোড় ভাঙ্গা "দ" হ'য়ে আমাদের লড়াইয়ে পল্টনের দল উপুড় হ'য়ে প'ড়ে বদহজ্‌মি ছাতুর নদীর সৃষ্টি আরম্ভ ক'র্‌লেন। তার ত্রিসীমানায় টেকে কার সাধ্য। গোয়ালার দল নাকে কাপড় বেঁধে এন্তার লাঠির চোটে সব কলাগাছ কাটা ক'রে তুল্লে। সে লাঠির চোট দেখে কে হুজুর! লাঠিতে লাঠিতে আগুন উঠ্‌তে আরম্ভ হ'ল।

মহানদ। ভেলা মোর ধন, এইত চাই। তারপর ছোঁড়া চারটার উপর লাঠি চালালে না?

ভগবৎ। চালালে না? চালালে ব'লে চালালে। ঠংঙ্গা ঠং শব্দে কাণে তালা ধ'রে গেল।

মহানদ। এক এক লাঠিতেই এক এক বেটা জমি নিলে কেমন? বাহবা, জিতা রও ভগবৎ! জিতা রও। গড়ো গয়লা কি জোয়ান! লাঠির চোটে মাথা চুফাঁক হ'য়ে চার বেটাই ম'রে গেল? বা! বা! ক্যা খুসিকা খপর। ইনাম মেলেগা ভগবৎ! তোমারা ইনাম মেলেগা।

ভগবৎ। তখন ম'ল কোথায়? তারা পাঁচো হেতের বাঁধা, খেলোয়ার ছেলে, তাদের কাছে কি লাঠি ঘেঁস্‌বার যো আছে, তারা কি সহজে মরে।

মহানদ। এঁ্যা—ম'লোনা? হাঃ রাম, তবে এখনি যে ব'ল্লে কাজ ফর্শা।

ভগবৎ। আজ্ঞে, সেটা আপনাকে ভরসা দিবার জন্যে।

মহানদ। এঁ্যা! বল কি ভগবৎ! মরে নাই; দাও, তুমি আমার ইনেম ফিরিয়ে দাও।

ভগবৎ। আজ্ঞে, আপনি ত ইনেম দেন নাই।

মহানদ। না দিইচি না দিইচি, তুমি ফিরে দাও।

ভগবৎ। আগে শেষ পর্যান্ত শুনুন্ তাহ'লে আর ইনেম ফেরত চাইবেন না।

মহানদ। আচ্ছা আচ্ছা! বল খুব সংক্ষেপে।

ভগবৎ। আজ্ঞে; ছোঁড়া চারটে যখন খুব যুদ্ধ ক'র্‌তে আরম্ভ, ক'র্‌লে তখন ইছাইঘোষ সংবাদ পেয়ে, এক ত্রিশূল হাতে মহাকাল ভৈরবের মত লাফিয়ে অজয় পার হ'য়ে ছোঁড়া চারটার ওপর প'ড়েই চার ত্রিশূলের খোঁচায় চার মাথা কেটে ত্রিশূলের সঙ্গে গেঁথে নিয়েই অমি জয়তারা ব'লে গড়োগয়লার দলে প'ড়ে জয়ডঙ্কা বাজাতে বাজাতে গড়ের মধ্যে ঢুক্‌ল। ছোঁড়া চারটার স্কন্ধকাটা ধর খানিক কাটা পাঁঠার মত ধড়্‌ ফড়্‌ ক'রেই ঠাণ্ডা, শত্রুও দেখে শুনে পিট্টান। এখন আমাকে কি পুরস্কার দেবেন দেন।

মহানন্দ। আপাততঃ আমার এই মুক্তার হার, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, তারপর কার্য্য-শেষে তোমাকে প্রভূত ভূমি সম্পত্ত্য আর রাজসম্মান প্রদান এ আমার প্রতিজ্ঞা। এখন চল দেখি একবার রাজার কাছে যাই। সুরসেনের ছেলে কটার জন্যে একবার হা হুতাশ করিগে, কেমন পারবে ত?

ভগবৎ। আজ্ঞে খুব পার্‌ব। আমি একলাই কেঁদে মাৎ ক'রে দেব, আপনি একটু আগিয়ে চলুন, আমি একটু কান্নার আখড়া দিয়ে নিয়ে পরে যাচ্চি।

মহানন্দ। ভাল, তাই এস। খুব সাবধান।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

[স্থান—বিষ্ণুপুর, মদনমোহনের মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ]

রাজা বীরমল্লের প্রবেশ।

রাজা। অবিদ্যার চির-সঙ্গিনী আশা, আশার শেষ নাই, সীমা নাই, অন্ত নাই ক্ষয় নাই, পতন নাই। মায়ারূপ অন্ধকার আকাশে এ আকাশ-লতা। নিয়ত বর্দ্ধনশীলা জীবের জন্ম হ'তে মৃত্যু পর্য্যন্ত দিনে দিনে, পলে পলে সব চ'লে যায়। বাল্যের মধুর হাসি, যৌবনের রূপলাবণ্য সব যায়, ক্রমে সবাই ছাড়ে, ছাড়েনা কেবল আশা। আশা শেষনিশ্বাসের সহচরী, মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত জীবের সাথের সাথি। সরলতামাখা সুখের শৈশব গিয়েছে, জীবন-ঋতু চক্রের সুখময়-বসন্ত যৌবন গিয়েছে, অতীতের স্মৃতি মাত্র রেখে জীবনলীলার সুখের দিন সব গিয়েছে। অন্তিমজীবনের চিহ্ন-স্বরূপ ললিতমাংস, কালের অধিকার ধ্বজা পলিত কেশ নিকট মরণের দিন স্মরণ করিয়ে দিচ্চে। মায়া-অন্ধকারে অন্ধ আমি! সংসার-নরকের বিষয়-কীট আমি। শেষের চিহ্ন—কালের বিজয় ধ্বজা, চক্ষের উপর ক্রীড়া ক'র্‌চে, কিন্তু কি জানি কার কি মোহিনী মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে তা দেখেও দেখ্‌তে পাচ্চিনা, আশার দাস হ'য়ে আশা প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হ'চ্চি! আমার ধনাগার ধনরত্নে পরিপূর্ণ, এখনও আমার রাজকোষের সঞ্চিত ধনরত্ন শত সহস্র জনে মুক্ত হস্তে বিতরণ ক'র্‌লেও আমার অবশিষ্ট জীবন-কালের মধ্যে সে ধনাগার শূন্য হয় না। এত ধন, এত রত্ন, এত সুখ-সম্পদ সত্বেও সামান্য অজয়গড়ের রাজকর গ্রহণের জন্য একটা নগণ্য গোপজাতির

সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে অগ্রসর হ'য়েচি। ইছাইঘোষ অজয়গড়ের রাজকর দেওয়া বন্ধ ক'রেচে, আমার প্রভুত রাজশক্তির উপর হস্তক্ষেপ ক'রেচে এই আমার অপমান। অহংজ্ঞানে মত্ত হ'য়ে, আমার এ অপমান সহ্য হয় নাই। যার অঙ্গুলিহেলনে শত শত অজয়গড় ধূলিবৎ আকাশে মিশিয়ে যায়, সে আজ অজয়গড়ের ক্ষুদ্র জায়গীরদার ইছাইঘোষের শক্তির নিকট পরাস্ত! কার শক্তিতে শক্তিশালী হ'য়ে,ইছাইঘোষ আমার অতুল রাজশক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান, তা জেনে শুনেও সময়ে একবার সে কথা ভাব্‌লাম না। একটা মহামূর্খের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে—আর মহানদকেই বা মূর্খ বলি কেন,যে নিজেই সদসদ বিবেচনা শূন্য, যার জ্ঞানের সীমা সঙ্কীর্ণ, মূর্খের মন্ত্রণাই যার মূলমন্ত্র, তা হ'তে আর মহামূর্খ কে আছে? আমি আপন অদূরদর্শিতা দোষে, পরমসুহৃদ্ সুরসেনের সর্ব্বনাশ ক'র্‌লাম, আমি যদি তার প্রতি অনুজ্ঞালিপি না পাঠাতাম, "যেরূপেই হ'ক ইছাইঘোষের শাস্তিবিধান কর"এরূপ কঠোর আদেশ প্রদান না ক'র্‌তাম,তাহ'লে আজ তার আনন্দময় সুখের সংসার, শ্মশানে পরিণত হ'ত না। সে রাজভক্ত, বন্ধুবৎসল, কৃতজ্ঞ, তাই অবিচার্য্যভাবে আমার আদেশ প্রতিপালন ক'রেচে। শক্তিসাধক ইছাইঘোষের দুর্জ্জয়প্রতাপে অজয়গড়-দুর্গ অজেয় জেনেও, আপন পুত্রগণকে অম্লানমুখে অজয়গড়দুর্গে প্রেরণ ক'রেচে। তারাও পিতৃআজ্ঞায় প্রফুল্লহৃদয়ে সম্মুখযুদ্ধে দেহ পাত ক'রে, বীরভোগ্য অক্ষয়ধামে চ'লে গিয়েচে। কিন্তু আমি হতভাগ্য অপুত্রক, বৃদ্ধ, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়েও কোন্ লোভে, কার আশায় একজন চির-কৃতজ্ঞ সুহৃদের সুখের হাট ভেঙ্গে দিলাম? জানি না, আমার এ জ্ঞানকৃত পাপের পরিণাম কি ভয়ঙ্কর, জানি না এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত। মদনমোহন! মদনমোহন! ব'লে দাও, আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান তুমিই ব'লে দাও! এ মৃত্যু-শয্যা-শায়ী বৃদ্ধকে চির-অনুতাপাগ্নি হ'তে উদ্ধার কর, তোমার সেবায় মতি দাও, আমার হৃদয়ে শান্তি দাও, আমাকে সংসারব্যাধি হ'তে মুক্ত কর। আর যে এ ব্যাধিযন্ত্রণা সয় না মদনমোহন!

গীত।

না সহে এ ব্যাধি, হরি নাশ হে দিয়ে ঔষধি।

জানি এ রোগের স্থবৈদ্য তুমি,
ওহে বৈদ্যনাথ-সেবিত নিধি ॥
বিষম কুচিন্তাজ্বরে, যন্ত্রণার আর নাই অবধি
(বাড়ে কুসঙ্গ-কুপথ্য যোগে)
(বিষম বিষয়-বিকার জন্মেছে হে)
দেখি মায়া তন্দ্রাবশে অসার আশার স্বপন নিরবধি ॥
পরিত্রাণ নাই কোনরূপে, প্রবৃত্তি-পিত্তপ্রকোপে,
বাড়ে আকাঙ্ক্ষা সন্তাপে, লালসা পিপাসা আদি—
বাসনা বাতিকে সদা বিরস রসনা অতি
(রুচি হয় না নামামৃত পানে.)
(সদা অর্থ কুপথ্য লালসা)
ব'ল্‌তে দেয় না ও নাম, রাখে অবিরাম
কলুষ-কফে কণ্ঠ রোধি ॥
দারাপুত্র বন্ধুবর্গ, ভবরোগের উপসর্গ,
জেনেছি হে সে সংসর্গ, বিষম সংক্রামক ব্যাধি,
মোহ নিদ্রাঘোরে সদা থাকি হে জ্ঞান-নয়ন মুদি,
(মতিভ্রান্তে মানুষ চিন্তে নারি)
(আছি কালশয্যায় নিদ্রাগত) নিলাম শরণ ওপায়,
রাখ কৃপায়, কর যে হয় উপায় বিধি ॥

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। মহারাজ! আপনি এখানে? আজ একা এখানে কেন?
রাজা। আমি ত একা নৈ।
রাণী। কৈ, আর ত কাউকে দেখ্‌চি না!

রাজা। কেন, ঐ যে শ্রীমন্দিরে আমার মদনমোহন আছেন। আর দেখ্বে কাকে? দেখ্বার আছে কে? এক একবার মাঝে মধ্যে সুরসেনকে দেখ্তে পেতে; যে দুদিন আমাদের না দেখ্লে থাক্তে পার্ত না, বন্ধু বল, ভাই বল, স্বজন বল, আত্মীয় বল, ভৃত্যই বল, যে সুরসেন একাই আমার সব ছিল! তাকেও যে আর দেখ্তে পাব সে আশা নাই।

রাণী। কেন, তাঁকে দেখ্তে পাব না? তাঁর নিজের কোন অমঙ্গল ঘটেচে নাকি?

রাজা। নারায়ণ! তার কি অমঙ্গল হ'তে পারে, তার চারিদিকে মঙ্গলের বাজনা বেজে উঠেচে, তার বাড়ীতে আজকাল ভারি উৎসব।

রাণী। উৎসব? কি উৎসব মহারাজ?

রাজা। বড় উৎসব রাণি! বড় উৎসব। চার-চারটে উপযুক্ত ছেলে একদিনে ম'ল। সে অশুচান্তে স্নানের সঙ্গে মুক্তি স্নান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়েচে। পুত্রশোকে বুড় রাণীটি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়্ল, শুন্লাম সেই মূর্চ্ছাই তাঁর শেষ মূর্চ্ছা হ'ল। পুত্রবধূ চার্টাও সহমৃতা হ'য়ে, স্বামি-সঙ্গিনী হ'য়েচে, অম্বিকায় আজকাল ভারি রকমের উৎসব চ'ল্চে। এই সঙ্গে বুড়টা একটু বিষ খেতে পার্ত, তাহ'লে অম্বিকার আনন্দোৎসবটা আরও একটু জমাট বাঁধ্ত।

রাণী। তাই যে কি হ'য়েচে, তার ত কোন ঠিক সংবাদ পাচ্চি না। শুন্লাম, পুত্র ও পুত্রবধূশোকে তিনি রাজ্য ত্যাগ ক'রে, কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েচেন; অম্বিকা এখন অরাজক।

রাজা। অরাজক? তবে ত ভারি সুযোগ। তোমার ভাইকে বলনা, এই গোলযোগ মধ্যে অম্বিকা রাজ্যটা হাত ক'রে নিতে। রাজা রাজ্যে নাই, সৈন্যসামন্ত সব কাণ্ডারীহীন তরণীর মত ভেসে বেড়াচ্চে, এ সময় বেশী লড়াই ক'র্তে হবে না, গোলাগুলিও চালাতে হবে না। গোটাকতক রোগা সৈন্য আর গুণধর স্বয়ং গেলেই কাজ হাসিল।

রাণী। আমার কাছে ও কথা ব'লে কাটাঘায়ে নুণের ছিটে দেওয়া কেন মহারাজ! তাকে যে পদে রেখেচেন, সে যদি সে পদের অযোগ্য হয়, তাকে বিদায় ক'রে দিতে পারেন। এ আপনার বিবেচনার দোষ, তার দোষ কি?

রাজা। না তার দোষ কিছুই নয়। তিনি যখন তোমার ভাই আমার মহা কুটুম্ব তখন তাঁর দোষ এ কথা বলে কে? এ কারুর দোষ নয় রাণি, সব আমার কপাল। আমার যদি সে বিক্রম থাক্‌ত, সে বিচার, সে বিবেচনাশক্তি থাক্‌ত, তাহ'লে কি আজ একটা অদূরদর্শী মূর্খের মন্ত্রণায় মুগ্ধ হ'য়ে, একজন পরমহিতৈষী বন্ধুর সোণার সংসার শ্মশান ক'র্‌তাম? রাজ্ঞি! খুব বেশী-দিনের কথা নয়, আজ দশবৎসর পূর্ব্বে এ দেহে মত্ত হস্তীর বল ছিল। যে দল-মাদোল কামানের একটীকে স্থানচ্যুত ক'র্‌তে, একটী প্রচুর বলশালী হস্তীকে সমস্ত বল প্রয়োগ ক'র্‌তে হ'ত, সেই দল মাদল উভয় কামানকে উভয় কক্ষে গ্রহণ ক'রে, অবলীলাক্রমে অতি দ্রুতবেগে অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক পথ গমন ক'রেচি। দিবারাত্র অনাহারে অনিদ্রায় অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ক'রেও, যে দেহ পরিশ্রান্ত হয় নাই; আজ সে দেহে সে বল নাই, সে উৎসাহ নাই! বয়সের সঙ্গে সব হারিয়েচি! বুদ্ধি গিয়েচে, বল গিয়েছে, বিবেচনা গিয়েছে; আছে কেবল জরাক্রান্ত দেহ, আর অনন্ত কুহকময়ী আশা। আশার কুহকে প'ড়েই সব গেল, আর কেউ নাই। এখন আশার কুসুমময়ী শয্যায় ব'সে মায়ামদিরার ঢুল্ ঢুলে নেশায় তুমি আমাকে দেখ, আমি তোমাকে দেখি।

মহানদের প্রবেশ।

মহানদ। মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। এসেছ মন্ত্রিবর! এস দেখি, তিনজনে ব'সে আকাশে ভিতপত্তন ক'রে একটা সোণার অট্টালিকা নির্ম্মাণ করি। আকাশ কুসুমের বাগানটা বোধহয় আমাকেই দেবে?

মহানদ। এ কথা ব'ল্‌চেন কেন মহারাজ?

রাজা। ব'ল্‌চি কেন জান! তোমার যুক্তিতে যখন যে কাজে হাত দিয়েচি, তাতেই সফল মনোরথ হ'য়েচি। তোমার মন্ত্রণা যেন আমার পক্ষে সিদ্ধ-মন্ত্র! তাই ব'ল্‌ছিলাম এই কাজটা আর বুদ্ধি খাটিয়ে ক'রে তুল্‌তে পার্‌বে না? স্বর্গ, মর্ত্ত্য এই দুটোর মাঝামাঝি আস্‌মান্ ব'লে যে কতকটা বেওয়া-রিসি জায়গা আছে, ঐখানে ঐ আকাশকুসুমের বাগানটা ঠিক সাম্‌নে

রেখে, হীরে, মতি, পান্না দিয়ে একটা বাড়ী তৈয়ের ক'রে দাও। শেষের ক'টা দিন সেইখানে ব'সে, খোলা হাওয়ায় হাওয়া খেয়ে নেওয়া যাক্।

মহানদ। এ যে সম্পূর্ণ উপহাসের কথা মহারাজ! আমি আপনার ভৃত্য। এতদূর শ্লেষপূর্ণ উপহাস ভৃত্যের সঙ্গে শোভা পায় না।

রাজা। আরে রাধা গোবিন্দ! তোমার সঙ্গে কি আমার উপহাসের সম্বন্ধ। তুমি হ'লে "কুটুম্ব নারায়ণ" তার উপর রাজ্যের সেনাপতি, একবারে সর্ব্বে সর্ব্বা, আমি ত নাম মাত্র রাজা; মনে ক'র্‌লে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পার। এই হাতে হাতে অমন অম্বিকারাজ স্থরসেনকে এক ফুৎকারে নির্ব্বংশ ক'রে দিলে। হাঁ—একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে ভুলেচি, স্থরসেন পুত্র কলত্রাদির শোকে সংসারত্যাগী হ'য়েচে, একথা অবশ্যই তোমরা শুনেচ, কিন্তু তার অন্বেষণের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হ'য়েচে কি?

রাণী। কেন, তাকি আপনি জানেন না?

রাজা। আমি কি ক'রে জান্‌ব? আমি আর সংসারের কোন্ তত্ত্ব রাখি, যা জান্‌বার তুমি জান, আর জানেন রাজ্যের সেনাপতি বা অধিপতি যাই বল তোমার ঐ গুণধর সহোদর। আমি জানি ঐ মদনমোহনের শ্রীমন্দির।

ভগবৎসিংহের প্রবেশ।

ভগবৎ। মহারাজ! অভিবাদন করি।

রাজা। কি সংবাদ?

ভগবৎ। একটী শীর্ণকায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজা। কোথায় তিনি?

ভগবৎ। মহারাজের আদেশ প্রতীক্ষায় সভাপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান।

রাজা। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের সর্ব্বত্রই অবাধগতি, তাতে তিনি বৃদ্ধ, অধিকন্তু এ মদনমোহনের শ্রীমন্দির, এখানে সকলেরই সমান অধিকার। তাঁকে সঙ্গে ল'য়ে আস্‌তে প্রহরীর প্রতি অনুমতি দাও।

ভগবত। যে আজ্ঞে। (নেপথ্যাভিমুখে) যাও প্রহরী! সন্ন্যাসীকে সঙ্গে ল'য়ে এস।

রাজা। মহানদ! অজয়গড় দুর্গে সুরসেনের সর্ব্বনাশের কারণ যা শুন্‌লাম সে কথা কতদূর সত্য তা আমি এখনও বুঝে উঠ্‌তে পারি নাই।

মহানদ। তাহ'লে আমি অবিশ্বাসী, নিমক্‌হারাম এইটী মহারাজের ধারণা। যদি তা হয়, তাহ'লে দয়া ক'রে, এই অবিশ্বাসী বিশ্বাসঘাতককে রাজ-সংসার হ'তে বিদায় দেন। একে ত পৈতৃক ভূমিসম্পত্তি বাস্তুভিটে পর্য্যন্ত দামোদরের গর্ভে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে, ভগ্নীপতির অন্নে জীবনধারণ ক'র্‌চি, তার উপর বিশ্বাসঘাতক, নিমক্‌হারাম নাম কিনে কি এ সংসারে থাক্‌তে আছে? যে মহানদ দামোদরের বিশাল-উদরে পিতৃকুলের নাম পর্য্যন্ত ডুবে গিয়েচে, সে মহানদের গর্ভে কি এ মহানদের স্থান হবে না? আমি বিদায় হ'লাম! আপনার রাজ্য—আপনার ঐশ্বর্য্য—আপনার থাক্‌ল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গে আমার এই শেষ সম্বন্ধ, আজ আমি দামোদরে ঝাঁপ দেব। (বেগে গমনোদ্যোত)

ভগবৎ। আমিও ঐ পথের পথিক!

রাজা। দুঃখিত হয়োনা মহানদ! অনেক দুঃখে—অনেক মর্ম্মান্তিক যাতনায়, হৃদয়ের বহু নিম্নস্তর হ'তে এ বিষপ্রস্রবণ ফুটে বেরিয়েচে। সুতরাং আমার ত শান্তির উপায় নাই। কিন্তু তোমাদিগেও যে অশান্তির আগুনে পুড়্‌তে হবে না, এ কথা যেন মনে ক'র না।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

রাজা। আসুন! আসুন! আস্‌তে আজ্ঞা হ'ক্, প্রণাম গ্রহণ করুন! রাণি! সন্ন্যাসীকে প্রণাম কর। (উভয়ে প্রণামোদ্যত)

সন্ন্যাসী। (রাজার হস্তধারণপূর্ব্বক) আহা! মহারাজ! করেন কি? রাজ্ঞি! ক্ষমা করুন। আমি কারও প্রণাম গ্রহণ করি না।

রাজা। আপনি সংসারত্যাগী সাধক সন্ন্যাসী, আপনারা সকলেরই প্রণম্য।

সন্ন্যাসী। না মহারাজ! আমি মায়ামোহত্যাগী সন্ন্যাসী নৈ! নিতান্ত দুর্ভাগ্যের দাস, পরিতপ্ত-হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভের আশায় সংসারত্যাগ করা মাত্র।

রাজা। কণ্ঠস্বরটা যেন কেমন পরিচিত ব'লে বোধ হ'চ্চে!

রাণী। মহারাজ! এখনও চিন্‌তে পারেন নি? উনি যে আপনার সেই প্রিয়-সুহৃদ অম্বিকাপতি মহারাজ সুরসেন।

রাজা। কে সুরসেন! আমার প্রাণের বন্ধু সুরসেন! তোমার অঙ্গে এই বেশ? এস, এস ভাই! একবার হৃদয়ে এস।

সন্ন্যাসী। না মহারাজ! এ হতভাগ্যকে স্পর্শ ক'র্‌বেন না। এক্ষণে যে জন্য আসা—একটু মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করুন। আমি মৃত্যুপথের বহুদূর অগ্রসর হ'য়েচি, আর সামান্য পথ মাত্র অবশিষ্ট। বংশের সম্বল চারিটী পুত্র, তাও অজয়গড়দুর্গের সমরযজ্ঞে একবারে বলিদান দিয়েছি। অম্বিকারাজ্য আমার বড় আদরের বস্তু। বড় যত্নে, বহু পরিশ্রমে সাধের বাগান সাজিয়েছিলাম, বিধাতা সে বাগান ভেঙ্গে দিয়েছেন। একদিনে ফলে—ফুলে—মুকুলে শুকিয়ে দিয়েচেন। এখন আপনি দয়া ক'রে আমার অম্বিকার ভার গ্রহণ করুন, আমার পুত্রাধিক প্রজাগণকে স্নেহের চক্ষে দেখ্‌বেন, তাহ'লেই আমি নিশ্চিন্তচিত্তে সংসার হ'তে অবসর গ্রহণ ক'র্‌তে পারি।

রাজা। সুরসেন! তুমি মানব নও, নররূপী দেবতা। আমি সামান্য বিষ্ণুপুরের একটী ক্ষুদ্র কল্পিত রাজা, আর তুমি, তোমার মহান্ হৃদয়ের পবিত্র সিংহাসনের একচ্ছত্রী সম্রাট্। ভারতে লেখা আছে অঙ্গরাজ কর্ণসেন ব্রাহ্মণের প্রার্থনায়, একটী পুত্র বলি দিয়ে জগতে দাতাকর্ণ অক্ষয় নাম রেখে গিয়েছেন। পুরাণের লেখা সত্য কি কল্পিত জানি না; কিন্তু সুরসেন! তুমি আমার সামান্য উপকারের প্রতিদান স্বরূপ চার্ চারটী উপযুক্ত পুত্রকে সমরাঙ্গণে বলি প্রদান ক'রে, জগতে শত দাতাকর্ণ অপেক্ষা অক্ষয় নাম রেখে চল্লে। আজ হ'তে তোমার সুরসেন নামের পরিবর্ত্তে কর্ণসেন নাম রক্ষা ক'র্‌লাম; মদনমোহনের নিকট প্রার্থনা, তোমার এ নাম যেন জগতে চিরদিন অক্ষয় হয়। (পরস্পর কথার মধ্যে ভগবৎ ও মহানন্দের ইঙ্গিত করণ) এখন আমার কথা রাখ, রাজবেশে অম্বিকায় চল। তোমার বড় সাধের অম্বিকা শ্মশান ক'র না।

সন্ন্যাসী। আর কেন সে অনুরোধ মহারাজ! আর সে অম্বিকা নাই! সত্য সত্যই শ্মশান হ'য়েচে। আর রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরে সে নিত্যপূজার উৎসব নাই,—সে চণ্ডীপাঠ নাই—নিত্য হোমের সে আহুতি গন্ধে দশদিক আমোদিত হয় না—আর শঙ্খ ঘণ্টা বাজে না। চণ্ডী-মন্দিরে চণ্ডী-

পাঠের পরিবর্ত্তে চণ্ডালের উৎসব আরম্ভ হ'য়েচে। প্রজালোকের হাহা-কারে রুক্মিণীদেবী এখন শ্মশান-কালীকামূর্ত্তি ধারণ ক'রেচেন। হৃদয়া-কাশের উজ্জ্বল ধ্রুবতারাগুলিকে একবারে কেতুগ্রহ কবলে নিক্ষেপ ক'রে আর কি সুখে—কি আশায় সে হাহাকারপূর্ণ শ্মশানক্ষেত্রে যাব মহারাজ!

গীত।

বল হে সখে! আর কি সুখে, রব অম্বিকায় হে।
সঁপে কাল-কেতুগ্রাসে ধ্রুব তারকায় হে॥
স্বহস্তে সাজায়ে চিতা শ্মশান-মৃত্তিকায় হে,
সঁপেছি সুখ-আশা-শান্তি সে অগ্নি শিখায় হে,
অকালে উদ্যানতরু মুকুলে শুকায় হে,
দুঃখ বলিব কারে, সকলি করে করমের লেখায় হে॥
খেলিত চিত-চকোর যথায় ফুল্ল চন্দ্রিকায় হে,
পূর্ণ সে আকাশ আজ কি বিভীষিকায় হে,
এখন যে বিষয় বিষে জর্জ্জরিত কায় হে,
ত্যজে এ গরলে ডাকি বিরলে জগদম্বিকায় হে॥

রাজা। উতলা হ'য় না ভাই! একটু স্থির হ'য়ে আমার দুট কথা শোন। তোমার সাধের অম্বিকা শ্মশান হয় নাই; কেবল তোমার অভাবেই অম্বিকা আজ বিষাদপূর্ণ। তুমি অম্বিকায় চল, সংসারী হও, আবার সব হবে। তোমার চক্ষে আজ যা শ্মশানক্ষেত্র হ'য়ে উঠেচে, সেই শ্মশান আবার শান্তি-ধাম হবে। আবার মরুক্ষেত্রে আনন্দের হিল্লোল খেল্‌বে। সুখে, দুঃখে বিপদে, সম্পদে, শোকে, শান্তিতে যে সমভাবে স্থির থাকতে পারে, সেই প্রকৃত বীর—সেই আত্মজয়ী মহারথী; সেই এ পরীক্ষা-ক্ষেত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারে। এখন শুভাশুভ সমস্ত ভগবানে অর্পণ ক'রে কর্ত্ত-ব্যের পথে অগ্রসর হও। অতীতের স্মৃতি যতদূর সাধ্য হৃদয় হ'তে অপ-সারিত কর্‌বার চেষ্টা কর। তাহ'লেই হৃদয়ে শান্তি পাবে। যেখানে

ব্যাধি সেইখানে ঔষধি,এ ব্যাধিরও ঔষধি আছে,এ ব্যাধিরও শান্তি আছে।

কর্ণ। শান্তি? এব্যাধির কি শান্তি আছে? এ বড় কঠিন ব্যাধি। এ ব্যাধির বৈদ্য নাই, ঔষধি নাই, প্রতিকার নাই। এব্যাধি জীবনের সঙ্গের সঙ্গী।

রাজা। না ভাই! তা মনে ক'র না। ব্যাধি মাত্রেরই ঔষধি আছে। তবে সুবৈদ্য আর সুপথ্যের প্রয়োজন। সুবৈদ্যের ব্যবস্থামত যথাযথ অনুপানের সহিত ভক্তি-শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সুনিয়মে ঔষধ সেবন ক'র্‌লে অবশ্যই শান্তিলাভ হ'য়ে থাকে।

কর্ণ। সে কায়িক ব্যাধি সম্বন্ধে বটে, কিন্তু এ যে সে ব্যাধি নয় মহারাজ! এ মানসিক ব্যাধি। মর্ম্মের মর্ম্মস্তর হ'তে এ ব্যাধির উৎপত্তি। এ দুরারোগ্য ব্যাধির বৈদ্য নাই, ঔষধি নাই, প্রতিকার নাই।

গীত।

কর্ণ। এ রোগের নাই হে চিকিৎসক,
পুত্রশোক প্রাণ-নাশক ব্যাধি।
রাজা। যতনে পান কর সখা, এ রোগের ধৈর্য্য ঔষধি॥
কি সম্বন্ধ জায়াপুত্রে, কি সম্বন্ধ স্বজন মিত্রে,
আপন আপন কর্ম্মসূত্রে, কর্ম্মক্ষেত্রে গতিবিধি॥
কর্ণ। যাতে ব্যাধির নিরাকরণ, জানি সে বিধি প্রকরণ,
আপনার হ'লে হয় না কিন্তু গলাধঃকরণ,
রাজা। মোহবিকার হ'লে দমন, আপনি হবে সেবনে মন,
দেখ্‌বে ঔষধের গুণ কেমন, মায়ার বমন না হয় যদি॥

রাজা। জানি পুত্রশোকের মত এমন হৃদয়ভেদী বজ্রাগ্নি আর নাই, অথচ সেই বজ্রাগ্নি-দগ্ধ অপত্য-শোকাতুরকে সান্ত্বনাবাক্যে প্রবোধিত ক'র্‌তে, সেই প্রাণান্তক ব্যাধিক্ষেত্রে ধৈর্য্য অনুপানের সহিত বিবেক জ্ঞানাদি ঔষধির ব্যবস্থা ক'র্‌তে অনেকেই জানেন। কিন্তু ব্যবস্থাকারক স্বয়ং যদি সেই

ব্যাধিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তাহ'লে নিজের ব্যবস্থা মত সেই ঔষধি তাঁর নিজের গলাধঃকরণ হয় কি না সন্দেহ, এ কথাও জানি। তবে কি জান ভাই! ঔষধের প্রতি ভক্তিমান্ সুপাত্রের প্রয়োজন। তুমি জ্ঞানবান, এ মায়া-প্রহেলিকাময় সংসারের গতি অনেক দেখে আস্‌ছ, সংসারের অসারত্ব অনেক বুঝেছ, সেই জন্য তোমাকে সুপাত্র জেনেই এরূপ ঔষধের ব্যবস্থা দিচ্চি। এক্ষণে আমার একান্ত ইচ্ছা—নিতান্ত অনুরোধ, তুমি সংসারী হও। মদনমোহনের কৃপায় পুত্রবান্ হও, তোমার সেই পুত্রই আমার দেহান্তে বিষ্ণুপুরের রাজা। আমাকে এ আশায় নিরাশ ক'র্‌লে আমি বড়ই দুঃখিত হব।

কর্ণ। আবার আমাকে এই বৃদ্ধবয়সে কারাবদ্ধ ক'র্‌বেন? মহারাজ! আপনি আমার প্রতিপালক, প্রভূত সম্পদের অধীশ্বর হ'য়েও, প্রভুভাব ভুলে, এ ভৃত্যকে ভ্রাতৃস্নেহে প্রতিপালন ক'রে আসছেন। আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হ'তে পারি না। কিন্তু মহারাজ! কোন্ হত-ভাগিনীকে এ জরাজীর্ণ স্থবিরের হস্তে অর্পণ ক'রে, তাকে ইহ জীবনের সকল সুখে বঞ্চিত ক'র্‌বেন? কোন্ হতভাগিনী বৈধব্যকে শিওরে বেঁধে, এ বৃদ্ধের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ ক'র্‌বে? জানি, আপনার ইচ্ছা হ'লে তার বিরুদ্ধাচরণে কারও সাধ্য নাই। কিন্তু মহারাজ! সেই সংসারসুখে বঞ্চিতা অবলার অভিসম্পাতে যে আমাকে অনন্তকালের জন্য নরকগামী হ'তে হবে। তার এক একটী দীর্ঘশ্বাস যে এক একটী বাসুকীর বিষ উদ্গীরণ ক'রে আমার প্রেতাত্মাকে দগ্ধ ক'র্‌বে।

রাজা। তা নয় ভাই! তা নয়! তোমার মত পতিলাভ স্ত্রীজাতির পক্ষে বহু সুকৃতির ফল। যে তোমার ন্যায় বীরপতি লাভের জন্য লালায়িত, বীর-পূজার বাসনা যার বাল্যকাল হ'তে প্রবলা, বোধ হয় বিধাতা আজ তারই বাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্য তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

মহানদ। মহারাজের সন্ধানে এমন সুপাত্রী আছে নাকি?

রাজা। চেষ্টার অসাধ্য কি আছে ভাই! আমি যে পাত্রীর কথা মনে ক'রেছি, এ তোমার মত বীরের উপযুক্ত। ভাল তোমার জন্যও চেষ্টা ক'র্‌ছি, তবে প্রজাপতির—নির্ব্বন্ধ; তার—কপাল, আর তোমার—ঘাস্ জলের বরাত।

এখন তোমরা এস, আমাদের গোপনে গোটাকতক কথা আছে (ক্ষণেক চিন্তার পর) হাঁ মহানদ গেলে নাকি ?

মহানদ। আর কোনও আদেশ আছে না কি ?

রাজা। তোমার উপর আর আদেশ কি ক'র্ব্ব ? আমার ভরসা ছেড়ে দিয়ে রাজকার্য্য সব দেখে শুনে কর। আর ব'ল্‌ছিলাম কি, কামরূপ প্রদেশটার উপর আমার অনেকদিন হ'তেই দম আছে। বর্ত্তমান সময়ে তোমার ও সৈন্য-সামন্তের অভাব নাই, যুদ্ধের উপকরণও যথেষ্ট আছে, তুমি ক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় রণপণ্ডিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছ, এই সময় যদি একবার কামরূপটা জয় ক'র্‌তে পার, তাহ'লে জগতে তোমারও একটা বীরকীর্ত্তি থেকে যায়। কিন্তু তারও এই প্রশস্ত সময়, এর পর বর্ষা প'ড়্‌লে ব্রহ্মপুত্র সমুদ্রবিশেষ হ'য়ে দাঁড়াবে। তখন সৈন্যসামন্ত নিয়ে পারাপার বড়ই বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠবে। বুঝেছ ?

মহানদ। যে আজ্ঞা! আমি কল্যই সৈন্যসামন্ত নিয়ে কামরূপ যাত্রা ক'র্ব্ব। (স্বগত) আমিও ত তাই চাই। "তোমার শীল তোমারি নোড়া, তোমারি ভাঙ্‌ব দাঁতের গোড়া" তোমার সৈন্য,তোমার সামন্ত,তোমার অস্ত্র, তোমার রসদ, তোমারই নিয়ে কামরূপ জয় ক'রে শেষে শর্ম্মাই সর্ব্বে সর্ব্বা! পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্‌বার এ সুবিধা কি ছাড়্‌তে আছে ? (প্রকাশ্যে) মহারাজ, তবে এক্ষণে আসি।

[প্রস্থান।

রাণী। কেন ওকে কামরূপ জয় ক'র্‌তে পাঠাচ্চেন মহারাজ ? ও যুদ্ধ বিদ্যার কি জানে, যাবে আর ম'র্‌বে। লাভের মধ্যে আপনার কতকগুলি সৈন্য-ক্ষয় হবে মাত্র।

রাজা। কামরূপ পর্য্যন্ত প্রবেশ ক'র্‌লে ত যুদ্ধ ক'র্‌বে। বড় জোর ব্রহ্ম-পুত্রের ধার পর্য্যন্ত যাওয়া। তবে পাঠাচ্চি যাক্, কতকগুলো অকর্ম্মণ্য সৈন্য, প'ড়ে প'ড়ে ছাতু লঙ্কা আক্রা ক'র্‌ছে, আর ময়দানের হাওয়া দূষিত ক'র্‌ছে; দিনকতক বিদেশে ঘাস জল খেয়ে আসুক। আর শুধু সে জন্যও নয়, তোমার গুণধরকে দিনকতক স্থানান্তরিত কর,ই আমার উদ্দেশ্য।

রাণী। কি উদ্দেশ্য মহারাজ ?

রাজা। আমি ইচ্ছা ক'র্‌চি, তোমার ভগী রঙ্গাবতীর সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিই, তোমার তাতে অসম্মতি আছে কি?

রাণী। রঙ্গা বাল্যকালেই পিতৃমাতৃহীন—মহারাজের আশ্রিতা, মহারাজেরই প্রতিপালিতা। মহারাজকেই পিতৃজ্ঞানে ভক্তি ক'রে থাকে। তার শুভাশুভ সুখ দুঃখ দেখ্‌বার, তার পরিণাম চিন্তা কর্‌বার লোক জগতে এক আপনি ভিন্ন নাই, আপনি যা ক'র্‌বেন তাই হবে।

রাজা। দেখ, আমি তাকে প্রলোভন দিয়ে, কি অনুরোধ ক'রে, এ বিষয়ে লওয়াতে ইচ্ছা করি না। কর্ণসেন যে বয়সে তার উপযুক্ত পাত্র নয় তাও জানি। তথাপি আমার নিশ্চয় ধারণা সে আনন্দের সহিত এ বিবাহে সম্মত হবে। কারুর আপত্য ঘ'ট্‌বে না। এক আপত্য উত্থাপন ক'র্‌তে তোমার গুণধর সহোদর মহাবীর মহানন্দ মহাশয়; সেই জন্যই তাকে কৌশলে স্থানান্তরিত ক'রেচি। এখন একবার রঙ্গাবতীকে এইস্থানে ডাক দেখি। এই মদনমোহনের মন্দিরেই মদনমোহনকে সাক্ষী রেখে মালাচন্দনের কাজটা হ'য়ে যাক্।

রাণী। তারও মদনমোহনের আরতি দেখ্‌তে আস্‌বার সময় হ'য়েচে, ডাক্‌তে হবে না, এল ব'লে।

রাজা। তবু একটু সাজিয়ে গুজিয়ে আন্‌তে, বিয়ের ক'নে কিনা? তা না হ'ক্, বিধাতা তাকে যে সব অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়েছেন, তার উপর মণি, মুক্তা, হীরা, মতি আর কি ক'র্‌বে! ঐ যে! সখীসঙ্গে তারাঘেরা চাঁদের মত রঙ্গাসুন্দরী আগমন ক'র্‌ছেন! সঙ্গের সখীরা গান ক'র্‌ছে। দেখ দেখি ভাই! কেমন মধুর দৃশ্য!

সখীগণসঙ্গে গান করিতে করিতে রঙ্গাবতীর প্রবেশ।

গীত।

সখি, চল চল, চললো চঞ্চল চরণে।
যদি হেরিবি সে ব্রজসখা, বিপিনে বিনোদ বাঁকা,
গোধূলির ধূলিমাখা বাঁকা নয়নে॥

সঁপে পদে নতি মতি, হেরে যুগল মূরতি,
মন সাধে করিব মঙ্গল আরতি,
(সবে গেঁথেছি মালা) (কালাচাঁদের গলে পরাইতে)
মদনমোহিনী সনে, শ্রীমদনমোহনে,
পরাব মোহন মালা সযতনে ॥

রঙ্গাবতী। (অগ্রে মদনমোহন পরে রাজা ও রাণীকে প্রণাম)

রাজা। এসেছ সুন্দরি! বেশ ত মদনমোহনকে প্রণাম ক'র্‌লে, আপনার দিদির পায়ে গিয়ে লুট্ ক'রে প্রণাম ক'র্‌লে, লাজে সরমে প'ড়ে আমাকেও একটু ভাগ দিলে। এদিকে যে একজন সাধুসন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে, সেটা কি চ'খে প'ড়্‌ল না? না চারি চক্ষু একত্র হওয়ার পূর্ব্বে চখোচখী ক'র্‌বে না। অগ্রে দেবতা, পরে সাধু সন্ন্যাসীকে প্রণাম ক'র্‌তে হয়; কর প্রণাম কর। নইলে হয় ত রাগান্বিত হ'য়ে শাপ দেবেন তোমার বুড় বর হ'ক্।

রঙ্গাবতী। পুরুষের স্ত্রী বৃদ্ধা হয়, কিন্তু স্ত্রীজাতির পতি কখন বৃদ্ধ হয় না! (সন্ন্যাসীকে প্রণাম)

রাণী। এইবার রঙ্গার কাছে ঠক্‌লেন মহারাজ!

রাজা। সুন্দরীকে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌লে সন্ন্যাসীঠাকুর? আমি ত বীর ভার্য্যা বীরমাতা হও ব'লে চিরকাল আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌ছি।

কর্ণ। আমিও আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীসোহাগিনী হ'য়ে সুখৈশ্বর্য্যের সহিত অতুল-সম্পদের অধীশ্বরী হ'য়ে সমস্ত বঙ্গের সাম্রাজ্ঞী হ'ন্। এই নবীনা বালিকাটীই কি মহারাজের শালিকা রঙ্গাবতী?

রাজা। এই নববালিকা, এই নবযুবকের শালিকা ও নবকলিকা! দাও দেখি বরমালিকা।

কর্ণ। ক্ষমা করুন মহারাজ! কেন এ বৃদ্ধবয়সে এ সরলাবালার সর্ব্বনাশ ক'র্‌ব। গুরুজন কর্ত্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে নিজের অনিচ্ছায় আমাকে বরণ ক'র্‌তে গিয়ে, যখন চক্ষুজলে ধরা সিক্ত ক'র্‌বে, তখন আমার ধর্ম্ম—কর্ম্ম, বীরত্ব—পুরুষার্থ কোথায় থাক্‌বে মহারাজ?

রাণী। ভগি রঙ্গাবতি! যদি ক্ষণস্থায়ী যৌবনের পরিবর্ত্তে অনন্ত দেব-জীবন

লাভ ক'র্‌তে চাও, তাহ'লে এ শুভ অবসর ত্যাগ ক'র না। তুমি বাল্য হ'তেই বীরপূজার অভিলাষিণী, বিধাতা তোমার সে অভিলাষ পূর্ণ ক'রেছেন।

রাজা। সুন্দরি রঞ্জাবতি! যদি অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির গলায় মালা দিতে কুণ্ঠিতা হও, তাহ'লে আমি পরিচয় দিয়ে ঘটকালীটে শেষ ক'রে নিই। তুমি মধ্যে মধ্যে যে মহাপুরুষের বীরত্বকাহিনী শুনে আনন্দ প্রকাশ ক'র্‌তে, যাঁর রণদক্ষতার কথা প্রসঙ্গত সংক্ষেপে উত্থাপিত হ'লে, সেই কথা বিস্তারিতরূপে শুন্‌বার জন্য আগ্রহপ্রকাশ ক'র্‌তে, ইনিই—এই সন্ন্যাসী-রূপী ভস্মাচ্ছাদিত অনলরাশি—সেই অম্বিকার অধীশ্বর সুরসেন। একবার সন্ন্যাসীমূর্ত্তিকে প্রণাম ক'রেছ, আর একবার তোমার হৃদয়ের সাকার অভীষ্ট দেবতাজ্ঞানে প্রণাম কর।

কর্ণ। দোহাই মহারাজ! আমি বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, আর আমাকে এ অন্তিম দশায় মায়া অন্ধকারময় সংসার বিষের হ্রদে নিক্ষেপ ক'র্‌বেন না। আর সেই সঙ্গে একটী অবোধ বালিকার ভবিষ্যতের অনন্ত-আশা—অনন্তসুখের বাসনার মূলচ্ছেদ ক'র্‌বেন না! নিতান্ত আশ্রিতা—চিরদিনের প্রতি-পালিতা একটী অবলাকে অনুরোধক্রমে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করান, আপনার ন্যায় বহুপালক বহুদর্শী রাজার কর্ত্তব্য নয়।

রাণী। যদি কোন ভাগ্যবতী স্বইচ্ছায় আপনাকে বরণ করে?

কর্ণ। তাহ'লে বুঝ্‌ব, সকলই মদনমোহনের লীলাখেলা। আপন কর্ম্ম-সূত্রে সংসারচক্রে বদ্ধ না থাক্‌লে, আমি হতভাগ্যই বা এমন ধারা বিষ্ণু-পুরে আস্‌ব কেন? এমন ধারা উন্মাদের ন্যায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ক'রে, রাজারাণীর শান্তিভঙ্গই বা ক'র্‌ব কেন? আর রঞ্জাবতি! তুমিই বা আপন কর্ত্তব্য বিস্মৃত হ'য়ে—আপনার ভবিষ্যৎ ভুলে, আমার ন্যায় বৃদ্ধের গলায় বরমাল্যদানে সম্মত হবে কেন? গৌড়েশ্বর ভারতসম্রাট্, তাঁর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হ'লে একদিন সমস্ত ভারতের সম্রাজ্ঞী হ'তে পার্‌তে।

রঞ্জাবতী। হ'তে পার্‌তাম, সে দূর-ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু বোধ হ'চ্চে মহারাজের পদধূলি লাভে, আমি স্বর্গের ইন্দ্রাণী শচী হ'তেও ভাগ্যবতী। আমি বাল্যকাল হ'তে বীরপূজার পক্ষপাতিনী, বীরের পূজা ভালবাসি।

বিধাতা আমার সে পূজার সাধ অপূর্ণ রাখ্‌বেন না ব'লেই, আজ আমার এ সৌভাগ্যের উদয়। তাই আজ এমন সময় আপনার বিষ্ণুপুরে আগমন। নতুবা সত্যই হয় ত একটা রাজপুত্র নামধারী অপদার্থের হাতে আত্ম-সমর্পণ ক'রে, আমাকে অনন্ত-আশায়—অনন্ত-শান্তিতে বঞ্চিত হ'তে হ'ত।

কর্ণ। একি কথা ব'ল্‌চ রঞ্জাবতি! আমি শুনেচি গৌড়েশ্বরের পুত্র পরম রূপবান্।

রঞ্জাবতী। যারা রূপের নিকট আত্মসমর্পণ করে, মাংসপিণ্ড দেহের রূপযৌবন যারা ভালবাসে,তাদের চ'ক্ষে গৌড়েশ্বরের পুত্র রূপবান্। প্রজার—সুখ,রাজ্যের—শান্তি,যার একমাত্র কামনা; কীর্ত্তিমান্ বীর-পতির মঙ্গলময় মূর্ত্তিই সে রমণীর চির আকাঙ্ক্ষিত যৌবন, আমি আজ সে ভাগ্যে ভাগ্যবতী। এখন গৌড়েশ্বরের পুত্র রূপবান্ যুবাপুরুষ, আর দশ বৎসর পরে সে রূপের সঙ্গে, সে যৌবনের সঙ্গে, সে জীবনের সঙ্গে গৌড়েশ্বরের পুত্রের প্রাণহীন নাম চিরদিনের মত বিস্মৃতির অন্ধকারগর্ভে ডুবে যাবে; কিন্তু রঞ্জাবতীর এ মাটীর দেহ শ্মশানমাটীতে মিশালেও অনন্তকালের মধ্যে একটি দিনের জন্যও তাকে পতিবিয়োগ বেদনা ভোগ ক'র্‌তে হবে না। তার বীরপতির অনন্ত-জীবন যোগেশ্বরের ন্যায় অব্যয়। আমি বালিকা, এই বালিকাবুদ্ধিতে আপন ভবিষ্যৎ, আপন শুভাশুভ মঙ্গলামঙ্গল বুঝে, আমার পিতৃতুল্য মহারাজের আর আমার মাতৃকল্পা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মহারাণীর চরণে প্রণাম ক'রে, সখীদের অনুমতি নিয়ে আর জগৎসাক্ষী—সাক্ষাৎ সত্যসনাতন মদনমোহনের সাক্ষাতে, তাঁকে সাক্ষী ক'রে, আমি আপনার কণ্ঠে বরমাল্য প্রদানের সঙ্গে আমার রমণীজীবনের সুখশান্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল ভারই আপনার পদে অর্পণ ক'র্‌লাম।

গীত।

পূরাও অভীষ্ট হে মম পরম ইষ্টদেবতা।
তুমি শান্তি, শক্তি, রতি ভক্তি, গতি মুক্তি বিধাতা॥

আমি বীরপূজা ভালবাসি, বীরপূজার ব্রত দাসী,
অভিলাষী সেবিতে চরণ ;—
ধর ভক্তি উপহার, পর এ কুসুম হার,
পরিহার ক'র না হে রাজন্ ;
তোমার ধরিয়া চরণ, পতিত্বে বরণ, করিলাম কুতূহলে,
ঐ জগৎসাক্ষীরে চিরসাক্ষী ক'রে, বরমাল্য দিনু গলে,
আমার জীবন মন সর্ব্বস্ব দিয়ে,
হ'লাম চরণ পূজার ব্রত দাসী ;
রেখ পতির ধর্ম্ম, হে সাকার ব্রহ্ম,
দিওনা দিওনা মর্ম্মে ব্যথা। (আমায় চির আশায়
নিরাশ ক'রে) দিও না দিও না মর্ম্মে ব্যথা॥

রাজা। জয়! জয়! অনন্তলীলাময় মদনমোহনের জয়! বালিকাগণ! মদন-মোহনের আরতির সময় উপস্থিত; সকলে আরতির শঙ্খনাদ হুলুধ্বনির সঙ্গে নবদম্পতির মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি মিশ্রিত ক'রে, নৃত্যগীত আনন্দ উৎসবে আনন্দময়ের শ্রীমন্দির আরও আনন্দময় কর। (মদনমোহনের সম্মুখে নতজানু বর-কন্যা, পার্শ্বে করযোড়ে রাজা-রাণী, সখীগণের আরতি)।

গীত।

জয় জগত-জীবন জগদীশ হরে।
মাধব মুরহর, মোহন মুরলীধর,
কেশী, কংসসূদন মধুকৈটভারে॥
নবজলধর রূপ, রাসরসিকভূপ,
মধুলোলুপ মধুপ শ্রীমুখ পদ্মপরে॥

নবজলধর কোলে, স্থিরা দামিনী খেলে,
কনকলতিকা যেন দোলে তমালে—
মধুর বঙ্কিম ঠামে বামে হেলে—
এ যুগল নয়নে, ও যুগল দরশনে,
যুগ যুগ কৃত পাপ হরে ॥

রাজা। না, আর আমার মদনমোহনের বিশ্রামের ব্যাঘাত জন্মাবার প্রয়োজন নাই। চল অন্তঃপুরে অন্যান্য মাঙ্গলিক উৎসব সম্পন্ন করা হবে। রঞ্জাসুন্দরি! আমার ঘট্‌কালীটে চুকিয়ে দিয়ে অন্তঃপুরে যাও।

রঞ্জাবতী। দিদির কাছে জমা রেখেচি, দরকার হ'লেই বুঝে নেবেন।

রাজা। দাতার স্বহস্তের দানটা গৃহীতার পক্ষে বড়ই আনন্দজনক। ত্বরিত-দান মহাপুণ্য! এর পর পরের দখলে প'ড়্‌লে, গোল বাধ্‌লে বাধ্‌তে পারে।

প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। মহারাজ! কতকগুলি প্রজা শ্রীমন্দিরের দ্বারে উপস্থিত।

রাজা। বোধ হয় মদনমোহনের আরতি দেখ্‌তে এসেচে; আস্‌তে দাও। যাও রঞ্জাসুন্দরি! সখিদের সঙ্গে অন্দরে যাও। মহিষি! তুমি বরং একটু দাঁড়িয়ে যাও, একত্রেই যাওয়া হবে।

[রঞ্জা ও সখীগণের প্রস্থান।

কালু, দলু ও বলা প্রভৃতি ডোমগণের প্রবেশ।

কালু। হুজুর! আমরা আপনার প্রজা, আপনাকে প্রণাম ক'র্‌চি।

রাজা। কে তোমরা! তোমাদের বাস কি আমার এই বিষ্ণুপুরেই?

কালু। আজ্ঞে, হাঁ ধর্ম্মঅবতার! বিষ্ণুপুরের পশ্চিম সীমানায় আমরা ক'ঘর অনেক দিন হ'তে বাস ক'র্‌চি। আমরা জাতে ডোম।

রাজা। হাঁ হাঁ শুনেচি বটে, তোমাদের মধ্যে খুব বড় বড় খেলোয়ার, ভারি ভারি জোয়ান আচে নয়? তোমাদের না কি লাঠীর বড় তেজ?

কালু। তেজ থেকে কি হবে ধর্ম্মঅবতার! সে তেজ দেখাই কোথায়, লাঠী

চালাই কার হুকুমে? নৈলে জোয়ানও আছে, খেলোয়াড়ও আছে, লাঠীও আছে, তেজও আছে; কিন্তু থাক্‌লে কি হবে হুজুর! পেটের চিন্তায় জোয়নবয়সে বুড়ো হ'য়ে যাচ্চি, কস্‌রতের অভাবে বাতে ধ'রচে, খেলার প্যাঁচপড়ন ভুলে যাচ্চি। লোহার লাঠীতে ঘুণ ধ'রে যাচ্চে। নৈলে হুজুর! এই ছোটজাত-কটার উপর যদি রাজার নেক্‌নজর থাক্‌ত, যদি পেটের ভাবনায় জোয়ানবয়সে কলিজায় দরদ না লাগত, তাহ'লে কি হুজুরের বিষ্ণুপুর রক্ষার জন্য হাজার হাজার সৈন্য রেখে, তাদের মাইনে রসদ জোগাতে হ'ত। এই ক'বেটা ডোমের লাঠীর বল বজায় রাখ্‌লে, বিষ্ণুপুরে যমের অধিকার থাকৃত না।

রাজা। তোমার নামটী কি বল দেখি বাপু?

কালু। ধর্ম্ম অবতার! গোলামের নাম কালু।

রাজা। তোমারই নাম কালুসর্দ্দার? হাঁ হাঁ, নাম শুনেচি বটে। তোমার ঘরের লোকও নাকি খুব লড়াই জানে? তার নামটিও কি শুনেছিলাম ভুলে যাচ্চি।

কালু। তেনার নাম নকি। হুজুরের গোলামের ঘরের লোক কেন লড়াই না জান্‌বে হুজুর!

রাজা। বেশ বেশ, তা কি মনে ক'রে এসেচ বল দেখি? মদনমোহনের আরতি দেখ্‌তে? ভাল, ভাল। নীচজাতি হ'লে কি হবে, দেবতা বৈষ্ণবের প্রতি তোমাদের খুব ভক্তি। মদনমোহনের উপর ভক্তি রেখ', উনি চিরদিন তোমাদের আশ্রয় দেবেন।

কালু। মদনমোহন আর আশ্রয় কৈ দিলেন হুজুর! আজ আমরা প্রাণের ব্যথা প্রাণ-খুলে রাজার কাছে জানিয়ে মদনমোহনকে শেষ প্রণাম ক'রে, বিষ্ণুপুরের বসবাস উঠাব ব'লেই বিদায় নিতে এসেচি। আমরা নীচজাতি, কখনও রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কইতে পাই নাই। সাতদিন সাতরাত দেউড়িতে খাড়া থেকেও রাজার বার পেতাম না; কিন্তু সে সময়েও আমরা পুত্র-পরিবার নিয়ে সুখে ছিলাম। আপনি রাজার মত রাজা ছিলেন, রাজার মত রাজকায়দা ছিল। দীন-দুঃখী কাঙ্গাল-গরীব প্রজার উপর নজর ছিল। শাসনের কড়াকড় ছিল, আমরাও মহারাজের শাসনে

নির্ভাবনায় দুঃখ্-মেহনৎ ক'রে, দুঃখের ভাত সুখে খেতে পেতাম। কিন্তু হুজুর! এখন আপনি আর সেরূপ রাজা নাই, সে রাজ-কায়দা নাই, সে রাজশাসন নাই, মর্ত্ত্যের রাজভাব গিয়ে,আপনাতে এখন সংসারত্যাগী বিরাগীর ভাব দাঁড়িয়েচে। রাজ্যের মায়া ছেড়ে, দীনদুঃখী প্রজার মুখের দিকে চাওয়া ভুলে, সংসারের মায়া কাটিয়ে, এখন মদনমোহনকেই সার ক'রেচেন। হুজুরের যদি একটু রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি থাকৃত, তাহ'লে কি আজ আমরা অবিচারে অন্যায় পীড়নে মারা যেতাম? আমরা গরীব ছোট-জাত, কিন্তু নেমক্‌হারাম নৈ। ছোটজাতের ঘরে নেমক্‌হারাম খুব কম মেলে। নৈলে আমরা যদি রাজার বিচারের অপেক্ষা না ক'রে, হাতের জোর আর লাঠীর কায়দা দেখাতে পার্‌তাম, তাহ'লে বিষ্ণুপুরের রাজার অন্নদাস একটা নেমক্‌হারাম সয়তান, আর তার অনুগত কতকগুলো ছাতু-খোর সৈন্যসামন্তের কথা দূরে থাক্, এ ডোমপাড়ায় যম ঘেঁস্‌তে পার্‌ত না। কিন্তু আমরা রাজার গোলাম, নেমকের চাকর, রাজবাড়ীর একটা কুকুর শেয়ালকেও আমরা দেবতার মত মান্য করি! তাই আজ আমাদের এ দশা; তাই আজ কাঁচাকচি ছেলেপিলে নিয়ে, মহারাজের দুয়ারে কাঁদ্‌তে এসেচি। যাকে আমরা দেবতা ব'লে মান্‌তাম, আজ তাকে আমরা রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, নেমক্‌হারাম সয়তান ব'লে গাল দিচ্চি, এতে যদি পাপ হয়, ব'লুন, নিজ হাতে গর্দ্দান কেটে আপনার পায়ে রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করি।

রাজা। হাঁ, সব বুঝ্‌তে পার্‌চি কালু! সব বুঝ্‌তে পার্‌চি। আমার অনবধানেই এ সব ঘ'টেছে তা মিথ্যা নয়, কিন্তু কি করি, আর ওসব ভাল লাগে না। তারপর কি বল দেখি?

কালু। হুজুরের সেনাপতি মহাশয় কা'ল নাকি কোথায় লড়াই দিতে যাবেন?

রাজা। হাঁ, "সাগর ডিঙ্গে লঙ্কা পোড়াতে" এখন কথাটা কি ব'লে যাও।

কালু। সেই লড়ায়ের সৈন্যসামন্তদের রসদের জন্য গোটা বিষ্ণুপুরটা লুট্‌পাট্ আরম্ভ ক'রেচেন। আমরা কাঙ্গাল-দুঃখী মানুষ, দুটো ভেড়াটা ব'পুড়িটে পুষে দিনগুজরাণ করি। আজ আমাদের সেগুলি পর্য্যন্ত লুটপাট্ ক'রে নিয়ে গিয়েছে। আমরা এই সময় বছরে বছরে ধর্ম্মের পূজা দিই,

বগ্‌ড়াটা, ব'গ্‌ড়িটে, ভেড়াটা, হাঁসটা কবিতরটা মেরে, পাঁচজন কুটুম্বসাক্ষাৎ নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করি। এবারও আজ আমরা ধর্ম্মের পাটের কাছে সেইগুলি উচ্ছুগ্‌গু ক'রে বলি দিতে গিয়েচি, সেই সময় সেনাপতি মহানদ মশায় দাঁড়িয়ে থেকে, নিজে হুকুম দিয়ে, সেগুলি কেড়ে নিলেন। তারপর আমাদের ধর্ম্মের পাট পর্য্যন্ত ভেঙ্গে দিলেন। আমি কেলে ডোম, আমি কিনা তাই কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম। কি ক'র্‌ব, রাজার প্রজা—নিমকের গোলাম। যদি একবিন্দু নেমক্‌হারামি ক'র্‌তে পার্‌তাম, যদি চোয়াড়ের রাগে চোয়াড়ের কাজ ক'র্‌তে পার্‌তাম, তাহ'লে কেলে ডোম আর ল'কী ডুম্‌নী বেঁচে থাক্‌তে, কার গর্দ্দানের ওপর গর্দ্দান যে, আমাদের ধর্ম্মের ওপর হাত তোলে! এতক্ষণ গোটা বিষ্ণুপুর এই কেলো ডোমের লাঠির তেজে ধুলো হ'য়ে যেত। আপনার লে লক্ষি লড়ায়ে পল্টন লখী ডুম্‌নির তীরের ফলায় মালাগাঁথা হ'য়ে যেত। হুজুর, রাজা আমাদের চিরদিনের অন্নদাতা—মা-বাপ, তাই মনের তাপে মা বাপের কাছে কাঁদ্‌তে এসেচি। এখন আমাদের বিদায় দিন, বিষ্ণুপুরের বসবাস উঠিয়ে যেখানে কাঙ্গালের মা-বাপ তোমার মত রাজা পাব, সেইখানে গিয়ে বাস ক'র্‌ব। নৈলে কি জানি ছোট জাতের রাগ! কোন্ দিন সাম্‌লাতে না পেরে, কি ক'র্‌তে কি ক'রে ব'স্‌ব!

লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। হাঁরে সর্দ্দার! তু হেতাক্‌কে এসিয়ে রাজার দরবারে নালিস জানাইতে লেগিয়েছিস্? ওদিকে যে সব লুটিয়ে পুটিয়ে লিয়ে চলিয়ে গেল। বগড়ো ব'গড়ী, হাঁস কৈতরের একটী আণ্ডা ছানা পর্য্যন্ত কারুর ঘর্‌কে রাখে নাই। পাড়াপড়্‌সী সব জরু ছাওয়ালের হাত ধ'রে পথে বসিয়ে কাঁদ্‌চে; হামি ত দেখ্‌তে লাড়্‌লেরে সর্‌দার! মোর কলিজের ভেতর বিষের বাতি সরদার রে! বিষেব বাতি জলিয়ে যাচ্চে। তু আর লখী বেঁচিয়ে থাক্‌তে, মোদের জাত-কুটুমের এমন হাল্! দুসমুন শয়তানের হাতে এত লাকাল রে সরদার! আয় চলিয়ে আয়। আগে দুস্‌মুন শয়তানকে

তার লক্ষি লক্ষি পুড়ায়ে জোয়ানের সাথে, তীরের ডগায় গেঁথিয়ে লিয়ে . রাজার কাছে হাজির করিয়ে দিই, তাবপর নালিশ লাগাব।

রাণী। না লক্ষি। উতলা হ'ও না। আমি তোমাদের সব ফিরিয়ে দেও-য়াচ্চি।

লক্ষী। মা! তু মোদের অন্নপূর্ণা মা আছিস্। রাজা মোদের স্বর্গের সদা-শিব বাপ আছে। বিষ্ণুপুর যে মোদের সোণার রাজ্জি মা! এমন সোণার রাজ্জিতে, এমন ধরমের সংসারে, এমন শয়তান কেন পুষিয়েছিস্ মা? শয়-তান হুবমুনের হাতে যদি এমন সোণার রাজ্জিটা সুপিয়ে না দিতিস, তাহ'লে কি আজ মোদের এতকালের বসবাস, শ্বশুর বড় শ্বশুরের ভিটে ছেড়িয়ে দিয়ে পরের রাজ্জিতে গিয়ে বাস ক'র্‌তে হ'ত?

রাজা। সব জানি লক্ষি! কিন্তু আমাকে ব'লে প্রতিকারের আর কোন আশা নাই।

রাণী। কেন আশা থাক্‌বে না মহারাজ! আমি ত শত শত দিন ব'লেচি, ও নির্দ্দয়, নির্ম্মম, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খকে অত বড় উচ্চপদ হ'তে অবসর দিয়ে উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করুন।

রাজা। আমার হাতে যে ক'দিন ঘাস জলের বরাত আছে সে ক'দিন ত যোগাই। তারপর মদনমোহনের রাজ্যে মদনমোহনই সুবিচার ক'র্‌বেন।

কালু। হুজুর আর দাঁড়াতে পারিনে। এতক্ষণ হয় ত ডোমপাড়ায় আগুন জ্বালিয়ে দিয়েচে। আমি এখানে, দ'লো এখানে, লকি এখানে, রক্ষে ক'র্‌-বার লোক নাই, আর থাক্‌লেও তারা বেটী-পুতের গলা ধ'রে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়্‌বে! তবু কেলো ডোমের বেগড় হুকুমে তীর কামটায় হাত দেবে না, লাঠি ছোঁবে না, একটী পা নড়্‌বে না।

রাজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা কি বল দেখি?

কালু। আমরা আজই বিষ্ণুপুরের বাস উঠাব, তাই হুজুরের কাছে হুকুম নিতে এসেচি।

রাজা। বিষ্ণুপুর ছেড়ে কোথায় গিয়ে বাস ক'র্‌বে?

কালু। যেখানে রাজা পাব, বিচার পাব, হুকুম পাব। যে রাজার হুকুমে এই বাঁশের লাঠি ডাক্‌লে কথা কবে, যেখানে কেলো সর্দ্দারের কদর

বুঝ্‌বে, সেইখানে, সেই অম্বিকায় গিয়ে বাস ক'র্‌ব। হুজুরের মত রাজার আশ্রয় ছেড়ে;অম্বিকা ভিন্ন কোথাও আমাদের সুখ শান্তি হবে না। শুনেচি, অম্বিকা রাজার চারটী পুত্র অজয়গড়ের লড়ায়ে মারা যাওয়াতে, রাজা মনের দুঃখে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়েচেন। আমরা অম্বিকায় গিয়েই তাঁর খোঁজে বেরব। লাঠির ডগে ভর ক'রে বনজঙ্গলে,পাহাড় পর্ব্বতে,উড়েবেড়াব, যেখানে পাব সেইখান হ'তে স্বর্গের দেবতাকে এনে রাজপাটে বসাব। আমরা অন্য রাজার রাজ্যে বাস ক'র্‌ব বটে, কিন্তু আমাদের বুকের রাজা বিষ্ণুপুরে থাক্‌লেন। গোলামদের যখন দরকার হবে, কাক কোকিলের মুখে বার্ত্তা পেলে তখনি এসে বিষ্ণুপুরে হাজির হব।

রাজা। ভাল, কালু! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, অম্বিকার রাজাকে তোমরা খুব ভাল ব'লে জান?

কালু। হুজুর, বিষ্ণুপুরে আমাদের বহুদিনের বাস। আমরা ছোট জাত ব'লে, কেবল মদে মাসে মেতে থাকি নে, অনেকটা খপর রাখি। হুজুর! আজ না হয়, অম্বিকারাজ চার চারটী পুত্রশোকে পাগল, আজই না হয়, তিনি মনের বিরাগে সংসারত্যাগী; নৈলে অম্বিকারাজ বিষ্ণুপুর ছাড়া কখন? হুজুরের সঙ্গে যার এক প্রাণ, হুজুর যাকে আদর ক'রে, আপনার আধখানি আসনে ব'স্‌তে দেন, তাঁর ভালমন্দর বিচার আমরা কি ক'র্‌ব? আমরা ত জানি, দুটী স্বর্গের দেবতা—মর্ত্ত্যে এসে একটী বিষ্ণুপুরে, অন্যটী অম্বিকায় রাজ্য ক'র্‌ছিল। কালে একটী দেবতা, তার উপাস্যদেবতা মদনমোহনে মিশিয়ে যাবার চেষ্টায় আছেন, অন্যটী সংসারের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখেও, বিধিবিড়নায় সংসারত্যাগী।

রাজা। আর তোমাদের লাঠির আগায় ভর দিয়ে, উড়ে উড়ে অম্বিকারাজকে অন্বেষণ ক'র্‌তে হবে না। যার যা কামনা মদনমোহন তাকে তাই মিলিয়েছেন। তোমাদের আশাপূর্ণ এইখান হ'তেই হবে। অম্বিকারাজ আর সংসারত্যাগী নাই, আমি তাঁকে অনেক বুঝিয়ে, অনেক অনুরোধ ক'রে, আবার সংসারী ক'রেচি। এই চীরবাসধারী সন্ন্যাসী তোমাদের সেই চির-আকাঙ্ক্ষিত দেবতা, অম্বিকানাথ সুরসেন। যাও, আমি আনন্দের সহিত অনুমতি ক'র্‌চি, বিষ্ণুপুর ত্যাগ ক'রে অম্বিকায় বাস কর

গে। তোমাদের-মাতৃসমা বিষ্ণুপুর-রাজমহিষীর সহোদরা রঙ্গাবতীর সঙ্গে অম্বিকানাথের বিবাহ দিয়েচি। জ্যেষ্ঠাকে যে চ'ক্ষে দেখ্‌তে, কনিষ্ঠাকেও সেই চ'ক্ষে দেখ্‌বে, আর তোমাদের বৃদ্ধ পিতা ব'লে, আমাকে স্মরণ রাখ্‌বে। যে অম্বিকা, সেই বিষ্ণুপুর—যে বিষ্ণুপুর-রাজ—সেই অম্বিকা-রাজ, এইটেই যেন তোমাদের ধারণা থাকে। সোদরাধিক ভ্রাতা কর্ণসেন! আমার পুত্রাধিক-স্নেহে প্রতিপালিত রাজভক্ত প্রজাগণকে তোমাদের হস্তে অর্পণ ক'র্‌চি, এদের দ্বারায় তোমার শান্তি স্থাপিত হবে। তুমিও নবীন-উৎসাহে আর কিছুদিনের জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়ে, এদের পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন ক'র। বীরপত্নী লক্ষি! তুমি অন্তঃপুরে চল, তোমাদের যাতে ক্ষতি না হয়,যাতে তোমরা অম্বিকায় গিয়ে, আপন আপন গৃহ নির্ম্মাণ ক'রে নিতে পার ও স্বামী পুত্র নিয়ে কষ্ট না পাও, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি। রাণি! তুমি লক্ষ্মীকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে ওদের যার যা কিছু ক্ষতি হ'য়েচে, তার দশগুণ অর্থ দাও গে। আহা! ওরা অতি নিরীহ রাজভক্ত দরিদ্র প্রজা। কালু! তোমরা বিদায় হ'তে পার! আমি তোমাদের রাজা, পিতৃতুল্য! আমি অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ ক'র্‌চি তোমাদের বাহুবল, ধনবল, ধর্ম্মবল, সুখ-সম্মান বৃদ্ধি হ'ক। তুমি অম্বিকা-রাজের দক্ষিণবাহু হ'য়ে বীর সমাজে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভ কর।

রাণী। এস মা লক্ষি! আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে এস। যার যেমন ক্ষতি হ'য়েচে, আমার দেওয়া অর্থগুলি তাকে তুমি আপন বিবেচনা মত বিলি ক'রে দিও।

লক্ষী। আমরা তোদের বড় গরীব দুঃখী প্রজা মা! মোদের ঘরকে পয়সা কড়ি নাই। বাঁশ কাটি, ঝুড়ি, টুক্‌রী বেনিয়ে দিন গুজ্‌রান করি। রোজ আনি রোজ খাই,ইত্তির জাত, ডোক্‌লা জাত—পয়সা কড়ি রাখ্‌তে জানি নে; মোরা টেকা কড়ি লিয়ে কি ক'র্‌ব মা? তুই দোওয়া দিস, আশীষ ক'রিস্‌, ধরমের দুয়োর ধরিয়ে পড়িয়ে থাকলে—গতোর খেটিয়ে খেতে পার্‌লে, জঙ্গলের মধ্যেও একমুঠা পেটের ভাত মিল্‌বে। রাজার পয়সা কড়ি লিয়ে কি ক'র্‌ব মা?

রাণী। ভাল না,নিস্‌,একবার আমার সঙ্গে আসতে কি দোষ আছে?

লক্ষী। সাথে যাওয়া কি বলিস্ মা! তোর হুকুমে যমের সাম্‌নে যেতেও লক্ষী-ডোমনী ডরায় না। যা, যা সরদার, ঠিক হইয়ে থাক্ গে! রাজার কাছে পয়সা লিস্‌নে। রাজা মোদের বাপ, অনেক লিয়েচি, অনেক খেয়েচি। কখনও রাজার খেরাজ ব'লে একপয়সা দিতে পারি নাই। যা, যা ঠিক হইয়ে থাক্ গে, আমি যাব আর বাঁক তুল্‌ব।

[লক্ষী ও রাণীর প্রস্থান।

কর্ণ। কালু! তোমাদের মত রাজভক্ত বীরপ্রজা লাভ করা, রাজার বহু সুকৃতির ফল। যাও, তোমাদের এখান হ'তে কিছু নিয়ে যেতে হবে না। অম্বিকায় পৌছান মাত্রেই যাতে নূতন বাসস্থান পেয়ে, স্ত্রীপুত্রের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে বাস ক'র্‌তে পার, আমি এখান হ'তে তার ব্যবস্থা ক'রে দিচ্চি। আর আমিও মহারাজের আদেশ নিয়ে দু'চার দিনের মধ্যেই অম্বিকায় যাচ্চি।

রাজা। আমিও মদনমোহনের কাছে দু'চার দিনের জন্য বিদায় নিয়ে অম্বিকা যাচ্চি। উভয়কেই সেখানে দেখ্‌তে পাবে। এখন মদন-মোহনকে প্রণাম ক'রে, শ্রীহরি শ্রীহরি ব'লে শুভ যাত্রা কর।

[প্রণাম ও সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[নদীকুল]

আচার্য্যবেশে হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। দয়াময়ের আমার বিচিত্র লীলা! কখন মৎস্যরূপে প্রলয়-জলের পাঁকে মগ্ন বেদের উদ্ধার ক'র্‌লেন, কখন সেই পাঁকে ডোবা পৃথিবীখানা তোলবার জন্য এক বিরাট কচ্ছপমূর্ত্তি ধ'র্‌লেন। কখন বিপরীত এক বরাহমূর্ত্তি ধ'রে, পৃথিবীটাকে দাঁতে ক'রে টেনে তুল্লেন। কখন আধখানা মানুষ, আধখানা সিংহ,—বেমক্কা এক জানোয়ার হ'য়ে, দানব-রাজ হিরণ্যকশিপুকে নখে চিরে অক্কা পাওয়ালেন। কখন ছটো রাম হ'য়ে একটাতে রাক্ষসবংশ ধ্বংস, একটাতে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল ক'র্‌লেন। শেষে ডান হাতে বাঁ-হাতে যুদ্ধ! রামে রামে লড়াই। ঠাকুরের আমার কোন্ খেলার কথাটাই বা ব'ল্‌ব। সেই ত্রেতাযুগ হ'তে হাত নাগাৎ পায়ের তলায় প'ড়ে আছি। সেই সীতা অন্বেষণ হ'তে রাবণ-বধ পর্য্যন্ত, হাড়ভাঙ্গা ভূত খাটুনি খাট্‌লাম। তুড়িলাফ মেরে সাগর পার হ'লাম, সোণার লঙ্কা পোড়ালাম, নিজের মুখ পোড়ালাম, ল্যাজের ডগা হ'তে আগা পর্য্যন্ত যত লোম আছে, তার এক এক গাছিতে পাহাড় পর্ব্বত বেঁধে এনে সাগর বাঁধ্‌লাম! গায়ে যতটুকু বল্ দিয়েছেন, সবটুকু তাঁর কাজেই লাগালাম। মনে ক'র্‌লাম; সীতা উদ্ধার হবে, রাম আমার অযোধ্যায় রাজা হবেন, রাজা হ'য়ে আমাদের মনের মত পুরস্কার দেবেন। ক্রমে লঙ্কা জয় হ'ল—সীতা উদ্ধার হ'ল—রাম অযোধ্যায় এলেন—রাজা

হ'লেন ; শেষে পুরস্কার দিলেন—কলা ! ' সাগর ধারে একটা কলার বন দেখিয়ে দিয়ে বিদায় ক'র্‌লেন। তার অর্থ কিনা, যা বেটা প'ড়ে প'ড়ে কলা চুষ্‌গে। তা ঠাকুর ! তুমি না হয় বানর দেখে কলা দিয়ে ভুলিয়ে দিলে, কিন্তু আমি ত তোমার সে কলায় ভুলি নাই, শরতের শশিকলা আমার সাধনের ধন রামচাঁদের বামে,আমার হৃদয়াকাশে বিরাজ ক'চ্চেন। তুমি যতই ছলনা কর, যতই মূর্ত্তি ধর, হরগৌরীই হও, আর রাধাকৃষ্ণই হও, আর লক্ষ্মীনারায়ণই হও, কিন্তু আমার কাছে সেই একই মূর্ত্তি। সেই "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি তথাপি মম সর্ব্বস্ব রামকমল-লোচন" হে রাম ! হে জগদভিরাম ! তোমার মর্ম্ম আমি কি জানব প্রভু !

গীত।

কত গুণ আছে পদরাজীবে।
ভ্রান্তজীবে কি বুঝিবে,
তুমি যার হৃদে বিরাজিবে, তারি বিরাগ উপজিবে,
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়ে সে সন্ন্যাসী সাজিবে॥
যে জন তোমায় ভজিবে, প্রেমে মজিবে,
ভক্তিবলে মুক্তি-সুধা সেই ভুঞ্জিবে,
ভূষণের বদ্ধজীবে, কবে মায়া পরাজিবে,
হৃদি-যন্ত্রে কবে বা বিরাগ বাজিবে॥

হনুমান। যখন সাজ্‌তেই হ'ল তখন যাতে ধরা না পড়ি, তার ত একটা উপায় চাই, ব'সে ব'সে গোটাকতক জ্যোতিষের গৎ মুখস্থ করি।

(উপবেশন)

নারদের প্রবেশ।

নারদ। কত জন কতরূপ কঠোর সাধনা ক'রে, ভগবানের কাছে মুক্তি-কামনা ক'রে থাকে। কেউ সারূপ্য চায়, কেউ সাযুজ্য চায়, কারু বা

নির্ব্বাণ-মুক্তি পর্য্যন্ত কামনা। কিন্তু কঠোর সাধনায় দেহ পাত ক'রে, এ নীরস প্রার্থনা যে কেন করে,আমি ত তার কিছুই বুঝ্‌তে পারি না। আর এ কাম্যফল লাভে যে কি সুখ, কি শান্তি,তাও এ পর্য্যন্ত চিন্তা ক'রে এ ক্ষুদ্র-জ্ঞানে উপলব্ধি ক'র্‌তে পার্‌লাম না। আমি ত জানি, যে বৃক্ষ সুমধুর ফলধারণ করে, সে বৃক্ষের কোন আনন্দ নাই; আপন মধুরত্বে ফলও আনন্দিত নয়। সে ফল যে ভক্ষণ করে, সেই সুখী—সেই আনন্দিত, তারি তৃপ্তি। সুবাদকের অঙ্গুলিচালনে ও অঙ্গুলিতাড়নে বীণাতন্ত্রী হ'তে মধুর রাগ বাদিত হয়, কিন্তু সে মধুর রাগের মধুরতার উপভোক্তা বাদ্যযন্ত্র নয়; তাতে শ্রোতারই আনন্দ,শ্রোতাই তার উপভোক্তা। নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করার আনন্দও সেই বীণাযন্ত্রের ন্যায়! আমি সে নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রার্থী নই,সংসার-চক্রে প'ড়ে উদ্দেশ্যহীন—লক্ষ্যহীন হ'য়ে,ক্ষিপ্র-গ্রহের ন্যায় অনন্তশূন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার সেই ঘূর্ণনের মধ্যে কতই নূতন নূতন দৃশ্য! ভগবানের কতইবিচিত্র মধুর খেলা, নিত্যানন্দময় হরির নিত্যনূতন লীলাদর্শনে মনে হয়, এ কক্ষ-ভ্রষ্ট লক্ষ্যহীন উন্মাদগ্রহ যেন চিরদিনই এই-রূপে ঘুরে বেড়ায়! সৃষ্টির আদিকাল হ'তে এ কাল পর্য্যন্ত হরির যে, কত নিত্যনূতন লীলারঙ্গ দেখ্‌লাম, তার সংখ্যা নাই। কোন্ লীলার—কোন্ খেলার যে কি পরিণাম, তাও সহজ-জ্ঞানে বুঝে ওঠা সুকঠিন। কিন্তু যখন যে নাটকেরই অভিনয় করুন না কেন, অভিনয়ের সূচনা যেরূপেই আরম্ভ হ'ক্ না কেন, উদ্দেশ্য সকলেরই এক। কেবল শান্তি! শান্তি! শান্তি! সংসারের শান্তি-বিধানই সকল নাটকের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই ত এক নূতন নাট্যরঙ্গের আরম্ভ! ক্রমে ক্রমে অভিনেতা অভিনেত্রীও মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ ক'র্‌ছেন। দেখি, কতদূরে এ নাটকের পরি-সমাপ্তি হয়। মন! আর কু-সঙ্গে কু-রঙ্গে মন না দিয়ে, হরির রঙ্গক্ষেত্রের অভিনয় দর্শন কর। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিন ত গত হ'ল, এখন অন্য দর্শন পরিত্যাগ ক'রে যে দর্শন তোর পরকালের পথে নিদর্শন হবে, সুদর্শন-ধারীর সেই লীলা দর্শন কর্। আপনার বিষয় একবার ভাব। তোর সাধের তরী চিরদিনের মত ডুবে যায়,এখন আশার স্রোতে তরিও চ'লেছে ভাল, আনন্দের হিল্লোলে দুলে দুলে যাচ্ছিস ও ভাল। কিন্তু তলে তলে যে চোরা

বালি জ'মছে! কখন্ কোন্ ঘূর্ণীপাকে প'ড়ে তলের বালির টানে এম্নি তলিয়ে যাবি যে, তখন আর কূল কিনারা কিছুই পাবি না, তার বিষয় ত একবার ও ভারচিস্ নে? চিরদিনটে কেবল আমাকেই ভাবালি?

গীত।

ঘোর-তুফানে তরী ডুবালি।
কিছু ভাব্লিনে কেবল ভাবালি!
প'ড়ে কুচিন্তা কুটীল স্রোতেরে,—
তরী টানিছে নামিছে নীচে,
জমিছে পাপ-চোরাবালি॥
গুরুবাক্য ধ্রুবলক্ষ্য ছিল রে যে ধ্রুবতারা,
প'ড়ে মায়া ঊর্ম্মিপাকে হ'লি রে সে দিশে হারা,
এখন আঁধারময় অনন্ত আকাশধরা,
ছিল তড়িতে তাড়িতালোক—
কুতর্কে তাও নিবালি॥

হনুমান। (আপন মনে জ্যোতিষ বচন উচ্চারণ)

নারদ। এই যে, প্রভুর অভিনয়-রঙ্গমঞ্চের কার্য্য আরম্ভ হ'য়েচে। এই ত সাঙ্গোপাঙ্গও পাঠিয়েচেন দেখ্‌চি। গ্রহাচার্য্যবেশে হনুমানজীর আগমন। (প্রকাশ্যে) কে আপনি মহাশয়? নির্জ্জনে ব'সে কি মন্ত্র পাঠ হ'চ্চে? দেখ্‌চি, দিব্য একটী ঋষিবিশেষ ব্রাহ্মণ। নমস্কার! নমস্কার!!

হনুমান। নমস্কার! নমস্কার! মন্ত্রপাঠের কথা কি ব'ল্‌ছিলেন?

নারদ। বলি, একাকী নির্জ্জনে ব'সে কি একটা মন্ত্র আবৃত্তি ক'র্‌ছিলেন না?

হনুমান। মন্ত্র নয়, জ্যোতিষের বচন; আমি গ্রহাচার্য্য।

নারদ। গ্রহাচার্য্য? কৈ আপনার লাঙ্গুল কৈ?

হনুমান। লাঙ্গুল? লাঙ্গুল কি? ল্যাজ! গ্রহাচার্য্যের বুঝি ল্যাজ থাকে?

নারদ। ভাল ভাল, তুই একটা গ্রহাচার্য্যের ল্যাজ থাকে। যাক্,এখন জিজ্ঞাসা করি—কক্ষে ওখানি কি গ্রন্থ ?

হনুমান। এখানি জ্যোতিষ, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত মতে গণনা-গ্রন্থ।

নারদ। একবার সূর্য্যকে ঐ কক্ষে দেখেছিলাম। এবার বুঝি ঐখানিকেই সূর্য্য-সিদ্ধান্ত ক'রে, বগলে করা হ'য়েছে!

হনুমান। কার বগলে? আমার? আমার বগলে সূর্য্য? কবে দেখেছেন মশায়?

নারদ। সেই ত্রেতার কথা ব'লছি, যে দিন লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়েন; মনে হয় কি?

হনুমান। বটে, উপহাস? জান আমি কে?

নারদ। জানি ব'লেই ত জিজ্ঞাসা ক'রছি। বহুকালের পরিচিত গ্রহাচার্য্য আপনি; আপনার গ্রহচালনা, গ্রহের গতিরোধ ক্ষমতা ত্রিলোকবিখ্যাত। অমন প্রধান গ্রহ রবি,তাকেই একদিন উদয় হ'তে দেন নাই। তবে তখন-কার মূর্ত্তি একরূপ, এখন একরূপ। তখন ছিলেন সলাঙ্গুল রুদ্রমূর্ত্তি হনু-মন্তজী, এখন লুপ্তলাঙ্গুল বিপ্ররূপী গ্রহাচার্য্যজী।

হনুমান। (স্বগত) ম'রেছে, বেটা ধর্ম্মের ঢাক, চিনে ফেলেছে। ব্রহ্মা-বিষ্ণুর কাছে লুকাবার ছাপাবার উপায় আছে,নারদ বেটার কাছে কিছুই গোপন রাখ্‌বার যোটী নাই। (প্রকাশ্যে) নারদ মহাশয়! লুকাতে ত দিলে না? কিন্তু যেন প্রকাশ ক'র না, প্রভুর নিষেধ।

নারদ। তোমার প্রভু, আমার প্রভুর প্রভু! আমি তাঁর দাসানুদাস, তাঁর আজ্ঞা শিরোধার্য্য। আমি ত প্রকাশ ক'রবই না, কিন্তু তুমি খুব সাবধান! কলিতে যেন কোনরূপে আত্মপ্রকাশ ক'র না। ছদ্মবেশে প্রভুর আজ্ঞা পালন কর; কলিতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচার, আর কলি-অংশসম্ভূত ধর্ম্মদ্বেষী মহানদের দণ্ডবিধান—প্রভুর উদ্দেশ্য। সেইজন্যই স্বর্গ-নর্ত্তকী অলম্বুসার, রঞ্জাবতীরূপে ও সুকেশ গন্ধর্ব্বের ইছাইঘোষরূপে জন্মগ্রহণ। এখন কশ্যপ-কুমারের ধর্ম্মসেনরূপে জন্মগ্রহণ বাকী। তারপরেই প্রভুর লীলা আরম্ভ, এক্ষণে সাবধানে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন কর।

হনুমান। দেখুন দেবতা! সাবধান হ'তে চেষ্টা করি, কিন্তু শেষটা রক্ষা ক'র্‌তে পারি না। একটু রাগটোগ হ'লেই, অমনি সব ভুলে যাই। কোথা

থেকে ল্যাজ বেরিয়ে চড়্‌চড়্‌ ক'রে বাড়্‌তে থাকে, দেহখানা সেই কিম্ভুত-কিমাকার হ'য়ে, যথাপূর্ব্ব তথাপর হ'য়ে উঠে। সামান্য কারণেই রাগে আচ্ছন্ন ক'রে তোলে, আর প্রচ্ছন্ন বেশ রাখ্‌তে পারি না।

নারদ। কেন, এরূপ গণকবেশ ত আর একবার ধরা হ'য়েছিল। রাবণের মৃত্যুবাণ আন্‌বার জন্য মন্দোদরীকে ছলনা কর্‌বার বেশটা ত মন্দ হয়নি।

হনুমান। আরে দেবতা! বেশ ত ধ'রেছিলাম, শেষ রাখ্‌তে পাল্লেম কৈ? যেই স্ফটিকের স্তম্ভ দেখ্‌তে পাওয়া সেই পূর্ব্বমূর্ত্তি ধরা, এক মুষ্ট্যাঘাতে স্তম্ভটা ভেঙ্গে বাণটা বাগিয়ে বগলে পূরে এক লাফে পাঁচীরে; চড়্‌ চড়্‌ ক'রে ল্যাজটাও বেরিয়ে প'ড়্‌ল, পড়্‌ পড়্‌ ক'রে দেহখানাও বেড়ে উঠ্‌ল, একদম বস্‌, যে মুখপোড়া—সেই মুখপোড়া! এসব খুটীনাটীর কাজ কি আমার পোষায় দেবতা? এর চেয়ে যদি বিন্ধ্যাচল আর হিমালয় ছিঁড়ে এনে, দুটোতে ঠোকাঠুকি ক'রে গুঁড়ো ক'রে, সাগরের জলে গুলি দিতে অনুমতি ক'র্‌তেন, তাহ'লে এতক্ষণ কোন্‌কালে সে কাজ হাসিল ক'রে দিতেম। তা না হ'য়ে আজ্ঞা ক'র্‌লেন কি, যাও মারুতি! ছদ্ম-গণকবেশে অম্বিকায় গিয়ে পুত্রলাভে হতাশহৃদয়া রঞ্জাবতীকে আশা দাও গে। তাকে ধর্ম্ম সাধনার উপদেশ দাও গে, যথাকালে ধর্ম্মের সাধনা ক'রে, রঞ্জাবতী পুত্র-বতী হ'লে, সেই পুত্রকে অস্ত্রবিদ্যা মল্লযুদ্ধাদি শিক্ষা দেবে; আর অন্তরীক্ষে তাকে রক্ষা ক'র, এ সব কি আমার পোষায় দেবতা! না জ্যোতিষে আমার মন ওঠে, চাঁদের ষোলকলা গণনা ক'র্‌তে গেলে, আমার মর্ত্তমান কলা মনে পড়ে।

নারদ। যাও, এখন তাঁর কার্য্যে, তাঁর ইচ্ছার উপর বিচার করা, তোমার আমার পক্ষে অনধিকার চর্চ্চা; এখন তাঁর আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে, গ্রহাচার্য্য-বেশে অবিচার্য্যরূপে তাঁর কার্য্য সমাধা কর। তারপরেই মল্লবেশ; কিছুদিন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌বে। এখন যাও, ঐ দ্বারকেশ্বরের পরপারেই অম্বিকা-রাজধানী, যামিনী প্রভাত হ'য়েছে।

হনুমান। জয়রাম! জয়রাম! জয়রাম! যাই, গঙ্গাস্নান ক'রে প্রাতঃকৃত্যটা সেরে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য ।

[গঙ্গাতীর]

সূর্য্যলোকবাসিনী কিরণবালাগণের প্রবেশ।

গীত।

ঐ লো সজনী প্রভাতা রজনী হেরি দিনমণি উদিল।
সরসী-সলিলে শশি-বিনোদিনী কুমুদিনী আঁখি মুদিল॥
শিশিরের ছলে নয়নের জলে ভাসায়ে তরুলতায়,
বিরহে বিবশা বিরহিণী ঊষা কাঁদিয়ে চলিয়ে যায়,
অথবা বিরহে জ্বলিয়ে, ছিঁড়ে মতিহার ছড়াইয়া দিয়া
যায় বিরহিণী চলিয়া;—
হেন ঊষাকালে, চল সখী জলে, জুড়াবি হিল্লোলে যদি লো॥

হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। এগুলো আবার কি—কোথা থেকে জুট্‌ল? চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্! ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্ ঝক্‌মক্! চক্‌মকানিতে চমকে দিলে যে! আবার নেচে নেচে গান ক'চ্ছে নয়? এ কি, পথ ভুলে পরীর রাজ্যে এসে প'ড়্‌লাম? না, কোনরূপ মায়ার ছলনা? মায়া! আমার কাছে মায়া? মায়া ছাড়ান ওষুদ আমার কাছে লুকান আছে, রাগ্‌লেই এখনি চচ্চড় ক'রে ঠেলে বেরুবে? কেগো তোরা! ব'ল্‌বি না ম'র্‌বি? উত্তর দে না, এই

রে! বেটীদের নিতান্তই মরণে ধ'রেচে। কে গো তোরা! এখনও বল্, এখনও পরিচয় দে, নইলে ও ঝক্‌মকানি চক্‌মকানি সব চুকিয়ে দেব। এই হ্যাজ, না—ভুল হ'য়েচে, এই চড় দেখেচিস্! কে তোরা ব'ল্‌বিনে? ধ'র্‌ব দেখ্‌বি?

করণবালাগণ। গীত।

আমাদের ধ'র্‌তে আসা কেবল মনের ভুল।
এ সব চক্‌মকানি রূপের চমক আকাশ লতায় হীরের ফুল॥

হনুমান। এই ম'বেচে, আবার গান ধ'রে উড়ে উড়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল যে! তবে রে বেটীরে! দাঁড়াত (ধরিতে উদ্যত ও বালিকাদের অন্যদিকে পলায়ন) যা ফস্‌কে গিয়েচে! হ'ল না। এই—তোরা থাকিস্ কোথা? কি ক'রিস্ ব'ল্‌ত?

কিরণবালাগণ। গীত।

বিরহে কুমুদে কাঁদাই, কমলে হরিষে হাসাই,
মরুভূমে দেখিয়ে নদী পথিকে ভুলাই,
প্রতিদিন সাঁজে সকালে, আকাশে দিই আগুন জ্বেলে,
চমকে ঠমকে সাজাই তরঙ্গিণীর বেণীয়ে চুল॥

হনুমান। কি ব'ল্লি, বেটীরে রাঙ্গা রবির ছবি; মায়ের মুখে শুনেচি, ছোটবেলায় আমি একবার রাঙ্গারবি খেতে গিয়াছিলাম, রাঙ্গারবি খাবার সাধটা আমার ছোটবেলা হ'তেই আছে। গোটাকতক ঐ চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ ধ'রে চেকে দেখ্‌ব নাকি? রও বেটী রও, এইবার ঠিক ধ'র্‌ব। (কর প্রসারণ ও কিরণবালাগণের ইতস্ততঃ লুকাইয়া)

গীত।

টুব্-লাক্ টুবাটুব টুব, মরি ধ'র্‌লে ত হে খুব,
পার যদি ধর ধর নৈলে দিলাম ডুব,

হনুমান। (ধরিতে উদ্যত)

কিরণবালাগণ। গীত।

এই টুব এই টুব এই টুব।

(কিরণবালাগণের জলমগ্ন হওন)

হনুমান। (পুনঃ হস্তপ্রসারণপূর্ব্বক) যা মরগে—ডুবে গিয়েছে।

কিরণবালাগণ। গীত।

ভেসেছি আবার এসেছি এই ত আবার ভেসেছি

তালে তালে তালে দুলে দুলে দুলে দুল্ দুলাদুল্ দুল্॥

হনুমান। বটে বেটীরে! ধরা দেবে না? এইবার বেড়াজাল পাত্‌লাম। এই এই এই যা, পালিয়েচে—সব বেটীরে ডুবে গেল, হুঁ ঐ যে ডুবে ডুবেই নাচন হ'চ্চে, বাবা, জলেই ডোব আর আগুনেই পড়, যখন ধ'রব ব'লেচি, তখন ধ'রবই। রাগালে আর একে বাগিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ব না। ঐ চড়্‌চড়্ ক'রে বেরুল, এইবার ল্যাজে জড়িয়ে সব টেনে আনব, দাঁড়াও। (নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া কিরণবালাগণকে ধরিতে উদ্যত)

নারদের প্রবেশ।

নারদ। সম্বর! সম্বর! আত্ম-প্রকাশ ক'রে প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র না।

হনুমান। ঐ ত হ'য়েচে আমার মরণ, একটু রাগিয়ে দিলে আর বাগিয়ে রাখ্‌তে পারি না। ল্যাজটাই হ'য়েচে আমার কাল।

নারদ। শীঘ্র সম্বরণ কর।

হনুমান। এই এই সম্বরি। (পুনর্ব্বার গ্রহচার্য্যরূপ ধারণ) এ বেটীরে কে ব'ল্‌তে পার দেবতা? ব'ল্‌ছে আমরা রাঙ্গারবির ছবি, আমার নাকি রাঙ্গারবি খাবার সাধটা শিশুকাল হ'তেই প্রবল, তাই দুট কুচোকাচা ধ'রে খেতে গিয়েছিলাম।

নারদ। তা জানি, শৈশবে একদিন বালসূর্য্য গ্রাসের জন্য অঞ্জনার কোল হ'তে লম্ফ প্রদান ক'রেছিলে, এখন আর সে শিশুবুদ্ধির বশবর্ত্তী হ'য়ে, আত্ম-প্রকাশে উদ্যত কেন? সত্যই এঁরা সূর্য্যলোকবাসিনী। সূর্য্যকিরণেই এঁদের উৎপত্তি; এঁদের সাধারন নাম কিরণবালা, সূর্য্যপ্রিয়া সংজ্ঞার সহচরী।

হনুমান। হুঁ। যাকে একদিন বগলে পূবে রেখেছিলাম, তারই গিন্নির সঙ্গিনী, এদের এত বাড়্? আমার সঙ্গে চালাকী, ফচ্‌কে বেটীদের ঘাড় মচ্‌কে বগলদাবা ক'রে নেব নাকি? দাঁড়াও, পথে জলযোগের যোগাড়টা ক'রে রাখি।

নারদ। তুমি আত্ম-প্রকাশ ক'র্‌লে দেখ্‌ছি, কি কর?

হনুমান। এই যা, আবার ডুবে গিয়েছে।

[কিরণবালাগণের প্রস্থান।

নারদ। ক্ষুদ্র বালিকারা জলখেলা ক'র্‌ছে, ওদের উপর অত ক্রোধ প্রকাশ কেন? ছিঃ ছিঃ, সম্বর সম্বর।

হনুমান। সম্বুরিছি, সম্বুরিছি কৈ এবার ত ল্যাজ বেরোয় নি দেবতা?

সংজ্ঞার প্রবেশ।

সংজ্ঞা। বিধিপুত্র! প্রণমে চরণে দাসী তব,
ছদ্মবেশী রুদ্রদেব! তোমারেও করি প্রণিপাত।

নারদ। পূর্ণব্রহ্ম তেজোময়ী ব্রহ্ম-স্বরূপিণি!
কি ভাবে মা, আমা দোঁহে কর প্রণিপাত?

সংজ্ঞা। প্রণিপাত করি ভাবি মানবী স্বভাবে।

নারদ। কেমনেতে চিনিলে মা! বিধিপুত্র আমি
ছদ্মবেশী বৃদ্ধ, দ্বিজ রুদ্রদেব ইনি।

সংজ্ঞা। প্রসাদে তোমার।

নারদ। দেবশিল্পী বিশ্বকৃৎ জনক তোমার,
গ্রহপতি ত্বিষাম্পতি পতি তব সতি!
থাকিতে অলক-নন্দা ত্রিলোকপাবনী,
মর্ত্ত্যে গঙ্গাস্নানে সাধ কেন ভানুপ্রিয়ে?

সংজ্ঞা। এই জল এই বায়ু মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা,
করিতে হইবে সার কিছুদিন পরে;
তাই প্রভু! আসিয়াছি সময় থাকিতে
মর্ত্ত্যের যাতনা সহ্য করিতে অভ্যাস।

নারদ। ধরায় ধর্ম্মের লীলা করিতে প্রচার

জন্মিবেন বঙ্গাবতী সতীর উদরে,
গ্রহপতি পতি তব ধর্ম্মসেনরূপে।
তুমিও আসিয়া মর্ত্ত্যে কর্ণাবতী রূপে,
মিলিবে পতির সনে লীলা-সহচরী,
লীলাশেষে সূর্য্যলোকে করিবে প্রস্থান।

সংজ্ঞা। দেবশক্তি দেবতেজ হারাইয়া সব,
হইতে হইবে মর্ত্ত্যে দুর্ব্বলা মানবী;
পাইব মানবী-ভাব মানবী স্বভাব,
ডুবে যাবে পূর্ব্বস্মৃতি বিস্মৃতির জলে।
কনক-কমল-রেণু মাখা সূর্য্যলোকে—
ভ্রমিতে যে পদে প্রভু! পেতাম বেদনা,
সেই পদে হবে মর্ত্ত্যে করিতে ভ্রমণ?
বড়ই কঠিন প্রভু! মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা।

নারদ। সৌরলোক সুখ-স্মৃতি হ'লে বিস্মরণ
না হইবে অনুভব মর্ত্ত্যের যাতনা।
পতিসঙ্গে রঙ্গে সাঙ্গ করি রঙ্গলীলা,
যথাকালে সূর্য্যলোকে আসিবে দুজনে।
যাও দেবি! সূর্য্যলোকে সুরশিল্পী সুতে!
বিদায় এক্ষণে আমি আসিব আবার।

সংজ্ঞা। আমিও প্রণাম ক'রে হইনু বিদায়,
একটী প্রার্থনা মোর রাখিবেন মনে।
স্বর্গ-মর্ত্ত্য রসাতলে হে দেবর্ষি তব।
সর্ব্বলোকে সর্ব্বকালে অবারিত গতি,
স্বর্গের এ সুখ-স্মৃতি হইয়া বিস্মৃত—
মানবীরূপেতে যবে রহিব মরতে,
সেই কালে দেখাইয়া ও যুগল পদ—
লুপ্ত স্মৃতি মাঝে মাঝে দিবেন জাগায়ে।
পাপ মর্ত্ত্যবাসী নর কামের কিঙ্কর,

কত জনে কত ভাবে দেখিবে আমায়;
ভুলে যেন মানবের পাপ-প্রলোভনে—
দেবভাব তিরোহিত না হয় আমার।

নারদ। স্বর্গে মর্ত্ত্যে যথা থাক যে দেবী সে দেবী;
কুস্থানে পতিত মতি নহে জ্যোতিহীন।
ধর্ম্মলীলা নাট্যক্ষেত্র মর্ত্ত্যলোকে আসি,
আনন্দে ভ্রমিব নিত্য নৃত্য করি সুখে।
গুপ্তভাবে তত্ত্ব তব লইব সর্ব্বদা—
প্রকাশ্যে করিব দেখা স্বয়ম্বরে তব।

সংজ্ঞা। স্বয়ম্বর মম? একি অসম্ভব প্রভু!
স্বয়ম্বরা হব আমি হইলে প্রচার—
আসিবেন কত রাজা রাজপুত্রগণ
পত্নীভাবে, হায় প্রভু! পাইতে আমারে।
আমিও মানবীভাবে দেবত্ব ভুলিয়া,
রূপের সেবায় মাল্য অর্পিব মানবে,
এই কি ঘটিবে দেব! পরিণাম মম?
এই কি ধর্ম্মের লীলা?
কি আছে কপালে কিছু না পারি বুঝিতে।

নারদ। সে চিন্তা অন্তর হ'তে কর অন্তর্হিত।
বাল্য-ব্রতকালে বর দিবেন বিধাতা।
আমিও দিতেছি বর হে বরবর্ণিনি!
যে মানব কামচক্ষে চাহিবে তোমারে,
দৃষ্টিমাত্রে একমাত্র ধর্ম্মসেন বিনা,
স্ত্রীত্ব লভিবে সবে, যাবে কামভাব—
সখীভাবে সম্বোধিয়া হইবে সঙ্গিনী।
এবে সতি, যাও নিজ স্থানে।
হের ঐ পূর্ব্বাশায় উদিত ভাস্কর।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

[দ্বারকেশ্বর—নদী-তীর]

স্নানিকাবেশে রাজ-পুরচারিকাগণের প্রবেশ।

প্রভাতি। উষাকালটী কেমন সুখের ?

কনকপ্রভা। কারও সুখের কারও দুঃখের।

প্রভাতি। উষা, নিশা, সন্ধ্যা, সকাল, সুখে দুঃখে মাখা সব কাল,
সুখের দুঃখের ঘূরণপাকে সবাই স্রোতে ভাসে,
পাকের টানে ওলট্ পালট্ কেউ কাঁদে কেউ হাসে।

প্রভাবতী। শিশির ছলে নিশির রোদন, কাঁদ্‌ছে কুমুদ জলে,
কাঁদ্‌ছে বিষাদিনী উষা ধরে নিশার গলে।
বুকভরা প্রেম ফুরিয়ে গেল মুখভরা সে হাসি,
কোথায় গেল সব ফুরাল প্রেমের হাসিখুসী।
দলে দলে হৃদয় খু'লে চ'ল্‌ছে কমল জলে,
যোগ-বিয়োগের হাট ব'সেছে সুখের উষাকালে।

কনকপ্রভা। (আবার) ঐ দেখ সই উষার পাশে প্রেমের হাসি হেসে হেসে,
সোণার রবি উঠ্‌ছে ভেসে, হেমসাগরের জলে,
প্রেম-সোহাগে হাস্‌ছে কমল হৃদয়-কমল খুলে।

প্রভাতি। সেইজন্যই ব'ল্‌ছি ত লো এখন মন্দ তখন ভাল,
এখন আঁধার তখন আলো,
আজ রোদন কা'ল হাসি,
সুখের দুঃখের ওলট্ পালট্ দুটীই পাশাপাশী।

হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। হ্যাঁগা বাছা! তোরা এত প্রত্যূষে স্নানে এসেছিস্? এখনও যে গাছেপালায় রাত র'য়েছে গা!

প্রভাতি। আমাদের রাণী মা প্রত্যহ প্রত্যূষেই স্নান করেন, আমাদেরও সঙ্গে আস্‌তে হয়, ব্যাগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নানটাও হ'য়ে যায়।

হনুমান। তা বটে, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্নানে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হইয়া থাকে; তা "নদীনাঞ্চ নখিনাঞ্চ" নদীতেই হ'ক বা ডোবাতেই হ'ক্, স্নানের ফল গঙ্গাস্নানের তুল্য। ঊষা অতি পুণ্যপ্রদাকাল, শাস্ত্রেই ব'লেছে "ঊষা করোতি কল্যাণং যদি পূর্ব্বং ন গচ্ছতি" এ নদীটির নাম কি মা?

প্রভাবতী। দ্বারকেশ্বর।

হনুমান। অহো! পুণ্যতোয়া, পুণ্যতোয়া, "গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী দিগম্বরী, প্রমদা নর্ম্মদাশ্চৈব দ্বারকেশ্বর তথৈবচ" দ্বারকেশ অতি পুণ্যপ্রদ নদ। আমি শ্রুত আছি বটে, আজ দর্শনও হ'ল, দেশ ভ্রমণের এই মহাফল। ঐ যে অদূরে বিবিধ অট্টালিকা-শোভিত বিস্তৃত নগরটি দৃষ্ট হ'চ্চে ও স্থানটীর নাম কি মা?

প্রভাতি। ঐটী আমাদের মহারাজ অম্বিকারাজের রাজধানী। প্রভুর নিবাস কোন্ স্থানে?

হনুমান। আমার নিবাস মা কোথায় বা ব'ল্‌ব! তবে আপাততঃ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের নিকট কদলীকানন নামক স্থানে। কখন কখন অযোধ্যাতেও গুরুদর্শনে যাই। আমার বাসের কোন স্থিরতা নাই, তোমাদের মহারাজের নামটী কি মা?

প্রভাতি। মহারাজ কর্ণসেন।

হনুমান। কর্ণসেন? অ—ল—মেষ, উ—প বৃষ, ক—ছ মিথুন, মিথুন রাশিতে জন্ম, ভাগ্যবান্ পুরুষ। তবে আপাততঃ কিছু মনঃকষ্টে আছেন, এঁর নাম করণকালেই কর্ণসেন নাম রক্ষিত হ'য়েছিল, না এ নামটী তাঁর অন্যের রক্ষিত?

প্রভাতি। আজ্ঞে কর্ণসেন নামটী বিষ্ণুপুরের মহারাজের প্রদত্ত নাম। পূর্ব্বে নাম ছিল সুরসেন।

হনুমান। ঠিক ঠিক তাই বল সুরসেন! গ—শ কুম্ভ কুম্ভরাশিতে জন্ম। গণনাতেও ঠিক মিল্‌ছে; রাজার অবস্থা ঠিক কুম্ভের মত বুঝ্‌তে পেরেছ মা?

প্রভাতি। না বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

হনুমান। বুঝ্‌তে পাল্লে না মা? কুম্ভের দুটী অবস্থা, পূর্ণ আর শূন্য। যখন জলপূর্ণ থাকে তখন তার নাম পূর্ণকুম্ভ, অতি শুভদায়ক। যাত্রাকালে পূর্ণকুম্ভ দর্শনে শুভযাত্রা হয়, আবার সেই কুম্ভ জলশূন্য হ'লে, তার নাম শূন্যকুম্ভ বা শূন্যঘট। যাত্রাকালে সেই শূন্যঘট দর্শনে দুর্ঘট ঘটনা হ'য়ে থাকে। অর্থাৎ শূন্য ঘট্‌টা কিছু অমঙ্গলসূচক। তোমাদের রাজার অবস্থাও দেখ্‌ছি, সেইরূপ শূন্য কুম্ভবৎ। পূর্ব্বে পত্নী-পুত্র সব ছিল, পূর্ণকুম্ভবৎ প্রজাবর্গের মঙ্গলদায়ক ছিল। এক্ষণে দেখ্‌ছি, পত্নী-পুত্রহীন সংসারত্যাগী শূন্যকুম্ভ, স্বজনবর্গের মধ্যেও কেউ কেউ আঁটকুড়ো ব'লে, মর্ম্মপীড়া দিয়ে থাকে। তোমাদের মহিষী তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী, কিন্তু অপুত্রা। বর্ত্তমান রাজ্ঞী নবীনা হ'লেও রাজার বয়োধিক্যহেতু তিনি পুত্রলাভ-আশায় হতাশ-হৃদয়া। তাঁর মনে সুখ নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই, বড়ই মনঃকষ্টে কালযাপন ক'চ্চেন। কেমন মা! কিছু কিছু মিল্‌ছে কি?

প্রভাতি। ঠাকুর! আপনি মহাজ্ঞানী! জ্যোতিষ বিদ্যাবলে আপনি যেন অন্তর্যামী দেবতা। সত্যই আমাদের মহারাজ সদাশিব, কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় স্ত্রী-পুত্রহীন হ'য়ে সংসারত্যাগী হ'য়েছিলেন, পরে বিষ্ণুপুরের সদাশয় মহারাজা অনেক বুঝিয়ে অনেকরূপে শান্ত ক'রে, আমাদের রাণীমার সহিত বিবাহ দিয়ে আবার সংসারী ক'রেছেন, তাহ'লে কি হবে প্রভু! তাঁদের আব সংসার সুখের আশা নাই। রাজ্য-সম্পদে তৃপ্তি নাই, সর্ব্বদাই উদাস হৃদয়, যেন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসিনী। ঠাকুর! রাজা রাণীর এমন কষ্টের শান্তি হবে কি?

হনুমান। সেটা হস্তরেখা, ললাট রেখাদি না দেখ্‌লে ব'ল্‌তে পারা যায় না। ভাল, তোমাদের রাজ্ঞীর নামটি কি বল দেখি?

প্রভাতি। মহারাণী রঞ্জাবতী।

হনুমান। সংক্ষেপে শুদ্ধ নামটী বল।

প্রভাতি। রঞ্জাবতী।

হনুমান। রঞ্জাবতী! র—ত তুলা, তুলা রাশিতে জন্ম, রাজার রাশি হ'চ্ছে কুম্ভ, তুলা কুম্ভে যোগ। জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব'ল্ছেন "রবি গুরু বুধে বাণ, সোমে সপ্ত দ্বয়ং তথা, যস্মিন্ বর্ষে বুধ রাজা তস্মিন" আহা বড়ই চমৎকার, বড়ই চমৎকার, রবি চন্দ্রের সম সূত্রপাত, সত্বরেই সুপুত্র লাভের সম্ভব। একবার রাজ্ঞীর কর-রেখাটা দেখ্তে পেলে ভাল হ'ত, কিছু কর্ম্মানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন।

প্রভাতি। দয়া ক'রে একবার রাজবাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন কি?

হনুমান। আমি ত মা আশ্রমত্যাগী, কারও আশ্রমে গমন ক'রে ত ব্রতভঙ্গ ক'র্তে পার্ব না।

প্রভাতি। তবে দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা ক'রুন, আমাদের রাণী-মা এলেন ব'লে। তিনি কখন যানবাহনে গঙ্গাস্নানে আসেন না, পূজার উপচারসহ সখীদের সঙ্গে পদব্রজেই আসেন। ঐ তাঁর গঙ্গার স্তবগীতির স্বর শুন্তে পাওয়া যাচ্চে, এলেন ব'লে; যদি এত দয়াই ক'র্লেন, তবে ঐ তরুতলে আর একটু অপেক্ষা ক'রুন, আমি একটু এগিয়ে দেখি।

[উভয়ের প্রস্থান।

পূজার উপচারহস্তে সখীগণসঙ্গে রাজ্ঞী রঞ্জাবতীর প্রবেশ।

প্রভাতি। দেবি! আজ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, আজ নদীকূলে এসেই এই মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছি। ইনি গণনা ক'রে আমাদের মহারাজের অবস্থার কথা সব ব'লেছেন, আপনার কথাও অনেক ব'লেছেন, সব ঠিক ঠিক মিলেছে। কেবল আপনাকে না দেখ্তে পেলে একটী কথা ব'ল্তে পার্ব না বলায়, তাড়াতাড়ি আপনাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। প্রভু! ইনি আমাদের মহারাণী।

হনুমান। হাঁ, আকার লক্ষণেই সেটা বিলক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি।

রঞ্জাবতী। আপনি ব্রহ্মচারী, ভূলোকের নররূপী দেবতা, আমি আপনাকে প্রণাম করি। (প্রণাম)

হনুমান। ধর্ম্মে অচলা মতি হ'ক্। ধর্ম্মের কৃপায় পুত্রবতী হ'য়ে দীর্ঘায়তি লাভ কর।

রঞ্জাবতী। ব্রহ্মবাক্য চিরকালই অব্যর্থ, কিন্তু প্রভু! আমি বড় হত-ভাগিনী।

হনুমান। না মা! তুমি দুর্ভাগিনী নও, আমি তোমার লক্ষণ দেখে বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, তোমার মত ভাগ্যবতী-সতী অতি বিরল। বৃদ্ধ-পতির পত্নী হ'য়েছ ব'লে, আপনাকে দুর্ভাগ্যবতী মনে ক'র না!

রঞ্জাবতী। প্রভু! আমার পতি কি বৃদ্ধ? তিনি যে অনন্তরূপের আধার, তাঁর যে অনন্ত-যৌবন; আমি জড়দেহের রূপতৃষ্ণায় মুগ্ধা নই, আমি অন্যের উৎপীড়নে নয়, পিতামাতার অলঙ্ঘ্য-আদেশে নয়, আত্মীয়স্বজনের অনুরোধে নয়, আপন ইচ্ছায়—স্বাধীনভাবে সেই স্বর্গের দেবতাকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি। তাঁর ইন্দ্র, চন্দ্র হ'তেও রূপকান্তি দে'খে, কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় কিশোর যৌবন দে'খে, মহাদেবের মত মহান্ হৃদয় দে'খে, তাঁর পদ-নখর হ'তে কেশাগ্র পর্য্যন্ত দেবভাবেই পূর্ণ, আমি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে দেবভাবের বিকাশ দেখে, মনের আনন্দে তাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দিয়েছি। অন্যের চ'ক্ষে তিনি বৃদ্ধ হ'তে পারেন, কিন্তু আমার চ'ক্ষে তিনি অনন্ত-রূপ, অনন্তগুণ, অনন্ত-যৌবন প্রত্যক্ষ দেবতা। আমি কামুকী নই, রূপতৃষ্ণায় তৃষিতা নই; বীরপূজার অভিলাষিণী, দেবসেবার ভিখারিণী। পতি ইহ-জগতের বিলাসের বস্তু নয়, ইহ পরকাল উভয়কালের উপাস্য দেবতা। ইহলোকের সাধনার বস্তু, পরলোকের কর্ণধার। আমি কর্ণধার জেনেই আমার পরমেষ্ট দেবতা মহারাজ কর্ণসেনকে পতিত্বে বরণ ক'রেছি, পতি-ভাগ্যে আমি শচী হ'তেও সৌভাগ্যশালিনী।

হনুমান। সতীর উপযুক্ত কথাই ব'লেছ মা! এখন সংক্ষেপে একটু উপদেশ প্রদান করি শ্রবণ কর। ধর্ম্মে অচলা ভক্তি রেখে, ধর্ম্ম-বিশ্বাসে অটল থেক, ধর্ম্ম-সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ কর। পুত্র-কামনায় ধর্ম্মের দ্বারে প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত

হ'ও না। যদি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে হয়, যদি ধর্ম্মব্রত রক্ষার জন্য শরশয্যায় দেহ সমর্পণ ক'র্‌তে হয়, অসঙ্কোচে—অটল বিশ্বাসে শরশয্যায় ঝাঁপ দেবে। দেখ, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা ক'র্‌বেন, ধর্ম্মই তোমার সহায় হবেন, ধর্ম্মই তোমাকে ধর্ম্মপরায়ণ বীরপুত্র প্রদান ক'রে—জগতে ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিস্তার ক'র্‌বেন। এখন আমি চ'ল্লাম, আবার এসে দেখা ক'র্‌ব। (স্বগত) এখন হে ধর্ম্মদেব! তোমার কর্ম্ম তুমিই কর।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

[অম্বিকা—ডোমপল্লী]

লক্ষী, দুলালী, ফেলী, দুখী, সিমূলা, প্রভৃতি ডোমপত্নী-গণের, রক্তবাস পরিধান ও ধর্ম্মপূজার উপচারাদিসহ ধূনি জ্বালাইতে জ্বলাইতে প্রবেশ।

লক্ষী। হ্যাঁলা ফেলানি! ধূপ-ধূনা নৈবিদ্যি সব লিয়েছিস ত?

ফেলি। হঁা, সব লিয়েছি।

লক্ষী। তু কি লিয়েছিস বে দুখানি?

দুখী। আমি ত লিয়েছি জোড়া পান, জোড়া গুয়া, জোড়া লাড়ু, জোড়া হাঁস। আমার দেওরের তরে ত দেবতার দুয়োরকে মানসিক আছে। এ সরদারনি! বুড়িমার কাছকে ভুট্টাভাজা দিয়েছিস্ ত?

সিমূলা। (কোমলস্বরে) সব লিয়েছি লো, আমাকে আর শিঁখাতে হবেক নি।

বলাইয়ের প্রবেশ।

বলাই। এ তোরা কি ক'র্‌তে লেগিয়েছিস্ মা? কিসের তরে ধূনি জ্বালিয়েছিস গো?

সিমূলা। আজ যে তোর সাথ্‌কে আমার সাধি লাগবেক রে শালা। (কাশী ও বায়ু ত্যাগ)

বলাই। দূর বুড়ি, শালি! কি ক'র্‌তে লেগিয়েছিস?

সিমুলা। সাধির শাঁক বেজিয়েছে রে শালা, মঙ্গল হবে! আয় জোড়ে বসিয়ে যা।

বলাই। বটেক্, তাহ'লেক্ ত বিহাঁর ক'নে হেঁটিয়ে লিয়ে যেতে পারবক নাই। একখানা খাটলি কিনে লিয়ে আসি, র। যোড়কে যেতে হবেক ত?

সিমুলা। ও কি কথা ব'লিস রে বলা? আমি আর যোড়কে যেতে পার্‌লাম না। মনে করিয়েছিলাম, তোর দাদার সাথ্‌কে গাঁট বাঁধিয়ে চলিয়ে যাবক্, তা সে শালা আগে ভাগে ফাঁকি দিয়ে-চলিয়ে গেল। হাতের নোয়া খাড় খুলিয়ে রাঁড়ি সাজিয়ে বসিয়ে থাক্‌তে হ'ল। এবার তোকে সাধি করিয়ে—নোয়া, খাড়ু, শাঁকা, সিন্দূর পরিয়ে, হাতকে পা-কে সেইদি পাতা লেগিয়ে, তোকে ফাঁকি দিয়ে তোর দাদার কাছকে চলিয়ে যাব।

বলাই। ভাল, তাই হবেক; এখন সব লালসাড়ি পরিয়ে ধুনি জেলিয়েছিস কিসের লেগিয়ে মা?

সিমুলা। ওরে শালা সয়তান! সাধি হবেক, মেরা সাধি হবেক।

বলাই। কার সাৎকে? ভাগাড়ে গোদানা সাৎকে?

সিমুলা। কেন রে, তু শালা ছ-দানা খোরাকি দিয়ে পুষতে লার্‌বি, তাই ঘরের মাগ গোদানাকে বিলিয়ে দিবি। আজ বুড়া-মাগটা গোদানাকে বিলিয়ে দে', কাল ঘরের যুবা-মাগটা ঘোড়াদানাকে বিলিয়ে দিস। শালা আমার কি দানাদার রে! সেই সেই, যে বঞ্চররা নেচিয়ে গান গায় না "লিতাই নাম বিলাইছে কে লিবিক্ গো আয়, এখন হইতে গাইবেক (করতালী ও নৃত্য করিতে করিতে) বলাই মাগ বিলাইছে, কে লিবিক্ গো আয়"। (নৃত্য, কাশী ও বায়ুত্যাগ)

বলাই। এই রে শালী সব খারাপ কল্যেক্। দেখ্ বুড়ি অমন কর্ব্বি ত এক সড়্‌কিতে গেঁথিয়ে লিব।

সিমুলা। ওরে সম্মন্দির ভাই সম্মন্দি! এ ঢালে তোর সড়্‌কির খোঁচা ব'সবেক নি, এ লকল্ না আছে, আসল গণ্ডারের চামড়ার ঢাল। কেতো গোলা-গুলি ঠিক্‌রে গিয়েছে। তোর দাদা ঠিক্‌রে পায় নাই, তু কি পেঁকাটি কাটির স'ড়্‌কি দেখাতে আসিস রে শালা? এত যে বুড়ী হৈয়েছি, এনথ

যদি মনে করি ত এই লোহার লাটী ভেঙ্গিয়ে টুক্ড়া করি। দেখ্‌বি বুড়ীর কব্জির কেত জোর ?

লক্ষ্মী। মা! বলাকে পায়ের ধুলা দে। তোর বুড়া বয়সের ক'ব্জির জোর ও যেন যোয়ানবয়সে পায়।

ছুলালি। তবে ও আবার কি কেজিয়ে লেগিয়েছিস্ ?

ছুখী। ও কেজিয়ে না আছে লো ছুলালি! দেখ্‌ছিস্ না বুড়ি লাতির সাথকে তামাসা লেগিয়েছে।

ফেলি। ইয়ারি লেগিয়ে বুড়ির এতো নাচন ?

সিমূলা। আমি লাচ্‌ব না ত কে লাচবে লো ছুড়ি ? আমার কালু বেঁচিয়ে থাক্, দলু বেঁচিয়ে থাক্, আমার সোণার বহু সতীলক্ষ্মী লক্ষি বেঁচিয়ে থাক্, বলাই বেঁচিয়ে থাক্, বহুড়ি ঝিউড়ি বেঁচিয়ে থাক্, তোরা জাতভাই একপ্রাণ একজীউ হ'য়ে বেঁচিয়ে থাক্, আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে লেচিয়ে লেচিয়ে চলিয়ে যাই। আমি ধরমরাজের পাটকে কেতো মাথা খুঁড়িয়েছি, তাই আজ ধরমের দোয়ায়, আমার সোণার হাট-বাজার। আমি লাচব না ত কে লাচবেক লো ?

বলাই। আজ ধর্ম্মের পাটে ধূনি জ্বেলিয়েছিস্ কিসের লেগিয়ে মা ?

লক্ষ্মী। তোরা বাপ-বেটায় এ কেমনটী হ'লিরে বলাই ? ধরম করম সব ভুলিয়ে, কেবল সড়কি লাঠি আর ঘাঁটির পাহারা নিয়েই থাক্‌বি ? রাত পোয়ালে ধরমের গাজন সব ভুলিয়ে গিয়েছিস্।

বলাই। মা! ধরম করম ভুলি নাই। এক ধরমের সাথে আর এক ধরম লিয়েছি। রাজাই মোদের ধরম, রাজার তরে পরাণ দেওয়াই মোদের করম। সারারাত জাগিয়ে বাপ-বেটায় ঘাঁটীতে ঘাঁটীতে ফির্‌ছি।

লক্ষ্মী। সে ত মনিবের নেমকের চাকরের কাজ রে বলা! আগে সে ধরম রাখিস,তারপর পারিস্ ত সর্দারকে লিয়ে আর সবকে সাথে লিয়ে,মোদের সাথে ধরমের পাটে এসে যোগ দিস্। চল্ লো ফেলানি! সব লিয়ে থুয়ে ধরম পাটকে চল্, ছুখিনী তু মায়ের হাত ধরিয়ে লে ; লয় ত লেটি-টার আগা ধরিয়ে পথ দেখিয়ে লিয়ে আয়।

দুখী। আমি বুড়ির হাত ধরিয়ে লিয়ে যাই ও লোহার লাটীর ডগ আমি তুল্‌তে লার্‌বক।

লক্ষী। লে লে তাই ধরিয়ে লে, শীগ্‌গির শীগ্‌গির চল্‌। মোদের পূজা না হইয়ে গেলে আর কেউ পূজতে লার্‌বেক। চল ধরমের বোলান গাইতে গাইতে চল।

গীত।

মুল্লুক জুড়িয়ে ধর্ম্মের ধূনী জ্বলুক ধূ ধূ ধূ।
টুটুক্‌রে সবার মরমের আঁধার হিয়ার আদ্‌বাঁধূ॥
প্যাটে প্যাটে শয়তানি যার বাহিরে সাজে সাধু,
পোড়ামুখে তার ধরমের ধুনি জ্বলুক ধূ ধূ ধূ॥
হিংসাবিষে হিয়া ভরা যার মুখে ধরে মধু,
তার মুখে এই ধুনির আগুন জ্বলুক ধূ ধূ ধূ॥
মনে মনে ছুয্‌মুনি যার সাম্‌নে সাজে বঁধু,
তার মুখে এই ধুনির আগুন জ্বলুক ধূ ধূ ধূ॥
দিনের বাতি সুরজ উঠে রাতের বাতি বিধু,
আস্‌মান্‌ জামিনে ধরমের বাতি জ্বলুক ধূ ধূ ধূ॥

[সকলের প্রস্থান।

দশম দৃশ্য।

[স্থান—ধর্ম্মপীঠ]

গ্রহাচার্য্যরূপী হনুমানের প্রবেশ।

হনুমান। সাধন ভজনের প্রক্রিয়া অনেকরূপই দেখ্‌লাম, মানসিক ভজন, কর্ম্মের দ্বারা ভজন, প্রয়োজন মত সকলেই সবরূপ আয়োজন ক'রে থাকে। এই এক কর্ম্মের ভজন, নাম হ'চ্ছে ধর্ম্মের গাজন। কতজন কতদিক হ'তে আস্‌ছে, কেউ ধর্ম্মের জয় ডাকছে, কোথাও ঢাক বাজ্‌ছে, ডোম পল্লীতে শাঁখ বাজ্‌ছে, চারিদিকে হুলাহুলি, হুলুধ্বনির তুফান উঠ্‌ছে, ভারি একটা ধুম প'ড়ে গিয়েছে। রাণী রঞ্জাবতীর ধর্ম্মের প্রতি অটল মতি দাঁড়িয়েছে। বেটী ধর্ম্মের সন্ন্যাস ক'রেছে। সন্ন্যাসিনীবেশে অচল-ভক্তিতে অটল বিশ্বাসে পুত্র-কামনার্থিনী হ'য়ে ধর্ম্মপীঠে ছুটেছে। ঐ ত সখীগণসঙ্গে ধর্ম্ম-সন্ন্যাসিনী রঞ্জাবতী এই দিকেই আস্‌ছে। এখন একটু গা ঢাকা দিয়ে ধর্ম্মের লীলাখেলাটা দেখি। হয়, সতী রঞ্জাবতীকে এই ধর্ম্মপীঠে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে দেখ্‌ব, পুনর্জীবন লাভ ক'র্‌তে দেখ্‌ব, স্বয়ং ধর্ম্মদেবকে এই ধর্ম্মপীঠে এসে ধর্ম্ম-ব্রতচারিণী রঞ্জাবতীকে বর দান ক'র্‌তে দেখে ধর্ম্মের জয়োৎসবে বাহু তুলে নৃত্য ক'র্‌ব, নতুবা ধর্ম্মদেব! এই বাহুতে তোমার ধর্ম্মপীঠের ভিটে চাল্‌ব। দেখ ধর্ম্মদেব! সতীর প্রাণ রেখ, ধর্ম্মের মান রেখ, যেন জগতের অনন্ত আকাশে তোমার মহিমাধ্বজা চিরদিন উন্নতশিরে উড়্‌তে থাকে।

সখীগণসঙ্গে ধর্ম্ম-সন্ন্যাসিনী রঞ্জাবতীর প্রবেশ ও তৎপশ্চাৎ নারদের প্রবেশ।

নেপথ্যে—(সন্ন্যাসিগণের জয়োল্লাসে ধর্ম্মদেবকে আহ্বান ও ঢক্কাধ্বনি)

নারদ। কি আনন্দময় দৃশ্য! ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণের এই উচ্চকণ্ঠে সমস্বরে জয়ধ্বনি, এই গগনভেদী ঢক্কানিনাদ, এই তাণ্ডব নৃত্য, ধর্ম্মসাধনার একটী আনন্দময় অনুষ্ঠান! ভাল একবার এই আনন্দেই যোগদান ক'রে দেখি; ঐ যে হনুমানজীরও আগমন হ'য়েছে! পুত্র-প্রার্থিনী রঞ্জাবতীও ধর্ম্মসন্ন্যাসিনী সেজেছে; কি অপূর্ব্ব শুভসংযোগ! (সন্ন্যাসিগণের নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ ও ধর্ম্মপীঠে প্রণাম)

নারদ। (রঞ্জাবতীর প্রতি) ধর্ম্মসন্ন্যাসিনী মা! এসেচ? একান্তচিত্তে অচলা ভক্তির সহিত ধর্ম্মদেবকে প্রণাম কর।

রঞ্জাবতী। (ধর্ম্মপীঠে প্রণাম পূর্ব্বক) বাবা! আপনি এসেছেন? আপনার দয়ার সীমা নাই, আমি আপনাকে প্রণাম করি। (প্রণাম)

নারদ। মা! আমি ত নিয়তই আশীর্ব্বাদ ক'রছি। ইনিই ধর্ম্মদেবের পূজক এঁকে প্রণাম কর।

রঞ্জাবতী। (ধর্ম্মপূজককে প্রণাম)

ধর্ম্ম-পূজক। এ লারি লোকটী কে আছে বটেক?

নারদ। ইনি তোমাদের রাজ্যের মহারাণী, মহারাজ কর্ণসেনের পট্টমহিষী; অম্বিকার অধীশ্বরী। সম্প্রতি ব্রত-সন্ন্যাসিনী।

ধর্ম্ম-পূজক। মহাশয়ের লিবাস?

নারদ। আমার নিবাস এ প্রদেশে নয়, সুরপুর নামক স্থানে অবস্থিতি করি; তবে কর্ম্মগতিকে অনেক স্থানে ভ্রমণ ক'র্‌তেও হয়।

ধর্ম্ম-পূজক। মহাশয়ের লাম?

নারদ। আমার নাম জ্ঞানানন্দ দেবশর্ম্মা।

ধর্ম্ম-পূজক। মহাশয়ের পিতের লাম?

নারদ। পিতার নাম চতুর্ম্মুখ দেবশর্ম্মা।

ধর্ম্ম-পূজক। মহাশয়ের সন্তানাদি কি?

নারদ। সন্তানাদি-নাস্তি। অথচ গৃহশূন্য, কখন স্বইচ্ছায় দারপরিগ্রহ করি নাই, তবে একবার অলঙ্ঘ্য পিতৃবাক্যে দারপরিগ্রহ ক'র্‌তে হ'য়েছিল বটে, সন্তানাদিও জন্মগ্রহণ ক'রেছিল ; কিন্তু এক্ষণে সে পাপে মুক্ত হ'য়ে, মুক্তপথে যদৃচ্ছা ভ্রমণ ক'রে বেড়াই। সংসারের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখি না।

হনুমান। ও ঠাকুর! গাজনে মন দাও। একি কুলজি দেখ্‌তে এসেছ? আপনার কাজ কর; কোথাকার ঢেউ কোথায় মরে, দেখে যাই।

ধর্ম্মপূজক। মহাশয়ের নিবাস কোথাকে বটেক?

হনুমান। শুধু বটে নয়, কখন অশ্বথে—কখন বটে; কখন গোঠে, কখন মাঠে, কখন ঘাটে, কখন বাটে ; উপস্থিত এই ধর্ম্মমঠে। আমার নিবাসের কোন বাঁধাবাঁধি নাই। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ইচ্ছামত দেশবিদেশে ভ্রমণ করাই আমার কাজ।

ধর্ম্মপূজক। ভাল, ভাল, সাধু সন্ন্যাসি! আপনারা মনুষ্য নন, আপনাদের চরণে নমস্কার করি। (নমস্কার)

হনুমান। আরে পণ্ডিতজী কর কি! এখন হয়, তোমার ধর্ম্মরাজকে জাগাও—নয়, আমাকে রাগাও।

ধর্ম্মপূজক। না, রাগ ক'র্‌বেন না, পূজার সব আয়োজন হ'য়েছে। দাও হে সব নৈবিদ্য ঠিক ক'রে দাও। (রঞ্জাবতীর প্রতি) মা তুমি রাজরাণী, অন্তঃপুর-বাসিনী, তুমি এখানে কি জন্য মা?

রঞ্জাবতী। কেন বাবা! ধর্ম্মের স্থানে আস্‌তে ত সকলেরই সমান অধিকার। এ ত কুলগৌরব, মানমর্য্যাদা, আত্মাভিমান দেখাবার স্থান নয়। আমি ধর্ম্মের হাটে সব বিক্রয় ক'রেছি, ধর্ম্মের পদে আত্মদান ক'রে, প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'র্‌তে এসেছি। আত্মগৌরব, ঐশ্বর্য্য, অভিমান দেখাতে ত আসি নাই!

ধর্ম্মপূজক। এ ত বড় শক্ত সমিস্যায় ফেল্লি মা! তোর মনের বাস্‌না কি বল দেখি?

রঞ্জাবতী। বাবা! আমি পবিত্র রাজকুলের কুলবধূ হ'য়েও জগতের ঘৃণার পাত্রী। নারীকুলের অধম, অপুত্রবতী, যার বাড়া দুর্ভাগিনী নাই।

আমি পুত্র-কামনায় ধর্ম্মের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রেছি ; যদি ধর্ম্মের কৃপা হয়, ধর্ম্মের কাছে পুত্রপ্রাপ্তি বর লাভ ক'র্‌তে পারি, তাহ'লেই ধর্ম্মের লীলাভূমি জেনে সংসারে থাক্‌ব। নতুবা আপনাদের পদে প্রণাম ক'রে, সংসার হ'তে অবসর গ্রহণ ক'র্‌ব। ধর্ম্মের জয়, ধর্ম্মের জয় ব'লে কণ্টক-শয্যায় ঝাঁপ দেব, এই আমার শেষ কামনা।

ধর্ম্মপূজক। পুত্রকামনায় ধর্ম্মের দুয়ারে শালে ভর ক'রে প্রাণ দিবি ? ধর্ম্মের মাহাত্ম্য পরীক্ষা ক'র্‌বি ? ভাল, ভাল, যদি ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস থাকে—, অচলা মতি থাকে, তাহ'লে শালে কি মা! শিবের ত্রিশূলে ঝাঁপ দিলেও, তোর গায়ে কুশকাঁটাদি বিঁধ্‌বেক নাই। যদি শালে ভর ক'রে তোর প্রাণও যায়, তাহ'লে ধর্ম্ম তোকে বাঁচাবেন। মরা দেহে প্রাণ পাবি, ধর্ম্মের দয়ায় ধর্ম্মদাস পুত্র লাভ ক'র্‌বি। তবে মা! আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি।

রঞ্জাবতী। কি কথা বাবা!

ধর্ম্মপূজক। বলি ধর্ম্মব্রতে সন্ন্যাসিনী হ'য়েছিস্, পুত্র কামনায় ধর্ম্মের দুয়ার ধ'রেছিস্, পুত্রলাভের বর না পেলে প্রাণ দেবার সঙ্কল্প ক'রেছিস্, আস্‌বার সময় রাজার কাছে এসব কথা জানিয়েছিস্ ত? তাঁর অনুমতি নিয়ে এসেছিস্ ত মা? পতি-আজ্ঞা ভিন্ন সতীর কোন কার্য্যেই অধিকার নাই। এ কথা বোধহয় তোমাকে নূতন ক'রে শিখিয়ে দিতে হবেক নি।

রঞ্জাবতী। পতি আমার ধর্ম্মের আদর্শ মূর্ত্তি! তিনি ইহজগতের লোক নন্। কোন অভিশপ্ত দেবতা এসে মানবরূপে এ পাপিনীকে দাসীভাবে গ্রহণ ক'রেছেন। তিনি আমার ধর্ম্মব্রতে বাধা দেন নাই, আনন্দের সহিত আশীর্ব্বাদ ক'রে অনুমতি দিয়েছেন। ধর্ম্মে তাঁর অটল বিশ্বাস।

ধর্ম্মপূজক। তবে আর কি, সোয়ামীর আজ্ঞা পেয়েছিস্! সেই ত দেবতার আদেশ, তারপর ধর্ম্মে বিশ্বাস ক'র্‌তে শিখেছিস, ধর্ম্মপথে মতি হ'য়েছে। এখন শালে ভর ক'রে ধর্ম্মের জয় ধর্ম্মের জয়—ব'লে ঝাঁপ দে, তারপর ধর্ম্মের কাজ ধর্ম্মই ক'র্‌বে।

নারদ। দেখ মা, এ অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসের যেন কণামাত্র ব্যতিক্রম না হয়। একান্তমনে ধর্ম্মময় ভগবানের নাম স্মরণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে, কণ্টকস্তূপে ঝাম্প-

প্রদান কর। দেখি, আজ কলির পূর্ণাধিকারকালে তোমাকে উপলক্ষ ক'রে, জগতে ধর্ম্মের দুন্দুভি নিনাদিত হয় কি না।

ব্রহ্মাবতী। প্রভু। ধর্ম্মই সংসারের সার বস্তু, ধর্ম্মই সর্ব্বকর্ম্মফলদাতা, এই-মাত্র ভিন্ন ধর্ম্মতত্ত্ব আর কিছুই জানিনে। ধর্ম্ম কেমন, কেমন তাঁর আকার, কেমন ক'রে তাঁর কোন্ মূর্ত্তির চিন্তা ক'র্‌তে হয়, কি নামে ডাক্‌তে হয়, দয়া ক'রে উপদেশ দেবেন কি?

নারদ। এইবার বেটী প্যাঁচে ফেল্‌লি বটে, মা! ধর্ম্ম যে কি, এ কথার মীমাংসা বড় সহজ নয়, আর সে এ ক্ষেত্রের কথাও নয়, এ বিষয় মীমাংসা করা, বা বুঝিয়ে দেওয়া সময়সাপেক্ষ। তবে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভক্তি ও বিশ্বাস। ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক মহাত্মা অনেক কথাই ব'লে থাকেন, আধুনিকেরা ব'লে থাকেন, সৎসঙ্গই ধর্ম্ম; দীপিকা মতে বলেন, পুরুষের ক্রিয়াসাধ্য গুণের নাম ধর্ম্ম, কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মের লক্ষণই অহিংসা; কারণ "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ"। পুরাণমতে—যার দ্বারা লোকের স্থিতি বিহিত হয় তারই নাম ধর্ম্ম, যুক্তিবাদীর মতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্পাদনের নাম ধর্ম্ম। আবার জ্ঞানবাদির মতে, মানব যে প্রবৃত্তি দ্বারায় বিশ্ব-বিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তিমনে হয়, তার নাম ধর্ম্ম। এ সব কূট-তর্কের কথা শুনে কি ক'র্‌বি মা! কেবল স্থিরবিশ্বাসের পবিত্র আলোকের উপর একটা সন্দেহের ছায়া প'ড়্‌চে মাত্র। তবে এখন এইমাত্র স্থির জেন, ধর্ম্মই বিশ্ব-ব্যাপী জগদাধার, ধর্ম্মই ব্রহ্ম! ঐ ব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময় মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী পদ্মাসনস্থিত শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধর, নারায়ণই ধর্ম্ম,—ঐ মূর্ত্তি ঐ "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃ-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান-কনক-কুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী, হিরণ্ময়বপু র্ধৃতশঙ্খচক্রঃ," এই আনন্দময় মূর্ত্তি ধ্যান কর, উনিই ধর্ম্ম, উনিই ব্রহ্ম, উনিই সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা।

পূজার নৈবেদ্য হস্তে ও ধুনি জ্বালাইতে জ্বালাইতে লক্ষ্মী প্রভৃতি ডোম পত্নীগণের প্রবেশ।

লক্ষ্মী। এ পূজারী ঠাকুর! মোদের মানত মায়ের তরে, বেটা পুতের তরে, মোরা ধরমের পিঠে ধুনি জ্বালাব, মোদের মাথায় গঙ্গাজল দে, মন্তর বলিয়ে

ধূনা জ্বেলিযে দে। মোদের রাণীমার বেটা-পুতের কামনা করিয়ে, ধরম-দেবের মাথাতে ফুল চড়া। বুড়ি মা! তু মোদের ধুনা জ্বেলিয়ে দে! সকলে ধরমরাজের নাম ডাক, জয় ধরমরাজার জয়!

সকলে। জয় ধরমবাজ কি জয়!

(সিমুলী কর্ত্তৃক সকলের মস্তকে ধুনা জ্বালিয়া দেওন ও ঢক্কাবাদকসহ ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণের প্রবেশ এবং ডোম-রমণীগণকে বেষ্টনপূর্ব্বক ঢক্কাবাদন, ধর্ম্মের জয়ধ্বনি ও নৃত্য)

[সকলের প্রস্থান।

রঞ্জাবতীর মৃতদেহ লইয়া সন্ন্যাসিগণ ও ধর্ম্ম-পূজকের পুনঃ প্রবেশ।

ধর্ম্মপূজক। ধর্ম্মসন্ন্যাসিগণ! দেখ বিষময় কণ্টকবাণ রাণীমার বক্ষে উদরে আমূল বিদ্ধ হ'য়েছে, শ্বাসরুদ্ধ হ'য়েছে—অঙ্গ স্থির হ'য়েছে। এখন মৃতার কর্ণমূলে নামামৃত ঢেলে দাও, ধর্ম্মের জয়ধ্বনি দিয়ে নৃত্য কর।

(সন্ন্যাসিগণের রাণীর মৃতদেহ বেষ্টনপূর্ব্বক ধর্ম্মের জয়ধ্বনি ও নৃত্য।

নারদ। এই ত প্রভুর লীলাসাগরের লহরী উঠ্‌ল; এখন লহরীর পর লহরী তারপর লহরী; শতেব পর সহস্র, তাব পশ্চাতে অনন্ত লহরী দেখা দেবে! গ্রহাচার্য্য মহাশয়, চলুন এখন।

হনুমান। আঃ অত তাড়াতাড়ি কেন একটু দাঁড়িয়ে যাও না দেবতা!

নারদ। কেন?

হনুমান। এত ব্যাপাব জুটিয়ে ম'লাম একবার ধর্ম্মের হাটের বেচা কেনাটা দেখে যাই।

নাবদ। ঐ যে, হাটেব কর্ত্তাও এসে দেখা দিয়েছেন।

স্বামিজীবেশে ধর্ম্মদেবের প্রবেশ।

হনুমান। কেমন দেবতা, আস্‌তে হ'য়েছে? কেবল বাঁদর নাচালে হয় না, নিজে হাতে বাড়ি ধ'রে তবে নাচাতে হয়।

ধর্ম্মপূজক। ইনি কে আস্‌লেন! দেখ্‌ছি ব্রহ্মচারী বেশ। আহা, সাধুর সঙ্গে সাধুর মিলন, সবই ধর্ম্মের লীলাখেলা। আপনি কোথা হ'তে আস্‌ছেন মহাশয়?

নারদ। এঁর নাম আত্মানন্দ জগৎস্বামী। ব্রহ্মাণ্ড পরিব্রাজক, সর্ব্বব্যাপী ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না।

স্বামীজী। আপনি ধর্ম্মের পূজক?

ধর্ম্মপূজক। আমি অজ্ঞান কলির মনুষ্য! আমি ধর্ম্মের পূজা কি জানি; আতপচাল, রম্ভা, মিষ্টান্ন, ধূপ, দীপ, উপচার ত? লোকাচার মতে সামান্য পূজা। পূজা ত বিশ্বাসে,উপচার ভক্তি; সে ভক্তি, সে বিশ্বাস ক'র্‌তে শিখেছি কি না কেমন ক'রে জান্‌ব প্রভু!

স্বামিজী। শুন্‌লেম, তোমাদের ধর্ম্মপ্রলোভনে ভুলে একটী অবলা নাকি আত্মহত্যা ক'রেছে?

ধর্ম্মপূজক। আত্মহত্যা ক'রেছে? এ কেমন কথা হ'ল, মানব কখন মরে না, পাঁচটা ভূতেরও ধ্বংস হয় না,মরে কেবল মানুষের রাখা একটা নাম; তাহে পঞ্চভূতের যোগের একটা আকৃতি! আপনার হাতে ঐ যে সোনার ঝারি আছে, আগুনে ফেলে দেন—গ'লে যাবে,ভিতরের বাতাস—বাতাসে মিশে যাবে,সোহাগা দেন—খা'দ উড়ে যাবে! আর যাবে—ঐ ঝারি নামটি, কিন্তু সেই সোণাই থাক্‌বে।

স্বামিজী। ভাল ভাল, পণ্ডিত জি! এখন জিজ্ঞাসা করি, এ মৃতা স্ত্রীলোকটি কি জীবিতা হবে ব'লে তোমার বিশ্বাস আছে?

ধর্ম্মপূজক। যদি ধর্ম্মে বিশ্বাস রেখে ম'রে থাকে ত আবার নিশ্বাস বইবে, ধর্ম্মের দয়ায় মরাদেহে প্রাণ আস্‌বে, সঙ্কল্পও সিদ্ধি হবে। আর যদি না বাঁচে ত বুঝ্‌ব, বেটি বিশ্বাস নষ্ট করিয়াছে। যে ধর্ম্ম সেই আছে, আমরা অজ্ঞান মনুষ্য অন্ধ, আমাদের বিশ্বাসও অন্ধবিশ্বাস।

হনুমান। আর দাঁড়াও কেন দেবতা! গন্ধমাদন আন্‌তে হবে নাকি? গাচ গন্ধ ছুট্‌ল যে, এখন ও অন্ধবিশ্বাসের ছন্দ ধ'রে দ্বন্দ্ব কর্‌বার সময় নয়, এখন বন্ধ রেখে সন্ধ মিটিয়ে দাও, আমরা আনন্দ ক'র্‌তে ক'র্‌তে চ'লে যাই।

স্বামিজী। দেখি যদি সকলের ধর্ম্মবিশ্বাস অটল থাকে, তাহ'লে শান্তিময় ধর্ম্ম-সিংহাসনও অটল থাক্‌বে। কর দেখি, ধর্ম্মবিশ্বাসে ধর্ম্মসেবক এই কমণ্ডলুর জল মৃতার অঙ্গে সেচন কর দেখি? (কমণ্ডলু প্রদান)

নারদ। সকলে বাদ্যোদ্যমসহকারে সত্যসনাতন ধর্ম্মের জয় উচ্চারণ কর। (মৃতদেহে কমণ্ডলুর জলসেচন) ঐ দেখ, মৃতদেহে জীবন-সঞ্চার হ'য়েছে! ধন্য ধর্ম্মের লীলাখেলা!!

(সকলে রঞ্জাবতীকে বেষ্টনপূর্ব্বক নৃত্য)

নারদ। সকলে যোগাত্মা স্বামিজীকে প্রণাম কর।

সকলে। (স্বামিজীকে প্রণাম)

নারদ। কি ব্রাহ্মণ, তোমার যে নৃত্য থাম্‌চে না।

হনুমান। তাই ত, নেচে যে কুল ক'র্‌তে পারিনে। দাঁড়াও দেবতা, আর একটু নেচে নিই। আর ঠাকুর, একটা মাথায় তোমাকেই বা কত 'নমস্কার ক'র্‌ব। এ মাথা ত জন্মের মত বিক্রয় ক'রে রেখেছি।

নারদ। যাও মা রঞ্জাবতি! আর বিলম্ব ক'র না—অম্বিকায় যাও, অচিরাৎ তোমার বাসনা পূর্ণ হবে, ধর্ম্মের কৃপায় ধর্ম্মপরায়ণ পুত্র লাভ ক'র্‌বে। তোমার বাসনা সিদ্ধ কর্‌বার জন্যই এই ধর্ম্মময় সিদ্ধপুরুষের আগমন। সময়ে হয় ত সাধনার ফলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মেরও সাক্ষাৎ লাভ ক'র্‌তে পার।

হনুমান। মাঝে মাঝে যেন সাক্ষাৎ হয়, ফল কথা—যেন অখ্যাত কিনো না। এখন যাও, এ অঙ্ক ত সমাধা হ'ল, আমরাও দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয়ের জন্য সাজ বদ্‌লে আসি। এগ্নিধারা সাজিয়ে গুজিয়ে যে কদিন মজিয়ে রাখ্‌তে পার! ম'র্‌তে ত দেবে না, মরণের দায় এড়িয়েছি! এখন চরণে একটু স্থান দিও, তাহ'লেই যথেষ্ট!

[সকলের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

[বিষ্ণুপুর—মহানন্দের মন্ত্রণাগার]

মহানন্দ ও ভগবৎসিংহের প্রবেশ।

মহানন্দ। বল দেখি ভগবৎ! এতে রাগ হয় কি না?

ভগবৎ। রাগ হয় না, কথাটা কি? শুনে পর্য্যন্ত আমারই সর্ব্বশরীর ফুলে ফুলে আবার ফুলে আরও ফুলে এই ফুল্লো—এই ফু—এই ফু—ল্লো—

মহানন্দ। দেখ দেখি, আমার ত কথাই নাই; তুমি যে একজন অপর ব্যক্তি, তুমিও রাগে কাঁপ্‌ছ!

ভগবৎ। কাঁপ্‌ছি ব'লে কাঁপ্‌ছি, থরহরি কাঁপ্‌ছি, আরও কাঁপ্‌তে পারি, কেবল প'ড়ে যাবার ভয়ে কাঁপ্‌নিটে হুজুরকে দেখাতে পার্‌ছিনে।

মহানন্দ। বোঝ দেখি কতদূর মর্ম্মান্তিক? আমার যেই বড় সহ্যগুণ, তাই আগুনের কুণ্ডু চেপে রেখেছি, নইলে বিষ্ণুপুরের দূর্ব্বাঘাসটা পর্য্যন্ত পুড়ে ছাই হ'ত! আমাকে লুকিয়ে, আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রে;—আমি কাছে থাকতে পাছে যাদু ডাল গলাতে না পারেন, সেই ভয়ে—আমাকে যুদ্ধের ছলায় কামরূপ পাঠিয়ে তলায় তলায় অম্বিকার সেই অকর্ম্মণ্য বুড় জাইগীরদার সুরসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ দিয়ে ফেল্লেন! থাকতাম আমি ত দেখতাম, আমি থাক্‌তে আমার ভগ্নিকে কে কাকে দান করে।

ভগবৎ। সে কথা আর ব'ল্‌তে! আপনি থাক্‌তে আপনার ভগ্নিকে বিবাহ করে কার সাধ্য, দেওয়া না দেওয়া, করা না করা আপনার ইচ্ছা। আপনি

যখন তার হক্‌দার। তিনি ভগ্নীপতি, বাপের জামাই ; শ্বশুরের কন্যাদানে তাঁর কি অধিকার আছে? পিতৃদত্তা কন্যা, মা বাপে কন্যাদান ক'র্‌বে, অভাবে খুড়ো, জ্যাটা, মামা তদ্ অভাবে ভাই। বোনাই কর্ত্তৃক শালি দান, এ যে কোন্ শাস্ত্রসঙ্গত সিদ্ধান্ত, তা তিনিই ব'ল্‌তে পাবেন। এতে ত গ্রহীতার স্বত্বই সাব্যস্ত হয় না! তবে স্বয়ম্বরসম্বন্ধে স্বতন্ত্র কথা, এ ত তা নয়? বালিকাটাকে ধোঁকায় ফেলে, বোকা ক'রে ধ'রে ভদ্র ঘটান।

মহানন্দ। বুঝে যাও একবার কাণ্ডখানা! আচ্ছা আমি মহানন্দ। আমিও এর প্রতিশোধ নেব।

ভগবৎ। নেব কি! নেওয়া চাই হাতে হাতে। ঐ বুড়ো বীরমল্লটিকে বড় কম জ্ঞান ক'র্‌বেন না ; ঐ যে নাকে হাড়কাট বানিয়ে কুঁড়োজালি গলায় বেঁধে, মদনমোহনের মন্দিরে হরিনাম ভজা, ও ভজার মধ্যে অনেক মজা আছে, জাল জালিয়াতি দাগাবাজি মার প্যাঁচের অনেক আঁচ পাঁচ আছে, কাকে কোন্ বিষয়ে বঞ্চিত ক'র্‌ব, কার সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ ক'র্‌ব, কার অতি বৃদ্ধ পিতামহের আমলের ঋণ দেখিয়ে দায়গ্রস্ত ক'রে, তার ভিটস্থ ঘুঘুস্থ ক'র্‌ব, ঐ মালা গু'ণে গু'ণে সে সব মুখস্থ করা হয়। নইলে আপনার মত অত বড় পদস্থ ব্যক্তির ভগ্নিকে দামোদরের দ-পড়া ভিটে থেকে টেনে এনে, অন্দরে পুষে রেখে শেষে ধ'রে বেঁধে ক'রে দিলেন কি না অম্বিকার পাটরাণী! হাঁঃ তোর পাটরাণী! আপনি থাক্‌লে কি এগুলো হ'তে দিতেন! আপনি হ'লেন স্বত্বের মালিক, স্বত্বের জোরে গর্ত্তের সাপ গর্ত্তেয় রাখ্‌তেন। দত্তের মেয়ে দত্তের ঘরে ঢুক্‌ত, এমন ধারা বানর গ'ড়্‌তে শিব হ'য়ে দাঁড়াত না! ভাঁড়ুদত্তের মেয়ে চারুদত্ত, হীরু-দত্ত, সোমদত্ত, ভগদত্ত যে কোন হ'ক্, একটা দত্তের স্বত্বের অধীনে থাক্‌ত ; আপনার পিতা বোধ হয় লোকটি বড় সাদাসিদে ছিলেন, তাই জাত-কুল আচার-আচরণ না দেখে, বড় মেয়েটি ধ'রে দিলেন—একজন বাগ্দী রাজাকে। আবার বাগ্দী বেটা, শালিটেকে হাত ক'রে ধ'রে দিলে—একটা আঁটকুড়ো বুড়ো বাগ্দীর সর্দ্দারের সঙ্গে। আপনার অমন টন্‌টনে কুলে ডোমে বাগ্দীতে পোকা ধরালে। একি কম আক্ষেপের কথা হুজুর? এর পর কেলোডোম, দলোডোম ঢুক্‌তেই বা কতক্ষণ? সেদিন সেই

সেই একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল ; বংশরক্ষার জন্য রঞ্জাবতীকে ধর্ম্মের ভজনার ছলা ক'রে, গাজনের মধ্যে সন্ন্যাসীর পালে ঢুকিয়ে দিয়ে, দেশ জুড়ে কি একটা কেলেঙ্কারি ক'ল্লে ব'লুন দেখি? তারপর ধর্ম্মের ভজনের গুণেই হ'ক্ বা সন্ন্যাসীপালের গাজনের গুণেই হ'ক্, আপনার ভগ্নি রঞ্জাবতী—গর্ভবতী হ'লেন। যথাসময়ে পুত্রবতীও হ'য়েছেন, অবশ্য সুখের কথা, কিন্তু আপনার মত একটা লোকের ভগ্নিকে সন্ন্যাসীর পালে ছেড়ে দেওয়াটা একেবারেই ভাল হয় নি। কোথায় আজ মনের আনন্দে কত মণিরত্ন দিয়ে ভাগের মুখ দেখ্তে যাবেন, তা না হ'য়ে লোকের কাছে মুখ দেখান ভার! একটা থাজামুখো রাজা হ'তে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কি না—মুখ দেখাবার যো নাই।

মহানদ। আর না, আর বেশী রাগিও না, অনেক চেপে আছি।

ভগবৎ। সাধ ক'রে কি বেশী কথা বলি ; রাগে যে আপাদমস্তক জ্'ল্ছে, মনে হ'চ্চে যেন আর সময় প্রতীক্ষা ক'র্ব না।

মহানদ। বেশী অপেক্ষাও ক'র্তে হবে না ; যখন দেখ্বে বিষ্ণুপুরে দাউ দাউ আগুন জ্'ল্ছে, অম্বিকার ঘরে ঘরে হাহাকার উঠেছে, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন আর অম্বিকার রঙ্কিণী, এই দু'খানা পাথর, মায় পাথরের মন্দির পর্য্যন্ত পুড়ে চুণ হ'য়ে, মহানদের নাচঘরের চুণকামের কাজে লেগেছে, তখন জান্বে—সমুদ্রের বুকের বাড়বানল হ'তে মহানদের হৃদয়ের বাড়বানল কত প্রবল ; আর মহানদ কি মহাশক্তিদ্বারা সেই সর্ব্বগ্রাসী অগ্নিশিখা এ পর্য্যন্ত চেপে রেখেছিল! অনেক দিন হ'তে—ভগবৎ! অনেক দিন মনের কথা চেপে রেখেছি ; আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ যে তুমি, তোমার কাছেও এতদিন প্রকাশ করি নাই, আজ প্রকাশ ক'র্ছি। যে দিন আমার অজ্ঞাতে, আমার অসম্মতিতে, আমার সঙ্গে চাতুরী ক'রে, রাজা বীরবল্লভ আমার সহোদরা ভগ্নিকে সুরসেনের হস্তে অর্পণ ক'রেছে, সে দিন হ'তে রঞ্জা—আমার দেবকী ভগ্নি, সুরসেন বসুদেব আর তাদের নবজাত পুত্র—আমার কৃষ্ণ ভাগে, আমি তার কংস মাতুল! হয়, কৃষ্ণের হাতে কংসের নিধন, নয়—এই কংসকর্তৃক সুরসেনের বংশধ্বংস! এ স্থিরনিশ্চয়—এ আমার স্থির প্রতিজ্ঞা।

প্রতিহারীর প্রবেশ।

প্রতিহারী। মন্ত্রি মহারাজ! অম্বিকা হ'তে রাজা সুরসেনের পত্র নিয়ে একজন ভট্ট এসেছে, আপনার দর্শনপ্রার্থী।

মহানন্দ। যাও! বলগে এখন সাক্ষাৎ হবে না, শরীর অসুস্থ আছে। আঃ, ভারি আমার সুমঙ্গলের সংবাদ নিয়ে এসেছেন আর কি।

ভগবৎ। না হুজুর! ওরূপ আদেশ ক'র্‌বেন না, ক্রোধের বশে কর্ত্তব্যবুদ্ধি হারাবেন না, প্রতিহিংসা-সাধনের প্রকৃত পন্থাই হ'চ্চে ধৈর্য্য—আর সময় প্রতীক্ষা। এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখ্‌বেন, আমিও একদিন সময়মত স্মরণ করিয়ে দেব; এখন যতদূর পারেন, অম্বিকারাজের নিকট সজ্জন হ'ন, তাঁর স্বজন হ'ন, তাঁর বিশ্বাসভাজন হ'ন, আর ভিতরে ভিতরে আপনার প্রয়োজন সাধনের আয়োজন করুন। উপস্থিত ভট্টের প্রতি অসন্তুষ্ট না হ'য়ে, মিষ্টালাপে শিষ্টাচার দেখান।

মহানন্দ। ভাল, তাই হবে; আস্‌তে বল।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

ভট্টের প্রবেশ।

ভট্ট। মন্ত্রি মহারাজের জয় হ'ক্!

মহানন্দ। কে আপনি?

ভট্ট। আজ্ঞে আমি ভট্টরাজ।

মহানন্দ। ভট্টরাজ কি?

ভট্ট। আজ্ঞে ভাট্।

মহানন্দ। ভাটের মাথায় শালের পগ্‌গড় বাঁধা থাক্‌লে রাজ হয় বুঝি! তা ভাট এখানে কি জন্য, শ্রাদ্ধবাড়ী নাকি?

ভট্ট। নারায়ণ! নারায়ণ! শ্রাদ্ধবাড়ী কেমন ক'রে মনে ক'র্‌ব, এই ত দেখে এলাম আপনার পুত্রেরা দিব্য রাজার মত পোষাক প'রে কার্ত্তিকের মত বিষ্ণুপুর আলো ক'রে বেড়াচ্চে,তা হ'লে ত কাচা গলায় দেখ্‌তে পেতাম!

মহানন্দ। কেন, আমি ভিন্ন কি আর কারও শ্রাদ্ধ হ'তে নেই? তুমি আমার শ্রাদ্ধটাই টেঁকে এসেছ বটে!

ভট্ট। আজ্ঞে না; তবে কি না শাস্ত্রেই ব'লেছে; "অজা যুদ্ধে ঋষি শ্রাদ্ধে" আপনি অজাবিশেষ যোদ্ধা, ঋষিবিশেষ লোক!

মহানন্দ। অজাবিশেষ? অজা শব্দের অর্থ কি? ছাগল নয়? তবে তুমি আমাকে ছাগল বল?

ভগবৎ। আজ্ঞে না; ওটা আংশিক উপমা। আপনার লম্বিত শ্মশ্রু অজাবৎ, অভিধানের মতে অজা শব্দের অর্থ ছাগ হ'লেও স্থল বিশেষ—বিশেষতঃ, এরূপ স্থলে অ-বিধানমতে সিংহ অর্থও করা যেতে পারে।

ভট্ট। (স্বগত)বেটা ত দেখ্‌চি,অজার পিতামহ নিরেট খাজা মূর্খ, রাজার সম্বন্ধি বিষ্ণুপুর প্রদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা, অর্থে সবই হ'তে পারে; হা অর্থ! তুমি গাধার গলায় বাঁধা থাক্‌লেও সে গাধার নাম হয়, গর্দ্দভানন্দ সরস্বতি বা, রাসভানন্দ স্বামিজী! যাক্, বেটাকে আর বেশী চটান হবে না, বিদায় পুরস্কার যা দেবে,তা ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছি; এইজন্যই বোধ হয়, বিষ্ণুপুররাজ —এ অসুরবেটার কাছে আস্‌তে নিষেধ ক'রেছিলেন। আর আমিও বেটাকে বিলক্ষণ জানি; ঐ বেটার অত্যাচারেই গড়-মন্দারণ ছেড়ে, অম্বিকায় বাস ক'র্‌ছি; বেটা নরপিশাচ—মন্দারনের রাজকুমারীকে বল-পূর্ব্বক অপহরণের জন্য, সেনাপতির অনুপস্থিতকালে মন্দারণে আগুন লাগিয়ে সোণার মন্দারণ ছারখার ক'রে দিলে। রাজকুমারী—শিশুকুমারকে নিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'লেন। সেনাপতি রাজ-জামাতা অরিন্দমসিংহ, এই শোচনীয় সংবাদ শুনে তিনিও কোথায় অন্তর্ধান হ'লেন; সেই বিষম অগ্নিদাহে রাজপুরী ভষ্মসাৎ হ'ল, সোণার মন্দারণ শ্মশান হ'ল; কিন্তু অধার্ম্মিক নরপিশাচের এখনও প্রবল প্রতাপ! যাক্, এখন সে আলোচনা নিষ্ফল। এখন পত্রও দিতে হবে, বিদায়ও নিতে হবে,এ যদি না পার্‌লাম— তবে আমার ভট্টবংশে অবতংশ গঙ্গেশ্বর নামই বৃথা।

মহানন্দ। বলি ও ভট্ট-নারায়ণ মহাশয়। এ আপনার চিন্তা-মন্দির নয়, যা বল্‌বার থাকে ব'লে গাছতলায় গিয়ে ভাবুন; এখন কিছু বল্‌বার আছে কি? কোথা হ'তে আগমন হ'চ্ছে?

ভট্ট। আজ্ঞে অম্বিকায় আমার বাস, আসা হ'চ্ছে অম্বিকা হ'তে। মহারাজ সুরসেনের একখানি পত্র ক'দিন হ'তে আমার ঘরেই প'ড়ে আছে; হুজু-

রের হাতে দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম, রাজার হুকুমের উপর নিজের বিচার বুদ্ধি খাটান উচিত নয়, রাজার আদেশ সদসৎ যাই হ'ক্ পালন করাই আজ্ঞাবহের কর্ত্তব্য, সেইজন্য পত্র খানি আপনাকে দিতে এসেছি।

মহানন্দ। পত্র? আমার পরমআত্মীয় অম্বিকারাজের অনুগ্রহপত্র? শিরধার্য্য! কৈ দেখি; ভট্টরাজ মহাশয়, আপনি ব'সুন। ঠাণ্ডা হ'ন্, কিছু মনে ক'র্‌বেন না। (পত্র পাঠ) আহা! বড়ই আনন্দের সংবাদ! আমার আদরের ভগি রঞ্জাবতী আজ পুত্রবতী! ভগ্নহৃদয় শোকাতুর অম্বিকারাজের হৃদয়ে আজ কথঞ্চিৎ শান্তির হিল্লোল উঠেছে, আশাবীজ অঙ্কুরিত হ'য়েছে, অম্বিকার রাজবংশের বংশধর, বিশাল রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর জন্মগ্রহণ ক'রেছে, ভগবান তাকে দীর্ঘজীবি ক'রুন। এই আনন্দময় সুখের সংবাদদানে আপনি সঙ্কুচিত হ'চ্ছিলেন কেন? যান, অদ্য বিশ্রাম ক'রুন; কল্য প্রত্যূষেই আপনাকে আশাতীতরূপে পুরস্কৃত ক'রে বিদায় ক'র্‌ব।

ভট্ট। যে আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

মহানন্দ। দেখ ভগবৎ! আর আমার নিশ্চিন্ত থাক্‌বার সময় নাই; আজ হ'তে রঞ্জাবতীর প্রসূত সন্তানের সম্বন্ধে সত্যই আমি কংসমূর্ত্তি ধারণ ক'ল্লাম। এখন হ'তে অকাসুর বকাসুরাদির প্রয়োজন। তারপর তোমরা—চানুর মুষ্টিক—সর্ব্বশেষে আমি "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন"।

ভগবৎ। আজ্ঞে, আমারও ঐ কথা "শরীর পতন কিম্বা মন্ত্রের সাধন"—প্রতিহিংসা-সাধনে সিদ্ধিলাভের মূলমন্ত্রই হ'চ্চে ঐ।

মহানন্দ। এখন তুমি একটি কার্য্য কর, তুমি একবার অতি সাবধানে—অতি গোপনে—ইঁন্দে মেটেকে ডেকে আন দেখি!

ভগবৎ। ইঁদে! সেই ডাকাত বেটা?

মহানন্দ। সে ডাকাত হ'ক্, নরঘাতক হ'ক্, আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, নিতান্ত আজ্ঞাবহ—বিশেষ তন্ত্রমন্ত্রে সিদ্ধপুরুষ। তুমি স্বয়ং গিয়ে ডেকে এনো, দেখ' যেন অন্যকে পাঠিও না।

ভগবৎ। যে আজ্ঞা। (স্বগত) তোমার পাপের ভরা যত শীঘ্র পারি বোঝাই ক'রে দিচ্চি, ভগবানের হাতে যত ডোবে ডুবুক তারপর ভগবৎসিংহের নিজমূর্ত্তি ধারণ। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!! প্রতিহিংসা!!! বুকের মধ্যে বাড়বানল জ্বেলে রেখেছি; যে আগুনে মন্দারণ ছারখারে দিয়েছ,যে আগুনের তাপে আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী প্রতিমা অন্তর্ধ্যান হ'য়েছেন, সেই আগুনের শিখাসমষ্টি বুকে ক'রে রেখেছি; প্রতীক্ষা সময়—সময়ের প্রতিক্ষায় আজ অর্জ্জুনের ক্লীবরূপে অজ্ঞাত বাস, শমীবৃক্ষে গাণ্ডীব বিশ্রাম ক'র্‌ছে!

[প্রস্থান।

মহানন্দ। ইঁদে বেটা খুব তুখোড়্, ভারি ধড়িবাজ্, বেজায় চালাক লাখ্ টাকা দেব।

ভট্টের পুনঃ প্রবেশ।

ভট্ট। (স্বগত) না যাওয়া হ'ল না, পাহারাওয়ালা বেটা বলে কি না, ঠাণ্ডা যায়গায় চল; বেটা ঠাণ্ডাগারদে ভর্‌বে না কি? আজকেই চম্পট দেবার চেষ্টা ক'র্‌তে হবে; ভগবৎসিং লোকটা যা ইঙ্গিত ক'রে গেল, আমার মনের সঙ্গে অনেকটা মিল্‌ছে, এ লোকটাও যেন কোন ছদ্মবেশী ব'লে বোধ হ'ল, বোধ হয় কোন একটা মতলবে ঘুর্‌ছে; (মহানন্দের প্রতি) হুজুর! এ ভট্ট নফরের আর একটু নিবেদন আছে,সত্য কথা লুকিয়ে রাখা আমার অভ্যাস নাই। চেপে রাখ্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিন্তু প্রাণের মধ্যে যেন কেমন একটা উদ্বেগ উপস্থিত হ'চ্চে, সেই জন্যই—

মহানন্দ। কেন, এর মধ্যে কোন সত্যমিথ্যা লুকোচুরি আছে না কি?

ভট্ট। হুজুর! সত্য কথায় যদি গোলামের উপর নারাজ না হন, তাহ'লে ব'ল্‌তে সাহস পাই।

মহানন্দ। আচ্ছা, সত্য যা তাই বল।

ভট্ট। মহারাজ শূরসেনের দেওয়া পত্রখানি আমি তিন চারদিন ধরে ফেলে রেখেছিলাম; হুজুরকে দিতে সাহস পাই নাই, এর কারণ হুজুর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন না, আনন্দের সহিত কাল প্রত্যূষে আমাকে পুরস্কৃত ক'রে বিদায়

ক'র্‌বেন ব'ল্‌লেন। কিন্তু হুজুর! সত্য গোপন ক'রে রেখে,অমঙ্গলের প্রাণে মঙ্গল হাসি হেসে,সে পুরস্কার—সে বিদায়লাভে আমি আশা করি না। রাজা সুরসেনের প্রতি বিধাতা প্রতিকূল; নৈলে তেমন সোণার হাট ভেঙ্গে দেবেন কেন? যদিও শেষ বয়সে একটী অমাবস্থার প্রদীপ জ্ব'ল্‌ল, কাল-বাতাসে বুঝি তাও নিবিয়ে দেয়। তাই প্রার্থনা ক'র্‌ছি, এখন আমাকে বিদায় দেন; যদি রাজপুত্রটীর সুমঙ্গল দেখি,তাহ'লে সময়ে এসে আপনার কাছে বিদায়-পুরস্কার গ্রহণ ক'র্‌ব। এ ত আমার তোলা থাক্‌ল হুজুর!

মহানদ। কেন? শিশুটীর কোন অনিষ্ট ঘটেছে নাকি?

ভট্ট। ইষ্টানিষ্ট ঈশ্বরের হাত; তবে লক্ষণ দেখে সকলেরই বুক ভেঙ্গে গিয়েছে, জন্মাবধিই ছেলেটীর অবস্থা ভাল নয়। যেদিন মহারাজ আমাকে পত্র দিলেন, তার পূর্ব্ব হ'তে অপর কেউ বুঝ্‌তে না পারুক, আমি অনেকটা বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। আমাদের অন্তঃপুরে গতিবিধি অবারিত; প্রতিদিনই দেখ্‌তাম, কিন্তু দিনদিনই যেন অলক্ষণের বৃদ্ধি ব'লে বোধ হ'ত। আস্‌বার পূর্ব্বেও দেখ্‌লাম, ছেলেটীর অবস্থা দিন দিন মন্দ। কিন্তু অপর কেউ তা এখনও বুঝ্‌তে পারে নি। আমার নাকি ওরূপ রোগী অনেক দেখা আছে, তাই বুঝ্‌তে পেরেছি।

মহানদ। কি? কি বুঝ্‌তে পেরেছ? কোন আভ্যন্তরিক ব্যাধি না কি?

ভট্ট। কি ব'ল্‌ব হুজুর! ছেলেটী কখন দেখি লালবর্ণ, কখন দেখি নীলবর্ণ, কখন দেখি কে যেন এসে সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিয়ে দিয়ে গেল; আমি অনেক গরীব দুঃখীর ঘরে এরূপ ছেলের চিকিৎসাও ক'রেছি, তন্ত্র-মন্ত্রও জানা আছে।

মহানদ। কি বুঝ্‌লে—ব্যাধিটা কি?

ভট্ট। আর কি! বাবা পঞ্চানন্দের দয়া।

মহানদ। পঞ্চানন্দের দয়া কি? যাকে পেঁচোয় পাওয়া বলে?

ভট্ট। কি ব'ল্‌ব ধর্ম্ম অবতার! আমাদের রাজা-রাণীর কপাল বড়ই মন্দ।

মহানদ। কি সর্ব্বনাশের কথা? আহা হা! ভগবন্‌! তোমার কি এই বিবেচনা; অম্বিকার রাজবংশ নির্ব্বংশ করাই তোমার ইচ্ছা? হা রঞ্জা! হা প্রাণের ভগ্নি! তোমার বুকে এ বজ্রাঘাত! (চক্ষে বস্ত্র দিয়া রোদন)

ভট্ট। কেঁদে আর কি ক'রবেন হুজুর? আঁতুড়ের ছেলেকে পেঁচোয় পেলে প্রায়ই বাঁচে না; তবে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ান-কাড়ান, জাড়ি-জুড়ি, জলপোড়াই ওর ওষুদ, আমিও অনেক—

মহানন্দ। হাঁ হাঁ! তুমিও নয় এই মাত্র ব'লছিলে, অনেক ওষুদপত্র জানা আছে?

ভট্ট। আছে বটে হুজুর! সে সব গরীবকাঙ্গাল পেঁচোর পক্ষে খাটে। রাজ-পেঁচো ত কখন ঝাড়ি নাই, তবে ঝাড়বার বিধিব্যবস্থা জানা আছে।

মহানন্দ। তবে ভট্টরাজ মহাশয়! আর বিলম্ব ক'রে কাজ নাই, তোমাকে এখনি বিদায় ক'রে দিচ্ছি; যাও, যতদূর পার ঝাড়াকাড়া করগে।

ভট্ট। আজ্ঞে হুজুর, সেজন্য তাড়াতাড়ি করবার প্রয়োজন নাই। আমাদের গুরুর হুকুম—রোগীকে ঝাড়া নয়, তাঁর নিয়ম স্বতন্ত্র বিধিব্যবস্থা স্বতন্ত্র, পঞ্চতন্ত্রের পঞ্চানন্দখণ্ডের মত।

মহানন্দ। তোমাদের ওস্তাদের কিরূপ মত, রোগীকে ঝাড়তে হয় না?

ভট্ট। হয় বটে, স্থলবিশেষে। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গকে পেঁচোয় পেলে—রোগীকে ঝাড়তে হয়। পঞ্চানন্দ উদ্ধারখণ্ডের বচনে ব'লছে, "পশ্বাদি কীট পতঙ্গানাং পঞ্চানন্দাশ্রয়ং যদিং, রোগী ছাড়ন্তিং সম্মার্জ্জনিনাং নরানাং মাতুলক্রম" বুঝ্‌তে পেরেছেন?

মহানন্দ। বেস বুঝ্‌তে পার্‌লাম না; সংস্কৃতটা ভাল জানা নাই, ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেন দেখি?

ভট্ট। তন্ত্রে ব'লছেন কি, পশ্বাদি কীট পতঙ্গানাং, কি না পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিনাং অর্থাৎ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, অস্থাবর, বাস্তু, উদ্বাস্তু, পাহাড়, পর্ব্বত, পুকুর, পুষ্করিণী ইত্যাদি পঞ্চানন্দাশ্রয়ং যদিং অর্থাৎ এদিকে যদি পঞ্চানন্দ আশ্রয় করে, রোগী ঝাড়ন্তিং সম্মার্জ্জনিনাং অর্থাৎ সম্মার্জ্জনিনাং রোগী ঝাড়ন্তিং, সম্মার্জ্জনি কি না ঝাঁটা অর্থাৎ ঝাঁটা দ্বারায় এই সকলকে, কি না ঐ পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, অস্থাবরকে ঝাড়বে। তারপর নরানাং মাতুলক্রম অর্থাৎ নরানাং কি না মনুষ্যানাং কি না মনুষ্যকে পঞ্চানন্দ আশ্রয় ক'র্‌লে, মাতুলক্রমং আর্থাৎ কি না অগ্রে মাতু-লকে ঝাড়বে; পরে মাতুলানিকে ঝাড়বে ক্রমে মাতুলবংশাদি ক্রমে ঝাড়তে

থাক্‌বে! এখন বুঝ্‌তে পেরেছেন? (স্বগত) এ বেজায় সংস্কৃত, মুখে মুখে রচনা ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া কি সোজা কথা, তবে তোমাকে একটু না বুঝিয়ে আমি যাচ্ছিনে।

মহানদ। তবে আর বিলম্ব কেন, যে আমার আদরের ভগ্নির জীবনসর্ব্বস্ব—অনেক কঠোর সাধনের ধন, তার জীবনরক্ষার জন্য যদি জীবন দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত। ঝাড় ভট্টরাজ, আমাকে ঝাড়, সাধ্যমত চেষ্টা কর! যদি শিশুটীকে বাঁচাতে পার ভালই। মহারাজকে এ সব কথা ব'ল্‌তে যেন ভুল না। তিনি যেন বুঝ্‌তে পারেন মহানদের প্রাণ কত ব্যাকুল হ'য়েছে, ভগবানের কাছে কত প্রার্থনা ক'র্‌ছি, কত চেষ্টা ক'র্‌ছি।

ভট্ট। আজ্ঞে এ কথা কি তাঁকে শুনাতে বাকি রাখ্‌ব, আমার যেতে যে বিলম্ব। হুজুর, এক গাছা ঝাঁটা চাই—দেখি, আমিই খুঁজে নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

মহানদ। (স্বগত) হুঁ, খবরটা প্রাণঠাণ্ডা খবর। যখন আঁতুড়ে ছেলেকে পেঁচোয় পেয়েছে, তখন আর দেখ্‌তে হবে না। ও ঝাড়ান কাড়ান আমি ঢের দেখেছি—ওতে ঘণ্টা হয়, তবে ঝাড়বে বেটা ঝাড়ুক, তবু ত রাজার কাছে গিয়ে ব'ল্‌বে। আমি কাঁদলাম, ঝাড়ালাম, এ কথাগুলো শুনলেও ত শালার মনে সন্দেহটা থাক্‌বে না, বিশ্বাস বজায় রাখ্‌তে পার্‌লেই বস্‌।

ঝাঁটাহস্তে ভট্টরাজের প্রবেশ।

ভট্ট। হুজুর! এ সময়ে এখানে যেন অপর কেউ না আসে।

মহানদ। আচ্ছা, দরজা বন্ধ ক'রে দাও বা অন্তরালে চল।

ভট্ট। যে আজ্ঞে, তাই চলুন। সাবধান! কথা কৈবেন না, যা ব'ল্‌তে হয়—ইঙ্গিতে ব'ল্‌বেন। থাক্ এই দরজা বন্ধ। হুজুর কাছাটা খুলে পশ্চিম মুখ হ'য়ে দাঁড়ান, একটু হেঁট হ'য়ে।

মহানদ। ইজের পরণে আছে যে, কাছা খুল্‌বে কিসের?

ভট্ট। ইজের পরণে আছে, বস্ তাহ'লে আর প্রয়োজন নাই নবদ্বার খোলা থাক্‌লেই হ'ল। বেটা যে কোন্ দ্বার দিয়ে পালাবে তার ত নিশ্চয় নাই?

(নেপথ্যে)—দরজা বন্ধ কেন?

ভট্ট। হুজুর! কে দরজা নাড়ছে?

মহানন্দ। জিজ্ঞাসা কর।

ভট্ট। কে আপনি?

ভগবৎ। ভগবৎ সিং!

ভট্ট। হুজুর! উনি ভগবৎ সিং! আস্‌তে দেব?

মহানন্দ। তোমার কার্য্যের বাধা না ঘ'ট্‌লেই হ'ল।

ভট্ট। উনি জল আচরুণে জাত ত?

মহানন্দ। হাঁ, আমার স্বজাতি।

ভট্ট। তবে আর কি! তিন শত্রু হ'লেও, এ সকল পাপ শান্তিতে তিন জনেরই প্রয়োজন। ঝাড়া সাঙ্গ হ'লেই—এক লোটা জলের আবশ্যক, এই জন্যই তিন জনের দরকার। মহাশয়! এক লোটা জল নিয়ে আস্‌বেন, আমি দরজা খুলে রাখলেম। হুজুর! ঠিক হ'য়ে দাঁড়ান, আর একটু নীচু হ'য়ে, (ঘাড় ধরিয়া) একটু, আর একটু, বস্।

জলপাত্র হস্তে ভগবৎসিংহের প্রবেশ।

ভগবৎ। এ সব কি হ'চ্ছে?

ভট্ট। একটা দৈবকার্য্য, আপনি স্থির হ'য়ে দেখুন, আর একটু কার্য্য ক'র্‌বেন, পিশাচের উদ্দেশে—পিশাচের পৃষ্ঠে কতবার সম্মার্জ্জনি প্রহার করি, অনুগ্রহ ক'রে গুণে যাবেন। ন'ঘা প্রহারের পরেই একটু জল ছিটিয়ে দেবেন, তারপর বাকী জলটা একটা শুষ্কস্থানে ঢেলে দেবেন। যতক্ষণ জলটা সম্পূর্ণরূপ শুষ্ক না হয়—ততক্ষণ হুজুর কথা কইবেন না। যা ব'ল্‌তে হয়, ইঙ্গিতে ব'ল্‌বেন।

(ভট্টের মন্ত্রপাঠ ও প্রহার, জল ছিটান ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ)

মহানন্দ। (কণ্ঠ হইতে মুক্তামালা ভট্টকে প্রদান ও লিখন লিখিয়া ভট্টের হস্তে প্রদান এবং পাঠ করিতে ইঙ্গিতে অনুমতি)

ভট্ট। (পত্রপাঠ) ভট্টরাজ মহাশয়! আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ অতীব অশুভ-সংবাদ হ'লেও, আপনি আশা করিয়া আসিয়াছেন; আপনাকে বিমুখ করিলে আপনার আশীর্ব্বাদলাভে বঞ্চিত হইব, সেইজন্য আপনার আশী-

র্ব্বাদ লাভের প্রার্থনায়, আপনাকে এই মূল্যবান মুক্তারমালা ও সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিলাম, আপনি ভগবানের নিকট বালকের মঙ্গল প্রার্থনা করিবেন। এবং এ সকল কথাও মহারাজের কাছে বলিবেন, ইচ্ছা করিলে পত্রখানিও দেখাইতে পারেন।

ভট্ট। এ কথা আর ব'ল্‌তে, আপনার কাঁদা থেকে ঝাড়ান পর্য্যন্ত সমস্ত কথাই ব'ল্‌ব, তবে এক্ষণে বিদাই হ'লাম। আশীর্ব্বাদ করি অতি শীঘ্র—(ভগবতের প্রতি) তবে আসি মশাই! (স্বগত) কেমন যাদু! এখন বুঝ্‌তে পেরেছ, আমি কেমন ভট্টরাজ! অনেক শ্রাদ্ধবাড়ী, অনেক প্রেতাত্মার শুষ্ঠিরবাড়ী প্রসাদ মেরে চুল-দাড়ি পাকিয়েছি; তুমি বেটা ত কোন্ মাম্‌দো ভূত! দিব্য ক'রে ঝ্যাটাপেটা ক'রে ঝাড়লাম, দক্ষিণা আদায় ক'র্‌লাম, কাজসিদ্ধি হ'ল,এখন জয় সিদ্ধিদাতা গণেশ ব'লে—এক ছিলিম সিদ্ধি টেনে বস্, একদম সিদে অম্বিকায়।

[প্রস্থান।

ভগবৎ। উঃ, ভট্টবেটা চ'ল্‌ছে দেখ; এর মধ্যে কতদূর গিয়ে প'ড়েছে।

মহানদ। চ'লে গিয়েছে বেটা?

ভগবৎ। চুপ ক'রে থাকুন, কথা কইবেন না।

মহানদ। কি, কথা কইব না? আজ অন্যদিন চেয়ে দশগুণ বেশী কথা কইব। বেটার মন্ত্র মাটী ক'রে, তবে আর কাজ। ভগবৎ! এর ভিতর কার অর্থটা বেশ বুঝতে পেরেছ?

ভগবৎ। আজ্ঞে, ভগবৎ কি আপনার এতই বোকা; এই একটু কাঁদা আর ঐ ক-ঘা ঝাঁটা খাওয়া, এর মধ্যে কত গুপ্তরহস্য থাক্‌ল, এ অপরে কি বুঝ্‌বে হুজুর? রাজা সুরসেন ভট্টবেটার মুখে এই সব শুন্‌লেই বুঝ্‌বে মহানদ আমার মহা-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্র, আমার সুখদুঃখের—সঙ্গের সাথী, সম্পূর্ণ ব্যথার ব্যথী। সে শত্রু নয়, যা শুনি তা লোকের রটনা মাত্র। তা মিথ্যা, মহানদ আমার যে আত্মীয়—সেই আত্মীয়।

মহানদ। এই যা ব'লেছ,যে আত্মীয়—সেই আত্মীয়। যাক্, এখন ইঁদে বেটার খবর কি বল দেখি? তুমি নিজে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলে না?

ভগবৎ। আজ্ঞে হাঁ; আমি নিজে তার বাড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম; সে বেটা

কোথা থেকে একটা মুসলমানি নাকি বার ক'রে নিয়ে এসেছে ; সেইটের সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছে—আর মদ খাচ্ছে। আমি তাকে ডেকে এসেছি, এলো ব'লে। ঐ যে, বেটা বোতল বগলে ক'রে মাল টান্‌তে টান্‌তে সটান চ'লে আস্‌ছে। ছোট জাত কি না, কার কাছে কিভাবে যেতে হয় সে জ্ঞান ত নাই।

মহানন্দ। তা নাই থাক্,সে সব দেখ্‌বার আমাদের প্রয়োজন নাই ; আমাদের প্রয়োজন কার্য্যোদ্ধার।

ভগবৎ। ম'রেছে বেটা, মনের স্ফূর্ত্তিতে আবার গান ধ'র্‌লে যে!

বোতল বগলে ইঁদে মেথরের প্রবেশ।

গীত।

বাহবা ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ, বাহবা ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ,
বাহবা ক্যাবাৎ ক্যাবাৎ।
মুলাকাৎ হোগা মেরা হজরৎ কি সাথ্॥
গুল্ সরাব লিয়া, ম্যয় খুসি রহা
পিয়া পিয়া পিয়া আশ নাইকো বাতি কহা,
ম্যয়কো দিল্ দেনেকো, উসিকো লেনেকো,
কেত্‌না হাম তকলিফ্ সহা—
(আবি) সহর সরগরম, মজেমে দেনা মরম্,
যব দিল্ দিল্‌মে পৌঁছে, কুছ্‌না রহে তফাৎ।

(গীতান্তে এক পার্শ্বে উপবেশন ও আপন পদতল দর্শন)

ভগবতের প্রবেশ।

ভগবৎ। ওরে ইঁদে।

ইঁদে। আজ্ঞা গো!

ভগবৎ। ওখানে কি ক'র্‌ছিস্‌?

ইঁদে। মেরা পাঁও মে এক শালা কাঁট্টা ফুটিয়ে গেলো গো!

ভগবৎ। এ পরিষ্কার রাজবাড়ীর মধ্যে কাঁটা রে বেটা?

ইঁদে। আরে কেয়া রাজবাড়ী দেঁখাও জনাব্‌! কাঁট্টা কাঁহা নেই হ্যায়? কৈ আমীরআদ্‌মি, ভদরআদ্‌মি হোকে বহুৎ গোস্তাগি, বহুৎ বেইমানি কর্‌তা হ্যায়; ধরম্‌পথমে কাঁট্টা দেতা হ্যায়। কৈ পর্‌দানসিন্‌ জানানা হোকে কুল্‌মে কাঁট্টা দেতিহিঁ কৈ বড়া আদ্‌মি, লাক্‌োদার আদ্‌মি হোকে অন্দরকা জানানা, গোলাম লোক্‌কো দেকে—ডোম্‌ মেথোরকা আউরাৎ লেকে মজ্‌গুর রয়তা হ্যায়, ও শালা লোক কুলমে কাঁট্টা লাগাতা, ইজ্জোৎমে কাঁট্টা লাগাতা, ধরমপথমে একদম কাঁট্টা লাগাতা। গরীব আদ্‌মিকা ঘরসে আমীর্‌ উম্‌রাকা ঘর্‌মে, এসিমাফিক্‌ কাঁট্টা যাস্তি হ্যায়। ইন্দিয়ার পাঁওমে এক শালা বড় জব্বর কাঁট্টা ফুটিয়েছে।

ভগবৎ। শীগ্‌গির এদিকে আয়, হুজুর তলব ক'র্‌ছেন।

ইঁদে। আরে রয়নে দেও তোমরা হুজুর! ইন্দিয়ার পাঁও সে হুজুর বড়া নেই, আগাড়ি পাঁও ঠিক ক'র্‌বে, তবে ত ইন্দিয়া যাবে? কি কাম আছে বোলো না, হামার ত কাণ আছে!

ভগবৎ। হুজুরের কাছে আয়, যা ব'ল্‌তে হয়—হুজুর ব'ল্‌বেন।

ইঁদে। আচ্ছা আচ্ছা। (মহানন্দের নিকট গিয়ে) সেলাম হুজুর! মেরা সাৎ কোন্‌ বাৎ আছে, বোলো তো হুজুর!

মহানন্দ। দেখ ইঁদে! তুই আমার চিরদিনের বিশ্বাসী।

ইঁদে। হাঁ, বিশীউয়াসী ত আছে গো! বিশীউয়াসী আছে, নেমোক্‌কা গোলাম আছে, এখন কেয়া হুকুম আছে বাতলাও ত?

মহানন্দ। কাজ বড় গুরুতর হ'লেও তোর পক্ষে সহজ। এখন হুকুম রাখ্‌বি ত?

ইঁদে। আরে খোদাবন্‌! এ তো বড়া মুস্কিলকা বাৎ; আগাড়ী হুকুম বাত্‌-লাও, হাম হুকুম তামিল কর্‌নে স্যাখেগা কি নেহি স্যাখেগা, সে জবাব পিছাড়ি দেগা।

মহানন্দ। দেখ অতি গোপনীয়, অতি গুহ্য কথা?

ইঁদে। কেয়া গুহ্যিকা বাৎ ? আপ্‌কা গাঁড়সে বাৎ লিক্‌লানে,আপ্‌কা গাঁড়্‌সে লেক্‌লানে মুসে লেক্‌লানে একই বাৎ হ্যায়, জুদা কুচ নেই। সো হামারা বহুৎ রোজ মালুম হোগিয়া।

মহানন্দ। (স্বগত) বেটার কি স্পর্দ্ধার কথা; যাক্ চটান হবে না, কাজ নিতে হবে। (প্রকাশ্যে) ইঁদে! তুই বেটা চাকর হ'য়ে—এমন কথা ব'লিস্ ?

ইঁদে। সাচ্চাকো মার নেই খোদাবন্। তুমি মনিব আছ, হক্ বাৎসে গোস্বা হইয়ে থাকে, গর্‌দানা ত দে দিয়া, খুসী হোয় কেটিয়ে লিতে পার।

মহানন্দ। দূর পাগ্‌লা! তোর গর্‌দান আমি কেটে নেব ? তুই আমার বিপদে সম্পদে ডান হাত বাঁ হাত; গর্‌দান দিয়ে তোর গর্‌দান রক্ষা ক'র্‌ব। এখন আমার কথা শোন্ তোকে এ কাজ ক'র্‌তেই হবে।

ইঁদে। আচ্ছা, কোন্ কাম হাম্‌কো বোলো ত ?

মহানন্দ। তোর মনের মত ওস্তাদ যোয়ান দু'চার জন সঙ্গে নিয়ে, তোকে অম্বিকায় যেতে হবে, বুঝেছিস্ ত ?

ইঁদে। হাঁ বুঝিয়েছে, এখন যেতে হোবে ?

মহানন্দ। না দিনমানে না, খুব ঘুর্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রে। যখন অম্বিকা-নগর নিস্তব্ধ হবে, রাজপুরী নিশুতি হবে,সেই সময় রাজার অন্দরে প্রবেশ ক'রে, সম্প্রতি রাজা স্থরসেনের যে একটী সন্তান হ'য়েছে, সেই ছেলেটীকে চুরি ক'রে এনে—আমার কাছে হাজির ক'র্‌তে হবে। পুরস্কার মোটা বক্‌সিস্ পাবি।

ইঁদে। হাঁ মোটা, এতনা মোটা, তোমার হাতসে ইঁদিয়ার নসীবসে ওস্‌মাফিক বক্‌সিস বহুৎ মিলা। আচ্ছা মজাদার হুকুম! একদম দেল খুসি হৈয়ে গেল, যো রাজবাড়িমে শালা—কেলুয়াডোম পাহারামে খাড়া আছে, ওস্‌কা আউরাৎ লখি ডোম্‌নি শালি আছে, দলো আছে, বলা আছে, আওর বহুৎ ডোমের যোয়ান আছে, কোন্ শালা সে বাঘের মুখে গর্‌দানা দিতে যাবে বাবা! কেলুয়া শালার লাঠি ফলার জোর, আওর লখি

শালির তীর কামটাকা জোর হামারা বহুৎ মালুম হ্যায়। ও শালির তীর একক্রোশ জমিন্ ছোটে, হাতী গণ্ডার ভুঁয়ে লোটে, উড়্তি পাখীর চ'খে নিশান মারে, এসা শালির হাত দোরস্ত হোগিয়া। হামি রাজবাড়ীমে লেড়্কা চুরি কর্‌নে যাবে আর লখি শালি এক তীরে গেঁথিয়ে—বিষ্ণুপুর পৌছে দেবে। আউর লেকেন এসমাফিক হুকুম তামিল কর্‌নে জল্লাদকা কলিজামে দুঃখ লাগে। অম্বিকার রাজা দেওকা মাফিক আদ্‌মি, ওস্‌কা চার্ চার্ বেটা একদম লড়াইমে মর্ গিয়া। বুড্‌ঢা কাল্‌মে খোদা একটা সন্তান দিয়া, ও ত রাজা রাণীকি জান্, কাল্‌জাকি রক্ত হ্যায়, ঐ বাচ্ছা চুরি কর্‌কে তোম্‌রা পাশ পৌছায় দেগা? আওর তোম্ শয়তান জল্লাদকা মাফিক ঐ বাচ্ছাকা জান্ লেগা? আওর উধার বুড্‌ঢা রাজা কলেজা ফাট্‌কে মর্ যানা, রাণীভি পাগ্‌লি হোকে দম ফাট্‌কে ম'রেগা, হাম শালা জাহান্নমে যাগা, আওর তোম রাজা হোকে—ননী, ছানা, মিঠাই খাকে মজা লেগা। কেয়া গরজকা বাৎ, অম্বিকাকা রাণী আপ্‌কা সোদর বহিন লাগে না? উঃ, কেয়া বেইমানি।

মহানন্দ। আরে বেটা, ওসব ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা এখন রাখ্, এ কাজ ক'র্‌তেই হ'চ্ছে তোকে।

ইঁদে। নেই মনিব! হামসে ওস্‌মাফিক বেইমানিকা কাম নেই হোগা। ও লেড়কা লেড়কী মারনে ইঁদিয়া নেই শেকেগা, তোমরা মাফিক আদ্‌মি হোয় ত দশ বিশটা গর্‌দানা জুদা করিয়ে দিই, দুনিয়া ঠাণ্ডা হইয়ে যায়, লেড়্কা মারনেসে কেয়া ফয়দা হোগা?

মহানন্দ। আরে মর বেটা মাতাল! চেঁচাসনে, যা ব'ল্‌বি আস্তে বল্, গোল ক'রিসনে।

ইঁদে। হাম কেয়া গোল করেগা খোদাবন্! ঐ আস্‌মান্‌মে এক বেটা চোঙ্গ লেকে বৈঠা হ্যায়; সব শোন্‌তা হ্যায়, ঐ বেটা সব গোল করেগা, ইঁন্দিয়া সেট্যা খুব হুঁসিয়ার আছে! আপ্‌কা বাৎ পেটমে পচিয়ে—টাট্টিমে নেকাল দেগা। আপ্ দোস্‌রা আদ্‌মি ভেজ দুঁয়া, ওস্‌মাফিক্ ধরমখোর্‌কা বেই-মানিকা কাম হাঁম্‌সে নেই তামিল হোগা জনাব। গোলামকা গোস্তাগি মাপ দিজিয়ে হাম চলিয়ে, স্থালাম।

গীত।

ধরম্ ছাড়া কাম হামি না করবে খোদাবঁদ্,
জাহান্নমে জানেগা বনেগা রাস্তা মেরা জিন্নৎ হোয়েগা বঁদ্।
দৌলৎ লেকে ফয়দা ক্যা, সাথকা সাথী কৈ নেই হ্যায়,
আনে যানেকা সাথী যো রহেগা ঐ মেরা পছন্দ ॥

মহানন্দ। (স্বগত) এই, বেটা সব দিক বুঝি মজালে! ওরে ইঁদে! ওরে বেটা মোটর পো! যাস্‌নে, শোন্; মনিবের কথা কি ঠেল্‌তে আছেরে বেটা?

ইঁদে। মনিবের কথা ঠেলিয়ে গেলে কি হইতে পারে হুজুর?

মহানন্দ। অধর্ম্ম হয়।

ইঁদে। আর আপনে বহিন্‌কা এথে বড়া বাচ্ছা, বেগর কসুরসে মেরিয়ে ফেল্‌নে, স্বরগবাস হ'য়? কেমন? এহি ঠিক্ বাৎ।

মহানন্দ। আরে সে ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখ্‌বার তোর দরকার কি? তুই আপনার কর্ত্তব্য বজায় রেখে কাজ কর না, খুসী হব বেটা খুসী হব।

ইঁদে। হাঁ খুসি ত হইয়ে আছি গো। চিজবাজ্ সবই সাপা হইয়ে গিয়েছে, পেটমে খাতি কুলে না, বাল্‌বাচ্ছা ভোকে মারা যাইতে লোগয়েছে, আর হাস্‌পালা বাল্‌তি বাল্‌তি ময়লা খেটিয়ে খাওয়া বেগর খুস হইয়ে পড়িয়ে থাকি, রাজ্যির আদ্‌মি সব যে খুসিতে রেখিয়েছ—সেই খুসিতেই খুস হইয়ে পড়িয়ে আছি। ডোম বেটারা হরদম খুস সাম্‌লাইতে না পেরিয়ে, একদম রাজ্যি ছেড়িয়ে চলিয়ে গিয়ে অম্বিকামে ডেরা বেনিয়েছে, ইঁদেশালা জানটা বড়া কড়া আছে বলিয়ে এখনো এ রাজ্যিতে পাড়িয়ে আছে।

মহানন্দ। আচ্ছা কোন চিন্তা নাই; এবার তোকে খুব খুসী ক'র্‌ব; দেখিস, যাতে বালবাচ্ছা নিয়ে বাবুর হালে ব'সে খেতে পাস্ তাই ক'র্‌ব।

ইঁদে। ও ক'র্‌ব বাৎ ছোড়িয়ে দেও হুজুর! পার হইয়ে গেলে, পাট্টানকা সাৎ বড়া কুটুম সম্বন্ধ লেগিয়ে যায়!

মহানন্দ। আচ্ছা কুছ্-পরওয়া নেই। হাজার আশরফি বক্‌সিস্; বিশ্বাস না হয়, এখন পাঁচ শ নে—কম্মশেষে বাকী পাঁচ-শ নিস্ নে ধর বেটা—

ইঁদে। হাজার আশর্‌কি! বহুৎ রোপেয়া, একটা কচ্চি লেড়কা, এক ফুক্‌মে আছে—এক ফুক্‌মে নেই। এমোন্ ত ঘব্ ঘর্ মরিয়ে যাচ্ছে, উহাতে কি হইয়েছে—তুনিয়া পয়্‌মাল হইয়েছে। হাজার আশরপি ছোড়েগা নেই ওস্‌মে কেয়া বেইমানি হোগা আশরকি ছোড়ে গা নেই।

মহানদ। ফিরে ইঁদে ভাবছিস্ কি? কেলোডোমের লাঠি আর লক্ষীডোমনীর তীরের খোঁচা? পার্‌বিনে বুঝি; কেমন? তবে এত গুণগান মন্ত্র-তন্ত্র শিখেছিস্ কি ঢোঁড়া ধ'র্‌তে? কেউটে ধ'র্‌তে নয়?

ইঁদে। ক্যা পরওয়া হুজুর! তুনিয়ামে এসাকাম নেহি হ্যায়, যো ইঁদেমেটেসে হাসিল হোতা নেই। কেলুয়াডোম ত কেলুয়াডোম—মন করি ত ইন্দির রাজাকা গর্‌দানে কেটিয়ে আপকো খেল্লাৎ স্থানে স্থাকে ইন্দিয়া।

মহানদ। বহুৎ আচ্ছা। নে আশরপি (টাকা প্রদান) এক মাস সময় দিলাম।

ইঁদে। কিস্‌মাফিক সে লে আওবে গা? রাস্তা বিজ্‌মে যদি মরিয়ে যায়?

মহানদ। ম'রে যায় মাথাটা কেটে এনে হাজির ক'রে দিবি; এক হাতে মাথাটা দিবি, এক হাতে পাঁচ-শো আশরপির তোড়া নিবি, ডান হাত বাঁ হাত।

ইঁদে। যো হুকুম জনাব!

মহানদ। ব'স্ এখন ব'স; তুটো আমোদ আহ্লাদের কথা কই, হাঁ ভাল কথা—আচ্ছা ইঁদে, তুই ঠিক কোন্ জাত্ বল দেখি? তোর কথাগুলো যেন কতক হিন্দুস্থানী মুসলমানের মত কতক বাংলা, কতক খোঁট্টা মেথরের মত।

ইঁদে। হাঁ হাঁ; আপ্ ঠিক ধরিয়েছে, হামি হিন্দুস্থানী মুসলমান আছলো, যো মোর বাপ, যেসকো ফর্‌জন্‌মে মোরা পয়দা হুয়া ওবি হিন্দুস্থানী মুসলমান আছলো। মেরা মাও আগাড়ি মুসলমানী আছলো। আওর আবি যো বুড্‌ঢা মোর বাপ লাগে ও খোট্টা বেদীয়া হ্যায় ওস্কা স্মত মোর মায়িকা আস্‌নাই আছ্‌ল। যব হামরা উমার পাঁন্ ছ বরিস ঐ বকৎ মোর আগাড়ি কা বাপ মরিয়ে গেল, মোর মা হামাকে কোলে লিয়ে ঐ খোট্টা বেদীয়াকা সাৎ নেকা বস্‌লো, ঐহি বুড্‌ঢাকা ফর্‌জন্‌মে হামরা পয়দা নেই হুয়া।

ওস্‌কা হাম হেতুয়া বেটা লাগ্‌তা ওহি ওয়াস্তে হামারা বাৎ আধা হিন্দুস্থানী আধা থোড়া বেদীয়াকা মাফিক, থোড়া থোড়া বাঙ্গালা মিশাল হোকে এক নওয়া চিজ্ বন্‌গিয়া।

মহানন্দ। বটে ; ঠিক্ ঠিক্ ! আচ্ছা শুন্‌লেম ক'টী কাঁচা কচি ছেলেপুলে রেখে তোর পরিবার মারা গিয়েছে ; ঘরে বুড়ো মা ছিল সেই ছেলে পুলেগুলি মানুষ ক'র্‌ছিল এখন একটা মুসলমানি কস্‌বি কোথা থেকে ঘরে নিয়ে এসে সে বুড়িকে নাকি তাড়িয়ে দিয়েছিস ?

ইঁদে। হাঁ বুড়িকেও তেড়িয়েছি, বুড়াকেও তেড়িয়েছি, মুসলমানী ছুক্‌রী বড়া খোপ্‌সুরাৎ ; ওসকা ঘরমে লিয়ে এসিয়েছি, ওস্‌কো সাৎ সাদি বৈঠেঙ্গে।

মহানন্দ। তা বুড়ো মা বাপকে তাড়ালি কেন ?

ইঁদে। হামি যে আজ কাল ভদ্দর্ বনিয়ে গিয়েছি গো ; বহুৎ ভদ্দর ভদ্দর্ আদ্‌মিকো দেখ্‌কে দেখ্‌কে, ভদ্দর্ হোনেকা সবাব জেনিয়ে লিয়েছি ; বুড়া মা বাপ্‌কে পুষ্‌লে ভদ্দর হইতে পারে না, ঐ সবাব্‌সে সব নিকাল দিয়া। ভাইকো জুদা করিয়ে দিইয়েছি ; এথোন লেকা বস্‌ব, যো মেরা শালি লাগ্‌বে, সমন্দী লাগবে, ওস্কো পেয়ার ক'র্‌ব। বস, পাকা ভদ্দর বনীয়ে যাব।

মহানন্দ। ভাল, তাই হ'ল ; এখন নিকেটা ক'রে ফেলিস্‌নে কেন ?

ইঁদে। শালি যোয়ান্ বয়েস আছে, দেখ্‌নে আচ্ছা খাপসুরৎ আছে, মগ কুচ গরম আছে ! বেগর গয়না-পত্তর কাপড়া-চোপড়া রাজি হোতা নেই।

মহানন্দ। কি গহনা লাগবে বল দেখি ?

ইঁদে। যাস্তি কুচ্ নেই, হাতমে দোপাটী খাড়ুয়া, একটা ঘাগ্‌রা, কাচুলি কুর্ত্তি এক একুঠো, আওর দু পাঁচ রোপেয়া নগদ, বস্ আওর কুচ নেই।

মহানন্দ। এ ত থোড়া থুড়িরে ; এ আর দিতে পারিস্ নে ?

ইঁদে। আবি চিজবাজ্ সব মাঙ্গা হইয়েছে, দেনেকো তাগৎ নেহি।

মহানন্দ। কুচ পরোয়া নেই, একজোড়া চাঁদির খাড়ু, একটা রঙ্গিন ঘাগরা, একটা কাঁচুলি, একটা কুর্ত্তি ও আমি দেব—যা ; কেমন, তাহ'লে হবে ত ? বস্, কা'ল পাবি।

ইঁদে। হুজুর মালিক ! হাম ত পাঁওকা গোলাম আছি ; গোলামকাপর লেক- নজর রাখ্না চাইয়ে।

মহানন্দ। খুব থাক্‌বে, খুব থাক্‌বে, তুই কাজটা হাসিল ক'রে দে ; তারপর দেখিস, আমি কিথানা করি। এখন যা সব ঠিকঠাক্ ক'র্‌গে, খুব গোপনে —খুব সন্তর্পণে। তুই আমি ভগবৎ ছাড়া আর যেন কাক কোকিলে টের না পায়।

ইঁদে। যো হুকুম। সেলাম।

[প্রস্থান।



দ্বাদশ দৃশ্য।

[ইঁদে মেথরের কুটীর-সম্মুখস্থ—রাজপথ]

ইঁদের মাতা শুকৃটীবেদিনীর প্রবেশ।

শুকটী। বাত ভাল কোঁ! ফিকব্যথা, দরদ্ব্যথা ভাল কোঁ! গেঁটেবাত, ফুলোবাত ভাল কোঁ, কালাবাত, কন্‌কনেবাত, চুলচুলেবাত, ঘুরঘুরেবাত, চ'লতিবাত ভাল কোঁ! পিরীত ভাঙ্গা, নজর খারাপ করা, পিরীত গড়া, ভাঙ্গাপিরীত যোড়া দেওয়া, সতীন বশ করা, ভাতার বশ করা, গুণ করা, জড়ি পড়া, স'র্‌ষে পড়া, পরদেশী ভাতার ঘরকে আনা, কে মাঙ্গিশ গো! আমার কাছে চলিয়ে আয়। আমার জড়িজাড়ি জলপড়া দিখিয়ে দে।

গীত।

যেমন আমার জলপড়ার গুণ, তেম্‌নি জুড়ি-জাড়ি লো।
দিয়ে ধোঁকা নিইনে টাকা দেখিয়ে ফাঁকা জাড়ি লো॥
নগদা বাঁধা ছুটোছাটা, ছেলে ধরা আড়ং ঘাটা,
দাগী পিরীত মচ্‌কা ফাটা, আমি আটা দিয়ে জুড়ি লো॥
বার ফট্‌কা ভাতার হ'লে, মন্তরেতে আসে চলে,
আধ চ'লে পায়ে ধ'রসে ব'লে স'র্‌ষে যদি পড়ি লো॥

দুইজন পরিচারিকার প্রবেশ।

প্র-পরিচারিকা। কি লো বেদিনী দিদি! আজ কতগুলি ভাঙ্গা পীরিত যোঁড়া দিলি?

শুকটী। তুহাকে লিয়ে তিন কম একগণ্ডা।

প্র-পরিচারিকা। আমাকে শুদ্ধ নিয়ে তিন কম একগণ্ডা? তবে বল কেবল আমারি ভাঙ্গা পিরীত জোড়া দিয়েছিস্? এ জোড় কলম কোন্ গাছের সঙ্গে বাঁধ্‌লি? আমড়া তেঁতুলের সঙ্গে নয় ত?

দ্বি-পরিচারিকা। না লো বাঁদি! আসল কিশন ভোগের সঙ্গে, বলিস্ ত গোপালে ধোপাও জুড়ে দিতে পারে। তবে নিতান্তই যদি ম'জ্‌লি, তাহ'লে ফজ্‌লি ছাড়িসনে, তাতে যদি বাই না থামে শেষে বোম্বাই আছে। ওর বাগানে নেঙ্‌ড়া, বোম্বাই, কিষনভোগ, ফজ্‌লি সব আছে; এর কোন্‌টীর সঙ্গে কলম বাঁধাবি বল দেখি?

প্র-পরিচারিকা। এর কোন্‌টীর সঙ্গে কলম বাঁধি বল দেখি? বাঁদিগিরি আর ভাল লাগে না।

শুকটী। তুহার ত কলম বেঁধিয়ে দিয়েছি লো, ভাল গাছের সাথে বেঁধিয়ে দিয়েছি। আর বাদিগিরি না ক'র্‌বি, রাণী হবি।

প্র-পরিচারিকা। রাণী ত আছিই, তবে রাজরাণী আর চাকরাণী।

দ্বি-পরিচারিকা। হেঁ, রাজরাণীর গোড়ায় রাজ, আর তোর গোড়ায় চাক্। তা ভাই! চাক্ বজায় থাকলে অনেক মাছি জুটবে। বেদিনী দিদি! আমাদের এই চাক্‌ওয়ালী রাণীজীর ঘামজল জোগাতে পারে, এমন একটী রাজা জুটিয়ে দে, তা রাজ-মজুর হ'লেও চ'লতে পারে!

শুকটী। হাঁ, জুটিয়ে দিতে, ঘটিয়ে দিতে, ফুটিয়ে দিতে, লুটিয়ে দিতে সকল পারিলো! সকল পারি। তুহাদের রাজা-রাণীর হুকুমে সে অম্বিকা গিয়ে, সেথাকার রাণীকে ছেলিয়ে হবার তাবিজ বেঁধিয়ে দিয়ে এসিয়েছিলাম। কেমন ছেলিয়ে হইয়েছে বল ত? শুনিয়েছি বড় আচ্ছা লেড়কা হইয়েছে, আমি সেথাকে যাব।

প্র-পরিচারিকা। আহা যাবি বৈকি, যাস্ যাস্। তা সেখানকার রাণী-মা তোকে চিন্‌বেন ত ?

শুক্‌টী। ইস্, চিন্‌বে না ? নেঙটিবেলা হইতে এই বিষ্ণুপুরে ছিল, কেতো বুকে-পিঠে করিয়েছি, কেতো নাচ-তামাসা দেখিয়েছি, সে ত মোর পেটের মেয়ের সাগান আছে ? আমি জরুর অম্বিকায় যাব, দাওয়াই ওয়াই বিকায় না, বেটা তেড়িয়ে দিলে, খেটিয়ে খাবার তাগদ নাই। খানা পিনা বেগরে বড় কষ্ট হইয়েছে দিদি !

প্র-পরিচারিকা। আহা ! তা ত হবেই, তা আমরা তোকে কিছু কিছু পথ খরচা দিচ্ছি, এই নে ধর্—

দ্বি-পরিচারিকা। আমার কাছে একটী সিকি আছে নে, তবু একটি দিনেরও পথ খরচা হবে। (অঞ্চল হইতে খুলিয়া অর্থদান) অম্বিকা হ'তে এসে আমাদের রাণীমার কাছে খবর দিস্, তাহ'লে এখানেও কিছু মিল্‌বে।

শুকটি। বেঁচিয়ে থাক্ বোন্ ! এখন আসি।

[প্রস্থান

ত্রয়োদশ দৃশ্য।

[ইঁদেমেটের কুটীর]

রঙ্গিলার প্রবেশ।

রঙ্গিলা। ঝাড়ু লাগাব, আগাড়ি পিছাড়ি ঝাড়ু লাগাব। জুতি মারকে বেইমান্ কি বদন তোড় দিঙ্গি। আগাড়ি দেও বেইমান! দো-মাইনা ভোর তগ্‌লিপ দেতা, হরাচুরি খেল্‌তা, বুড্ডাকো ভাগাইয়া বুড্ডিকো ভাগাইয়া দিয়া, আবি গোলামকে পয়জার পিঠা করেঙ্গে, তব হামার নাম রঙ্গিলা।

শুকৃটীর প্রবেশ।

শুকৃটি। ইঁদিয়া ঘরকে আছিস রে বাপ?

রঙ্গিলা। আয়া বুড্ডি, ফিন্ আয়া। এই বুড্ডি ফিন্ কাহে আইয়েছি? রে গন্তানি! ভাগ, আবি ভাগ! নেই ভাগ ত—তোম ইঁদিয়া সাথ নেকা বস্, হামিভি ভাগ্‌তি।

ইঁদের প্রবেশ।

ইঁদে। কাহে রে রঙ্গিলা! তোম কাহে ভাগ্‌তি মেরা জানি? আওর তগ্‌লিপ কি বাৎ নেহি, সব ঠিক হোগিয়া। আবি দো হাতমে দো-পাটি খাড়ুয়া দেগা, রঙ্গিলা ঘাগরি, কুরতি দেগা, উম্‌দা মিশি দেগা, খুসি করেগা। ঘাগরি, কুরতি, ওরনা, পিনায়কে আঁকমে সুরমা, চানা, দাঁতমে গোলাপী মিসি লাগায়কে, আসমানি পরী বানায়কে জরুর নেকা বৈঠাঙ্গে (থলি দেখাইয়া) দেখ হুঁ খাড়ুয়া চাঁদি কি থারুয়া পেনায়ুগে!

গীত।

ইঁদে। খাড়ুয়া পিনাঙ্গে দো হাতমে দো পাট্টি,
কাহে না ভালবাস্‌বি।
কাহে না ভালবাস্‌বি, কাহে না নেকা ব'সবি॥
পিনাঙ্গে খাড়ুয়া, রঙ্গিয়া ঘাগরিয়া, কুর্ত্তি পিন্‌নে
বনে যেয়সা পরিকি তস্‌বির। (চিবুক ধরিয়া)

রঙ্গিলা। আরে হট্‌ যাও বেইমান,

ইঁদে। মৎ তোড় মান।
তেরি ইয়াদ নেই ছোটি, লো কস্‌বি॥
বাঁদি, আবি মালুম নেহি কোন্‌ হ্যায় হাম,

রঙ্গিলা। হ্যায় বহুৎ মালুম তু তো জুতি কি গোলাম।

ইঁদে। মৎ গোসা কর মেরিজান্‌, হাম নেমকহারাম?
নেহি কাফের শয়তান।
কিনেগা মিশি, করেগা খুসি
চানা দাঁতমে লেগিয়ে ফিকি ফিকি হাস্‌বি॥

শুকটী। হাম্‌কো কি দিবি বাপজান।

রঙ্গিলা। দিগি ঝারুমে থাল তেরি লেকাল উজান।

শুকটী। (যষ্টি উত্তোলন করিয়া) চোপ রহ বাঁদি
কস্‌বি বেইমান।

ইঁদে। (যষ্টি ধরিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ
হাঃ হাঃ। হামি তোরে খুসি করেঙ্গা মায়িজান্‌।
দহি পিনাঙ্গে কেলা খেলাঙ্গে, এয়সা লক্‌ড়ি পাক্‌ড়ি
বুড়ি খুক্‌ খুক্‌ খুক, খুক্‌ খুক্‌ খুক্‌,
খুক্‌ খুক্‌ খুক্‌ কাস্‌বি॥

শুক্‌টী। ছুই কেলা খানেকা নসিব হামারা নেহি বাপজান্! এক টুক্‌রা রুটি হাম্‌কো দে বাপ্! দোরোজ ভোর দাঁতমে এক দানা কাটা নেহি।

ইঁদে। রুটি—কাঁহা মিল্‌বেরে বেটী!

শুক্‌টী। দোলার বিবিকা খাড়ুয়া কাঁহা মিল্‌বে রে বেটা?

ইঁদে। ওস্‌কা খাড়ুয়া মেঙ্গেগা, তুম্‌কো ঝাড়ুয়া মিলেগা (স্বগতঃ) ওহো হো! বড় একটা জব্বর বাৎ মনে পড়িয়ে গেল। বুড্‌ঢিকা পাশ কাম লেনে হোগা, চটানাকা বাৎ আচ্ছা নেহি হ্যায় (প্রকাশ্যে) দেখ বুড়ি-মায়ি! গোসা ক'রিস না, হামি তুহার বেটা আছি, মাতাল ওঁতাল মানুষ আছি, হামার কথায় রাগ গোসা করিস না। দেখ মায়ি! তোহাকে একটা কাম ক'র্‌তে হবে।

শুক্‌টী। কি কাম রে বেটা?

ইঁদে। নিদালিকা মন্তর হামকো বাতায়ে দেও ত মায়ি, বড়া দরকার লেগি-য়েছে।

শুক্‌টী। কি দরকার বাপজান্?

ইঁদে। সেটী হামি না ব'ল্‌বে। তোম মন্তর বাৎলাও হামি তোমকো কুছ দে দেগা।

শুক্‌টী। আবি দরকার?

ইঁদে। জরুর দরকার।

শুক্‌টী। ক্যা মিলে গা?

ইঁদে। তু মায়ি আছিস্—হামি বেটা আছি, হামি তুহাকে কেয়া দেগা মায়ি! একটা আস্‌রপি লেও।

শুকটি। আস্‌রপি! হাঁ হাঁ, এতো আস্‌রপি হ্যায়, এ কাঁহা মিল্‌লো রে বেটা?

ইঁদে। সেটি হামি ব'ল্‌বে নেই, তোম আস্‌রপি লেকে মন্তর বাৎলাও।

শুকটি। বাস্, শোনেকা দরকার নেই, তব্ দো চা'র বাৎ জানেকা দরকার! কোন্ মু-মে যাবি? জান্ লিবি কি ধন দৌলত চুরি ক'র্‌বি? জান্ লেনেকা মৎলব হ্যায় ত মুরদ কি মেইয়ে, যেস্কা জান লেগা, ও বাৎ কহে না ছক্‌তা কি নেহি? এই কয় বাৎকো জবাব দেও ত?

ইঁদে। কাহে?

শুক্‌টি। দরকার হ্যায়, এক এক কামকা জুদা জুদা মন্তর হ্যায়।

ইঁদে। হাম যাগা পচ্চিম মুমে, দরকার চুরি। ধন-দৌলৎ নেহি, আদ্‌মি চুরি। যেস্‌কো চুরি করনেকো মৎলব হ্যায় ও মুরদ হ্যায়, আবি বাৎ কহেনে ছক্‌তা নেই।

শুক্‌টী। (স্বগত) হুঁ, হাম বহুত রোজকা বুড্‌টি মাগি, তু বেহুয়া বেটা—হামার পাশ চালাকী খেলায়ে যাবি? আস্‌রপি দেখ্‌কে হামারা ইয়াদ হোগিয়া। শয়তানকা রূপেয়া থাকে—জল্লাদকা কাম করেগা, অম্বিকা যাকে রঞ্জা বেটির কলেজা তোড়কে ওস্‌কা বেটা চুরি করেগা ও হোগা নেহি বাপজান্। এধার তোমকো মন্তর বাৎলায়কে ওধার আগাড়ি অম্বিকা যাকে সব কৈ হুঁসিয়ার ক'রেঙ্গে। নিমকহারাম! বেইমান! আস্‌রপি লেকে এসা গুণাগারি, এসা বেইমানি করেগা নেহি, ক'ভি নেহি হোগা, আবি অম্বিকা চলেঙ্গি।

ইঁদে। এ মায়ি! জরুর বাৎলাও, আউর কুছ তোম্‌কো দে দেগা।

শুক্‌টি। কুছ পরোয়া নেই, আও (কাণে কাণে মন্ত্র দান)

ইঁদে। আউর কুছ নেহি?

শুক্‌টি। নেহি, আউর কুছ নেহি।

ইঁদে। বাস্। দেখ মাইয়া! খুব হুসিয়ার, কই আদ্‌মিকা পাশ এবাৎ ব'ল মৎ, খুব হুসিয়ার!

শুক্‌টি। আরে বেটা! কেস্‌কো হুঁসিয়ার কর্‌তা, তু যাবি, হামি জান্‌বে, আউর ধরম জান্‌বে; ওস্কা পাশ হুঁসিয়ার রহো। দে'খ আমাবস্যা রাত্‌মে যাবি, দোস্‌রা রাত্‌মে যাবি মৎ।

[প্রস্থান।

ইঁদে। (বিড় বিড় করিতে করিতে) বাস্, এই ত বহুৎ গরগোৎ হোগয়া। আমাবস্যা রাত্‌মে জানে হোগা, বহুৎ আদ্‌মি সাত্‌মে নেহি লেগা, মেরা ভাই নিধিয়া যাগা—আউর মেধুয়াকে লেগা, ও আচ্ছা জ্ঞানি আছে। এ রঙ্গিলা! এ ক্যা হ্যায় রে। (তোড়া দেখাইয়া)

রঙ্গিলা। ও ক্যায়া হ্যায় মেরিজান!

ইঁদে। আস্‌রপি হ্যায় মেরিজানি?

রঙ্গিলা। আস্‌রপি ক্যায়া মেরিজান্‌!

ইঁদে। সোণেকা রূপেয়া মেরিজানি।

রঙ্গিলা। সোণেকা রূপেয়া ক্যায়া মেরিজান?

ইঁদে। এস্কা এক একঠো তোড়্‌নেসে যোলেঠো চাঁদিকা রূপেয়া মিলেগা মেরিজানি!

রঙ্গিলা। হামকো দেওনা মেরিজান্‌?

ইঁদে। আগাড়ি নেকা বৈঠো জানি। হামি ত তুহাকে জানি, তোমা বহুৎ কুলম্‌ জানি!

রঙ্গিলা। নেকা ত করিয়েছি খস্‌ম! তোম খসম, হামি আওরৎ তেরা। মোল্লা ডাকো, কল্‌মা পড় দেও কুর্ত্তি ওড়না মেরা।

গীত।

ইঁদে। আজ মেরা সাদী।
মেরে পিয়ার কিয়া রঙ্গিলা সাহাজাদি, বাদ্‌শাজাদি।

রঙ্গিলা। তু মেরা দিল্‌ পেয়েরা,
তু মেরি জান্‌রে তু মেরি জান্‌,
আস্‌নাই কি দরিয়ায়,
পিরীত কি পালোয়ার বহে উজান,
সেঁইয়া বহে উজান।
তুমেয় না, খস্‌ম বনা, হামি তুহারি বাঁদি॥
হামি তুহারি বাঁদি॥

[প্রস্থান।

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।

[অম্বিকা—রাজ-অন্তঃপুর]

রাণী আসীনা, মন্ত্রী ও দাসীর প্রবেশ।

মন্ত্রী। দেখ মা চাহিয়া মরি কি সুন্দর শোভা,
বসিয়াছে অম্বিকায় আনন্দের হাট।
আনন্দ হিল্লোল কত উঠিছে চৌদিকে—
ঘরে ঘরে হুলুধ্বনি মঙ্গল আচার,
উল্লাস মঙ্গল বাদ্য বাজিছে নগরে।
বিবিধ কুসুমভার কত যোগাইছে মালী,
দেবালয়ে পুড়িতেছে কত ধূপধুনা,
উল্লাসেতে সগৌরবে সে সৌরভ-রাশি,
বহিতেছে গন্ধবহ মৃদুমন্দ বহি।
মন্দিরে বিগ্রহ মূর্ত্তি পূজিছে পূজারি,
হইয়া মঙ্গলকাম শত উপচারে;
অবিশ্রাম চণ্ডীপাঠ হোম-স্বস্ত্যয়ন,
হইতেছে চণ্ডীর মন্দিরে।
গৃহস্থের গৃহদ্বারে দীনের কুটিরে,
শোভিতেছে পূর্ণকুম্ভ আম্রশাখাসহ,
উড়িছে শ্বেত পতাকা শ্বেত সৌধ শিরে,
মন্দ-সমীরণসনে আনন্দে নাচিয়া,
প্রচারিছে অম্বিকার আনন্দ বারতা।

দীনদুঃখী অন্ধ-খঞ্জ নিরন্ন-ভিখারী
আসিতেছে কত দেশ-দেশান্তর হ'তে,
কত শত যাইতেছে স্বদেশে চলিয়া।
আশাতীত ধনলাভে সন্তুষ্ট-হৃদয়ে—
মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিয়া সকলে,
অম্বিকাব দাতাকর্ণ রাজা কর্ণসেনে।
আশীর্ব্বাদ করি তব নবীন বালকে,
পুলকে মঙ্গলগীতি গাইতে গাইতে।
ঐ শুন, শত শত বৈদিক ব্রাহ্মণ,
করিতেছে বেদগান বেদোক্ত বিধানে।
শিশুর কুশল-কল্পে মহাহোমে কেহ
দিতেছে আহুতি দেবী রুক্মিণীর গৃহে।
প্রজা ভৃত্য পুরবাসী স্বজন-বান্ধব,
নিমন্ত্রিত—রবাহূত অনাহূত আদি
দূর দূরান্তরবাসী অতিথি ভিখারী
ভাসিছে সকলে আজ আনন্দ-সাগরে।
আবালবনিতা-বৃদ্ধ প্রজা কোটী কোটী—
তোমার সুখের দিনে সুখী আজ সবে,
তুমি কেন নিরানন্দ অম্বিকা ঈশ্বরী?
মমতাপ্রবণ হৃদি সদা শঙ্কাতুর
পড়ে তাতে মুহুর্মুহু অভ্র-ছায়াসম
কপোলকল্পনাকৃত অমঙ্গল ছায়া,
জানি আমি; কিন্তু দেবী জ্ঞানবতী তুমি।
তোমার উচিত নহে, হেন শুভদিনে
অন্তরে অর্পিতে স্থান অশুভচিন্তায়।
অকাতরে প্রাণ দিয়া ধর্ম্মের উদ্দেশে—
হৃদয়ে পেয়েছ যেই প্রাণভরা ধন,
ধর্ম্ম সাধনের ফলে কর্ম্মবৃক্ষে তব

দেখ কি সুকৃতিফল ফুলিছে উল্লাসে,
ধর্ম্ম সাধনের ধন ধর্ম্মের প্রসাদ
সাদরে ধরিয়া হৃদে পরিতৃপ্ত প্রাণে
কর মা দুঃখের শান্তি ত্যজ চিন্তা যতো
হ'ও না ব্যাকুলা এত বালিকার মত!

রাণী। সত্য আমি অল্পবুদ্ধি অবলা বালিকা।
সহজে অবলা বালা দুর্ব্বলহৃদয়া।
কিন্তু পিতঃ! নহি আমি হীনবুদ্ধি তত,
নহি আমি ততদূর দুর্ব্বলহৃদয়া।
স্নেহাধিক্য হৃদয়েতে যার—গতি তার কুচিন্তার পথে,
অমঙ্গল ছায়া সদা পড়ে সে হৃদয়ে,
কল্পিত চিন্তায় নানা দেখে বিভীষিকা।
কিন্তু পিতঃ! নহি আমি কুচিন্তার দাসী
কাল্পনিক কুচিন্তায় নহি আকুলিতা।
আঁধার কুটীরে মোর জ্বলিয়াছে আলো,
আঁধার আকাশে মোর উঠিয়াছে চাঁদ,
বিশুষ্ক বাগানে মোর ফুটিয়াছে ফুল,
ছুটিয়াছে মরুক্ষেত্রে শান্তি প্রস্রবণ।
ধর্ম্মের কৃপায় মোর আনন্দের দিন
আমারই আনন্দে আজ—আনন্দিত সবে।
কিন্তু পিতঃ! অভাগিনী আমি,
না জানি কি আছে লেখা পোড়াভাগে মোর
কি আছে ধর্ম্মের মনে—না পারি বুঝিতে;
এই যে আনন্দ মম মনে হয় যেন—
অশনিপতনপূর্ব্বে বিদ্যুতের খেলা।
হায় পিতঃ! ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন মোর,—
সুখের কপাল মোর হইত যদ্যপি;
তা হইলে বিষ্ণুপুর রাজ-মন্ত্রী যিনি,

পিতৃহীনা মাতৃহীনা পরায় পালিতা,
অভাগী ভগিনী ব'লে স্নেহের নয়নে—
একটি দিনের তরে না হেরিয়ে মোরে,
চিরদিন বিষদৃষ্টে দেখিছেন তিনি।
বিষ্ণুপুর অধীশ্বরী জ্যেষ্ঠ সহোদরা
তিনিও অপুত্রবতী হতাশ-হৃদয়া
আমারও ছিল না আশা।
এক মাত্র ধর্ম্মব্রতে ধর্ম্মে ধেয়াইয়া
পেয়েছি মর্ম্মের ধন ধর্ম্মের প্রসাদ।
এ আনন্দে কোথা আজ আনন্দের হাট
বসাবেন বিষ্ণুপুরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মোর
উঠিয়া উল্লাস উৎসব—
আনন্দ তুফানে বিষ্ণুপুর অম্বিকায় হবে একাকার।
তা না হ'য়ে, সে দাদা—সেই সহোদর
কংসের হৃদয় দিয়া গঠিয়া হৃদয়
বিনাশিতে ব্যগ্র আজ শিশুর জীবন,
ভগিনীর হৃদপিণ্ড ছিন্ন করি যেন,
কেড়ে নিতে সাধ তাঁর হৃদয়ের মণি।
কেনই বা আজ আমি দেবকীর মত—
সদ্যোজাত শিশু ল'য়ে শশঙ্কিত-প্রাণে,
কেমনে বাছার প্রাণ বাঁচাব ভাবিয়া
অকূলে ভাসিব আজ আকুল পরাণে।
চারিদিকে ঝঞ্ঝাবাত বহিছে সবেগে
কুটিরে জ্বলিছে মোর ক্ষীণালোক দীপ।
কখন সে ঘূর্ণীবায়ু পশিয়া কুটিরে—
নিবাইয়া দিবে আলো ভাঙ্গিবে কুটির।
ভট্টমুখে সকলি ত শুনেছ সেদিন!
দাদার কুটিল-চক্র কি আর কহিব।

জানি মাতঃ! জানি আমি পূর্ব্বাপর সব,
জ্যেষ্ঠের প্রকৃতি তব জানি পূর্ব্ব হ'তে।
স্বার্থপর, অধার্ম্মিক, নিষ্ঠুর বঞ্চক
পাপের প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি সহোদর তব।
যে কার্য্যেতে কাঁপে প্রেত পিশাচের প্রাণ—
পশুর হৃদয়ে হয় করুণা সঞ্চার,
সুখী সহোদর তব সে কার্য্য সাধিয়া।
কিন্তু দেবি! কি চিন্তা তাহাতে?
ধর্ম্মের আশ্রিতা তুমি সতী পতিব্রতা।
ধরায় ধর্ম্মের মূর্ত্তি, দানকল্পতরু,
মহারাজ কর্ণসেন চির-পুণ্যবান্
পুণ্যধাম অম্বিকা তোমার।
কি সাধ্য সে মহাপাপী পশি পুণ্যধামে
সাধিতে সক্ষম সতি! অনিষ্ট তোমার?
বাড়ায়ে পাপের ভরা ঈর্ষাবিষে জলি—
আপনি আপন পাপে মজিবে দুর্ম্মতি।
জানি সব, কিন্তু পিতঃ! এ যে কলিকাল!
ধার্ম্মিকের অধোগতি, পুণ্যপরাভব,
সত্য, শান্তি, দয়া, ধর্ম্ম সবই হীনবল;
কেবল পাপের বল প্রবল কলিতে!
উদার ধর্ম্মের দ্বার উন্মুক্ত সদাই—
পাপের কুটিল পথ বড়ই দুর্গম।
তাই পিতঃ! পাপী কংসসম সহোদরে—
বড় ভয় বাসি মনে, কি জানি কখন
কি কৌশলে সর্ব্বনাশ সাধিবে আমার।
প্রকাশ্যে পশিতে কভু হবে না সক্ষম;
শত্রুভাবে অম্বিকায়, থাকিতে এ পুরে
মহাবীর বীর কালু, কালের কিঙ্কর—

সমররঙ্গিণী লক্ষ্মী সঙ্গিনী তাহার।
তবে যদি কূট শত্রু ছলে বা কৌশলে
করে পাপী স্বকার্য্য সাধন।
কপটির চক্রভেদ বড়ই কঠিন।

রাণী। কৌশলে সাধিবে কার্য্য পাপী মহানদ—
পাইয়াছি আভাস তাহার।
তাই পিতঃ! সদা প্রাণ কাঁপিতেছে মোর,
কখন কি সর্ব্বনাশ ঘটিবে আমার।

মন্ত্রী। কার মুখে কি আভাস পেয়েছ জননি?

রাণী। ছিনু যবে বিষ্ণুপুরে বালিকা বয়সে,
সবাই বাসিত ভাল আসিত দেখিতে,
সবাই লইত কোলে করিত আদর।
সেইকালে মাঝে মাঝে বেদিনী জনেক,
বাঁধিতে ঔষধ মোর জ্যেষ্ঠা ভগিনীরে
আসিত সে অন্তঃপুরে, তনয়ার মত
আমারে বাসিত ভাল—দিত অঙ্গে বাঁধি
বিবিধ ঔষধ কত রক্ষা মন্ত্র পড়ি।
বিষ্ণুপুরেশ্বরী মোর জ্যেষ্ঠা সহোদরা
বন্ধ্যা তিনি, আমিও সে সহোদরা সম
পাছে বন্ধ্যা হই এই আশঙ্কায়
বন্ধ্যাত্ব ঘুচাতে মোর সে বৃদ্ধা বেদিনী
বাঁধিত ঔষধ কত বাল্যকালে মোর।
মাতৃহীনা পিতৃহীনা পরান্নপালিতা,
ভগিনীর স্নেহ আর রাজারকরুণা—
একদিন ছিল মাত্র সম্বল যাহার,
আজ সেই রঞ্জাবতী অম্বিকা-ঈশ্বরী।
পূর্ণকাম আজ সেই ধর্ম্মের প্রসাদে—
শুনিয়া আনন্দ মনে সে বৃদ্ধা বেদিনী

এসেছে দেখিতে মম হৃদয়-রতনে।
হয় ত অন্তরে তার নিতান্ত ধারণা—
আমারি ঔষধিবলে রম্ভা পুত্রবতী।
এই ভেবে অতি কষ্টে সে বৃদ্ধা বেদিনী—
এসেছিল অম্বিকায় অন্তঃপুরে মোর।
যথাসাধ্য পুরস্কার দিয়াছি তাহায়,
আনন্দে আশীষ করি দিয়াছি বিদায়।
বিদায় হইয়া বৃদ্ধা যাইবার কালে—
ব'লে গেছে বার বার অতি সংগোপনে,
শিশু ল'য়ে সাবধানে থাকিতে সতত ;
বিশেষতঃ অমাবস্যা আগামী নিশিতে—
অতি সাবধানে সবে রহিবে জাগিয়া।
পাহারা, প্রহরী-দ্বারী পুরবাসী সব—
সশস্ত্রে জাগিবে, যেন কেহ না ঘুমায়!
নিদ্রাবসে অলসে মুদিলে আঁখি তারা,
হারাব নয়নতারা বক্ষের রতন।

মন্ত্রী। কোথা মা সে বেদিয়া রমণী ?

রাণী। বিদায় হইয়া চ'লে গেছে বিষ্ণুপুরে।

মন্ত্রী। হ'লেও ইতর-জাতি বেদিয়া রমণী,
অবিশ্বাস অবহেলা নহেক উচিত।
ধূর্ত্ততা, শঠতা, মিথ্যা ইতরের ঘরে,
বড়ই বিরল, সত্য বেদিনীর বাণী।
নিশ্চয় কি ছলে আছে পাপী মহানন্দ।

রাণী। কি হবে উপায় পিতঃ। কোথা যাব আমি
কাহার স্মরণ নিলে এ ঘোর সঙ্কটে—
বাঁচিবে পরাণে মোর হিয়ার পুতলী ?
দয়া ক'রে সংবাদ দেহ মহারাজে,
কি যুক্তি করেন স্থির স্বকর্ণে শুনিব।

মন্ত্রী। ব্যাকুলা হ'ও না মাতঃ অম্বিকা-ঈশ্বরি!
চিন্তিয়া ধর্ম্মের পদ থাক শান্তভাবে;
বিবরিয়া সব কথা জানায়ে রাজায়—
অবিলম্বে আসিতেছি সঙ্গে ল'য়ে তাঁরে।

[প্রস্থান।

রাণী। (স্বগত) কোথা তুমি ধর্ম্মদেব! কি দোষে—কি ছলে—
এ ছলা এ লীলা-খেলা অবলার সনে?
পেয়েছি অমূল্যনিধি প্রসাদে তোমার,
তুমিই দিয়াছ হেন বুকভরা ধন!
তোমারই দেওয়া নিধি—তোমারই চরণে,
উদ্দেশে অর্পিল দাসী। দে'খ দয়াময়!
দিয়ে নিধি পুনঃ যদি লও হে কাড়িয়া,
দত্ত-অপহারী নাম ঘুষিবে জগতে।

রাজা, মন্ত্রী ও প্রহরীর প্রবেশ।

রাজা। রঞ্জাবতি!
এখনও কি ঘোচে নাই বালিকা-স্বভাব?
কোথাকার হীনজাতি বেদিয়া রমণী—
মিথ্যাবাক্যে দেখাইয়া গেছে আত্মীয়তা।
কতই সুহৃদ্ যেন—কত ব্যথা প্রাণে,
এসেছে ছুটিয়া তাই বিষ্ণুপুর হ'তে,—
শত্রু যুক্তি ষড়যন্ত্র জানাতে তোমারে।
কিছু নহে সত্য; মাত্র অর্থের লালসে—
এসেছিল অম্বিকায় সে বৃদ্ধা বেদিনী।

রাণী। সত্য হ'ক—মিথ্যা হ'ক জানেন ঈশ্বর,
দুর্জ্জনের মনোভাব দেবের দুর্জ্ঞেয়।
পদে পদে দেখেছ ত দাদার ব্যভার?
পদে পদে শুনেছ ত কটুবাক্য তাঁর?

মর্ম্মভেদী বাক্য-বাণ সহিয়াছ কত।
তথাপি সুহৃদ্‌জ্ঞান হেন শত্রুজনে ?
ভট্টমুখে সব কথা শুনেছ ত তাঁয়!
মুখে সুধা অন্তরেতে তাঁর হলাহল।
কেমন গরল পূর্ণ হেমকুম্ভ তিনি,
ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভট্ট যারে পারিল চিনিতে,
মহাজ্ঞানী হ'য়ে তুমি না চিনিলে তাঁরে ?
আত্মবৎ জগত দেখা ধার্ম্মিকের নীতি—
সংসারীর পক্ষে কিন্তু অনর্থের মূল।

রাজা। আমিও সংসারী রাজ্ঞি! একবার নয়—
সংসার ত্যজিয়া ভ্রমি বৈরাগ্যের পথে,
আবার বিধির চক্রে বিষম সংসারী।
সুজনের সরলতা—শঠের শঠতা,
সংসারের রীতিনীতি আচার-ব্যভার—
না জানি এমন নয়; কিন্তু প্রাণবতি!
এতদূর অবিশ্বাস স্বজন-সুহৃদে,
এমন নিষ্ঠুর পাপী চণ্ডাল ভাবিতে—
সরে না মানস মোর; মানুষও ত আমি ?
সত্য ত পিশাচ নয় সহোদর তব ?
জানি আমি, মহানন্দ স্বার্থের সেবক;
নিতান্ত হৃদয়হীন নাহি ধর্ম্মজ্ঞান,
স্বার্থসিদ্ধি-হেতু যাহা না সম্ভবে তারে।
কিন্তু সতি! বল দেখি কোন্ স্বার্থলোভে,
নাশিতে বাসনা তার শিশুর পরাণ ?

রাণী। জীবগণে দংশে সর্প কোন্ স্বার্থহেতু মহারাজ ?
ত্যজ রাজা এত উদারতা!
মহাপাপী মহানন্দ পূর্ণশত্রু জানি—
বন্ধ্যা বেদিনী-বাক্য বেদবাক্য-জ্ঞানে,

করে ধরি—কর রাজা বিহিতবিধান ;
নতুবা নিশ্চয়—পোহাইলে অমানিশা,
নারীহত্যা—শিশুহত্যা অর্শিবে তোমারে।

রাজা। স্থির হও রঞ্জাবতি! উতলা হ'ও না।
কে আছ হেথায়?

প্রহরী। মহারাজ!

রাজা। যাও শীঘ্র, ডাক কালুডোমে—লক্ষ্মী আর বলাইয়ের সহ।
নিরক্ষর হইলেও সমর পণ্ডিত ;
নীচজাতি হইলেও সুমন্ত্রী আমার।

প্রহরী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। করিয়াছি পদে পদে বহু উপকার,
পদে পদে বুঝাইয়া বিষ্ণুপুররাজে—
শত শত অপরাধ দেওয়ায়েছি ক্ষমা ;
যে হ'তে জনমভূমি বাস্তবৃক্ষসহ—
গ্রাসিলেক দামোদর বিশাল উদরে ;
হইয়া আশ্রয়হীন আসি বিষ্ণুপুরে—
লইল আশ্রয় যবে ভগ্নীপতি গৃহে,
বালিকা ভগিনী এই রঞ্জবতীসহ।
কত মতে লওয়াইয়া বিষ্ণুপুর-রাজে—
দেওয়াইনু উচ্চপদ মূর্খ মহানদে।
ভুলেছে কি মহানদ—সে সকল কথা?
সৌহৃদ্য বন্ধুতা সহ প্রাপ্ত উপকার,
একবারে বিসর্জ্জিয়া বিস্মৃতির জলে—
পারিবে কি এতদূর অকৃতজ্ঞ হ'তে?
পারিবে কি এতদূর বৈরতা সাধিতে?
সৌহৃদ্যের বিনিময়ে ধ'রে শত্রুভাব!
কিবা তব হয় অনুমান?

মন্ত্রী। মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে।
সহস্র সুহৃদ্ হও চির উপকারী,
খলের হৃদয়ে তাহা নাহি পায় স্থান।
দুগ্ধদানে পালিলে কি ভুজঙ্গশাবকে—
অধরেতে সুধাধার বহে তার কভু?
উরগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবের বশে—
উগারে সে হলাহল দুগ্ধ বিনিময়ে।

লক্ষ্মী ও বলাইয়ের প্রবেশ।

বলাই। (রাজা ও রাণীকে প্রণামপূর্ব্বক) কি হুকুম মহারাজ?

রাজা। কালু কোথায়?

বলাই। কাল রাত্রে আমাদের উপর গড়ের পাহারার ভার, আর মায়ের উপর অন্দরের পাহারার ভার দিয়ে, শেষরাত্রে বিষ্ণুপুরে গিয়েছেন।

রাজা। কেন, এখন হঠাৎ বিষ্ণুপুর যাবার কারণ?

বলাই। সেখানে বাসকালে কারও কারও সঙ্গে কিছু কিছু দেনাপাওনা আছে; তাই যদি কিছু আদায় হয়, তাই ভেবে একবার তাগাদায় গিয়েছেন।

লক্ষ্মী। চিজ্‌বাজ্ সব মাঙ্গা হইয়ে গিয়েছে মনিব! আর প্যাট্‌কে থাতি কুলায় না।

রাজা। কেন লক্ষি! তোমাদের অন্নকষ্টের ত কোন কারণই নাই; যদিও তোমরা আমার কাছে কিছু কিছু বেতনস্বরূপ গ্রহণ ক'র্‌তে নারাজ, তথাপি আবশ্যকমত দ্রব্যাদি নিতে ত তোমাদের কোন আপত্তি ছিল না?

বলাই। মা তা ত নিতে দেন না। বলেন, আমরা মনীবের মাটিতে বাস ক'র্‌ছি। রাজার রাইয়ত হ'য়ে একটি পয়সা থাজনা দিতে হয় না; তার উপর মনীবের দয়া পেয়েছি, মা-বাপের ভালবাসা পেয়েছি, এই ঢের।

রাণী। হাঁ লক্ষি! তুমি এম্নি ক'রে নিষেধ ক'রেছ? এ কথায় মনে বড় ব্যথা পেলাম লক্ষি!

লক্ষ্মী। ওতে কিছু মনে ক'রিসনে মনীব-মা! আমাদের কিসের দুঃখ আছে? এমন সর্‌গের দেবতা মনীব পেয়েছি, মনের সুখে নাম-বাড়িতে বাস

ক'বৃছি, আমাদের কিসের কষ্ট আছে মা! তবে লোকের দুয়োরে দু-পয়সা পাওনা থুওনা আছে, আদায় হইয়ে এলেই, কাজে লেগিয়ে যাবেক্। রাজা-রাণীর ভাত ত আমাদের হাঁড়িতে তোলা আছে মা! যখন কিছু না জুটবে, গতর খেটিয়ে খেতে লাব্‌ব, তখন সে হাঁড়ির ভাতে হাত দিব। এখন হইতে রাজার ভাতে পেট পুষ্‌তে শিখ্‌লে যে আর খেটিয়ে খেতে লার্‌ব। তু দুঃখু কবিসনে মনীব-মা! লক্ষী তোব তেমন বেটি না আছে; লেবার খাবার সময় সে বোঝে। এখন ডেকিয়েছিস্ কিসের লেগিয়ে বল্‌ত?

রাণী। কালু আসবে কবে—কিছু ব'লে গিয়েছে কি?

লক্ষী। তাতে তোর কি দরকার আছে মা? সে সবভার লক্ষীকে দিয়ে গিয়েছে। সে আসুক, না আসুক—মোরা ত মা-বেটা আছি?

রাজা। বলাইও শুনেছি খুব খেলোয়াড় হ'য়েছে, বাপের মত সাহসও আছে বলাই বাপেব নাম রাখ্‌তে পারবে।

লক্ষী। বাঘিনীর পেটে শেয়াল জন্মায় না রাজা!

রাজা। লক্ষি! আমি বুঝেছি—তুই সামান্যা মেয়ে ন'স্, যদিও প্রকৃতি মাত্রেই সেই পরা-প্রকৃতি মহাশক্তির অংশ, তথাপি যেন তোমাতেই তাঁর প্রলয়-ঙ্করী শক্তি পূর্ণাংশে প্রকটিত। তোমার প্রতিকার্য্যে, প্রতিবাক্যে, প্রতি পাদক্ষেপে—যেন সেই বরাভয়দাত্রী ভৈরবীর মাভৈঃ রব ধ্বনিত হ'চ্ছে। তুমি নিশ্চয় কোন অভিশপ্তা দেবী; নিশ্চয় কোন অভিশাপে মানবীরূপে নীচকুলে জন্মগ্রহণ ক'রেছ। আশীর্ব্বাদ করি, পতি-পুত্রের সহিত তোমার মনেব বল, বাহুবল আর এই স্বার্থশূন্য অকপট প্রভু-বাৎসল্য চিরদিন অটল থেকে, তোমার ধর্ম্মবলকে প্রবল করে। ও কে! কালু আস্‌ছে নয়? আহা! মধুসূদন! সবই তোমার ইচ্ছা।

কালুর প্রবেশ।

লক্ষী। সব্‌দার এসিয়েছিস্? মনীব ত তুহার লেগিয়ে ভেবিয়ে সারা।

কালু। (অভিবাদনপূর্ব্বক) গোলামের জন্য ভাবনা কেন হুজুর! গোলাম একঘডি অম্বিকা ছাড়া নয়, তবে একটি দিনের জন্য বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলাম, তাও আটঘাট বেঁধে।

রাজা। হাঁ, তা ত সব লক্ষী আর বলাইয়ের কাছে শুন্‌লাম। কাল রাত্রে তুমি বিষ্ণুপুর রওনা হয়েছ, আজ তৃতীয় প্রহরের মধ্যে ফিরে এলে। এই বর্ষাকালের কুচল পথ-ঘাট, নদ-নদী একাকার, এমন দুর্য্যোগের দিনে সপ্তাহের পথ—মাসেকের পথ হ'য়ে উঠেছে। তুমি এই এক সপ্তাহের পথ গেলে আর এলে! পথই যেন পরিচিত; জল, জঙ্গল, সম্মুখে অকুল পাথার এরা ত তোমার হাত ধরা নয়।

কালু। হুজুর! গোলাম কখন পথ চেনাচিনির ধার ধারে না। সুখ-স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনার অবস্থায় কখন কখন রাস্তাঘাটে যাতায়াত করি বটে, কিন্তু সাতদিনের পথ একদিনে চ'ল্‌তে হ'লে, তখন আর রাস্তাঘাটের ধার ধারিনে, পারাপারেরও তক্কা রাখিনে। তখন একটা মনগড়া গিদে রাস্তা বানিয়ে নিই, নদী নালা লাফিয়ে পার হই।

রাজা। এত দূর সংবাদ আমি রাখিনে। আজ হঠাৎ একটি বিশেষ কারণ হ'য়েছে ব'লেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, এখনও সে কথা বলাই বা লক্ষীকে বলি নাই। তুমি এলে ভালই হ'ল, লক্ষী আর বলাইয়ের সাহসে অনেকটা আশ্বস্ত হ'য়েছিলাম বটে, কিন্তু তোমাকে পেয়ে আমার সব চিন্তা দূর হ'ল। দেখ কালু! তোমাদের পূর্ব্ব প্রভু যিনি এখন বিষ্ণুপুর-রাজ্যের সর্ব্বে সর্ব্বা, শুনলাম—সেই মহানন্দ নাকি আমার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত?

কালু। এ কেমন কথা হ'ল মহারাজ?

রাজা। যিনি স্বকর্ণে সব শুনেছেন, তাঁর কাছেই—তাঁর ভাইয়ের গুণাগুণের কথা শুন।

কালু। কি খবর রাণী মা? আমি তোদের গোলাম, আমার কাছে সব কথা খুলে ব'ল্‌বি।

রাণী। বিষ্ণুপুর হ'তে একটী বৃদ্ধা বেদিনী এসেছিল; আমি যখন বিষ্ণুপুরে ছিলাম, তখন সে আমাকে বড়ই ভালবা'সত, আজ সেই বেদিনী অম্বিকায় এসেছিল; তার মুখে শুন্‌লাম, দাদা আমার সর্ব্বনাশের জন্য ষড়যন্ত্র ক'রে-ছেন, বিষ্ণুপুরে ইঁদে মেটে ব'লে কে একজন গুণী আছে, তাকে দিয়েই হ'ক্ বা সৈন্যসামন্তকে নিয়ে অম্বিকায় চড়াও হ'য়েই হ'ক্, আমার দুধের বাছাকে কোলছাড়া ক'রে—কেড়ে নিয়ে যাবে। আগামী অমাবস্যা রাত্রে

এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধি কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছে। বেদিনী আরও কথা ব'লে গেল, খুব সাবধানে থাক্‌তে—খুব সতর্কভাবে লোক-জন, সৈন্যসামন্ত সজাগ থাক্‌তে ব'লে গিয়েছে। সে বেদের মেয়ে হ'লেও, তার একটী কথাও মিথ্যা নয়; সে বুড়মানুষ অনর্থক মিথ্যাকথা ব'ল্‌বার জন্য এতদূর দুরান্ত পথ, দিন রাত হেঁটে অম্বিকায় আসে নাই, ভালবাসে ব'লে প্রাণের টানে ছুটে এসেছে। এখন কি উপায় হবে কালু! লক্ষ্মি! কি হবে মা? হয় ত অমাবস্যা রাত্রিও শেষ হবে, তোদের সঙ্গে দেখা শুনাও শেষ হবে।

লক্ষ্মী। ইহার তরে এত ভাবনা কিসের মা? তোর গোলাম, তোর হুকুমের নফর মোদের সর্‌দারকে, বলা বেটাকে, মোর দেওর দলু সর্‌দারকে আশীষ কর, আর নিমকের বাঁদি লকীর মাথায় পায়ের ধুলো দিয়ে, ধরম ধেইয়ে সোণার চাঁদকে বুকে লিয়ে বসিয়ে থাক্। সে শয়তানের কি মুগ্দুর আছে যে মা মোদের ধরে গর্দ্দান থাক্‌তে মোদের মনীবের হিয়ার ধন কেড়িয়ে লিয়ে যায়?

কালু। এ অভদ্রা বর্ষার দুর্য্যোগের দিনে যে বেশী সেপাই শান্তি নিয়ে—নদ নদী পেরিয়ে এসে, রাত্রির মধ্যে হানা দেবে এও ত আমার মনে নেয় না, আর তাহ'লেও এই ত আমি বিষ্ণুপুর হ'তে আস্‌ছি, কিছু না কিছু ত জান্‌তে পার্‌তাম। আমার বোধ হয় শয়তান কোনরূপ চুরির মতলব ক'রেছে।

লক্ষ্মী। আর সেপাই শান্তি লিয়ে যদি চড়াও হ'য়ে—লড়াই দিতেই আসে, তাতেই বা কিসের ভয়রে সর্দ্দার? তোরা বাপ বেটায় বুকে হিম্মত বাঁধিয়ে ঠিক্ থাক, আমার কথা শুনিয়ে কাজ কর, দেখ এক আঁধারিয়া আমাবস্যা রাত্‌মে শয়তানের লাক্ লাক্ লড়ায়ের সেপাই নদী কিনারে জমীন লেয়াতে পারি কি না!

বলাই। তু কি মতলব ঠেউরেছিস্ মা?

লক্ষ্মী। রাজার হুকুম লে, পরোয়ানা লিয়ে গড়কে যেতো বন্দুক হেতিয়ার-ওয়ালা সেপাই আছে, সব দুভাগ করিয়ে এক ভাগ রাজবাড়ী ঘিরিয়ে রাখ, দোসরা ভাগ দার্‌কা নদীর কিনারে ঠিক করিয়ে রাখ, আর তু, সর্দ্দার আর হামি তিনজন নদী পেরিয়ে গিয়ে, তোরা বাপ বেট্টা পুরব মুখে আর

হামি দূর-তফাতে পচ্ছিমমুখে আঁধার-আড়ালে তীর্‌কামটী লিয়ে ঠিক থাকিগে। যে সব সেপাই নদী-কিনারে খাড়া থাক্‌বে, শয়তানের সেপাই-দল নদী-কিনারে পৌঁছছিলেই, তারা যেন এপার হ'তে একবারে বন্দুক ছুড়ে, তাহ'লেই শয়তানদের সেপাই—সা'র বেঁধিয়ে খাড়া হইয়ে যাবে, আর সেই ওক্তে মোরা এমন জোরে তীর ছুড়্‌ব যে, এক একটা তীর পাশাপাশি দশ বিশটে সেপাইকে গেঁথিয়ে লিয়ে চলিয়ে যাবে। দেখ্‌বি, এক ঘড়ির মধ্যে নদীর তুফান লাল হইয়ে যায় কি না!

রাণী। না লক্ষ্মি! তা হবে না, সে কালরাত্রে তুমি আমার কাছছাড়া হ'তে পার্‌বে না। তুমি কাছে থাক্‌লে, আমার অৰ্দ্ধেক প্রাণ তোমার কাছে থাক্‌বে, ম'র্‌তে হয়—তোর কোলে ম'র্‌ব।

কালু। তা হবে না মা! এতদূর উতলা হ'লে অম্বিকা রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌ব না। এ ক্ষেত্রে কিছু না কিছু রক্তপাত হবেই হবে। এখন যা ভাল বুঝ, তাই হুকুম কর; কিন্তু ছেলে তোমাদের কাছে রাখ্‌ব না।

রাজা। কালু! আর আমার ভালমন্দ চিন্তার সময় নাই। আমার মতির স্থির নাই, যা কৰ্ত্তব্য বোধ কর—তাই কর, উপস্থিত তোমার উপরেই আমার নগর রক্ষার, ভবন রক্ষার আর সরলা বালিকার জীবনরক্ষার ভার তোমার হস্তে ন্যস্ত রেখে নিশ্চিন্ত হ'লাম। সেনাপতির উপর আদেশপত্র লিখে দিচ্ছি, সকলেই তোমার আজ্ঞাবহনে প্রস্তুত হবে। বিশেষতঃ, তোমার বীরত্বে, তোমার দয়ায়, তোমার জ্ঞানে, তোমার প্রভুভক্তিতে, তোমার সৎ-সাহসে, পর-উপকারিতায় আমার রাজ্যের আবালবৃদ্ধ সকলেই তোমার বাধ্য, সকলেই তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান্, সেনাপতিগণ সন্তোষের সহিত তোমার সুপরামর্শ গ্রহণ ক'র্‌বে; এ আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তথাপি তাদের নিকট অনুজ্ঞালিপি পাঠাচ্চি।

কালু। আর একটী কথা হুজুর! আমাদের লাঠি, তীর, কামটী, ঢাল, বল্লা ত আছেই, এর উপর গোটাকতক বন্দুক, হেতিয়ারখানা হ'তে দিতে হুকুম হ'ক্‌। আমাদের ডুম্‌নীরে অন্দরের ঘাঁটিতে পাহারা দেবে, তাদের তীরের নিশান খুব দুরস্ত আছে, বন্দুক ছুড়্‌তেও পারে; তাদের কাছে তীর কামটী আর বন্দুক থাক্‌বে। মাঝের ঘাঁটিতে আমার

এক তারের জোয়ানসব লাঠি.তলোয়ার, ঢাল, ফলা, তীর, কামটী আর এক একটা বন্দুকলিয়ে খাড়া থাক্‌বে, সদর ফটকে মোর বেটা বলা কামানের উপর চেপিয়ে থাক্‌বে, আমি অন্দর বাহিরে ফটক হ'তে গড় পর্য্যন্ত সব ঘুর্‌ব। লক্ষী অন্দরের ঘাঁটি, গড়ের সেনা, সব দেখিয়ে বেড়াবে। সব্‌দাবনীকে একটা ভাল বন্দুক হুকুম করিয়ে দেবেন।

লক্ষী। ও সয়তানের হেতিয়ার! তুব্‌লার হাতে জোয়ান মারে,ও হেতিয়ার লক্ষী না ছোঁবে। মোর ভগবতী মনীব-মা দোয়া দিস, রাজা মনীব—আর তু সব্‌দার আশীষ করিস্, মোর এই তীরকামটি বেঁচিয়ে থাক।

রাজা। লক্ষী যেন সত্য-সত্যই মূর্ত্তিমতী রণচণ্ডি! যাও মা! আজ তোমাদের হাতে আমার জীবন-মরণের ভার অর্পিত থাকল।

কালু। আপনি অন্দরে যান, কেলোডোমের গর্দ্দান থাক্‌তে—অম্বিকায় যমের অধিকার নাই। আমাদের হাজার হাজার প্রাণ একদিকে, আর তোমাদের ঐ কুলের ধবজা, ঐ হাজার ভমরা-ভ্রমরীর প্রাণ—ছেলেটির প্রাণ একদিকে, এইটি ঠিক জেনে রাখ্‌বেন; এখন অন্দরে যান।

রাণী। লক্ষি! মা! তোমাকে আর বেশী কথা কি ব'ল্‌ব? তোমার দুটিহাত ধ'রে ব'ল্‌ছি, অমাবস্যার কাল-নিশির অবসানে যেন তোদের এই হতভাগিনী মার মরা মুখ দেখ্‌তে না হয়।

লক্ষী। আরে যানা পাগ্‌লী বেটি! অন্দরে যা! এত কথা লক্ষীর কাছে, কি লেগিয়ে বে বেটি? যা অন্দরে যা।

রাজা। কালু! আর বেশী কি ব'ল্‌ব, বড়ই গুরু দায়িত্ব—খুব সাবধান!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চদশ দৃশ্য।

[অম্বিকার প্রান্তভাগ—নদীতীর]

ইঁদে, নিধে ও সেখোর প্রবেশ।

ইঁদে। হর্‌দম্ ফিস্ ফিস্ ফিস্! ক্যায়া ঝকমারি, শালাকা থোড়া ঘড়ি ফুরসৎ নেহি, হর্‌দম্ ফিস্ ফিস্ ফিস্ পানি গেরতা। আস্‌মান্ ভরা কালামেঘ, কেয়া ঘুরঘুট্টি আঁধার! কুচ্ নেই ঠাওর হোতা। আঁধারমে আস্‌মান্ জমিন এক হোগিয়া। ময়দানমে গিধোর হাঁকতা, শেয়াল চেল্লাতা, কুত্তা ফোক্‌রাতা! আঁখ্‌মে কুচ্ ঠাওর নেহি হোতা! আগকা নগিচ হোগিয়া। এ ভাই! দেখ্ ত, আগাড়ি গড় মালুম হোতা নেই?

নিধে। আ রে দাদা ঠিক হইয়ে গিয়েছে। এগিয়েছি এগিয়েছি, দেখ্‌তা না গড়ে বহুৎ বাতি জ্বেলিয়ে দিয়েছে, বহুৎ সেপাই খাড়া রহিয়েছে। ঐ শোন্ ভেইয়া! কেলুয়াডোম শালা হাঁকে! শালা বড় দুষমন আছে, থোড়া মালুম পাবে কি টুক্‌রা বেনিয়ে দিবে। জান্ রাখ্‌বি ত পালিয়ে চল্।

ইঁদে। আগাড়ি আস্‌রফি লেকে, পিছাড়ি ভাগনেসে আচ্ছা হোতা নেহি ভাই-ঠ! চলিয়ে আগাড়ি। যব নিদালি ঝাড়েগা, সব শালা সিপাহি জমিনপর গির যাকে—একদম ঠাণ্ডা হো যাগা।

নিধে। (স্বগত) এই, দাদাশালা ম'র্‌লো! সদরফটকে কেলুয়া শালা আছে—লক্ষীশালী ঘাঁটি ঘাঁটি ঘুরছে, এখনি টুক ক'রে গর্দ্দানটি কেটিয়ে দিবে, দরিয়ায় ফেলিয়ে দিবে; হামি ত আগাড়ি না যাবে।

ইঁদে। এ রে নিধিয়া ভাই! চলিয়ে না, সাধুয়া কাঁহা? ও শালা বড় গুণী আছে। ওস্কো ছোড়ো মৎ।

নিধে। ঐ, শালা আঁধারে টিপি টিপি আওতা। এ সেধুয়া ভাই! আওনা জল্‌দি?

সেধো। চোপ শালারা! গোল ক'রিস্‌নে, দেখ্‌ছিস সদরফটকের দুয়ারে মোঁকা মোঁকা কামান পাতা, গুড়ুম ক'র্‌বে—আর হুড়ুম ভাজার মত ফেটে চ'টে—গোলার সঙ্গে গোল হ'য়ে উড়ে যাব।

নিধে। তব্ ক্যা হোগা ভাই? এ দাদাশালা ত কুছ্ কাম বোঝে না! নিদালি লাগা, ধূলিমুটি পড়িয়ে ফুকে মন্তর ঝেড়িয়ে ছেড়িয়ে দে।

ইঁদে। কেয়া বুড়্‌বক্‌কা মাফিক বাৎ! এত তফাৎসে নিদালি নেই লাগে গা, লগিজ্‌মে চল্‌ও।

নিধে। হাঁ হাঁ চলিয়ে, যমকা লগিজ্ চলিয়ে। একটি কামান ছেড়িয়ে দেবেতো—সব ফাগ হইয়ে উড়িয়ে যাবে।

সেধো। মর শালারা! চুপ্ কর্, চেঁচাস্‌নে। এক কাজ কর, সটান শুয়ে পড়, শুয়ে প'ড়ে গড়াগড়ি দিয়ে নয় বুকে হেঁটে আগিয়ে চল্। দাগে কামান—উপর দিয়ে গোলা চ'লে যাবে। আর রশি দুই জমি এগুতে পার্‌লেই—আমি আট্‌ঘাট্ বন্ধ ক'রে দেব, তারপর ইন্দে নিদালি লাগাবে।

ইঁদে। এই বহুৎ আচ্ছা শালা! শুইয়ে পড়িয়ে যা (শয়ন)।

নিধে। সেধুয়া ভাই! শুয়ে পড়িয়ে যা না থাড়া কাহে? (সেধুয়ার শয়ন ও উভয়ের উপর আড়ভাবে শুইয়া) বাস, হামি এস্‌মাফিকসে যাগা।

ইঁদে। দেখ্ নিধিয়া! এক থাপ্পড় দেগা ত অক্কেল ঠিক হো যাগা।

নিধে। এ শালা গর্দ্দান কটা তছ্‌রুপ না করিয়ে আর দেশে গেল না। এই লে চলিয়ে। (ইঁদে ও সেধোর সম্মুখদিকে গমন ও নিধিয়ার পশ্চাৎদিকে গমন)

ইঁদে। এ কেয়া বেইমানি রে শালা! ভাগাকা মৎলব হ্যায় ত গর্দ্দানটা রেখিয়ে দিয়ে চলিয়ে যা।

নিধে। তা তুমি শালা নিলেও যমের হাতে প'ড়তে হবে, কেলুয়াডোমের

হাতে গর্দ্দান গেলেও যমের হাতে প'ড়তে হবে, যে দিকেই যাই এ শালা গর্দ্দানার আজ পরমাই ফুরিয়েছে। চল্ শালা! (উপুড় হইয়া শুইয়া) এই মারি জোয়ান হিঁইয়া।

সেধো। চুপ্ চুপ্! এই শালা গোল ক'র্‌লে দেখ্‌ছি। ঐ শোন্, রাজবাড়ীর ফটকে ঘড়ি বেজে গেল; ঐ দেখ, সর্দ্দারসেপাই বেটা, ঘোড়ায় চ'ড়ে সব দিক দেখে গেল, এইবার পাহারা বদল হবে। এই পাহারা বদলের ফুং-সুতে, চল্ আমরা চুপি চুপি ঝোঁপের আড়ালে গা ঢাকা দিইগে। পাহারা বদল ঠিক হ'য়ে গেলে—একদম আটঘাট বন্ধ ক'রে দেব। কি বলিস্‌রে হঁদিয়া ওস্তাদ? চল্, খুব হুসিয়ার—বাঁ-তরফ চল্।

[প্রস্থান।



ষোড়শ দৃশ্য ।

[অম্বিকার 'দুর্গদ্বার']

সশস্ত্র শিখ্‌সৈন্যগণের প্রবেশ ।

গীত ।

সৈন্যগণ । খাড়া পাহারা দেনা চাহিয়ে,
ঘুম্‌কে ঘাঁটি ঘাঁটি হো ।
বে-হুঁসিয়ারিসে জান টোটেগা,
সয়তান লোটেগা কুঠি হো ॥
লাগাও পাঁওতারি, খেল খেলয়ার,
খাপ্‌সে নিকালকে ভাঁজ তলোয়ার,
চড়াও সঙ্গিন, উঠাও বন্দুক,
নিধওয়ালীকো দেও ছুটি হো ॥

কালুর প্রবেশ ।

কালু । ঝিমাবে কি ঢুলবে যদি, হামি চালাবে লাঠি হো ॥
সৈন্যগণ । খাড়া পাহাড়া ইত্যাদি—

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষী। নিধ জাগা তো ভুণ্ডি ফাঁসায়কে
লিকাল দেগা জ্বা'ল রুটি হো।

নিধিয়া। দেখকে শুনকে তড়াসমে মেরা
হইয়ে গেলা টাট্টি হো॥

ইঁদে। আরে চুপ্ চুপ্! (উপবেশন করান)

হাওলদার। কেঁও লছমীজী! রণচণ্ডী হোকে রণরঙ্গে মেতিয়েছিস্ মা? বড় সুন্দর মেনিয়েছে, "চণ্ড মুণ্ড বধে দেবী রক্তবীজ বিনাশিনী" আহা! মূর্ত্তিমতী মহাশক্তি! যা আপন কামে যা, হামার কাম হামার ঠিক আছে।

কালু। খুব সাবধান! খুব হুঁসিয়ার, হাওলদার ঠাকুরজি! সব জাগ—সব জাগাও।

সৈন্যগণ। সব জাগ! সব জাগাও! খুব হুঁসিয়ার।

নিধে। ও বাবা! শালা যেন বোগদাদ মুল্লুকের ষাঁড়। গলার আওয়াজ দেখ, যেন পাহাড়ের গহ্বর হইতে কেঁদো সিঙ্গি গর্জ্জে উঠ্‌ল।

[ইঁদে, নিধে ও সেধো ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ইঁদে। এ সেধুয়া ভাই! ঘাঁটি ঘাঁটি পাহারা ত সব ঠিক হইয়ে গে'ল। এখন মন্তর ছেড়িয়ে দে।

সেধো। এক মুঠি ইঁদুরের মাটী চাই, তা না মেলে ত এই মাটীতেই হবে, তোরা ধুয়ো গেয়ে যা। (সুর করিয়া) এ এ এ এ—ই ই ই ই—মা কালীর চরণ বন্দন, গা না খুব মিহিসুরে।

ইঁদে, নিধে। (সুরে) মা কালীর চরণ বন্দনং।

সেধো। প্রথমে বন্দিব আমি মা কালীর পায়।

ইঁদে, নিধে। মা কালীর পায়—

সেধো। তার পরে বন্দিব আমি সর্ব্ব দেবতায়॥

ইঁদে, নিধে। সর্ব্ব দেবতায়—

সেধো। স্বর্গেতে ইন্দির বন্দ, পাতালে বন্দ নাগ।
ইঁদে, নিধে। পাতালে বন্দ নাগ—
সেধো। জলে বন্দ জটে বুড়ি, বনে বন্দ বাঘ॥
ইঁদে, নিধে। বে বন্দ নবাঘ—
সেধো। ভূত বন্দ, প্রেত বন্দ, বন্দ দত্তিদানা।
ইঁদে, নিধে। বন্দ দত্তিদানা—
সেধো। ছাতনিগাছে পেত্নী বন্দ, বন্দ পরির ডানা॥
ইঁদে, নিধে। বন্দ পরির ডানা—
সেধো। আঁতুড়ে পোয়াতি বন্দ, বন্দ পাঁদাড়ে পেঁচো।
ইঁদে, নিধে। পাঁদাড়ে বন্দ পেঁচো—
সেধো। পরলেতে ইঁদুর বন্দ, আঁস্তাকুড়ে ছুঁচো॥
ইঁদে, নিধে আঁস্তাকুড়ে ছুঁচো—
সেধো। আপিস অঞ্চলে বন্দ, ফিরিঙ্গির জুতো।
ইঁদে, নিধে। ফিরিঙ্গির জুতো—
সেধো। বরিশাল অঞ্চলে বন্দ, গুবৃথার গুঁতো॥
ইঁদে, নিধে। গুবৃথার গুঁতো—
সেধো। সহরেতে খান্‌কী বন্দ, মেলায় বন্দ নটী।
ইঁদে, নিধে। মেলায় বন্দ নটী—
সেধো। ভট্টাচার্য্যের পায়ে বন্দ, তালতলার চটী॥
ইঁদে, নিধে। তালতলার চটী—
সেধো। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বন্দ, পুলিস সার্জ্জন।
ইঁদে, নিধে। পুলিসসার্জ্জন—
সেধো। স্পেসেল্ কনষ্টেবল্ ছেলের গার্জ্জন॥
ইঁদে, নিধে। ছেলের গার্জ্জন—
সেধো। হরিসভায় হিন্দু বন্দ, মস্‌জিদে বন্দ মোল্লা।
ইঁদে, নিধে। মস্‌জিদে বন্দ মোল্লা—
সেধো। গির্জ্জাতে ফিরিঙ্গি বন্দ, গড়ে বন্দ কেল্লা॥
ইঁদে, নিধে। গড়ে বন্দ কেল্লা—

সেধো। কাটা পীর লাট বন্দ কাটা বাঙ্গলায়।

ইঁদে, নিধে। কাটা বাঙ্গলায়—

সেধো। বন্দেমাতরম্ বন্দ যাহার এই ঠেলায়॥

ইঁদে, নিধে। যাহার এই ঠেলায়—

সেধো। জবাকুসুম তৈল বন্দ গন্ধে ভ'রপুর।

ইঁদে, নিধে। গন্ধে ভ'র পুর—

সেধো। কুন্তলীন দেল খোস এইচ্ বসুর॥

ইঁদে, নিধে। এইচ বসুর—

সেধো। এ রে ইঁদে! এইবার নিধিলি মন্তর ঝাড়, আমি আটঘাট বন্দ ক'রেছি।

ইঁদে। এ ভাই! এ জবরদস্তি কি কাম নেহি, জরুরি কি বাৎ নেহি, ঠিক্ঠাক হোনা চাহিয়ে। সব বঠিয়ে যা, ফৌজ চল্তা, ঘাঁটি লেতা। (সকলের উপবেশন)

সৈন্যগণ ও কালুর প্রবেশ।

কালু। এক সার সিপাই কেল্লার পাঁচীরে সিধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে যাও। (তথাকরণ) পিছনে চার চার সিপাহির কাছে এক এক তীরন্দাজ দাঁড়িয়ে যাও। (তথাকরণ) বলাই! সদর ফটকের ঠিক সাম্‌নে—তুই আর ধ'লো দু-জনে দুই কামানের উপরে বোস্। লক্ষি! তু অন্দরের পাহারা ঠিক রেখিয়ে, সব দিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে যা—খুব হুঁসিয়ার। দেখ সিপাই ভাই সব! শুন, জোয়ান লোক সব! এই সব কাজের জন্য—এমি দিন আসবে উদ্দেশ্যে, ব'সে ব'সে রাজার নেমক খেয়েছ। ব'সিয়ে ব'সিয়ে কোমরে বাত ধরিয়েছে, হেতেরে ময়লা ধরিয়েছে, খাটিয়ায় প'ড়ে প'ড়ে ডাল রুটি হজম ক'রেছ; আজ তার কাজ কিছু কর। নেমকহারামী ক'র না, বিক্রী করা প্রাণের মায়া ক'র না, তোমাদের বুক কাবিজেয় থাক্‌তে পেছু হ'ট না। একটি পা পেছনে ফিরবে কি দেখ্‌তে পাবে—ধড় হ'তে গর্দ্দান উড়ে গিয়েছে, এ কথা যেন মনে থাকে। চল্ লক্ষি! দেখিয়ে আসি, তোহার ভুগ্নী বহিন্‌বা কেমন খেলয়াড় হইয়েছে, এক একটী খোঁচা মেরিয়ে প'ক্‌ড়ে লেব।

লক্ষী। আগাড়ি তুহার বহিন্‌কে পর্‌কে লিবি চল্‌ শালা!

[উভয়ের প্রস্থান।

ইঁদে। এ দো-শালা-শালী ত ভেগিয়ে প'ড়ল, ক্যা জানে এতো দূরসে নিদালি লাগবে কি না? আচ্ছা মন্তর ত ছোড়ি, দেখি ক্যা হয়। (হস্তে ধূলা লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক নিক্ষেপ)

বলাই। সেপাই লোক সব খুব হুঁসিয়ার।

সেপাইগণ। বহুৎ আচ্ছা।

বলাই। হাঁক লাগাও।

হাওলদার। সেপাই লোক সব জাগোও।

সেপাইগণ। বহুৎ আচ্ছা, সব ঠিক হ্যায়।

নিধে। এ দাদা! নিধালি লেগিয়ে দিয়েছিস?

ইঁদে। হাঁ, আবি জরুর লেগিয়ে যাইবে।

নিধে। বহুৎ আচ্ছা, তু নিধালি লাগা ত দাদা! হামি অন্দরের দিক ঘুরিয়ে দেখিয়ে আসি, নিধালি লেগিয়েছে কি না। (স্বগত) দাদাশালা নিধালি লাগাক্,হামি ওধার দিয়ে অন্দরে ঢুকিয়ে লেড়কা বেগিয়ে লিয়ে—আগাড়ি মহাপাত্তরকা পাশ হাজির কারিয়ে দিতে পারি; তা হইলে বাকী পাঁন-শ আসরফি হামি মেরিয়ে লিব। আসরফি! পাঁন-শ মোহর! অন্দরের নরদমা গলিয়ে ঢুকিয়ে প'ড়ব। (প্রকাশ্যে) এ দাদা! ঝাড়—মন্তর, লাগা—নিধালি, হামি ঘুরিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

ইঁদে। (পুনর্ব্বার মন্ত্রপাঠ ইত্যাদি)

(সকলের গাত্রকণ্ডূয়ন, অলসত্যাগ জৃম্ভন ইত্যাদি)

দলু। বলাই! বড়া হাই উঠেছে বাপ্! এ কেমনটী হইল রে? বড়া ঢুল চাপে! আঃ, একটু গড়াগড়ি—

বলাই। সে খাতিরটা রাখ্‌তে নার্‌ব চাচা! চ'ক বুজ্‌দি কি, জন্মের মত বুজ্‌বি।

দলু। তা যা খুসি ক'রিস্ বাপ! ঘুমিয়ে বাঁচ্‌ব, হামি ত আর খাড়া হ'তে নারি। এই কামানটী সিথানে দিয়ে—থোড়া ঘড়ি ঘুমিয়ে নিই।

বলাই। দ'লো কা্কা! রাজার হুকুম, মোর মা-বাপের হুকুম, থাড়া হইয়ে যা, নৈলে নিলাম গর্দ্দান। (অসি প্রহারোদ্যত)

হঁদে। লাগ নিধিলি ফাঁকে ফাঁকে, আগাডি লেগিয়ে যা বলার আঁকে। (ধুলা নিক্ষেপ ও বলায়েরহস্ত হইতে তলোয়ার পতন)

বলাই। আঃ শালা! তলোয়ার প'ড়ে—বড় যাস্তি ঘুম লেগিয়ে গেল, থোড়া আড়া মোড়া ছেড়িয়ে লিই। (শয়ন)

হাওলদার। এ সর্দ্দারের বেটা! এ ক্যা হোতা? তেরা বাপ দেথেগা ত কাট্ ডালেগা, ওস্কা পাশ বেটাকা রেয়াৎ নেহি রহেগা। উঠ উঠ বাপ-জান্! থাড়া হো যাও।

বলাই। আঃ, কি ক'রিস্ শালি! হামি আর দারু নেহি পিবে, বড়া যাস্তি লেশা—

হাওলদার। এ সিংজি! এ ক্যায়া হোতা? আওর ত থাড়া রহেনে শক্তা নেই, সব ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্।

সিংজি। এ ভাই! এ ত বড়া মুস্কিল কি বাৎ হ্যায়, ভাঙ্ ওং যাস্তি পিয়া?

হাওলদার। নেহি ভাই! ভাঙ্ ত নেহি পিয়া।

সিংজি। সিপাই লোক সব ঢুল্তা হ্যায়। এক কাম করো, নাককা অন্দরমে কাঠি দেকে সুড়্সুড়ি লাগাও, দু'চার দফা হাঁচো, জরুর নিদ ছুট যাগা। (সকলের নাকে কাঠি দিয়া হেচ্ হেচ্ শব্দ)

হাওলদার। কুছ নেই হোতা, এ বড়া শয়তানি ঘুম হ্যায়, গাড়কা অন্দরমে লাঠি চালানে নিদ্ ছোটেগা নেই, নাক্কা অন্দরমে কাঠি চালানে ক্যা হোগা ভাই! আওর ত কাঠি দেনেকা তাগদ নেই! বাস্, সীতারাম—সীতারাম! (শয়ন)

সিংজি। (হাই তুলিয়া) জোয়ান লোক, সিপাই লোক সব জমিন লিয়া, হামিলোক ক্যা করি? বড়া ঘুম ধ'তা, এসমাফিক্ (বাত বিস্তারপূর্ব্বক) রহেগা, উঁ-হুঁ হাতমে জোর পৌছেতা নেই, পাঁও থাড়া রয়তা নেই, সব শালা ঢিলা মাবৃতা হ্যায়। বৈঠিয়ে যাও। (উপবেশন) নেট সীতারাম সীতারাম! (শয়ন) কাল্লুয়া শালা দেথেগা ত বড়া মসকিল হোগা। ক্যায়া করে, তাগদ্ নেই।

ইঁদে। বাস,সব শালা সিপাইলোক জমিন লিয়া, চলিয়ে সাধুয়া! খুব হুসিয়ার।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে। জয় রঙ্কিণীদেবীর জয়।

ডুমনীগণের প্রবেশ।

লক্ষী। এ বহিন সব! অন্দর মহল ঘিরিয়ে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাহারা লাগা। ঘুমাবি শালী ত জোড়া ভাতারের মাথা খাবি।

[প্রস্থান।

দুলালি। খুব ব'লিয়েছিস্ সর্দ্দারনি! তু বুড়ি আছিস্, সর্দ্দার বুড়োকে লিয়ে খেটিয়ায় প'ড়ে ঘুম লাগাবি। হামরা জোয়ান ছুঁড়ী সারারাত জাগি; ঘুম মোদের লগিজ্ আস্তে নারে। এ বহিন্! সব ঠিক আছিস?

সকলে। হুঁ হুঁ।

দুলালি। বাস্, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুর্ত্তি করিয়ে, গান ধরিয়ে পাহারা লাগা।

গীত।

লে লে—লে ঢাল তলোয়ার তীর।
খাড়া খাড়া লাগা পাহারা,তাড়া হুষমুন খেলোয়ার বীর॥
আমরা সবে জোয়ান মাগী, সারারাত ভ'র খাড়া জাগি,
নয়না ঠারে ক'র্ব দাগী, হবে কলেজা দোফাঁক চর॥

[প্রস্থান।

নিধে। দাদা শালা কি নিধালিই লেগিয়েছে! ঐ ত অন্দরমে বহুৎ আদ্‌মি জেগিয়ে! লেই হামার ত হিম্মত জুয়ায় না। আঁধারে মিঁশিয়ে পেলিয়ে, জান্ বাঁচাই (পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাদ্‌পদে গমন)

কালু ও লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। শোন ত সর্দ্দার! যেন পায়ের আওয়াজ কাণে লাগে নয়? অন্দর-

মহলে বিগানা আদ্‌মি ঢুকিয়ে, আঁধারে আড়ি পেতিয়ে লুকিয়ে আছে মালুম লাগে! চল্‌ ত ঢুড়ি।

নিধে। এই রে, শালা বুঝি পাকড়ালে; ধ'র্‌বে ত টিপিয়ে মার্‌বে, টেনিয়ে দৌড় লাগাই।

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষী। ঐ রে সর্দ্দার! ঐ পালায়, পাক্‌ড়াও—পাকাড়ও! ঐ—আঁধারে পেলিয়ে যায়, ধর বন্দুক—ছোড় গুলি।

কালু। এ—ই শালালোক! খাড়া রহ! নেই ত গুলি করেগা।

লক্ষী। ও তোহার বহিনের খসম না আছে, যে তোহার কথা শুনিয়ে খাড়া রহিয়ে যাবে, আর তু যাইয়ে উহার প্যাটে গুলি চালাবি, ক্যাবাৎ গোলো-ন্দাজ জোয়ান রে! জল্‌দি গুলি চালাও।

কালু। (বন্দুকে নিশানপূর্ব্বক গুলি করণ)

লক্ষী। বাহবারে পেন্দুকওয়ালা। ঠিক গুলি চেলিয়েছিস্! ও শালা যরকে যাইয়ে খাওয়া দাওয়া করিয়ে, মরিয়ে থাক্‌বে। ঐ শোন্‌! শালার পায়ের সাড়া! র—র—হামি ওকে গেঁথিয়ে লিই।

কালু। কি করিয়ে আঁধারে তীর চালাবি? শালা ভেগিয়েছে।

লক্ষী। পায়ের সাড়া শুনিয়ে গেঁথিয়ে লেব; ঐ সাড়া (তীর নিক্ষেপ)

কালু। তীর না বিঁধিয়েছে, সর্দারনি! হেরিয়েছিস্।

লক্ষী। কি ব'লিস্ সর্দ্দার! তীর না গেঁথিয়েছে? লকীর নিশানা ফস্‌কি-য়েছে? তীর কাম্‌টি ফেলিয়ে দেব, তুহার বাঁদিগিরি ক'র্‌ব, আর ঝুড়ি টুক্‌রি বুনব, আর যদি গেঁথিয়ে থাকে—তু মোর গোলামী ক'র্‌বি, লাঠি ছেড়িয়ে লাঙ্গল ধ'র্‌বি। চল্‌ ত দেখি, শয়তান পড়িয়েছে কি না।

[প্রস্থান।

লক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

লক্ষী। হাঃ হাঃ, এ লকী ডুম্‌নীর তীরের নিশান! উড়্‌তি মাছির ডেনা কেটিয়ে পারি। নিয়ে আয় সর্‌দার! শয়তানকে। বেঁধা তীর উঠিয়ে লিয়ে হুয মুনের মুহে এক লোটা পানি ঢেলিয়ে দে, মরণ পিয়াস ধরিয়েছে।

বাণবিদ্ধ রক্তাক্তকলেবরে নিধেকে লইয়া কালুর প্রবেশ।

নিধে। সর্দ্দার!—ভাই!—জ্বলিয়ে গেল! বিষে মাথা ফলা—বিষে জেরিয়ে গিয়েছে। জ্বলিয়ে গেল! জ্বলিয়ে পুড়িয়ে কলেজা থাক্ হইয়ে গেল! বড়া পিয়াস! থোড়া পানি—

লক্ষী। দেখ্ত সর্দ্দার! বেইমান কোন্ দুষ্‌মুন আছে? এ রে সর্দ্দার, এ সেই বিট্টুপুরের নিধিয়া বেটা আছে না?

কালু। হাঁঃ হাঁঃ, সেই ত বটে (ভূমিতলে নিক্ষেপপূর্ব্বক) দূর্ নিমকহারাম বেইমান! সাধ ক'রে হাতে তুলে প্রাণটা দিতে অম্বিকায় এসেছিলি?

লক্ষী। এরে নিমক্‌হারাম! পাজী বেইমান! বিট্টুপুরের রাজ্যের বহুৎ নিমক খাইয়েছিস্ যে রে কাফের। ওহো হো! ধরম কি নেই রে কাফের? এখন বুঝিয়ে যা, যেমনটী পাপ—তেমনটী সাজা আছে কি না।

নিধে। লক্ষি! তু মোর মা আছিস্! বড় পিয়াস—থোড়া পানি।

লক্ষী। আচ্ছা, কলেজা ভরিয়ে পানি পিয়ে লে (জল দান) এখন বল্‌ত কার তরে—কি মতলবে অন্দরে ঢুকিয়েছিস্? মরণ লগিজ হইয়েছে, জাহান্নমের ফটক খুলিয়ে রেখিয়েছে, ঝুট ব'ল্‌বি ত—

নিধে। নেহি, আওর এক হরপ্ ঝুট্ না ব'ল্‌ব লক্ষী, মরণ ত লগিজ হইয়েছে। এসিয়েছিলাম চুরির মতলবে! ধন দৌলত নয়, যেস্‌কা দোসরা নেই—যেস্‌কা মাফিক দৌলত দুনিয়ায় দোস্‌রা মিল্‌তা নেই; এসা ধন—এসা দৌলত—রাজা রাণীকা কলিজা চেরা ধন, ছেলিয়াটী চুরি ক'র্‌তে এসিয়েছিলাম, ইঁদিয়া মেটিয়ার সাথে এসিয়েছিলাম, সয়তান মহানদের হুকুমে আসরফিকা ওয়াস্তে জান্ দিতে এসিয়েছিলাম, আওর নেই বল্‌নে শক্‌তা, থোড়া পানি—

লক্ষী। সর্দ্দার! আর দেরি ক'রিস্‌নে, বেইমানকে দাওয়াইখানায় পাঠিয়ে দে।

কালু। এ বড় জবর বিঁধিয়েছে।

লক্ষী। জোরে টেনিয়ে তীর নেকাল দেনা সর্দ্দার!

কালু। তীরও নেক্‌লাবে, জান্‌ও নেক্‌লাবে। (টানিয়া তীর উত্তোলন)

লিধে। (বিকটভাব ধারণ করিয়া) য়্যা—র‍্যা—র‍্যা---য়্যা, গ্যা – য়্যা। (মৃত্যু)

লক্ষ্মী। হইয়ে গেল।

কালু। হাঁ, একদম ঠাণ্ডা।

লক্ষ্মী। এ সয়তান হিন্দু না আছে, উহাকে কব্বর দে।

কালু। আঃ, রেখিয়ে দে কব্বর, নেমক্‌হারাম সয়তানের লেগিয়ে এতো তগ্‌লিব কে লেবে সর্দ্দারণি ? গঙ্গাপুত্তুর এসিয়ে শ্মশানে ফেলিয়ে দেবে, শেয়াল কুকুরে খেইয়ে লেবে, বস্।

লক্ষ্মী। এ তোহার মত লোকের কথা না আছে সর্দ্দার। যে নেমক্‌হারামী দুষ্মনী করিয়েছে—সে ত চলিয়ে গিয়েছে, প'ড়িয়ে আছে একটী লাশ। মড়ার উপর কিসের গোসা রে সর্দ্দার ? হুকুম দিয়ে দে, নয়য়া কাপড়া এনিয়ে কাপন্ বেনিয়ে, মুসলমান লোকে উহার কব্বর দেউক! যা ঠিক করিয়ে দে, হামি অন্দরের ধার ঘুরিয়ে আসি। দেখি, উহার সাথী দোস্‌রা দুষ্‌মুন আওর কুছ ক'র্‌ল কি না।

[উভয়ের প্রস্থান।

জল্লাদদ্বয়ের প্রবেশ।

ভোঁতা। সর্দ্দার সর্দ্দারণী বলিয়ে দিলে, গোটা লাশ পড়িয়ে আছে! এ ত দেখি বহুত লাশ! নদী কিনার, গড়ের ময়দান ভর্ত্তি করিয়ে পড়িয়ে আছে।

গোঁতা। আরে ও সব ত মুসলমান না আছে, ও তলোয়ার বাঁধা খেলোয়ার জোয়ান সব ডা'ল রুটীর যম, পাঁড়ে দোবে, চোবে, তেওয়ারি সব শালা হিন্দু কাফের আছে।

ভোঁতা। এ পাঁড়েজি! হক্‌নাম শুনে কব্বরে যাবে ? (নিকটে গিয়া) না তোম্‌তো ছাতুখোর আছ, বা বা, বেড়ে মরিয়েছে, এ পাঁড়েজি নাম শুনিয়ে লেও। রাম নাম সৰ্ত্তা হায়, রাম নাম সৰ্ত্তা হায়, রাম নাম সৰ্ত্তা হ্যায়।

গোঁতা। আরে এধারে দেখ্ এ ভোঁতা শালা! হিন্দু না আছে, লে লে তুলিয়ে শালাকে।

[লাশ লইয়া প্রস্থান।

কালু ও লক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

লক্ষী। হে রে সর্দ্দার, এ কি হইয়েছে রে! এত সেপাই—এত জোয়ান সব গুটি গুটি পড়িয়ে যে সব মরিয়ে রইয়েছে, এ ত আচ্ছা কথা না আছে।

কালু। এ যেন কি একটা ভোজের বাজী লেগিয়ে গেলা সর্দ্দারণি! ঐ দেখ, সদর ফটকে তোর বলা বেটা, মোর ভাই দলুয়া মরার লাগাল পড়িয়ে আছে। এখন মোর ইয়াদ হে'ল, নিধিয়াশালা মরণকালে যা বলিয়ে গেল ঐ কথা ঠিক! সব সেই ইঁদিয়া মেটের সয়তানী, শালা বড়া গুণী আছে। সর্দ্দারণি! আর দেরি ক'রিসনে, জল্দি অন্দরে যা দেখিয়ে আয়, সেথাকে কিছু ঘটিয়েছে কি না? আমার ত ভাল মালুম হ'চ্চে না।

লক্ষী। তু হেতাকে খাড়া থাক্, দে'খ, বাতী-উত্তি নিবিয়ে সব আঁধার হইয়ে গিয়েছে, সিপাই লোক সব গুটি গুটি প'ড়িয়ে গিয়েছে, তু ফটক ছেড়িয়ে একটী পা নড়বিনে; বাতি লিয়ে কামানের উপরে চড়িয়ে ব'স্,হামি জল্দি ঘুরিয়ে আসি! ইস্, আজ বড়া দুর্য্যোগ লেগিয়েছে! আকাশ মেঘে ভরা ঘুর্ঘুর্ট্টি আঁধার।

কালু। শুধু আকাশ মেঘে ভরিয়েছে না; আকাশ দুর্য্যোগ ঘটিয়েছে না মোদের কপালে দুর্য্যোগ ঘটিয়েছে! বিষম বিপদের কালমেঘে ঘেরিয়েছে! আমাবস্কায় আঁধার রেতে আকাশ মেঘে ভরা, হড়হড় কর্ মেঘের ডাক। হস্তীশুঁড়ের ধারে বৃষ্টি, আঁধারের কোলে আঁধার! এমন ঘুর্ঘুর্ট্টি আঁধার ত কত দেখেছি, এমন আঁধারে ত কত কত শ্মশানে ময়দানে ভূত পেৎনীর সঙ্গে নেচে বেড়িয়েছি কখন ত বুকে ভয় লাগে নি, চোখে আঁধার ঠেকেনি। আঁধার ত মোদের খেলার জিনিস সর্দ্দারণী? কিন্তু সর্দ্দারণি! আজকের আঁধার—সে আঁধার নয়,এ আঁধারে অম্বিকা আঁধায় হ'য়েছে। আমাদের বুকের ভেতর আঁধার হ'য়েছে—রাজা-রাণীর সত্সার আঁধার হ'য়েছে! এ আঁধার আর যাবে না, এ মেঘ আর ছুট্বে না, আর অম্বিকায় চাঁদ উঠবে না, রাজা-রাণীর বুকচাঁদে বুঝি আজ চিরদিনের মত গ্রহণ লেগেছে।

গীত।

অম্বিকার অন্ধকার লক্ষী, ঘুচিবেনা আর।
পাপ গ্রহযোগে, ঘিরেছে দুর্য্যোগে,
ক'রেছে কালমেঘে চির অন্ধকার ॥
কেমনে কাল রাহুর ফাঁদে, রাখিব অম্বিকার চাঁদে,
ভেবে প্রাণ কাঁদে;—
আতঙ্ক অন্তরে, বুঝি জন্মের তরে,
আনন্দের হাট ভাঙ্গিল এবার ॥

(নিদ্রিত সৈন্যগণের নাসিকাধ্বনি)

কালু। এ হাওলদার ঠাকুরজী! এ ক্যা হোতা হায়? ডাকরুটী হজম করতা হায়! উঠেগা কি নেহি? উঠ,নেহি উঠেগা ত তলোয়ার চালায়গা,ডালরুটী বাহির করে গা।

হাওলদার। আঃ, ক্যা ঝক্‌মারি! আগাড়ি দাল বানাও—অরহর কি দাল।

কালু। বা! ক্যাবাৎ বীর, প'ড়ে প'ড়েও ডালরুটীর হুকুম হ'চ্চে; (লাঠীর দ্বারায় খোঁচা দিয়া) এই ছাতু খোর ভেড়ীওয়ালা! সেপাইকা হাওলদারী করনে আয়া, উঠিয়ে জল্‌দি।

হাওলদার। আঃ, এ বড়া জবরদস্তি কি বাত, আট্টা নেহি মিলে ত ছাতু লক্কা মাঙ্গাও।

কালু। আচ্ছা বাবা,আজকার মত থাক; যদি জাগ ত কাল তোমায় ছাতু বা'র ক'র্‌ব।

ব্যগ্রভাবে লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। সরদার! সরদার! কি ক'র্‌লাম, সর্‌দার! কি হইয়ে গেল সর্‌দার! (কালুর বুকের উপর পতন)

কালু। কি হ'য়েছে লক্ষী? বল্‌!

লক্ষ্মী। কি ব'ল্‌ব সর্‌দার। সর্ব্বনাশ হ'য়েছ। সর্‌দার রে—সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! ডোম্‌নী পাহারাওয়ালী সব মরার লাগাল পড়িয়ে আছে। দাসী, বাঁদি, দাই—সব যেন মরিয়ে গিয়েছে! মাঝখানে রাণীমার সোণার লতা দেহখানি গড়াগড়ি যাচ্চে! কোলে ছেলিয়ে নেই, কে যেন ফল পেড়িয়ে লিয়ে লতাটী ছিঁড়িয়ে রেখে গিয়েছে।

কালু। যা ভেবেছি তাই, আজ অম্বিকা ডুব্‌লো—কালুডোমের নাম ডুব্‌লো—সেই সঙ্গে—হে ধর্ম্ম! তোমারও নাম ডুব্‌লো!

লক্ষ্মী। কি ভাব্‌ছিস্ রে সর্‌দার! কলিজায় যে কুলকাঠের আগুন জ্বলিয়ে উঠলো! হাঁ রে! কাল রাত্রি পোহালে, কি করিয়ে রাজারাণীর কাছে মুখ দেখাব সর্‌দার! সর্‌দার রে! রাজারাণীর বড় সাধের ধন—দরিয়া ছেঁচা মাণিক—মোদের হাতে সোঁপিয়ে দিয়েছিল, আমরা তার কি ক'র্‌লাম সর্‌দার!

কালু। সব ঘুমিয়ে আছে? রাণীর কোলে ছেলে নাই দেখ্‌লি?

লক্ষ্মী। অন্দর বাহির সব পাতি পাতি ক'রে খুঁজেছি, ছেলিয়া নাই—চোরে লিয়েছে! দরিয়া ছেঁচা ধন হেরিয়েছি! অম্বিকার আঁধারের বাতি নিভিয়ে গিয়েছে!

কালু। নিদের কথাই ঠিক! সব সেই বুজরুক্ হারামজাদ্ ইঁদেমেটের কাজ! নিদালি মন্তরের গুণে সর্ব্বনাশ ক'রে গিয়েছে। লক্ষ্মী এখন কাঁদাকাটি রোয়ারোয়ী ভুলিয়ে যা, মনকে ঠিক করিয়ে—মোর কথা শোন্! বেইমান রাতের বেলায় নিদালী লেগিয়েছে। এখনও অনেক রাত আছে, রাত থাক্‌তে নিদালী ছাড়বে না। শালা এখনও ছেলিয়া লিয়ে নদী পেরিয়ে যেতে পারে নাই। একে আঁধার রাত, তাতে বর্ষার জলকাদা; বেইমান এখন বেশীদূর যেতে পারে নেই, হামি ছুটলাম! তুড়িলাফে গিয়ে শালাকে পাক্‌ড়াবো। যদি ছেলিয়া পাই, দু-চার ঘ'ড়ি বেলার মধ্যে অম্বিকায় ফির্‌বো, দু'চার ঘড়ির মধ্যে ফির্‌লাম ত ফির্‌লাম—নইলে জান্‌বি, তুই রাঁড়ি হইয়েছিস্—কালুসর্‌দার নেমকহারাম নরকে চ'লিয়ে গিয়েছে! সে দারকেশ্বরের জলে ডুবিয়ে মরিয়েছে!

লক্ষ্মী। এ কি কথা ব'লিস্ রে সর্‌দার! তু মরিয়ে যাবি—তু চ'লিয়ে যাবিল

আর হামি পোড়ারমুখী তোকে হেরিয়ে—লকীভুমনীর নাম ডুবিয়ে,একা এই ফাঁকা ছুনিয়ায় প'ড়ে থাকৃব। রাত পোয়ালে যখন মোদের মনীব সেই কাঙ্গালের মা-বাপ,বুড়রাজা মাটীতে প'ড়িয়ে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদ্‌বে,মোদের সোণার প্রীতিমে রাণী-মা যখন মাণিক হারান সাপটার মত পাগ্‌লা হইয়ে পথে পথে ফুক্‌রাবে, তখন কেমন ক'রে তাদের মুখের দিকে তাকাব রে সর্দ্দার! তুই একা বিষ্ণুপুরের দিকে ছুট্‌বি, আর হামি দেউড়িতে মড়া এগ্‌লিইয়ে পাহারা দেবো? কিসের পাহারা দেবো? রাজার ধন-দৌলতের পাহারা? অম্বিকার রাজার ভাঁড়ারে আর কি ধন-দৌলত আছে রে সর্দ্দার! অম্বিকার যা ধন-দৌলত—রাজা-রাণীর যা হিয়ার ধন, সাত রাজার ধন এক মাণিক—তা'ত হেরিয়েছি। এ ফাঁকা মড়ার ময়দানে আর কিসের পাহারা দেব সর্দ্দার? চল্‌,দু'জনে যাই; ফিরি ত এক সাতে ফির্‌ব, মরি ত এক সাতে গলাগলি করিয়ে, দারকা-নদীর ভরা তুফানে ঝাঁপ দেব। এ পোড়ামুখ দেখাতে আর অম্বিকায় ফির্‌ব না। চল্‌ সর্দ্দার! এখনও ঢের রাত আছে, চল্‌—জল-জঙ্গল ভেঙ্গিয়ে, তুড়িলাফে উড়িয়ে চল্‌।

কালু। জয় মা রণরঙ্গিনী-রঙ্কিণি! তোর সোণার অম্বিকা শ্মশান করিলেন মা! রাজা-রাণীর বড় সাধের ধন রক্ষা কর্‌বার ভার নিয়েছিলাম, দেখিস্‌ মা মুক্তকেশি! মুখ তুলে চাস্‌ মা!

গীত।

দুর্ব্বলের বল, সহায় সম্বল, আর কেবা বল আছে মা,—
কেবল ভরসা তোমার, ভয় নাশ মা ভব-মহিষী।
রাখিস্‌ মা বুক ভরা ধনে, মুখ তুলে চাস্‌ মুক্তকেশি॥
সতী রঞ্জাবতীর কোলে, যে রাকা চাঁদের পুতুলে,
দিয়েছ তুলে;—
অকালে যায় অস্তাচলে, অম্বিকার সেই পূর্ণশশী॥

[প্রস্থান।

সপ্তদশ দৃশ্য।

[দারকেশ্বরের তীরস্থ বনভূমি]

ইঁদে ও সেধোর প্রবেশ।

ইঁদে। নিধিয়া কো কুচ্ তল্লাস মিলা ?

সেধো। সে শালাকে জানিস ত, রাত্রিকালে গাছের পাতা নড়্‌লে আঁত্‌কে উঠে! কেবল লোভে প'ড়ে সঙ্গে এসেছিল, একটু ফাঁক্ পেয়েছে—আর কোন্‌দিকে ভেগে প'ড়েছে। বিষ্ণুপুরে গিয়ে দেখিস্, নিধিরাম তামাক ফুক্‌চে।

ইঁদে। নেহি,হামার মালুম হোতা,শালা নিধিয়া জমিন লিয়া! (স্বগত) হাঃ হাঃ, এ্যায়সা হোগিয়া ত আচ্ছা হোগিয়া ; আস্‌রফিকা ভাগ আওর নেহি দেনে হোগা, ও শালা ত ম'র্ গিয়া, বাকী এই সেধুয়াশালা আছে, আচ্ছা রহেনে দেও, আবি হাম্ শালাকো ঠিক ক'র্‌কে—দরিয়ামে ডার দেগা! মেরা ছোড়ী—(ছুড়ি বাহির করিয়া) এহি হ্যায় বাস্।

সেধো। ও ইঁদে ভাই! চল্, শীঘ্রি শীঘ্রি নদী পেরিয়ে প'ড়িগে,রাত যে পুয়িয়ে এলো ; ছেলেটাও দুদ্ বেঘোরে মারা যাবে।

ইঁদে। দেখ্ ভাই! এ শালা লেড়কা লেকে বড়া মস্‌কিল বোনেগা।

সেধো। মস্কিল ব'লে মস্কিল, এ দুধের ছেলে সারারাত এক ফোঁটা দুধ পায় নাই, শেষে কি মরা-ছেলে নিয়ে গিয়ে হাজির ক'রে দিবি ?

ইঁদে। আরে মরিয়ে যায়—বেঁচিয়ে থাকে, তাতে হামার কি ? জ্যান্ত লিয়ে গেলেও মেরিয়ে ফেল্‌বে, মরা লিয়ে গেলেও জমিনমে গেড়িয়ে ফেল্‌বে। মরা জিয়ানা সে কুচ্ হব্‌কৎ নেহি, লেড়কা চাহিয়ে, এহি হুকুম।

সেধো। মাইরি! ব'লিস্ কি রে? ছেলে মেরে ফেল্‌বে? আমি বলি বুঝি চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে, নিজের অন্দরে লুকিয়ে রেখে, বড় হ'লে বিষ্ণুপুরের রাজার পুষ্যিপুত্তুর ক'রে দেবে। মেরে ফেল্‌বে, কথাটা কি? এই চাঁদপানা ছেলে, দেখ্ দেখি, নদীর কূল আলো ক'রে ঘুমুচ্ছে! এই ছেলে কি মানুষে মার্‌তে পারে? না ইঁদে! তা হ'চ্ছে না, তোদের এতদূর মৎলব? একথা জান্‌লে—কোন্ শালার বেটা তোদের সঙ্গে আস্‌ত।

ইঁদে। আরে শালা—আস্‌রফি বড়া চিজ্।

সেধো। রেখে দে তোর আস্‌রফি, ছেলে মারা হ'চ্ছে না। তোর আস্‌রফি নিয়ে তুই থাক্, আমি যার ধন তার কোলে দিয়ে আসি। শালাদের ভেতরে ভেতরে এত বজ্জাতি—এত বেইমানি? আমি ভেবেছিলাম, বিষ্ণুপুরের রাজা নিঃসন্তান, এইটীকে চুরি ক'রে এনে দিলে—পুষ্যিপুত্তুর নেবে। এক রাজার ছেলে, আর এক রাজার হবে, মাঝে থেকে আমরা কিছু পেয়ে যাব।

ইঁদে। হাঁ হাঁ, তুহার মৎলব হামি বুঝিয়েছি, আওর দো চা'রটো আস্‌রফি যাস্তি লেনেকা মৎলব—কেমন?

সেধো। ওঃ, শালা আমার কি আস্‌রফি ওয়ালা রে! শালা মেথরের ঘরে জন্মে, জন্মভোর নরক ঘেঁটেও সাধ মিটল না? আবার পচা নরকে ডুবে থাক্‌তে সাধ!

ইঁদে। দেখ্ শালা, যাস্তি বাৎ ক'হিবি ত এখনি ঠিক করিয়ে দিব।

সেধো। মেইরি! বলিস্ কি সুমুন্দি! নিদালি লাগাবি নাকি? তুমি শালা নিদালি লাগাবে আমি সটান প'ড়ে ঘুম মার্‌ব, আর আমি এসা গণ্ডী মন্তর ঝেড়ে দেব যে, একটা পা গণ্ডীর বার হ'তে পার্‌বি নে, ক'লুর বলদের মত গণ্ডীর ভেতর ঘুরে ঘুরে ম'র্‌বি। এ যেদো, মেদো, সেদো, যদে নয়, সাধু চরণের গণ্ডী, একদম্ গুটিপোকা বানিয়ে দেব যাদু!

ইঁদে। আরে শিহে দোস্ত তোম্‌কো নিদালি দেগা! আওর তুমিভি কাহে হাম্‌কো গণ্ডীমে বঁদ্ করেগা। এ শালা লেড়কা ত হুয়া বেগর আবি মর্ যাগা। চলিও না ভাই! লেড়কাঠো লে যাকে পাত্তোর মহারাজকা পাশ পৌছায় দেও—আস্‌রফি লেও—বদ্‌মে যাকে রূপিয়া তোড়াও—

দারু পেও—মজা উড়াও—বস্! হরদম্ ফুর্ত্তি লাগাও! ঘর ঘর কেজ্জিয়েছে, ক্যা ফয়দা হোগা ভাই?

সেধো। তবে আমার পরামর্শ শোন্, যাতে দুদিক বজায় থাক্‌বে।

হঁদে। কেয়া শলা ভাই?

সেধো। শোন্, বেশী লাফালাফি করিস্‌নে, প্রাণ থাক্‌তে ছেলে মারতে দেব না, ছেলে ঐ উলুবনে ঘুমুক, আমি বরং ওটাকে আগ্‌লে ব'সে থাকি, তুই এই নদীর ধারের শ্মশানটা খুঁজে, একটা মরা ছেলে নিয়ে আয়, সেইটে কাপড় চোপড় জড়িয়ে তোর্ হুজুরের কাছে হাজির ক'রে দিয়ে বল্‌গে, দুর্-দুরান্তর রাস্তা আস্‌তে, বর্ষার জলবৃষ্টিতে, আর দুধ বেগরে পথের মাঝখানে ছেলেটা ম'রে গিয়েছে। বস্! ছেলে ফেলে দিয়ে আসরফি নিয়ে মজা উড়াবি। আমি বরং এটাকে নিয়ে গিয়ে রাণী রঞ্জাবতীর বুকে যে শ্মশানের চিতা জ্বেলে দিয়ে এসেছি, সেই আগুনে ফেলে দিয়ে আসি; পথে দুধ না পাই, বুক চিরে রক্ত খাওয়াতে খাওয়াতে নিয়ে যাব।

(বালকের রোদনধ্বনি)

কালু ও লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। সর্‌দার! সর্‌দার! বেশ মন ঠিক করিয়ে কান পেতিয়ে শোন্ ত, ছেলিয়ে কাঁদার আওয়াজ কানে লাগছে না?

কালু। হাঁ হাঁ, ঠিক ছেলিয়া কাঁদা বটে।

লক্ষী। দেখ্ আকাশের মেঘ কেটিয়েছে, আঁধারের জমাট ভেঙ্গিয়েছে, বেশ নজর করিয়ে দেখ্ ত, সাম্‌নে উলুকেশীয়ার জঙ্গল মালুম হইছে না? ঐ উলুবন হইতে যেন আওয়াজ মালুম হইছে!

কালু। হাঁ ঠিক হ'য়েছে, উলুবন হ'তেই আওয়াজ আসে বটে।

লক্ষী। চল্ চল্, সর্‌দার! আর দেরি ক'রিসনে,উড়িয়ে চল্, চল্ পাতি পাতি করিয়ে ঢুঁড়ি। জয় মা কালি। তু দেখিস্—তু মুখ রাখিস্! হে ধরম! তুহার দুয়ার ধরা ধন, তু মুখ তুলে চাস্! তু বাছার পরাণ বাঁচাস্।

[বেগে উভয়ের প্রস্থান।

ইঁদে। আঃ। এ শালা লেড়্কা ভোক্‌মে চেল্লাতা। আওর নেহি, আবি ঠাণ্ডা হোগা! রহ ওক্কা একদম্ ঠাণ্ডা করেগা!

সেধো। কি রকম ঠাণ্ডা ক'র্‌বি? মেরে ফেলে নাকি?

ইঁদে। আওর ক্যা—

সেধো। মাইরি মেথুয়া! এ ঝাড়ু বাল্‌তি ওয়ালার কাম নয়। ছেলের ছুঁচি কি ম'র্‌বি।

ইঁদে। দেখ্ শালা সেধুয়া! যাস্তি হল্লা করেগা ত এক ঘুসিছে হাড্ডী তোড় দেগা।

সেধো। কেন, সেধোকে নিতান্ত চাট্রিখানিক মনে ক'রেছিস্ নাকি? তাই মনে ক'রেই হাড্ডী তোড় দিবি? শালা মেথরের ঘরের পালা শুয়ার।

ইঁদে। তব্ দেখ্ শালা (গলদেশ ধরিতে উদ্যত)

সেধো। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হইয়া) এই রে! শালা মেথরকে মরণে টেনেছে, স'রে যা শালা! গায়ে গন্ধ দেখ! ফের্ গলায় হাতরে শালা! তবে সাধু-চরণের চরণের গুঁতো একবার দেখে নে। (পদাঘাত ও ইঁদের পতন) এই সাধুচরণ, যার ছেলে তার কোলে দিয়ে—অম্বিকার আঁধার আকাশে শুকতারা উঠাতে—শুক্‌ন গাছে ফুল ফুটাতে চল্লো! (ছেলে কোলে লইয়া) চল বাবা। সাত রাজার ধন! না বুঝ্‌তে পেরে, সাপিনীর মাথার মাণিক—, তোমাকে কেড়ে এনেছি, অম্বিকা আঁধার ক'রে এসেছি! চল অম্বিকা আলো ক'র্‌বে চলো! (গমনোদ্যত)

ইঁদে। আঃ! শালা বড় জব্বর লাথ মারা, কলিজাকা হাড্ডী তোড় দিয়া শালা! কভি নেই ছোড়েগা শালাকো। এহি বহুৎ আচ্ছা ফুরসুত, পিছাড়িছে ছোরা মারেগা, যাও শালা। লেড়্কা কা সাৎ তোম্‌রাভি তলপ হুয়া। (গ্রীবাদেশে অস্ত্রপ্রহার ও সাধুর পতন)

সেধো। উঃ! শালা মেথর গুপ্তি হেতেরে খুন ক'ল্লেরে।

ইঁদে। রহো শালা! আউর এক খোঁচা—(পতিত সাধুর বক্ষ লক্ষ করিয়া ছুরি উত্তোলন)

লক্ষ্মী ও কালুর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। সর্দার। সর্দার। দেখ্ দেখ্। ঐ সেই বেইমান ইঁদিয়া মেটে! এক আদ্‌মিকে খুন ক'র্‌তে ছুরি বেগিয়েছে, জল্‌দি লাঠি চালা।

কালু। লাঠির সময় নেই, তীর—তীর! জল্‌দি তীর চা্‌লা—কাট গর্দ্দান—খুব জল্‌দি! (লক্ষী কর্ত্তৃক তীর নিক্ষেপ)

ইঁদে। (বুকে হাত দিয়া উঠিয়া) আরে বাপ্‌! কোন্ দুষ্‌মুন্ জান লিয়া। (পতন)

লক্ষী। সয়তান্ প'ড়িয়েছে, পাঁজরা ফুটিয়ে তীর বাহির হইয়ে গিয়েছে।

কালু। বহুৎ জোর আছে।

লক্ষী। হামার জোর কি আছে সর্দ্দার! সতী-রাণী রঞ্জাবতী মায়ের ধরমের জোর, রুক্মিণীমায়ের দয়ার জোর, আর তুহার পায়ের ধুলার জোর! এখন চল্‌ত দেখি, সয়তান মরিয়েছে কি না?

সেধো। ম'রেছে! ম'রেছে! এক তীরে ঠাণ্ডা হ'য়ে গিয়েছে!! ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ! তুমি আছ! চারযুগ আছ! কে বলে তুমি নেই? এ দুনিয়ায় সব ফাঁকা! সব মিথ্যে! আছ কেবল তুমি! তুমিই সত্য—তুমিই আছ! তুমিই থাক্‌বে! সব যাবে—দুনিয়া যাবে—সব পয়মাল হবে—থাক্‌বে কেবল তুমি—তোমার কল তোমার কারখানা—তোমার ফিকির—তোমার ফন্দির,অন্দি-সন্দি বোঝে কার সাধ্যি। ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়েছে! দুষ্‌মুন হুড়কো কলে পড়েছে! তুমি—তুমিই দুধের শিশুর প্রাণ রক্ষা ক'রেছ! জয়—ধর্ম্মের জয়! জয় কালুবীরের জয়! জয় মা ভগবতী লক্ষীর জয়! এই নে মা লক্ষি! অম্বিকা-রাজ্যের আমাবস্তের স'ল্‌তে—রাজা রাণীর বুকভরা চাঁদ, সাতরাজার ধন মাণিক নে। চুরি ক'রে এনেছিলাম—সাপিনীর মাথার মাণিক চুরি ক'রে এনেছিলাম,ইঁদে মেথরের ভোগায় ভুলে,নরকে ডুব্‌তে ব'সেছিলাম! মেরে ফেলবার জন্যে ছেলে চুরি, তা আগে জান্‌তাম না,ধর্ম্ম রক্ষে ক'রেছে! এই নে লক্ষি! ছেলে নে! অমি ক'রে ঐ নরকের ক্রিমি ইঁদের মত ক'রে আমার বুকে একটা বিষমাখা বাণ মার, আমার বুকের রক্ত তোর্ পায়ে গড়িয়ে পাড়ুক! এ পশুর রক্ত, মা মুক্তকেশীর খপ্পরে পড়ুক। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ক্‌! নে—ছেলে নে! একটু—দুধ! দুধ এখানে কোথা পাবি? দে, দে, আমার বুকের রক্ত নিয়ে—ওর মুখে ঢেলে দে! ধর্ম্ম রক্ষা কর—হে ধর্ম্ম তুমি রক্ষা কর! (ছেলে প্রদান)

কালু। লক্ষি! দেখ্‌। ধর্ম্মের লীলাখেলাটা একবার দেখ। এই জন্যেই লোকে

বলে "মারে কৃষ্ণ রাখে কে" আর "রাখে কৃষ্ণ মারে কে"। এখন চল্, প্রাণপণে দৌড়ে চল, পাখীর মত উড়ে চল্, নৈলে ছেলে বাঁচাতে পার্‌ব না। মারা যাবে, একবিন্দু দুধ অভাবে মারা যাবে।

লক্ষী। কি বাউড়ার লাগান বকিস রে সর্দ্দার! এখনি না ব'ল্লি, রাখে কেষ্ট মারে কে। মোদের অম্বিকার চাঁদ, সতীলক্ষার হিয়াভরা মাণিক, কেষ্ট রেখিয়েছে। ধর্‌মের দাস—ধর্‌মের দুয়ার ধরা ধন—ধরম বেঁচিয়ে রেখিয়েছে। উহার তরে তেপান্তরে দুধ মিলবে। (সেধোর প্রতি) এ সেধুয়া! হামার একটী কথা শুন্‌বি ত বেঁচিয়ে যাবি। নৈলে একটী তীরে গেঁথিয়ে বিষ্ণুপুরে ফেলিয়ে দিব!

সেধো। না মা লক্ষি! আর বিষ্ণুপুরে ফেলে দিস্ না। সে মদনমোহনের রাজ্যিতে সয়তান ঢুকেছে। কি ক'র্‌তে হবে বল্, যা ব'ল্‌বি—তাই ক'র্‌ব মা লক্ষি!

লক্ষী। এই মড়া কাঁদে করিয়ে লে। দরিয়ার জলে ফেলিয়ে দিবি, আর একটা চিজ্ দিব, ছেলিয়ার বদলে সেইটে লিয়ে, তুহাদের মান্‌দো মনীবকে ভেট দিবি। কেমন, রাজি আছিস্ ত?

সেধো। খুব রাজি আছি মা!

লক্ষী। তবে মড়াটা কাঁধে তুলিয়ে লে, সর্দ্দার! একটু সবুর কর্।

সেধো। এই যে, নিই মা লক্ষি!

[মৃতদেহস্কন্ধে সেধো ও লক্ষীর প্রস্থান।

কালু। (স্বগত) ছেলের ঘুম ভাঙ্গান হবে না, কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। ভালই হ'য়েছে, যতক্ষণ ঘুমোয়—ততক্ষণই মঙ্গল।

কাঁপিতে কাঁপিতে সেধোর প্রবেশ।

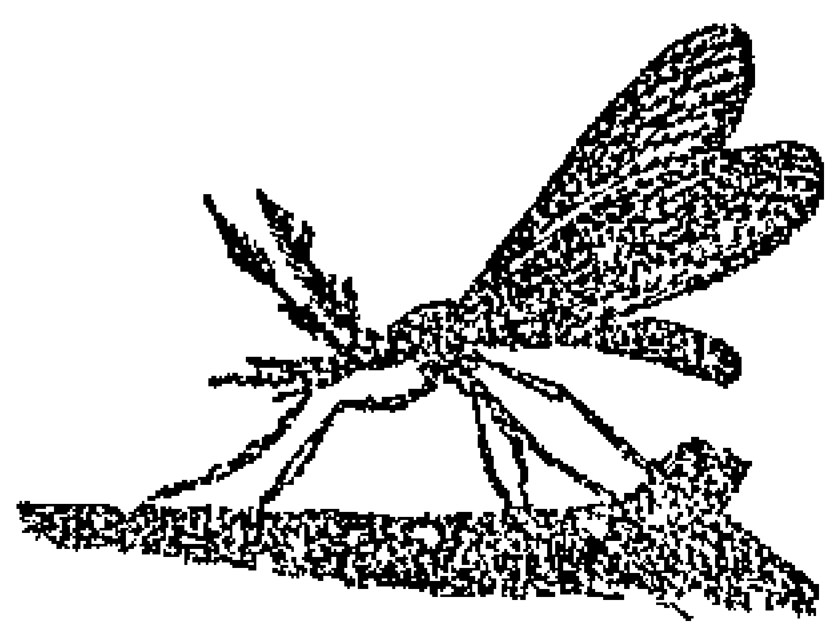
সেধো। পার্‌ব না, পার্‌ব না, দোহাই মা লক্ষি! এ আঁধার রেতে মড়ার মাথা ব'য়ে যেতে পার্‌ব না। ভূতে পাবে! আমাবস্তের রাত্তিরে অপঘাতে ম'রেছে—ভূত হ'য়েছে! মোছলমানের মেথরের মড়া—মান্‌দো ভূত! গায়ে ময়লা ঢেলে দিয়ে মেরে ফেল্‌বে।

মাথা হস্তে লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। একটী কথা কইবি ত গর্দ্দান উড়িয়ে দিব। লে, মুণ্ডু লে—সিধে চলিয়ে যা; যেমনটি যেমনটি বলিয়েছি, তেমনটি তেমনটি ক'র্‌বি। পথের মাঝে ভূতে পায়, কালুসর্‌দারের নাম ক'রিস্‌, বাপ বলিয়ে—সেলাম করিয়ে পথ ছেড়িয়ে দিবে; লে, মাথা লে! (মুণ্ডু প্রদান)

সেধো। (মুণ্ডু লইতে লইতে) নিজে হাতে না মেরে, মোছলমানের মাম্‌দোকে দিয়ে মারালি মা! (কালুর প্রতি) তবে আসি সর্‌দার!

[সকলের প্রস্থান



অষ্টাদশ দৃশ্য।

[দারকেশ্বর—নদী তীরস্থ বনের অপরাংশ]

গৈরিক বসনাচ্ছাদিত-বালকস্কন্ধে
আত্মানন্দ স্বামীর প্রবেশ।

গীত।

ত্বং হি হরি অনাদি—পুরুষ পরাৎপর,
ভবার্ণব নাব হে ত্রিলোকলোকতিলক।
ভবান্ধ-জন-বান্ধব, পাপ-ইন্ধন-পাবক,
সেবক-জন-পালক, সেবক-জন-পালক ॥
ত্বং বিশ্বমূলাধার, ত্বমাধাঁর আলোক,
কমঠ সাজে কীলাল মাঝে বিশ্ব-চক্র কীলক,
মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ ত্বং, নৃসিংহরূপধারক,
কখন ছলনাপটু বটু ব্রহ্মবালক,
নির্গুণে নিষ্কাম ব্রহ্ম, সগুণে বিশ্বচালক,
ভবত্তরণে দীনশরণ, দেহি চরণভেলক ॥

স্বামীজী। বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারে আচ্ছন্ন জগৎ,
সস্নেহে বিস্তারি বক্ষ বিরামদায়িনী—
জগৎ-জননী নিদ্রা, সুপ্ত জীবগণে—

পুত্র সম অঙ্কে ধরি দিতেছে বিরাম।
জীব-সন্দশব্দময়ী অনন্তা মেদিনী,
গভীর—গভীর ভাব নিস্তব্ধ নিথর ;
ঊর্দ্ধে, শূন্যে, বহু ঊর্দ্ধে মেঘ-অন্তরালে—
ক্ষীণ-জ্যোতি ক্ষীণ-কায় অনন্ত তারকা,
মিটি মিটি ফুটি যেন মিশিছে আবার।
অদূরে দারকেশ্বর স্ফীত কলেবরে—
বিস্তারি বিশাল বক্ষ অবিশ্রান্তবেগে
চ'লেছে অনন্ত পথে অনন্তে মিশিতে!
পাতিয়া অনন্ত বক্ষ পতিতা অনন্তা—
পাদদেশে, মহাশূন্যে অনন্ত আকাশ!
একীভূত শূন্য-ধরা অনন্ত আঁধারে—
কেবল আঁধার পিণ্ড অনন্ত আঁধার!
অনাশ্রয় অসহায় অনাথ বালক,
পেয়েছে আশ্রয় আজ ক্ষুদ্র হৃদে মোর,
দারুণ দুর্য্যোগে এই দুরন্ত প্রান্তরে!
ক্ষুধানল-দগ্ধ এই দুগ্ধপোষ্য শিশু,
এখনো জীবিত এও তোমার করুণা,
করুণানিধান হরি। তোমারি ইচ্ছায়
নিয়োজিত তব কার্য্যে এ জীবজগৎ,
নিখিল নিয়ন্তা তুমি, তোমারি নিয়োগে
নিয়োজিত আমি আজ বালকে রক্ষিতে।
মরিবে দুধের শিশু! আর কত দিন—
থাকিত জীবন তোর এ ঘোর দুর্দ্দিনে!
এসেছ ধর্ম্মের খেলা খেলিতে জগতে—
তাই তোর রক্ষাহেতু উপলক্ষ আমি।
এস শিশু! ধর্ম্মের সেবক!
ধর্ম্মের কৌশল-দত্ত সঞ্জীবনী সুধা—

পান করি হও বলবান্।
জয় করি ক্ষুধা তৃষ্ণা, লীলাক্ষেত্রে তাঁর,
মিলি অন্য ধর্ম্মবীর ধর্ম্মদাস সহ—
ধরায় ধর্ম্মের লীলা প্রচারো দুজনে।

কালু ও লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। সর্দার! এখনও অনেক রাত আছে! একবার মেঘ কেটিয়ে গিয়ে, আবার মেঘের উপর মেঘের জমাট বেঁধিয়ে, সব আঁধার হইয়ে গেল! ওঃ, কি বিজ্‌লী হান্‌ছে! মেঘ‍ঃডাক্‌বে, ছেলিয়া বুকে চেপিয়ে রাখ্‌! সর্দার! দেখ্ দেখ্, ঐ গাছের তল্‌কে একটা মানুষ বসিয়ে আছে না? চিকুরের আলোতে নজর্ প’ড়লো। চল্ ত দেখি, আবার কোন্ দুষ্‌মুন্ ছলা পেতিয়ে বসিয়ে আছে; একটা তীর ছেড়িয়ে সয়তানকে গাছের সাথে গেঁথিয়ে লেব?

কালু। না না, তীর ছাড়িস্ না! আগে ডেকিয়ে দেখি। (উচ্চৈঃস্বরে) দুর্য্যোগ রাতে—ঘুর্‌ঘুট্টি আঁধারে—তেপান্তর ময়দানে—গাছের তলে তুমি কে ব’সে আছ গো? মুখে কথা নেই কেন গো?

লক্ষী। সাধু সান্ন্যাসী আছ,কি সয়তান দুষমুন্ আছ,ঠিক ব’লো,কথা না কইবে ত একটি তীরে কলিজা দো-ফাঁক করিয়ে দিবক্।

স্বামীজী। কে লক্ষি! এস—মা এস! আমি তোমাদেরই অপেক্ষায় ব’সে আছি। আমি চোর দস্যু নই, সয়তান দুষ্‌মুন্ নহ, চির-পরিব্রাজক পথিক মাত্র। মা! রাজপুত্রটি পেয়েছ ত?

কালু। যদি সাধুসন্ন্যাসী হও,তাহ’লে ধর্ম্মের নামে শির সুঁপে তোমাকে প্রণাম করি। (লক্ষী ও কালুর প্রণাম) ধর্ম্মের কৃপায় আন্‌কার আশা-ভরসার স্থল, আমাদের হারান ধন,দস্যুর হাত হ’তে উদ্ধার ক’রেছি। এখন বাঁচাতে পারব কিনা তা’জানিনে। দুধের ছেলে, সারা-রাত্রি উপবাসী! এ জন-মানবহীন বনপথে, এক ধর্ম্মের করুণা ভিন্ন—বালকের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায় নাই।

স্বামীজী। যাঁর দয়াতে নির্দ্দয় নরঘাতকের কুটিল চক্র হ’তে বালকের জীবন

রক্ষা হ'য়েছে,তাঁর ইচ্ছা হ'লে,মরীচিকা-ময়ী মরুভূমিতে পয়ঃ-প্রস্রবণ প্রবাহিত হ'তে পারে। অগ্নিগর্ভ্ত আগ্নেয়গিরির দগ্ধ উদর হ'তেও দুগ্ধ-ধারা নির্গত হ'তে পারে। কালু! তুমি শাস্ত্র-জ্ঞান লাভ ক'রে তার্কিক হওনি, কিন্তু সারধর্ম্ম নিষ্কাম পরোপকার-ব্রত শিক্ষা ক'রে,জগতে কীর্ত্তিমান্ হ'য়েছ! শাস্ত্রজ্ঞানে উপাধি-গ্রস্থ না হ'লেও,তুমি "নিরক্ষর মহামহোপাধ্যায়।" সুতরাং তুমি অবশ্যই বুঝ্‌তে পেরেছ যে, এ সকল ঘটনা কেবল সেই লীলাময়ের লীলাখেলা মাত্র। যিনি এ বিপদে শিশুর জীবন রক্ষা ক'রেছেন, তিনি পূর্ব্বাহ্নে তার অন্য উপায়ও ক'রে রেখেছেন। এই কমণ্ডলুতে দুগ্ধ আছে, বালককে পান করাও! দাও, বালককে লক্ষীর কোলে দাও! আর আমার একটি অনুরোধ কালু! কেমন মা লক্ষ্মি। আমার অনুরোধটি রক্ষা ক'র্‌বি কি?

লক্ষী। ঠাকুর! তুমি একধার দুধ দিয়ে,মোদের কলিজের রক্ত কিনিয়ে লিলে, তোমার ঐ একটি ধার দুধের ধার মোরা জন্মে জন্মে শুধ্‌তে লার্‌ব, মোরা ছোট জাত বটি, কিন্তু নিমোকহারাম নৈ,কি চাও বল? দেখ, কালুসর্‌দার আর লক্ষীডুম্‌নী আপনার হাতে গর্দ্দানা কেটিয়ে—তোমার পায়ে ফেলিয়ে দিতে পারে কি না।

স্বামীজী। তোমাদের গর্দ্দান আমার পায়ে দিলে আমি কৃতার্থ হব না, বরং তোমাদের গর্দ্দান থাকলে, অনেক পাপীর গর্দ্দান টুটবে। জগতে ধর্ম্মের শান্তিরাজ্য স্থাপিত হবে! আমার অনুরোধ শোন! আমার অঙ্কস্থিত এই বালকটী—তোমাকে দিচ্ছি, এটিকেও সতী রঞ্জাবতীর কোলে দিও। তিনি যেন এই অনাথ বালকটীকেও পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কালে এই বালকও তাঁর অপত্য-স্নেহের স্থান অধিকার ক'র্‌বে, কখনও তাঁর ধর্ম্মদাসের দাসত্ব ক'র্‌বে, কখনও এই কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর ধর্ম্মদাসের ধর্ম্মপথের পথপ্রদর্শক হবে, কখনও এই সংসার সৌধ-সোপানের পিচ্ছিল-পথে কদাচিৎ পদস্খলিত হ'য়ে পতনোন্মুখ হ'লে, তাঁর ধর্ম্মদাসকে ব'ক্ষে ধারণ-পূর্ব্বক রক্ষা ক'র্‌বে! শিশুটি তাঁর কোলে দিয়ে ব'ল, একটি পরিব্রাজক পথিক—যিনি একদিন সঞ্জীবনী সুধাসিঞ্চনে তোমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলেন, তিনিই তোমাকে এই বালকটির লালন-পালনের ভার দিয়েছেন,

আরও ব'লে দিয়েছেন,যেন তাঁর পুত্রের ধর্ম্মসেন,আর এই পালিত পুত্রটির "কর্পূরসেন"নাম রক্ষা করেন!" আমি সময়ে আবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব—বালকের পরিচয়ও জানিয়ে দেব। আর একটি কথা—একটি উন্মাদিনী যুবতী, যদি কখনও তোমাদের রাজ-অন্তঃপুরে যেতে চায়, তাকে বাধা দিও না—অবিশ্বাস ক'র না—বা উন্মাদিনী ব'লে অবজ্ঞা ক'র না। এখন ধর, বালককে বুকে ক'রে নাও, এই যুগল-বালক হ'তেই কলিযুগে ধর্ম্মের বিজয় দুন্দুভি নিনাদিত হবে। যতদিন এই জড়-জগতের অস্তিত্ব থাক্‌বে—ততদিন পর্য্যন্ত তোমাদের অঙ্কস্থিত বালক যুগলের নাম, আকাশে চন্দ্রসূর্য্যের গায়ের সৌরকর হ'তেও তৈজস-অক্ষরে লিখিত থাকবে! জগতের ইতিহাসে, নিষ্কাম-ব্রতাচারী ধর্ম্মবীর কালু আর মহাশক্তি কালিকার অংশরূপিণী লক্ষ্মীর নাম চিরদিন অক্ষয় অক্ষরে লিখিত থাকবে! এখন যাও, উভয়ে দুটি অমূল্যমণি কণ্ঠে ধারণ ক'রে, হাহাকারপূর্ণ অম্বিকার অন্ধকার দূর করগে!

গীত।

ধর ধর পর মা কণ্ঠে এ যুগল রতনে।
গাঁথি স্নেহ-হেম-সূত্রে পরমানন্দে যতনে॥
পাপাধার বসুধার পাপ আঁধার নাশিবে,
যবে এ যুগলমণি যৌবনে প্রভাসিবে,
শান্তি-সুখ-চন্দ্রিকায় এ জগৎ হাসিবে,
প্রকাশিবে ধর্ম্মরাজ্য কলি-কলুষ পাতনে॥

[সকলের প্রস্থান।

ঊনবিংশ দৃশ্য।

[অম্বিকার রাজ-অন্তঃপুর]

আলুলায়িতকেশা প্রভাতির প্রবেশ।

প্রভাতি। হায় হায়! সর্ব্বনাশ হয়েছে—সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনেশে বিধাতা, এক রাত্রের মধ্যে সোনার সংসার শ্মশান ক'রে দিয়েছে! যেদিকে যাই, যেদিকে চাই, সেই দিকেই সর্ব্বনাশের ছায়া। দুর্গগড়ের উপর—সেনা, সেনাপতি ঘুমুচ্ছে! দুর্গ দুয়ারে—প্রহরী-পাহারা যেন মড়ার মত প'ড়ে রয়েছে। অন্দরের পাহারা—তুর্কীরা আলুথালুকেশে—আলুথালুবেশে কাল-ঘুম ঘুমুচ্ছে! যে বলা ডোম, কাল-ভৈরবের মত অম্বিকা রক্ষা ক'র্‌ত! রাতের বেলায় হাজার বাঘের বল ধ'রে—হাঁকে, ডাকে, মাটী কাঁপিয়ে দাপিয়ে বেড়াত! সে বলা আজ বড় দেউড়ির দুয়ার জুড়ে মরা হাতীর মত প'ড়ে র'য়েছে! বুকের উপর দিয়া কুকুর শেয়াল চ'লে যাচ্ছে, সান সংজ্ঞে নাই! এই সব দেখে শুনে প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ল—মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে প'ড়্‌ল! তাড়াতাড়ি রাণীমার মহলে গিয়ে দেখি, এখানেও যে দশা—সেখানেও সেই দশা! দাসী বাঁদিরা অঘোরে ঘুমুচ্ছে, যে ধাত্রী খোঁকাকে দিবারাত্রি কোল-ছাড়া ক'র্‌ত না, সেও আজ শিথিলভাবে মড়ার মত প'ড়ে আছে। রাণীমার কোলশূন্য! সোনার দেহখানি শয্যায় গড়াগড়ি যাচ্ছে! কোলে ছেলে নাই, সূতিকাঘর অন্ধকার! কে যেন সোনার লতা হ'তে হীরের ফুল ছিঁড়ে নিয়ে লতাকে ধূলায় ফেলে গিয়েছে! হা সর্ব্বনেশে বিধাতা! এই কি তোর

বিধিত্ব? এই কি দেবহৃদয়ের দয়া? এমন সাজান বাগান, এমন সাধের হাট কি এমনি ক'রে ভেঙ্গে দিতে হয়? ও কে, চ'ক্ মুচ্‌তে মুচ্‌তে, অতি আস্তে লাটিতে ভর ক'রে কে আস্‌ছে! বলাই নয়? বলাই! বলাই! কি কাল ঘুম ঘুমিয়েছিলি বলাই? এখন কি আলো দেখে জেগে উঠ্‌লি! হারে অম্বিকায় আর আলো কই? পোড়া বিধাতা যে আজ অম্বিকার আলো জন্মের মত নিবিয়ে দিয়েছে, কি হবে বলাই, রাজা রাণীকে কি ব'লে বুঝাব বলাই, তোরাই বা কেমন ক'রে অম্বিকায় মুখ দেখাবি বলাই!

বলাই। আর এ অম্বিকায় মুখ দেখাবনা বহিন! মোর মা বাপ কোথাকে চলিয়ে গিয়েছে, সয়তানের সয়তানীতে রাজপুত্রকে হেরিয়ে, তারা হয় দরিয়ায় জান্ ডেরিয়েছে—নয় আগুনে ঝাপ দিয়ে পুড়িয়ে ম'রিয়েছে; উঃ বহিনরে—বড় আপ্‌সোসের কথা! আজ এমন সব কেঁদো কেঁদো বাঘ বাঘিনী, যাদুকরের ধুলোপড়ায় ধাঁধাঁ লাগিয়ে একদম আঁধা হইয়ে গেল! ঐ ত ডোম্‌নীরাও সব জেগিয়েছে।

ডোম্‌নীগণের প্রবেশ।

দুলালী। জেগিয়ে আর কি সুখ হ'ল বলা! যে কালঘুমে ধরিয়েছিল, এ ঘুম ত না ভাঙ্গাই ভাল ছিল, তোরা এমন এমন জোয়ান থাক্‌তে—মোরা বেঁচিয়ে থাক্‌তে—লাকে লাকে সেপাই পাহারা খাড়া থাক্‌তে একটা সয়তানের ফুস্‌মোন্তরে এমন সোণার অম্বিকা খাক্ হইয়ে গেল! মুনিবের এক কোণা নেমকের ধার সুধ্‌তে পার্‌লাম না! শুন্‌ছি সর্দার সর্দারণীও নাকি লাজের দায়ে অম্বিকা ছেড়ে কোথাকে চলিয়ে গিয়েছে; তারা ত দুনিয়ার কাছে মুখ দেখাতে এড়াল, আমরা কেমন করিয়ে লোকের কাছে পোড়া মুখ দেখাব বলাই।

বলাই। কি ব'লব বহিন্! পরাণের ভিতর বড় একটা আপ্‌সোস্ রহিয়ে গেল! লোকে বলে, কালু সর্দার আর বলা সর্দার এক ঠাঁই থাক্‌লে সেথাকে যম ঘেঁস্‌তে লারে! যে লক্ষী সর্দারণীকে মুলুকের লোকে রণচণ্ডী বলিয়ে ডাকে, যাকে লাকের মাঝে ছোড়িয়ে দিলে লহমায় মাঝে রক্ত নদী বহিয়ে দিতে পারে, তাদের সে নাম আজ দরিয়ায় ডুবে গেল, এ আপ্‌সোস্ যাথ্

বার কি আর যায়গা আছে বহিন্! না অম্বিকায় রইব না! মোর মা-বাপ যে পথে—আমিও সেই পথে যাব!

প্রভাতি। বলাই গায়ের জোরে যোয়ান হ'য়েছিস্, লাঠিবাজি ক'র্‌তে শিখেছিস্, কিন্তু মা-বাপের বুকের বলের একটা কণাও পাস্‌নি! তাই মা বাপ্ ম'রেছে ভেবে মনের আক্ষেপে ম'র্‌তে যাচ্ছিস্! হাঁরে মরণে বাহাদুরী কি, লক্ষী ডোম্‌নী একটা যে সে মেয়ে নয়, কালু সর্দ্দারও কাপুরুষ নয়, তারা যার তার মত ম'র্‌তে আসেনি। আমরা ঘুমিয়ে হারিয়েছি—তারা সয়তানের ছলায় প'ড়ে ছেলেটিকে হারিয়েছে! তাই কাউকে না জাগিয়ে—কাউকে কিছু না ব'লে,চুপি চুপি খুজ্‌তে বেরিয়েছে। তারা সংসার খুজ্‌বে,হয়—ছেলে নিয়ে আস্‌বে—নয় দুষ্‌মনের কাটা মুণ্ডু এনে রাজারাণীর পায়ের তলায় ফেলে দেবে! ম'র্‌তে হয় এই অম্বিকায় এসে ম'র্‌বে! তুই অত উতলা হ'স্‌নে! ঐ দেখ্ ঐ রাণী মা আস্‌ছেন, খুব সাবধান! যেন কোনও রূপে জান্‌তে না পারেন। (স্বগত) হায় হায়! বলাকে সাবধান হ'তে ব'ল্‌ছি, এদিকে নিজেই চ'খের জল রাখ্‌তে পার্‌ছিনে। বুক চড়্‌চড়্ ক'রে উঠ্‌ছে, চ'ক্ ফেটে জল আস্‌ছে! হে ধর্ম্ম! হে চারি যুগের সাক্ষি! সরলা সতী লক্ষীর প্রাণরক্ষা ক'র! সাধের অম্বিকা শ্মশান ক'রনা, এমন ক'রে সাজান বাগান ভেঙ্গে দিও না!

রাণী রঞ্জাবতীর প্রবেশ।

রঞ্জাবতী। লক্ষী বড় দুষ্টু, বেদিনী বুড়ির কথায় বিশ্বাস ক'রে সারারাত কষ্ট দিয়েছি। তোদেরও সমস্ত রাত জাগিয়েছি, মহারাজকেও ব্যস্ত ক'রে তুলেছি! সেই জন্যই বুঝি প্রতিশোধ নিচ্ছিস্ কেমন প্রভাতি? রাত্রের মধ্যে কি যেন একটা মহামারী উপস্থিত হবে—কি যেন একটা সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হবে, এম্‌নি একটা অশুভ সন্দেহ যেন প্রাণের মধ্যে কত বিভীষিকা দেখাচ্ছিল, তাই প্রাণের ব্যাকুলতায় সেনা,সেনাপতি,প্রহরী,পাহারা সকলকেই সারারাত কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু কৈ রাত্রে ত কোন গোলযোগই ঘটে নাই।ছোট জেতের কথায় বিশ্বাস ক'রে, যেমন তোদের কষ্ট দিয়েছি, তোরাও তেম্‌নি তার বেশ প্রতিশোধ নিতে ব'সেছিস্। কৈ লক্ষী কৈ?

ছেলে নিয়ে লুকিয়েছে বুঝি, তাতে আমি ভয় করিনে, তার কোলে থাক্‌লে বরং আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকি। তার ছেলে সে কোলে নিয়েছে, এতে আমি ভাব্‌ব কেন? তোদের এ সব যুক্তির মধ্যে কালু, বলাই, স্বয়ং মহারাজ শুদ্ধ আছেন বুঝি? কেমন প্রভাতি? বল্‌না মুখে কাপড় দিচ্ছিস্ যে? ওকি, সবাই যে মুখ ঢাকা দিলি? ওকি প্রভাতি! তোর চোখে জল কেন? প্রভাত!—প্রভাত! কাঁদছিস্ নাকি?

প্রভাতী। না, মা চোকে একটা কি প'ড়্‌ল।

রঞ্জাবতী। না—না প্রভাতি! ঐ যে চোকে কাপড় দিয়ে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছিস্, কেন—কেন মা প্রভাত! কি হ'য়েছে? আমার খোকা কৈ? আর যে আমার আমোদ ব'লে বোধ হ'চ্ছে না! বলাই! তুইত বাপ, মিথ্যাকথা কইতে জানিস্‌নে! আমি তোর মা, সেই—মনিব মা! আমার কাছে লুকাস্‌নে, মিথ্যাকথা ব'লিস্‌নে, কি হ'য়েছে বল্! হাঁরে বলাই! লক্ষ্মী কই? কালু কই? আমার দিব্যি, তোর মাতৃশপথ! কি হ'য়েছে—কি দুর্ঘটনা হ'য়েছে, সত্য বল!

বলাই। কি ব'ল্‌ব তুহারে মা! কলিজেটা ফেটিয়ে যাচ্ছে, এ ডোমের চাম্‌ড়া গণ্ডারের চাম্‌ড়া হ'তে কড়া আছে, মানুষের চাম্‌ড়া হ'লে, এতক্ষণ ফেটিয়ে দোচির হইয়ে যেতো! যায়—আর থাকে না! এখনি বুক ফেটিয়ে মরণ হবে! মরণকালে তুহার কাছে আর মিথ্যাকথা ব'লিয়ে কি ক'র্‌ব মা! গিয়েছে—মা! সব হেরিয়েছি! এতো বল্—এতো শক্তি ধ'রেও, সয়তানের হাতে অধিকা রাখ্‌তে পার্‌লেম না, দুষমুন্ এসিয়ে সাজান হাট ভেঙ্গিয়ে দিয়ে গেল! চণ্ডাল এসিয়ে চাঁদ গিলিয়ে লিলে! রাখ্‌তে পার্‌লেম না! তুহাদের গুণের ধার, শোধা দূরে থাক্ এ জন্মে একটি কণা নুনের ধার শুধিয়ে যেতে পার্‌লেম না! হাতে হাতে সুপিয়ে দেওয়া ধন—তোর বুকভরা চাঁদ, রাহু চণ্ডালের মুখে তুলিয়ে দিয়ে চ'ল্লেম! মা! বড় বুকে বাজ্‌ল! পরাণ ফেটিয়ে গেল! হা ধর্ম্মরাজ! কি ক'র্‌লে? (পতন)

প্রভাতী। যে আগুনের তাপে ডোমের প্রাণ পুড়ে ছারখার হ'য়ে উড়ে চ'লে গেল, সে আগুনে চণ্ডালিনী তোর প্রাণ বেরুল না? (বস্ত্রাঞ্চল চ'খে দিয়া উপবেশন)

রত্নাবতী। আঁ্যা—কি শুন্‌লেম? মা—গো। বুক যে ফেটে গেল—ধর্ম্ম! ধর্ম্মদেব! এই ক'র্‌লে? হা জগদীশ! হা ধর্ম্মরূপী ভগবান্! তোমার মনে এই ছিল? দিয়ে নিধি কেড়ে নিলে? কৈ, কৈ আমার সোণার চাঁদ কৈ? আমার বুকভরাচাঁদ—সাগর ছেঁচা রতন, সাত রাজার ধন বাপ্‌রে! (পতন)

প্রভাতী। ওমা! ওমা! কি ক'র্‌লে মা! হায় হায়! সব গেল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে এক রাত্রের মধ্যে তেমন সোণার অম্বিকা শ্মশান হ'ল! হা ধর্ম্ম! এ তোমার কেমন লীলাখেলা? সতীলক্ষ্মী সরলা অবলাবালার সঙ্গে এত ছল। কেন দেব? তোমার এ অনন্তরাজ্য—এই বিশাল জগতের সঙ্গে অম্বিকা ত একটি ধূলিকণা মাত্র। এ ক্ষুদ্র ধূলিকণা নিয়ে এত উলট্ পালট্ কেন ক'র্‌ছ ঠাকুর? এই অম্বিকা, সত্য সত্যই একদিন সোণার অম্বিকা ছিল, তোমারি চক্রে শ্মশান হ'য়েছিল, শান্তিহিল্লোলময় সুখের সাগর শুক্‌য়ে মরুক্ষেত্র হ'য়েছিল! কেন আবার শূন্যশ্মশানে স্বর্গের শোভা ঢেলে দিলে? কেন আবার মরুভূমিতে এমন শান্তি-পাদপের বীজ রোপণ ক'র্‌লে? যে মরুভূমি হ'য়েছিল, সেই মরুভূমিই ত ভাল ছিল! কেন মরুভূমিতে মরীচিকার সৃষ্টি ক'রে তৃষ্ণাতুরা হরিণীর প্রাণবধ ক'র্‌লে? দুর্ব্বলা সরলা তোমার নিতান্ত শরণাগতা, অবলার সঙ্গে এত বাদ কেন সাধ্‌লে বিধি? এই কি তোর বিধিত্ব? এই কি তোর বিধান? ধিক্ বিধি, ধিক্ তোরে! ধিক্ তোর বিধিত্বে! ধিক্ তোর বিধানে!

রাজার প্রবেশ।

রাজা। এই যে অম্বিকায় আনন্দের তুফান উঠেছে দেখ্‌ছি! লীলাময় আজ লীলা সাগরের তুফানে তুলে একটী কনকপদ্মকে সেই অনন্ত তুফানে ভাসিয়ে নিয়ে চ'লেছেন দেখ্‌ছি। ধন্য ধর্ম্মরূপী হরি! ধন্য তোমার লীলা! রত্নাবতি! লীলাখেলা সাঙ্গ ক'রে চ'ললে? কৈ তোমার বড় সাধের ধন, নিরাশার অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়-আকাশের প্রভাতী তারা কৈ? সংসার সাগরের ঘূর্ণিত স্রোতে প'ড়ে দিগভ্রান্ত হ'য়ে, শেষে যে ধ্রুবতারাটী লক্ষ্য ক'রে আশার বাতাসে কূল প্রাপ্তির আশায় বুক বেঁধেছিলে, এখন সে তারা কোন্ কেতু-গ্রহের মুখে সঁপে দিয়ে চ'ল্লে? একদিন যার জন্য ধর্ম্মসাধনায় প্রাণ দিয়ে-

ছিলে আজ তার জন্য মর্ম্মযাতনায় প্রাণ দিয়ে ধর্ম্মলীলার একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রেখে চ'ল্লে ? যাও—যাও সতি। যাও ভাগ্যবতি! ধর্ম্মের দ্বারে চিরদিন প'ড়ে থেকে যদিও আজ তোমাকে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল, তথাপি তুমি ভাগ্যবতী। যেদিন তুমি বৈধব্যকে সীমন্তে বন্ধন ক'রে এ জরাজীর্ণ বৃদ্ধকে বরমাল্য দিয়ে বরণ ক'রেছিলে, সেইদিন হ'তে বৈধব্য তোমার শিরোদেশে নৃত্য ক'র্‌ছে! কিন্তু এমন ক'রে যে তুমি সে বৃদ্ধ পতিকে ফাঁকি দিতে পার্‌বে, এমন ক'রে যে এ পূর্ণ যৌবনে সীমন্তের আয়তি নিয়ে বৃদ্ধ পতির কোলে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বে, তা বল্লা একটী দিনের জন্যও মনে ক'র্‌তে পারি নাই; তাই বলি তুমি কোমলপ্রাণে বড় আঘাত পেয়ে—হৃদয়ের অপূর্ণ আশা হৃদয়ে রেখে—পূর্ণযৌবনে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লে; তথাপি রঞ্জাবতি! জগতের লোকে তোমাকে ভাগ্যবতী সতীর আদর্শরূপিণী ব'লে চিরদিন পূজা ক'র্‌বে! আমিও অন্তরের সহিত আশী-র্ব্বাদ ক'র্‌ছি, যাও—সতীলোকে গিয়ে অরুন্ধতীর পদধূলি লাভ করগে! যেথানে শোক, তাপ, জ্বালা যন্ত্রণা নাই—যেথানে হিংসা, দ্বেষ, গর্ব্ব, ক্রোধ প্রভৃতি হীন প্রবৃত্তির অস্তিত্ব নাই—অতৃপ্ত বাসনার সহচর দুরাকাঙ্ক্ষা নাই, সেই অনন্ত শান্তিময় নিত্যধামে যাও! এ শোক, তাপ, জ্বালা যন্ত্রণাময় মর্ত্ত্যধাম তোমার ন্যায় স্বর্গের প্রতিমা সতীর যোগ্য স্থান নয়। এ মর্ত্ত্যলোক ভগবানের লীলাভূমি, জীবের পরীক্ষা ক্ষেত্র মাত্র। এ কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম সমাধা ক'রে সতী-যোগ্যধামে যাও! আমি তোমার স্বামী, আমি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ছি—তোমার চির-উপাস্য দেবতা ধর্ম্মদেবের নিকট, কায়মনোবাক্যে কামনা ক'র্‌ছি, আর যেন তোমাকে পুত্রশোকে আত্মহারা উন্মাদিনী হ'য়ে ইহজগতে অশান্তি ভোগ ক'র্‌তে না হয়।

রঞ্জাবতী। কে তুমি আমার সম্মুখে—শ্বেতকান্তি শান্তিময় মহাপুরুষ! আমার সোণার বাছাকে কোলে ক'রে দাঁড়িয়ে আছ ? দাও, দাও, আমার বুকে দাও! আমার বুকভরা চাঁদ বুকে দাও। কৈ, কৈ সে মহাপুরুষ ? তুমি কে ? মহারাজ ? আমার সোণার চাঁদ—আমার বুকভরা চাঁদ—আমার ধর্ম্মসাধা ধন কৈ মহারাজ! কোথায় রেখেছ ? এনে দাও—প্রাণ বাঁচাও! উঃ—বুক যে ফেটে গেল মহারাজ!

রাজা। হা দুর্ভাগিনি! আবার চেতনা লাভ ক'র্‌লে? এখনও তোমার কর্ম্ম-ভোগের শেষ হয় নাই। হা মধুসূদন! আবার কি লীলা দেখাবে, হত-ভাগিনী রঞ্জা, পুত্রশোকে উন্মাদিনী হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াবে, তোমার রঙ্গক্ষেত্রের চিত্রপটে সেই ভীষণ চিত্রটি দেখানই কি তোমার সাধ?

রঞ্জাবতী। কৈ মহারাজ! দিলে না? দেখ দেখি, এ পোড়া বুকের ভিতর কি আগুন জ্ব'লে উঠেছে! হা ধর্ম্ম! এই কি তোমার দয়া? এই তোমার সুবিচার?

রাজা। রঞ্জাবতি! ধর্ম্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম। সে বিচার স্থূল জ্ঞান-দৃষ্টির লক্ষ্য নয়। জগতে সকলে আপন আপন কৃত-কর্ম্মের ফলভোগী, আর জীবের সেই কর্ম্মসূত্র অবলম্বন ক'রে, এই কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের লীলাখেলা মাত্র। হারান ধন পুনঃপ্রাপ্তি যদি ভাগ্যপটে চিত্রিত থাকে, তাহ'লে ধর্ম্মের কৃপায়, আবার সেই অগাধসাগরে নিহিত রত্ন লাভ ক'র্‌তে পার্‌বে, শ্মশান অম্বিকায় আবার শান্তিধারা প্রবাহিত হবে! আবার আঁধার সংসার আলো হবে! আবার আনন্দের সহিত ধর্ম্মের বিচিত্র লীলাকে ধন্যবাদ দিয়ে,লোকে তোমাকে শতমুখে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বে।

কালু ও লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। সুধু ধরম দেবতাকে ধন্যিবাদ দিলে হবেক না রাজা! কালু সর্‌দারকে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হবেক! আর লকীকে পায়ের ধুলো দিতে হবেক। লে মনিব-মা! তোর কলিজার ধন কলিজা চিরিয়ে রাখ্, আর তোর বাঁদিকে পায়ের ধুলো বক্‌সীস্ দে। দে সর্‌দার! মায়ের ছেলে মায়ের কোল্‌কে তুলিয়ে দে, যেথাকার ধন সেথাকে দিয়ে গড় করিয়ে পায়ের ধুলো লে।

কালু। ছেলে কোলে নিয়ে দেখ্ দেখি মা! কলিজাটা জুড়ায় কি না?

রঞ্জাবতী। দাও—দাও কালু! আমার বুকভরা ধন! বাপ আমার! (কক্ষে গ্রহণ) কালু! তুই ত বাপ মিথ্যাবাদী ন'স্,তবে কি আমার দৃষ্টিভ্রম হ'ল? না আমি শোকেতাপে আত্মহারা উন্মাদিনী হ'য়েছি। এ ত আমার সে চাঁদ নয় কালু!

কালু। কিসে বুঝ্‌লি মা! এ তোর সে চাঁদ নয়, এ চাঁদে সে চাঁদে কিছু পৃথক্ দেখ্‌লি পাগ্‌লি বেটি! সেটি তোর সপ্তমীর শশিকলা, এটিও কি সেই সপ্তমীর শশিকলা নয়?

রঙ্গাবতী। না কালু! দুটিই অভেদ রূপ, দুটিই সপ্তমীর চাঁদ, কিন্তু কালু! এটি অকলঙ্ক চাঁদ, সেটি আমার সকলঙ্ক চাঁদ। দুটিই একরূপ,তবে এ চাঁদে কেবল সেই কলঙ্কটুকুর অভাব! চাঁদের বুকের মৃগ-চিহ্নের মত, আমার চাঁদের মাথায় একটি পদচিহ্ন আছে। সন্ন্যাসী ব'লেছিলেন, এটি ধর্ম্মের পদচিহ্ন! তাই বলি, এ ত আমার সে চাঁদ নয় কালু!

লক্ষী। আরে লে বেটি! নেই মামা হইতে কানা মামা ভাল। আগে ওটীকে কোলে লিয়ে ধরম সাক্ষী করিয়ে বল্, দুটী চাঁদকে দু-কোলে লিয়ে, সমান ভালবাসার চ'কে দেখ্‌বি! পেটের পুতের মত ভাব্‌বি? তাহ'লে তোর সে ধরমের পেহ্নকা মাথায় করা হিয়াভরা চাঁদ যেথাকে পাই এনিয়ে দিব।

রঙ্গাবতী! এটা কি বেশী কথা হ'ল লক্ষী? তোরা এনে যাকে আদর ক'রে কোলে তুলে দিচ্ছিস, তাকে আমার গর্ভের সন্তান চেয়ে বেশী ভাব্‌ব, দুটীকে যমজ-সহোদরের ন্যায় লালন পালন ক'র্‌ব, এ কথা আমি ধর্ম্ম-সাক্ষী ক'রে ব'ল্‌চি।

লক্ষী। তবে লে, এই তোর ধরমের পেহ্নকা বওয়া চাঁদ বুকে ক'রিয়ে লে। (পুত্র প্রদান)

রঙ্গাবতী। আয় রে হারাণ ধন! আয় রে আমার ধর্ম্মদাস! আয়, আমার বুকে আয়! (পুত্র গ্রহণ)

রাজা। ধন্য হরি! ধন্য তোমার লীলা বৈচিত্র্য! লক্ষি! তোমাদের যে কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব, সে আশীর্ব্বাদের ভাষা আমি জানি না। হৃদয়ের যে কৃতজ্ঞতা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, সেইভাবে হৃদয়ের আশীর্ব্বাদ তোমাদের অর্পণ ক'র্‌ছি; আজ তোমাদের গুণে আমার অম্বিকা পূর্ণানন্দে পরি-পূর্ণ; তুমিই আমার অম্বিকার অন্নপূর্ণা! আর—কালু আমার কাশীধাম রক্ষক কালভৈরব! আজ হ'তে অম্বিকা তোমাদের।

লক্ষী। আচ্ছা, তাই হবে মুনিব। আমি ত অন্নপূর্ণ হ'ল, এখন অন্নপূর্ণার হুকুম, খোঁকাদের পাঁচ তিথ্যির জলে চান করিয়ে দে, তুহারাও চান কর

গে! মোরা মেথরের মড়া ছুঁয়েছি—গায়ে রক্ত লেগিয়ে আছে—মোরাও চান করি গে।

রাজা। কালু! কিরূপে এ সব দুর্দ্দৈব সঙ্ঘটিত হ'ল?

লক্ষী। সে অনেক কথার কথা মনিব! এখন স্নান করিয়ে ঠাণ্ডা হইয়ে যা, তারপর এক একটী করিয়ে ব'ল্‌ব। তবে একটী কথা বলিয়ে রাখি মনিব! সন্ন্যাসীর হুকুম, সেই সন্ন্যাসী—যে ধরম পীঠে এসিয়ে মোদের মরা রাণীমার জিউ দিয়েছিল, সেই সাধু তুহার দুটী বালকের ধরমসেন আর কর্পূরসেন নাম দিয়েছেন। উহাদের ঐ নাম ধরিয়ে ডাকিস্, এখন যা, চান কর্‌গে।

[সকলের প্রস্থান।

বিংশ দৃশ্য।

[বিষ্ণুপুর—মহানন্দের মন্ত্রণা-গৃহ]

মহানন্দ ও ভগবৎসিংহের প্রবেশ।

মহানন্দ। আজ দুই প্রহারের মধ্যে পৌঁছাবার কথা, কিন্তু ক্রমেই সময় গত হ'চ্ছে।

ভগবৎ। আজ্ঞে সময় গত হ'চ্চে বৈকি, সময় যাচ্চে—না, জল যাচ্চে।

মহানন্দ। তবে কি জান, বর্ষাকাল কুচলরাস্তা, তাতেই বোধ হ'চ্চে, এখনও সময় গত হয় নাই।

ভগবৎ। আজ্ঞে ঠিক কথা, সময় অনন্ত। সময় কি গত হবার জিনিস, তবে ঐ যা আজ্ঞে ক'র্‌লেন, বর্ষাকালের কুচল রাস্তা—

মহানন্দ। কিন্তু মেঘে মেঘে বেলা ঢের হ'য়েছে, সময় উত্তীর্ণ প্রায়।

ভগবৎ। আজ্ঞে দিন ফুরিয়ে এসেছে, আর সময় কৈ? মেঘে মেঘে বেলা বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে না।

মহানন্দ। তাই ত, বেটারা বুঝি কাজ হাসিল ক'রে ফির্‌তে পার্‌লে না?

ভগবৎ। আজ্ঞে তাই ত, কাজ বুঝি হাসিল ক'রে ফির্‌তে পার্‌লে না।

মহানন্দ। ফেরবার এখনও সময় আছে?

ভগবৎ। আঃ যথেষ্ট—যথেষ্ট, এখনও বহুত সময় আছে।

মহানন্দ। কি হয়ত বেথোরে প'ড়ে মারা প'ড়েছে।

ভগবৎ। ঐ যা আজ্ঞা ক'রেছেন ঐ ঠিক, বেথোরে প'ড়ে মারা যাওয়াই ঠিক।

মহানন্দ। তবে কি জান, বেটারা খুব হুঁসিয়ার আছে, মারা যাবার পাত্র নয়।

ভগবৎ। আজ্ঞে। ঐ—যা ব'লেছেন,বেটারা খুব হুঁসিয়ার, বেজায় হুঁসিয়ার! মারা যাবার,পাত্র নয়।

মহানন্দ। আগে যখন পেঁচোয় পাওয়ার কথা শুনেছি, তখন অনেকটা বিশ্বাস হ'চ্ছে, পেঁচোর হাতেই কাজ মিটেছে; এ বেটারা যাবে আর ফিরে আস্‌বে।

ভগবৎ। আজ্ঞে হুজুর যখন শুনেছেন পেঁচোয় পেয়েছে, তখন কার বাবার সাধ্যি পেঁচোয় না পায়! এ বেটারা যাবে আর ফিরে আস্‌বে।

মহানন্দ। নিতান্ত যে শুধু হাতে ফির্‌বে ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। অন্ততঃ শ্মশানে খুঁজে খুঁজে নিদেন একটা মরা ছেলে এনেও হাজির ক'র্‌বে।

ভগবৎ। যা আজ্ঞা ক'রেছেন, পাঁচ পাঁচশো মোহরের লোভ! নিদেন মরা ছেলেটাও শ্মশান থেকে কুড়িয়ে এনে হাজির ক'র্‌বে।

মহানন্দ। দেখ, এখন ভগবানের মনে কি আছে।

ভগবৎ। হুজুরের মনের কথাও তিনি জান্‌ছেন, এ হতভাগা ভগার মনের কথাও তিনি জান্‌ছেন।

মহানন্দ। তাত ঠিক! দেখ ভগবৎ! ব'ল্‌তে কি, তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতে ইচ্ছা করে। তোমার কাছে প্রাণের কথা সবই ব'লেছি। আমার জীবনের সব সাধ একদিন না একদিন মিট্‌বেই মিট্‌বে। কিন্তু একটী সাধ বোধ হয় আমার জীবনে অপূর্ণ থাক্‌ল। মন্দারণ—রাজকুমারী সেই নগর দাহের সময় হ'তেই নিরুদ্দেশ! আমি অন্তঃপুর অবরোধ ক'র্‌লেম, রাজধানী পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দিলাম। কিন্তু যার উদ্দেশে এতদূর ক'র্‌লাম, তার কিছুই হ'ল না; রাজকুমারীটিও নিরুদ্দেশ, রাজকুমারটিও নিরুদ্দেশ! ও কি ভগবৎ! তোমার চক্ষু রক্তবর্ণ হ'ল কেন? কাঁপ্‌ছো যে? কোন সঞ্চিত ব্যাধি আছে না কি?

ভগবৎ। আছে। (মস্তক টিপিয়া ধারণপূর্ব্বক)—উঃ—

মহানন্দ। নূতন ব্যাধি?

ভগবৎ। নূতন নয়, সঞ্চিত ব্যাধি।

মহানন্দ। কত দিন হ'তে ব্যাধির সূত্রপাত?

ভগবৎ। যে সময়ে মন্দারণের বৃদ্ধ রাজা, রাজ্ঞীর সহিত তীর্থ যাত্রা করেন,

যে দিন সেনাপতির অনুপস্থিতে আপনি গড় মন্দারণ জালিয়ে দেন, যে দিন অসহায়া রাজকুমারীর উপর আপনার পাপদৃষ্টি পতিত হয়, সেই অগ্নি-দাহের সময় হ'তে এ অন্তর্দাহের উৎপত্তি! তার পরেই ব্যাধির সূত্রপাত।

মহানন্দ। কোনরূপ প্রতিবিধানের চেষ্টায় আছ কি?

ভগবৎ। সম্পূর্ণ চেষ্টায় আছি।

মহানন্দ। এ কথা এতদিন আমায় বল নাই কেন? বৈদ্য দেখাইতাম।

ভগবৎ। এ ব্যাধির প্রতিকার বৈদ্যের সাধ্যাতীত—নিজের চেষ্টা সাধ্য! কিন্তু সুযোগ অভাব। যাক্ অনেকটা সাম্‌লে নিয়েছি। স্বর্গের মন্দারবনসদৃশ মর্ত্ত্যের মন্দারণ দগ্ধ ক'রে যে বন-দগ্ধাহরিণীকে—যে দাবদগ্ধা মৃগীকে যূথ-ভ্রষ্টা ক'রেছেন, সেই মৃগীর অভাবেই এরূপ মৃগিব্যাধি অনেককেই আক্রমণ ক'রেছে; তবে আমি কিছু বেশীর ভাগ আক্রান্ত হ'য়েছিলেম।

মহানন্দ। যাক্! এখন একটু প্রকৃতিস্থ হ'য়েছ ত?

ভগবৎ। উপযুক্ত প্রতিকার না হওয়া পর্য্যন্ত, আর প্রকৃতিস্থ হ'তে পারব না। তবে যেটুকু সাম্‌লে যাই, সেই টুকুই ভগবতের বীরত্ব।

মহানন্দ। যাক্! তুমি ত একজন আত্মজয়ী মহাবীর হে! আমি যে আশার নেশায় প'ড়ে আত্মহারা হ'য়ে ব'স্‌লাম। সব দিক ফস্‌কা'বে না কি?

ভগবৎ। ফস্‌কাবে কি হুজুর! ঐ আস্‌ছে বুঝি, ঐ—গুটি গুটি পা টিপে টিপে।

মহানন্দ। হাঁ! কে যেন আস্‌ছে বটে? কে তুইরে?

বস্ত্রাচ্ছাদিত মুণ্ড লইয়া সেধোর প্রবেশ।

সেধো। আজ্ঞে সেধো!

মহানন্দ। তুই না ইঁদের সঙ্গে অম্বিকায় গিয়েছিলি?

সেধো। আজ্ঞে!

মহানন্দ। কাজ হাঁসিল?

সেধো। আজ্ঞে!

মহানন্দ। বস্! বহুৎ খুসি কিয়া! পাঁচশ মোহর এই তোড়া বক্সিস্! ইঁদে কৈ?

সেধো। আজ্ঞে মাথাটা আমাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি ধড়টা নিয়ে পেচিয়ে প'ড়েছেন।

ভগবৎ। দূর বেটারা! একেবারে কেটে দু'খানা ক'রে নিয়ে এসেছিস্! কৈ দেখি কি রকম ছেলে? দে না বেটা বাঁ হাতে দে—ডান হাতে টাকা নে, পাঁচশ মোহর। দে ছেলে দে!

সেধো। আজ্ঞে হুজুর! ধর্ম্ম অবতার! এ ছেলে নয়।

মহানন্দ। ছেলে নয় কিরে বেটা? ঐ যে চুল দেখা যাচ্চে?

সেধো। আজ্ঞে ও ছেলের চুল নয়, অ—ভা—

মহানন্দ। ছেলের চুল নয়? তবে কি! অ্যাঁ! মেরে এনেছিস্ ব'লে ভয়? এনেছিস্ এনেছিস্! আমি মার্‌তাম, না হয় তুই সে কাজ সেরে এসেছিস্। দে দেখি মাথাটা! এই মোহরের তোড়া তোর; দে, মাথা! ধড়টা পৌঁছে দিলে ইঁদেকে পুরস্কার দেওয়া যাবে। দে—মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে ফেলি। (আকর্ষণপূর্ব্বক মস্তক গ্রহণ) অ্যাঁ! এ কার মাথারে বেটা? এ যে মস্ত দাড়ি চুল! এই কি ছেলের মাথারে বেটা!

সেধো। আজ্ঞে! ছেলের মাথা পাওয়া গেল না, তাই লক্ষ্মী ডোম্‌নী আপনাকে এইটে ডালি দিয়েছে, ইনি আপনার সেই ইঁদে মেথরের মাথা!

মহানন্দ। তবে রে বেটা নেমকহারাম্! দে—মোহর ফিরে দে, নইলে বেটাকে জিয়ন্ত মাটিতে পুঁতে ডাল্‌কুত্তো দিয়ে খাওয়াব।

সেধো। (চীৎকারপূর্ব্বক) দোহাই রাজার! ডাল্‌কুত্তোয় কাম্‌ড়াতে আস্‌ছে! অম্বিকার রাজপুত্রের মাথা কেটে আন্‌তে পারিনি ব'লে, পাত্র মশায় কুত্তো দিয়ে খাওয়াতে চায়! দোহাই রাজার! ঐ কাজে গিয়ে ইঁদে মেথরের মাথা কাটা গিয়েছে! লক্ষ্মী ডোম্‌নী, সেই মাথা পাত্তরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে! ঐ—মাথা—ঐ—গড়াগড়ি যাচ্ছে! আমাকে কুত্তোয় কাম্‌ড়াতে—

মহানন্দ। সাধু! চুপ্, চুপ্! গোল করিস্‌নে। মোহর নিয়ে যা, মাথাটাও লুকিয়ে নদীতে ফেলে দিয়ে যা। গোল ক'রিস্‌নে, খুব সাবধান—সাধু! খুব সাবধান।

সাধু। (মোহর ও মুণ্ড লইয়া) যে আজ্ঞে! খুব সাবধান! সাধু সাবধান! সাধু—সাবধান!

[প্রস্থান।

রাণীর প্রবেশ।

রাণী। মহানন্দ!

মহানন্দ। দিদি! তুমি এখানে কেন? এমন ধারা প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে পদব্রজে এখানে আসা কি তোমার ভাল হ'য়েছে?

রাণী। আমার কার্য্যের উচিত অনুচিত, ভাল মন্দ দেখ্‌বার অধিকার তোমার নাই।

মহানন্দ। অবশ্য আছে! জান আমি তোমার সহোদর?

রাণী। জানি, তুমি আমার সহোদর। সহোদর ব'লেই সহোদরের ন্যায় দেখ্‌তেম, সহোদর স্নেহে ভালবাসতাম! কিন্তু তোমার কার্য্যকলাপ, আচার আচরণ দেখে, তোমার প্রতি এতই আন্তরিক ঘৃণা জন্মেছে যে, তোমাকে সহোদর ব'লে সম্বোধন করা দূরে থাক্, পরিচয় দিতেও ঘৃণাবোধ হয়। তুমি আমার পুণ্যশ্লোক পিতার বংশোজ্জ্বলকারী সুপুত্র নও! বংশের কুপুত্র—কুলের কুলাঙ্গার! হয় ত আমার পুণ্যাত্মা পিতামাতার জন্ম-জন্মান্তরে কিছু পাপ সঞ্চিত ছিল, তাই, সেই পাপের সমষ্টি তোমাকে মর্ত্ত্যলোকে রেখে, পুণ্যরাশি ল'য়ে স্বর্গে গিয়েছেন। ছি, ছি মহানন্দ! বনের ব্যাঘ্র ভল্লুকের যে ধর্ম্মজ্ঞান আছে—শ্মশানের প্রেত-পিশাচের হৃদয়ে যে দয়া আছে—নিতান্ত নির্ম্মম নরঘাতক চণ্ডালের প্রাণে যে করুণা আছে, তোমাতে তাও নাই! তুমি এম্‌নি পশুর অধম, প্রেত পিশাচের ঘৃণ্য, চণ্ডালাধম চণ্ডাল?

মহানন্দ। দেখ, দিদি! দোষাদোষ বিচার না ক'রে, বিনা কারণে এতদূর অপমানের কথা ব'ল না, তুমি বিষ্ণুপুরের অধীশ্বরী ব'লেই যে এতদূর অপমানের কথা সহ্য ক'র্‌ছি তা মনে ক'র না। কেবল জ্যেষ্ঠাসহোদরা ব'লেই তোমার এ কর্কশ বাক্য সহ্য ক'রে, উপযুক্ত উত্তরদানে এখনও ক্ষান্ত আছি। নৈলে জান্‌তে, আমি কে?

রাণী। জান্‌তাম—এখনও জানি; তুমি একটী ঘোর পাপিষ্ঠ। তুমি নরকের কীট—তুমি পৃথিবীর ভার—মহাপাপের অবতার! তুমি আমার সহোদর ব'লে যে বিষ্ণুপুর রাজের কৃপার পাত্র হ'য়েছ, যার অনুগ্রহে আজ তুমি লক্ষাধিক সেনার অধিনায়ক, রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা ব'লে সম্মানিত; আবার

তাঁরই অকৃপায়, সেই মহারাজ বীরমল্লের একটী অঙ্গুলি হেললেই তুমি একটী পিপীলিকার অধম! জলন্ত অগ্নিরাশির নিকট একটী শুষ্ক তৃণ খণ্ড মাত্র! পাপিষ্ঠ! নারকি! হৃদয়ে পাপের আগুণ জেলে এখনও মুখ তুলে কথা ক'চ্ছ? অন্তর হ'তে নরকের পুতিগন্ধ নির্গত হ'য়ে দিগন্ত ব্যাপ্ত হ'চ্চে, তথাপি আত্মদোষ গোপনের চেষ্টা? এখনও বাহিরে সাধুতার ভাণ! এখনও নিরপরাধ, নিষ্পাপের ন্যায় অম্লানমুখে বাগ্বিস্তার ক'র্‌ছ! দূর হও পশু! এখনই বিষ্ণুপুর হ'তে দূর হও! এ বিষ্ণুপুর মদনমোহনের আনন্দময় রাজ্য! তোমার ন্যায় শ্মশান-চণ্ডালের যোগ্য স্থান নয়।

মহানদ। তোমার ন্যায় প্রগল্‌ভা উদ্ধতপ্রকৃতি রমণীর উপযুক্ত স্থানও এ রাজপুরী নয়! শ্মশানই তোমার ন্যায় রাক্ষসীর উপযুক্ত স্থান। এতদূর অহঙ্কার—এতদূর ঐশ্বর্য্যের মদগর্ব্ব রাক্ষসী ভিন্ন রাজমহিষীতে শোভা পায় না।

রাণী। জন্ম জন্ম যেন আমার এ অহঙ্কার—এ মদগর্ব্ব—এ অভিমান অক্ষয় থাকে! স্বজন হ'ক্, সহোদর হ'ক্, তোমার ন্যায় পশুর মস্তকে পদাঘাত ক'র্‌তে যেন মুহূর্ত্তের জন্য ও মনে মমতার সঞ্চার না হয়। পাপিষ্ঠ! আপনার হৃদয়ের প্রতি দৃষ্টি ক'রে—হৃদয়ের সেই বিভীষিকাময়ী চিত্র অন্তশ্চক্ষে জাজ্বল্যমান দেখে, কোথায় মর্ম্মে মর্ম্মে ম'রে যাবি! তা না হ'য়ে এখনও বুকে সাহস বাঁধ্‌ছ?

মহানদ। মহানদের হৃদয় চিরদিন নির্ভীক—নিরাতঙ্ক—নিষ্পাপ! নিষ্পাপ-হৃদয় জগতের কারো কাছে সঙ্কুচিত হয় না।

রাণী। আবার ব'ল্‌ছ আমি নিষ্পাপ?

মহানদ। শতবার ব'ল্‌ব—সহস্রবার ব'ল্‌ব আমি নিষ্পাপ! চিরদিন ব'ল্‌ব এ হৃদয় নিষ্পাপ!

রাণী। আমি ব'ল্‌ছি তুমি নারকী, তুমি মহাপাপী।

মহানদ। তুমি বিষ্ণুপুরের অধীশ্বরী, তোমার সত্য মিথ্যা, সদসৎ বিচারের পাত্র এ বিষ্ণুপুরে নাই ব'লেই তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা! সেই জন্যই তুমি যথেচ্ছাচারিণী।

রাণী। আমি স্বেচ্ছাচারিণী? আমি তোমার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ ক'র্‌ছি?

মহানন্দ। নিশ্চয়।

রাণী। দেখ দেখি এখানি কার পত্র। (পত্র প্রদান)

মহানন্দ। এ ত অম্বিকার জায়গীরদার নয়নসেনের স্বাক্ষর।

রাণী। পত্রে কি লেখা আছে প'ড়্‌লে কি?

মহানন্দ। (মনে মনে পত্রপাঠপূর্ব্বক) এর ত ভাবার্থ কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

রাণী। তা পার্‌বে কেন? পঞ্চম বর্ষীয় শিশুতে যা বুঝ্‌তে পারে, তুমি তা বুঝ্‌তে পার্‌বে কেন? তুমি না বুঝে থাক, তোমার অন্তরাত্মা বুঝেছে! আর অবশিষ্ট যা বুঝ্‌তে বাকী আছে, আমি তা বুঝিয়ে দিচ্ছি! কে আছ এখানে—

প্রহরী। আজ্ঞা ক'রুন মহারাণি!

রাণী। শীঘ্র সেনাপতিকে শত অশ্বারোহীসহ আমার নিকট উপস্থিত হ'তে বল। মুহূর্ত্ত মধ্যে।

প্রহরী। যে আজ্ঞা।

রাজার প্রবেশ।

রাজা। রাজ্ঞি! স্থির হও, একেবারে কঠোর আজ্ঞা ক'র না, পাপের দণ্ডদাতা ঈশ্বর আছেন।

রাণী। রাজাও ত ঈশ্বরের প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর-রাজ চিরদিন দুষ্টের দণ্ডদাতা, সজ্জনের প্রতিপালক! আপনি আমার কার্য্যে বাধা দিয়ে পাপের প্রশ্রয় দিবেন না। যাতে মহারাজ বীরবল্লভের অপক্ষপাত শাসনের, চিরনির্ম্মল যশোভাতি মলিন হবে তা আমি ক'র্‌তে দেব না! আমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন; কৈ সেনাপতি এসেছ?

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। (উভয়কে অভিবাদনপূর্ব্বক) কি আদেশ ক'রেছেন মা?

রাণী। তুমি কি ঐ পিশাচের আজ্ঞাবহ দাস?

সেনাপতি। আপনার সহোদর ব'লে! মহারাজের নিয়োগপত্রপ্রাপ্ত প্রতিনিধিস্বরূপ জেনে।

রাণী। সে কথা—সে সম্বন্ধ ভুলে যাও। এক্ষণে আমার আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌বে কি?

সেনাপতি। অবনত মস্তকে! কি আদেশ মহারাণি।

রাণী। এই পাপিষ্ঠ মহানন্দকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ক'রে, অম্বিকার রাজা কর্ণসেনের নিকট ল'য়ে যাও।

রাজা। রাজ্ঞি। একটু বিবেচনাপূর্ব্বক আদেশ ক'র্‌লেই ভাল হ'ত। সহস্র অপরাধী, সহস্র আততায়ী হ'লেও সহোদর!

রাণী। সহোদর হ'লেও আমার পিতৃকুলের কুলাঙ্গার—মহাপাপী! পাপীর পাপময় জীবন পাপে জীর্ণ হ'য়ে পাপেই ক্ষয় হ'য়ে এসেছে, ও পাপাধম হ'তে আমার পিতৃকুলের জলপিণ্ডের প্রত্যাশা নাই। ও আমার পিতৃবংশ নির্ব্বংশ ক'র্‌বার জন্য কুলাঙ্গার জন্মেছে! যদিও সেই স্বর্গগত পিতৃকুলের পুণ্যবলে, আমার জীবনাধিকা সরলাবালিকা, ভগ্নী রঞ্জাবতী পুত্র-বতী হ'য়েছে, পিতৃকুলের একবিন্দু জলপিণ্ডের প্রত্যাশা স্থল হ'য়েছে, মহাপাপী মহানন্দের হিংসা-কীট-কলুষিত, নরকময় হৃদয়ে তা সহ্য হ'ল না? এক শোণিতে—এক শুক্রে জন্মগ্রহণ ক'রে, সেই স্নেহের পুত্তলি সোণার প্রতিমা সরলা সহোদরার সর্ব্বনাশসাধনপূর্ব্বক আপন স্বার্থসাধ-নের জন্য লালায়িত! একটী সদ্যোজাত ক্ষুদ্র শিশুর জীবন বিনাশ ক'রে, ঐ মহাপ্রেতের যে,কি স্বার্থ-সিদ্ধি হবে,তা ঐ নরপিশাচই জানে। আপনি রাজা হ'য়ে—দুষ্টের দণ্ডদাতা হ'য়ে এমন নরপশুকেও ক্ষমা ক'র্‌তে চান মহারাজ? মহানন্দ! তুমি আমার সহোদর,সত্যই তোমার জন্য প্রাণ কাঁদে। তোমাকে নিতান্ত দুর্ম্মতির দাস দেখে সত্যই প্রাণ ব্যাকুল হয়! কিন্তু তা হ'লেও আমি কর্ত্তব্যের অনুরোধে সে ভ্রাতৃস্নেহে জলাঞ্জলি দিলাম। যাও,—অম্বি-কায় যাও, নত মস্তকে রাজদণ্ড গ্রহণ করগে! যদি তোমার কৃত-অপ-রাধের জন্য প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, অম্লান বদনে প্রাণ দাওগে! তা হ'লে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে—ভগবান্ তোমার প্রেতাত্মাকে দয়া ক'র্‌বেন! যাও সেনাপতি, এই মুহূর্ত্তে পাপিষ্ঠকে বিষ্ণুপুর হ'তে অন্ত-র্হিত কর।

সেনাপতি। যে আজ্ঞে! (প্রহরীর প্রতি) বন্ধন কর!

প্রহরী। (মহানদের প্রতি) গোস্তাকি মাফ্ চাহিয়ে হুজুর! না পর গাড়ি, গাড়ি পর্ না, এহি ত দুনিয়াদারিকা দস্তর হ্যায়। (শৃঙ্খলাবদ্ধকরণ)

মহানদ। মহারাজ! অবিচারে অপমান ক'র্‌বেন না। স্ত্রীলোকের কথায় বাধ্য হ'য়ে, সাধ ক'রে আপনার পাতার কুঁড়েয় আপনি আগুন জ্বেলে দেবেন না! পুড়ে ছারখার হবে—বিষ্ণুপুর ভস্ম হ'য়ে উড়ে যাবে।

রাণী। সে ভয় অন্যকে দেখিও মহানদ! বিষ্ণুপুর রাজাকে সে ভয় দেখান আপন উন্মাদ-বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া মাত্র। যিনি একদিন বাম হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলে গোবর্দ্ধন ধারণ ক'রে বৃন্দাবন রক্ষা ক'রেছেন, এ সেই মদন-মোহনের বিষ্ণুপুর। যে ইন্দ্রের বজ্রাগ্নির একটী স্ফুলিঙ্গ, জগৎ ধ্বংস ক'র্‌তে সমর্থ, সেই ইন্দ্রের সেই বজ্র, যাঁর একটী বাহনের পক্ষ ছেদনে সমর্থ হয় নাই, এ বিষ্ণুপুর সেই মহাবিষ্ণু মদনমোহনের সাধের রাজ্য। তোর মত ক্ষুদ্র পতঙ্গ—খদ্যোতের সাধ্য কি যে তাঁর সাধের রাজ্য বিষ্ণু-পুরের একটী তৃণগুল্মের অনিষ্ট সাধন করে? সেনাপতি! এখনও পাপি-ষ্ঠকে আমাদের সম্মুখে রেখেছ? এই মুহূর্ত্তে ও মহাপাপ আমাদের সম্মুখ হ'তে বিদায় কর।

প্রহরী। (বন্ধনগ্রস্ত মহানদকে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান) চলিয়ে খোদানন্দ! অম্বিকাওয়ালা আপ্‌কো বড়া পেয়ার করেগা।

রাণী। (ভগবতের প্রতি) তোমার নাম কি?

ভগবৎ। আজ্ঞে ভগবৎসিংহ আপাততঃ।

রাণী। তুমিই ভগবৎ।

ভগবৎ। আজ্ঞে

রাণী। এ সকল কুপরামর্শের সবই তুমি জান? কেমন?

ভগবৎ। আজ্ঞে আগাগোড়া।

রাণী। জেনে শুনে এমন পাপের প্রশ্রয় দিলে কেন? কেন নিষেধ কর নাই?

ভগবৎ। আজ্ঞে, আমি যদি মহারাজের দ্বিতীয় পক্ষের সম্বন্ধী হ'তেম, তাহ'লে নিষেধ কর্‌বার কতকটা হক্‌দার হ'তে পার্‌তেম।

রাণী। তুমিও ঘোর পাপিষ্ঠ; তুমিও এই মুহূর্ত্তে বিষ্ণুপুর হ'তে বিদায় হও।

ভগবৎ। (স্বগতঃ) সে কথা আর ব'ল্‌তে। আমি শিকার ছেড়ে দিয়ে বিষ্ণুপুরে

ব'সে থাক্‌ব,আর মহানদের পাপের দণ্ড অন্যে দেবে ; ভীমের হাতে জরাসন্ধের মৃত্যু বিধিলিপি ব'লেই একদিন ভগবানও সেই জরাসন্ধের কাছে হার মেনেছেন! তেমনি এ ভগবতের হাতে মহানন্দের মৃত্যুও অলঙ্ঘ্য বিধিলিপি! অম্বিকাবাজ তার কি দণ্ড দেবেন? শিবদ্বেষী দক্ষের বিনাশের জন্য মহাশক্তির অভিসম্পাতে রুদ্রজটা হ'তে কাল্‌ভৈরবের উৎপত্তি হ'য়েছিল! তেমতি আজ সেই মহাশক্তির অংশরূপিণী মন্দার রাজকুমারী সরলা সতী শৈলজার অভিসম্পাতে, এই ছদ্মবেশী মহারুদ্রের হৃদয় হ'তে ক্রোধরূপ কাল্‌ভৈরবের উৎপত্তি হ'য়েছে। এ কাল্‌ভৈরবের হস্তে সতী-অভিশাপগ্রস্ত মহানন্দের নিস্তার নাই! কেবল সময়ের প্রতীক্ষায় আছি। যে দিন সেই নিরাশ্রয়া, শ্মশানবাসিনী উন্মাদিনী সতী শৈলজার সাক্ষাৎ পাব—যে দিন সেই রণচণ্ডিরূপিণী শৈলজার সমক্ষে অসি ক্রীড়া দেখাতে পার্‌ব,সেই দিন—সেই প্রতিমার চক্ষের উপর মহানন্দের বক্ষের শোণিতে অন্তর্দাহী ক্রোধাগ্নির শান্তি ক'র্‌ব। সতি! আশ্বস্তা হও! আমার সঙ্কল্পিত যজ্ঞের সমস্ত আয়োজনই পূর্ণ হ'য়েছে, এখন তোমার সাক্ষাৎ পেলেই যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান ক'র্‌ব! (রাণীর প্রতি) চ'ল্লেম মহারাণি! আপনাদের উভয়কে প্রণাম ক'রে বিদায় হচ্ছি, আবার নূতন দেহ ধারণ ক'রে, বিষ্ণুপুরে আস্‌ব। আবার নূতন বেশে এসে আপনাদের নূতন ভাবে প্রণাম ক'র্‌ব।

[প্রস্থান।

রাণী। মহারাজ! অনেকটা সময় অপব্যয়িত হ'ল। চলুন, মদনমোহনের মন্দিরে যাই।

রাজা। চল, কিন্তু একটা ভাবনা হ'চ্ছে।

রাণী। কি ভাবনা মহারাজ?

রাজা। মহানন্দ অতি কুটীল, অতি কূটকৌশলী ; সে রাজা কর্ণসেনকে বাহ্যিক সাধুতার ভাণে পরমাত্মীয়তার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে, সেই উদারহৃদয় মহাত্মার নিকট মুক্তিলাভ ক'র্‌বে, তার পরে এই অপমানের প্রতিশোধ নিতেও ভুল্‌বে না, আমার ত এই অবস্থা! তাই ভাব্‌ছি পাছে আমার মদনমোহনের রাজ্যে—আমার শান্তিময়শান্তিধামের উপর কোনরূপ উৎপীড়ন আরম্ভ করে?

রাণী ॥ মদনমোহনের রাজ্য মদনমোহন রক্ষা ক'র্বেন। আপনাকে প্রতিনিধি ক'রে তাঁর রাজ্য তিনিই চিরদিন রক্ষা ক'রে, আস্ছেন। তাঁকে ডাকুন, তাঁর উপর নির্ভর ক'রুন, তিনিই আপনার হৃদয়ে বল দেবেন—এ ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুরের রাজ্যে অবসর দিয়ে তাঁর অনন্ত অক্ষয়ধাম মহাবিষ্ণুপুরে স্থান দেবেন। এ মাটীর বিষ্ণুপুরের সঙ্গে, মাটীর দেহের ক্ষণিক সম্বন্ধ বৈ ত নয় মহারাজ!

গীত।

অনন্ত সম্বল, অন্তরের বল,
শতগুণে হে নাথ, সে বল প্রবল হবে।
একান্ত অন্তরে, সদা সকাতরে,
প্রাণভ'রে ডাক, শ্রীরাধা-বল্লভে ॥
মুক্ত হ'য়ে যদি রাজ্যভার-বহনে,
শান্তি পাও হে কান্ত এ চিন্তাদাহনে,
শান্তভাবে দেখে শ্রীমদনমোহনে,
ত্রিতাপ জুড়াবে শ্রীপদপল্লবে ॥
কুমার কৈশোর যৌবন বিগত,
বার্দ্ধক্যেতে দেহ জরার অনুগত,
দেখিতে দেখিতে ক্রমে কালা-গত
কতদিন আর রবে ভবে;—
ক'রে জয় কত দুর্জ্জয় রিপুরে,
পেয়েছ রাজ্যপদ ক্ষুদ্র বিষ্ণুপুরে,
জিন্তে যতন এখন কর ছয় রিপুরে,
(গিয়ে) মহাবিষ্ণুপুরে পাবে সে দুর্ল্লভে ॥

[প্রস্থান।

একবিংশ দৃশ্য ।

[অম্বিকারাজভবন—প্রথম তোরণদ্বার]

লক্ষীর প্রবেশ ।

লক্ষী । সর্দার ত এখনও আস্‌ল না, হয় ত ছেলিয়ে লিয়ে খেলাকে মেতিয়েছে, এমন ভালবাসা আর দেখ্‌বনি । সব কাম করম ভুলিয়ে কেবল ছেলিয়ে লিয়ে খেলা ! একটি বার বুক্‌কে হ'তে নামাবেক নি, লজরের আড় ক'র্‌তে দিবেক নি ; রাণী মা যেমন দুটী ছেলেকে এক চক্ষে দেখে, সর্দারও তেমনি দুটিকে ভালবাসে ! সন্ন্যাসীর কথাটি মাথায় করিয়ে রেখেছে ! তার কথা বড় মান্যি করে । সন্ন্যাসী বলিয়েছিল একটা পাগ্‌লী অম্বিকায় আস্‌বে উহাকে ভালবাসিস্‌, যেথাকে যেতে চাইবে সেথাকে যেতে দিস্‌, দেবতার লাগাল পূজ্যি করিয়ে লিস্‌ ! এতদিনে সন্ন্যাসীর কথা মিলিয়েছে । আজ সকালকে নগরে একটা পাগ্‌লী এসিয়েছে, উহার বড় জবর রূপ আছে, কাঁচা সোণার লাগাল রং, এলো চুল—মাটিতে লুটিয়ে পড়িয়েছে । ঢলিয়ে পড়া পচ্চিম আকাশের সুজ্জির মতন কোপ্পাল ভরা সিন্দুর ফোঁটা ! যেন স্বগ্‌গের দেবী নেমিয়ে এসেছে ! যাই সর্দারকে খবর দিইগে, উহাকে যেন কেউ অমান্নি না করে । সর্দার কহিয়ে দিলে, সদর অন্দর কোন ফটকে উহাকে কেউ আটক রাখ্‌বেক নি । ঐ ত সর্দার এসিয়েছে ; হারে ছেলিয়ে পাগ্‌লা সর্দার । তু রাজার ছেলিয়ে পেয়ে ভুলিয়ে থাক্‌বি, না সহরের খবর রাখবি ।

কালু । কি খবর আছে সর্দারণি ?

লক্ষী। সেই ছেলিয়ে দেওয়া সন্ন্যাসীকে মনে আছে কি ?

কালু। হাঁ, মনে ত খুব আছে। উহার কি হ'য়েছে ?

লক্ষী। উহার হুকুম আছে, অম্বিকায় একটি পাগ্‌লি আস্‌বে। আজ সকালে শ্মশানের দিক হ'তে একটি পাগ্‌লি এসিয়েছে। যেন স্বর্গের পরী, উহাকে অন্দর বাহির কোথাকে যেতে যেন কেউ বাধা না দেয় ; তু হুকুমজারী করিয়ে দিবি চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বাবিংশ দৃশ্য।

[অম্বিকার প্রান্তভাগ]

ত্রিশূলহস্তা মুক্তকেশী উন্মাদিনীর প্রবেশ।

গীত।

সরমের দায়ে, মরমের কথা, বলি বলি বলা হ'লনা।
আজ কাল করি, কাল গোঁয়াইনু, সে কা'ল আর ত এলনা॥
প্রাণে প্রাণে কত, প্রাণভরা আশা,
কতই সোহাগে, কত ভালবাসা,
স্বপনে ছলিয়ে, গেল সে চলিয়ে,
রহিল স্মৃতির যাতনা॥
কোথা সে মন্দারণ, মন্দার বনসম,
ফুল্ল-ফুল-দল-ভূষণা,—
আনন্দময় পুরী, যার তরে পরিহরি,
কাঙ্গালিনী আজ কুলললনা;—
সম্পদ সুখ সব তেয়াগিয়ে,
পাগলিনী আমি, যাহার লাগিয়ে,
কৈ বিধাতারে, মিলাইলি তারে,
এ কেমন আশার ছলনা॥

পাগ্‌লী। কেন বলা হ'ল না? সরমের দায়ে? সরম? কিসের সরম, কার কাছে সরম? আমার সরম, ভরম, ধরম, করম, সবই ত সে; তার কাছে মরমের কথা চেপে রেখেছি। ছি ছি! আর না—আজ ব'লব; আমি পাগ্‌লী! তাই পাগলের খেয়ালে ভাবি, সে আমার কাছে নাই। স্বামী দেবতা। দেবতা আবার ছাড়া কোথায়! এতক্ষণ সারারাত ধ'রে শ্মশানে ব'সে আকাশের দিকে চেয়ে বেশ দেখ্‌ছিলাম! ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘগুলি কেমন সন্ সন্ ক'রে চ'লে যাচ্ছিল! তার আড়ালে থেকে তারা-ঘেরা চাঁদখানি কেমন মধুর হাসি হাস্‌ছিল। ফুটন্ত চাঁদের ফুটন্ত হাসি, আঁচল পেতে ধরবার জন্য মেঘেরা কেমন তাড়াতাড়ি এসে চাঁদের চাঁদ-মুখখানি ঘিরে দাঁড়াচ্ছিল। আবার সুধার ধারা গায়ে মেখে, কেমন সরে সরে যাচ্ছিল! শ্মশানের বুকে কেমন একবার আঁধার, একবার আলো! নদীর বুকে কেমন একবার সাদা একবার কাল ছায়া প'ড়্‌ছিল! তরঙ্গ-গুলি কেমন নেচে নেচে ছুট্‌ছিল! এ সব ত দেবতার খেলা; ওরাই ত দেবতা। ঐ যে হুহু ক'রে বাতাস চ'ল্‌ছিল, শ্মশানের ছাই ভস্ম উড়িয়ে নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিচ্ছিল। নদীর তরঙ্গগুলি, সেই ছাই বুকে মেখে কেমন যেন সন্ন্যাসিনী ভৈরবীর মত সাগরের দিকে ছুট্‌ছিল! ঐ ত দেবতার লীলা! ঐ ত দেবতার উপদেশ। যেন আমাকেও ব'ল্‌ছিল, তুই ও এম্‌নি ধারা ছাই ভস্ম গায়ে মেখে, আমাদের মত পতির উদ্দেশে ছুটে আয়। একদিন না একদিন আমরাও সাগরের অনন্ত বুকে মিশ্‌ব, তুইও অনন্ত পতির বুকে মিশে অনন্ত শান্তি পাবি! যে দিকে চাই সেই দিকেই দেবতার লীলা! সবই দেবতা—দেবতাই পতি। ঐ অনন্ত আকাশ—অনন্ত তারা—অনন্ত দেবতা! আমার অনন্ত পতি। তবে মনের কথা বল্‌বার জন্য, হারান পতিকে খুঁজে বেড়াই কেন? যার একটী পতি, পতিকে যে মানুষ ভাবে, পতিতে যে মানুষের রূপ, মানুষের যৌবন, মানুষের স্বভাব দেখে, পতিকে যে বিলাসের সামগ্রী, এই সংসার ধুলা খেলার ধুলার ঘরের খেলার পুতুলভাবে, সে আবার সতী কিসের। এক ভাতারী বুঝি সতী হয়? এক ভাতারী ক'জন হ'তে পারে? আমার কত শত পতি! অনল—পতি,অনিল—তি,চাঁদ—পতি! দিবাস্পতি, মেঘ,

জল, আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত্য সব পতি। আমার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পতি! আমি—জগৎ-ভাতারী! যে জগৎ ভাতারী—সেই এক ভাতারী; এক ভাতারী হ'তে জান্‌লে তবে জগৎ-ভাতারী হ'তে পারে! যে মানুষ-ভাতারী, মানুষের জড়পিণ্ড যার স্বামীর দেহ, মানুষের হাড়-চামড়া, রক্ত-মাংস দিয়ে ভূতের যোগ বিয়োগের কারীগরীতে যে স্বামীর রূপ দে'খে, যে এই এত বড় জগৎখানার জলে, স্থলে, ফলে, ফুলে, আকাশে, পাতালে, তরু, লতায়, শাখায়, পাতায়, চাঁদে, নক্ষত্রে, সাগরে, মরুক্ষেত্রে সর্ব্বদিকে সর্ব্বত্র প্রেমময় পতির ভুবন ভরা রূপ দেখ্‌তে না পায়, সে আবার সতী কিসের! সে আবার প্রেম পাগ্‌লী—ভাতার সোহাগী কিসের! আমি কেমন ভাতার সোহাগী! প্রেম-পাগলিনী হ'য়ে ভুবন ভরা প্রেমের তুফানে দুলে দুলে ভেসে ভেসে বেড়াচ্চি। হা হা হা!—বেশ হ'য়েছে! মাথাটা কেমন ঘুরে উঠ্‌ল! আবার কত কি দেখ্‌তে পাচ্চি, ঐ আবার ঘুর্‌ছে, ঐ ঘুর্‌ছে! জল—জঙ্গল—নদ—নদী—আকাশ পাতাল সব ঘুর্‌ছে! ঐ—জ্বল্‌ছে! হু হু ক'রে জ্ব'ল্‌ছে! মন্দারণের চারিদিকে আগুনের পাহাড় জ্ব'ল্‌ছে! প্রেত, পিশাচ,দৈত্য,দানায়,মন্দারণ পোড়াচ্ছে। জ্যান্ত মানুষ পোড়াচ্ছে! ঐ চীৎকার! ঐ—হাহাকার! ঐ অন্তর্ভেদী আর্ত্তনাদ! গেল—সোণার মন্দারণ! —ইন্দ্রের মন্দারবন পুড়ে গেল! ঐ—দানব! ঐ—বিকট পিশাচ! আমাকে ধ'র্‌তে আস্‌ছে। পলাই, না! না! পালাব না!! আসুক দৈত্য! আসুক দানব! মার্‌ব! দৈত্যদলনী রণচণ্ডী আমি। তিষ্ঠ মহানদ! মহাপাপরূপী মহাপ্রেত তিষ্ঠ!! (ছুরিকা হস্তে) হন্মতাং, হন্ম—(দ্রুতগমন, পতন ও মূর্চ্ছা)

লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। এ কে গো রাজপথে! এ সোরকের উপর তু কে পড়িয়ে আছিস্ মা? আহা! কি কাঁচাসোণার গড়া নিখুঁত ছবি রে! মাটিতে বুক দিয়ে, ধূলায় পড়িয়ে আছে। মাথার চুলগুলো এলো!—পায়ের গোড়ালী পর্য্যন্ত সকল শরীর ঢাকা দিয়েছে। যেন ভাঙ্গা মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো ফুটিয়ে বেরুচ্ছে। এ সেই পাগ্‌লি! যেন স্বগ্‌গের পরী! পাগ্‌লী

সেজিয়ে নেমিয়ে এসিয়েছে! হাঁগা! তু কে আছিস্, গো মা? মোরা ডোমের মেয়ে—ইত্তির জাত আছি, তোর দেব-শরীর, ছোঁব না! উঠিয়ে বল্ মা! তু কে আছিস্, কেন এমনটি হ'য়েছিস্? তোর কিছু ভয় না আছে, উঠ্ মা। (কর্ণের নিকট মুখ রাখিয়ে উচ্চৈঃস্বরে) এ পাগলী মা! এ স্বর্গবাসিনী মা! উঠ্ মা! না,এ চিয়ান যাবেকনি, পাগ্লির কলিজায় কি যেন একটা দরদ্ লেগিয়েছে।

পাগ্লী। (উঠিয়া) বড় দরদ্ মা—বড় দরদ্! মা নাই, বাপ নাই, ভাই হারিয়েছি, স্বামী হারিয়েছি, সোণার সংসার শ্মশান হ'য়েছে! প্রেত-পিশাচের হাতে সোণার সংসার ছারখার হ'য়েছে।

লক্ষী। তু কে আছিস্ পাগ্লি মা! সত্তি ব'ল্বি? হামার মাথার কিরে, ঝুট ব'লিস্ না। তু কোন্ রাজ-রাজড়ার ঘরের মেইয়ে আছিস্। রাজা-রাজড়ার বহু আছিস্? পরাণে যেন কি একটা বড় দরদ্ পেয়ে এমন ধারা পাগ্লী হইয়েছিস্! সত্তি কথাটী বল মা! তু কে আছিস্?

পাগ্লী। ব'ল্ব মা! আজ না, এক দিন ব'ল্ব; স্বামীর নিষেধ—দেবতার আদেশ! অমান্য ক'র্তে নাই। যে দিন দেবতার সন্ধান পাব—দেবতার অনুমতি পাব, সেই দিন ব'ল্ব! তুমি কে মা?

লক্ষী। আমি অধম জাত, ইত্তির জাত আছি। মোর নাম লক্ষী ডোমনী, কালুসর্দ্দারের ঘরের নোক।

পাগ্লী। কি—তুমি? তুমি লক্ষি! তুমিই সেই কালুবীররূপী কালভৈরবের রণরঙ্গিণী সঙ্গিনী! অম্বিকার রণচণ্ডিকা রঙ্কিণীদেবীর অংশরূপিণী—দৈত্যনাশিনী রণচণ্ডিকা? মা! তুমি ইতর জাতি হ'লেও জগতের জাতিকুলাভিমানিনী, রমণীকুলের শিরোভূষণ! তোমার স্বামী আদর্শ বীর। বহু শিবব্রতফলে কালুর ন্যায় ধর্ম্মবীর, বীর পতি লাভ ক'রেছ! জন্মায়তি হও—মা! জন্মায়তি হও।

লক্ষী। পাগ্লী মা! তোর কথাগুলি ত বড় মিষ্টি আছে? এ ত পাগ্লীর মত কথা নয়, তবে তোকে পাগ্লী বলে কেন?

পাগ্লী। মা! আমি পাগল নই! পাগল ছিলাম না, সময়ে সময়ে বেশ থাকি, কেবল একটা পিশাচ মূর্ত্তি মনে হ'লে—একটা দাউ দাউ অগ্নিকাণ্ড মনে

হ'লে, মা, বাপ, ভাই, স্বামীর মুখ মনে হ'লে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠে। কেমন যেন পাগলের মত হ'য়ে যাই! এই—মাথাটা ঘুরে উঠল! বুঝি আবার—ঐ পিশাচ, ঐ—ঐ পিশাচ! মা! মা! (ভীতভাবে লক্ষীর পার্শ্বে গমন)

লক্ষী। কোথাকার পিশাচ বল্! দে—দেখিয়ে দে। সয়তানকে একটা তীরে গেঁথিয়ে লিয়ে তোর পায়ের তলায় লুটিয়ে দিই।

পাগ্লী। না—না—না, মারিস্নে মারিস্নে! দুঃশাসন বধে ভীমের প্রতিজ্ঞা! দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের প্রতিজ্ঞা! দ্রৌপদীর মুক্ত কেশবন্ধনে ভীমের প্রতিজ্ঞা! সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হবে।

লক্ষী। এ আবার যা তা কি ব'ল্ছিস মা! আবার পাগল হ'লি না কি?

পাগ্লী। না—না!—পাগল নই! পাগল ব'ল্তে নাই; পাগল ব'ল্লে গ'াল দেওয়া হয়! আমি তোদের রাজা রাণীকে দেখ্তে এসেছি। দেখাবিনে?

লক্ষী। কেন দেখাব না! যা, সিদে দেহুরী পার হইয়ে অন্দরে চলিয়ে যা!

পাগ্লী। না, আমার ভয় করে; কে কি ব'ল্বে, আমার অলঙ্কার কেড়ে নেবে।

লক্ষী। তোমার গায়ে সোণা, রূপো, জহরত কি আছে মা! কি কেড়িয়ে লেবে রে পাগ্লী?

পাগ্লী। হা হা হাঃ! বেটী ছোট জাত কিনা; অলঙ্কারের রাজা হ'য়ে—সাত-রাজার জহরৎ মাথায় বেঁধে অলঙ্কার চিন্লিনে? (হাতের লোহা দেখাইয়া) এই যে আমার অলঙ্কার! (সীমন্তের সিন্দুর দেখাইয়া) এই যে আমার অলঙ্কার; চল না মা! তুই আমার সঙ্গে চল্! সেখানে কেউ কিছু ব'ল্বে না ত?

লক্ষী। কেউ কিছু না ব'ল্বে, তু সিধা ফটক পেরিয়ে চলিয়ে যা! পাহারা-ওয়ালা, সেনা, আশোয়ার কেউ কিছু বলে ত, এই লক্ষীডোমনীর নাম ক'রিস, দেখ্বি,গড় করিয়ে,—পাঁয়ে লুটিয়ে প'ড়িয়ে,ফটক ছেড়িয়ে দেবে!

পাগ্লী। তবে আমি একটা গান করি তুই শোন।

লক্ষী। কি গীত গাইবি পাগ্লী মা?

পাগ্লী। এই—আমার ভাতারের গান! আমি ভাতার পাগ্লী কিনা!

লক্ষী। তোহার ভাতার তুহাকে বড়া পিয়ার করে, কেমন পাগ্‌লী মা ?

পাগ্‌লী। হুঁ ! বড্ড ভালবাসে; পিপাসায় ম'র্‌ব ব'লে নদীভরা জল রেখেছে; ক্ষিদেয় ম'র্‌ব ব'লে গাছভরা ফল রেখেছে। শ্মশানে শ্মশানে বেড়িয়ে দুপুরে রোদে পুড়ে ম'র্‌ব ব'লে গাছের তলায় কেমন ছায়া রেখেছে ! কেমন ফুর্‌ফুরে বাতাস রেখেছে।

লক্ষী। এত যদি ভালবাসে ত, তোকে ঘর্‌কে লিয়ে যায় না কেন ?

পাগ্‌লী। কোথা নিয়ে যাবে, এই ত তার ঘরেই আমি আছি, আমি জগৎ-ভাতারী কি না ? তাই যেদিকে চাই তাকেই দেখ্‌তে পাই। গান শুন্‌বি নে ?

লক্ষী। কেন না শুন্‌ব, তু গাইতে গাইতে চল্‌, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে বাহিরা ফটক দিয়ে ঘর্‌কে যাই।

পাগ্‌লী। গীত।

আমার একলা সে যে জগৎ জোড়া, সবারই সে সবই তারি।
তার জগৎ ভরা রূপে মজে, আমি হয়েছি জগৎ-ভাতারী ॥

[গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

ত্রয়োবিংশ দৃশ্য।

[অম্বিকার রাজ-অন্তঃপুর]

রাণী ও প্রভাতীর প্রবেশ।

প্রভাতী। দেখ রাণী মা! আজ একটা বড় নূতন রকমের পাগ্‌লী দেখ্‌লাম! ফটকের ধারে লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা ক'চ্ছে। আমি লুকিয়ে আড়িপেতে শুন্‌লেম।

রাণী। পাগ্‌লী কি কথা ব'ল্‌ছে, প্রভাত?

প্রভাতী। কথা তার মাথা—আর মুণ্ডু! কথার ধড়ও নাই—কন্ধও নাই। কেবল ভাতার ভাতার ভাতার! তার জল ভাতার, স্থল ভাতার, লতা ভাতার, পাতা ভাতার, পাহাড়, পর্ব্বত, চাঁদ, সুজ্যি, মেঘ, আকাশ আগুন, বাতাস সব ভাতার!

রাণী। দেখ্‌তে কেমন? কাল কুৎসিৎ? কোন ইতর জাতির মেয়ে ব'লে বোধ হ'ল কি?

প্রভাতী। ইতর জাতি কি মা, মনিষ্যি জাতির মেয়ে ব'লেই বোধ হয় না। স্বর্গের দেবতা জাতির মেয়ে! রূপের ছবি মা!—রূপের ছবি! এত যে ধূলো, কাদা, ছাই, ভস্ম মাখা, তবু যেন ছাই ঢাকা আগুনকণার মত রূপ ফুটে বেরুচ্ছে! দিব্বি গান গাইতে পারে, ঐ শোন! ঐ বুঝি গান গাইতে গাইতে আসছে। পোড়ামুখীর চলনে—বলনে—মনে—প্রাণে—কথায়—গানে, সব ভাতার! পোড়ামুখী সত্যই ভাতার পাগ্‌লী!

রাণী। না বাছা! ওর গানের ভিতর বড়ই মধুর ভাব! ও বড় সহজ পাগ্‌লী নয়, গানটী একটু মন দিয়ে শোন!

গান গাহিতে গাহিতে পাগলীর প্রবেশ।

গীত।

আমার একলা সে যে জগৎ জোড়া, সবারই সে সবই তারি।
তার ভুবনভরা রূপে মজে, আমি হয়েছি জগৎ-ভাতারী॥

রাণী। আহা, কি রূপ! যেন কোন শাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী, তুমি কে মা?

পাগলী। আমি পাগলী মা?

রাণী। কি দুঃখে পাগল হ'য়েছ মা? এমন ভুবন-ভরা রূপ নিয়ে, এমন ধারা অসহায়া—অনাথার মত কেন একাকিনী দেশে দেশে বেড়াচ্ছ মা?

পাগলী। তুই ত রাণী রঙ্গাবতি! দূর দূর বুড় ভাতারি! আমাকে অনাথা অসহায়া ব'ল্‌লি! আমার কত স্বামী, কখনও একজন, কখনও সেই একজন হাজার জন—লক্ষ—অলক্ষ—ত্রৈলোক্য! সেই একজনই সব জন! আমি যে জগৎ-ভাতারী গো! আমাকে কি সে ঘরের বার হ'তে দেয়। তার এই ব্রহ্মাণ্ডজোড়া প্রকাণ্ড ঘরখানায় আমি ঘুরে বেড়াই! যখন যেখানে যাই সে আমার সঙ্গে থাকে। একটী বার চক্ষের আড় করে না।

গীত।

আমার একলা সে যে জগৎ জোড়া, সবারই সে সবই তারি।
তার ভুবন ভরা রূপে মজে, আমি হয়েছি জগৎ ভাতারী॥
রবিতে তার রূপের রাশি, চাঁদে তার চাঁদমুখের হাসি,
নীলাকাশে নবঘনে ঝরিছে লাবণ্য রাশি;—
তার প্রেম সাগরে সদা ভাসি, উঠি ডুবি সাঁতারি॥
তরুতে ফল নদীতে জল, জুড়াতে দিয়েছে তরু তল,
তপন-তাপে তাপ্‌লে তনু, মলয় মারুৎ করে শীতল,
আমায় ভালবেসে সব দিয়েছে, তাই আমি তার সে আমারি॥

রাণী। মা! তোমার কথাগুলি শুন্‌তে পাগ্‌লীর কথার মত, কিন্তু বুঝ্‌তে গেলে যে, তোকে একটী মহাসাধিকা মহাতপস্বিনী ব'লে বোধ হয়; আমরা অল্পবুদ্ধি, অশিক্ষিতা! অতদূর তত্ত্ব কথার ভাব বুঝিনে। যে যা ভাবে, যে যা চিন্তা করে, সে ব'স্‌তে শুতে তাই দেখে।

পাগ্‌লী। আমি তত্ত্বকথা ফত্ত্বকথা বুঝিনে। পাগ্‌লী ফাগ্‌লী মানুষ, ভাতার ভাতার ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ভাতার ভেবে ভেবে, সব ভাতারময় দেখি।

রাণী। এখানে কি জন্য এসেছ মা?

পাগ্‌লী। ভাতার খুঁজ্‌তে।

রাণী। এমন ঢল ঢলে কান্তি, ভুবনভরা রূপ নিয়ে কি একা বেড়াতে আছে মা!

পাগ্‌লী। ভুবনভরা রূপ নিয়ে কাকে ডালি দেব, তা খুঁজে পাচ্ছিনে গো—খুঁজে পাচ্চিনে! তাই ভুবনভরা রূপের ভুবনভরা ভাতার খুঁজে বেড়াচ্চি! তোর মতন ত বুড়কে বিলিয়ে দিতে পারি নে।

রাণী। ও কথা ব'ল্‌তে নাইরে পাগ্‌লী; সতীর চ'ক্ষে পতি কখন কুরূপ হয় না। পতি মসীবর্ণ হ'লেও সতীর চ'ক্ষে পূর্ণিমার শশী হ'তেও সুন্দর; অন্ধ হ'লেও পদ্মপলাশলোচন! গলিত মাংস, পালিত কেশ হ'লেও নব-যুবক! বিকলাঙ্গ পঙ্গু হ'লেও সতীর চ'ক্ষে অনন্তরূপের আধার মদন-মোহন! বাহিরে স্বর্গের রূপ,—স্বর্গের কান্তি নিয়ে, হৃদয়ে নরক সৃষ্টি ক'র না। যদি নিজের রূপের অনুরূপ পতি না পেয়ে পাগল হ'য়ে থাক, যদি পতিপরিত্যাগিনী স্বেচ্ছাচারিণী হ'য়ে তুচ্ছ রিপুর পীড়নে পাগলিনী হ'য়ে থাক। তাহ'লে তোমার নারী জন্মকে ধিক্,তোমার রূপ-যৌবনকে ধিক্! সাধনার ফলে দেবী-দুর্লভ রূপকান্তি পেয়েছ, কিন্তু বাহ্যরূপের মত হৃদয়টী কেন সুন্দর হয় নাই! কেন প্রাণের ভিতর নর-কের বীজ রোপণ ক'রেছ! যে সাধনার ফলে সতী-হৃদয়নন্দন-বনে সতীত্বের মন্দার ফোটে—প্রেমানন্দের মন্দাকিনী ছোটে—কন্দরে কন্দরে অনন্ত-ব্যাপিনী স্নেহের প্রস্রবণ প্রবাহিত হয়! সতী-গৌরবের অনন্ত সৌরভ মৃদু-মন্দ স্বভাব মারুতে জগৎ ব্যাপ্ত হয়, কেন সে সাধনা শেখ নাই? যে

সাধনার বলে, সাবিত্রী মরা পতির প্রাণ দিয়েছিল—সত্যবতী, দুর্জ্জয় দশাননকে নিশ্চল পাষাণবৎ স্তম্ভিত ক'রেছিল—জানকী জলন্ত পাবকের বক্ষে শান্তিময় শীতল শয্যা পেয়েছিল! কেন সে যোগ—সে মহাসাধনার মহামহামন্ত্রে দীক্ষিত হও নাই! যদি সে সাধনা শিখ্‌তে, বিন্দুমাত্র সে সাধনার বল সম্বল রাখ্‌তে পার্‌তে, তাহ'লে সর্ব্ব ধর্ম্ম, সর্ব্ব কর্ম্ম, একমাত্র পতিকে অর্পণ ক'রে সেই সাকার ব্রহ্ম পতির সাধনেই জীবন সফল ক'র্‌তে।

গীত।

রাখ্‌তে যদি সে সাধন বল, দেখ্‌তে যদি শিখ্‌তে তারে।
ভাব্‌তে ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময় রূপ, পতি পরম দেবতারে ॥
পতি স্বর্গ পতি ধর্ম্ম, পতি সতীর সাকার ব্রহ্ম,
না জানে যে পতির মর্ম্ম, সেই নরকে পতিতা রে ॥
পতির রূপ নয় পতির দেহে, পতির রূপ সতীর হৃদয়ে
ধূলার ঘরের খেলার পুতুল ভেবনা তাহে—
যে পতি সংসারের আধার, সেই পতি পারের কর্ণধার
ষড়-পদ্ম তারি আধার, পরমহংস মূলাধারে ॥

পাগ্‌লী। দূর দূর বুড় ভাতারি! বেশ, সোজা কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে সব উল্‌টে ফেল্‌লি! এক পতি বুঝি ব্রহ্ম হয়, ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই জগৎ সংসার ব্রহ্মময় দেখে, পতিতে ব্রহ্মজ্ঞান হ'লে জগৎ সংসারই যে পতিব্রহ্ম হয়; সাধ ক'রে কি আমি জগৎভাতারী! তুই বুড়ভাতারী আমার পাগলের কথা কি বুঝ্‌বি? তুই রাজার রাণী, আদরিণী, গরবিনী রাই ধনী; দোজবেরে বুড়-ভাতারের মাগ, আদরের ফুটী কাঁকুড়! দোজবেরে ভাতারের মাগ—চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক! হা হা হা! ঢেলা আড়িতেই ফুটি ফাঁক। (গমনোদ্যত)

রাণী। যেও না মা দাঁড়াও! তোমার পাগ্‌লামীর মূল্য আছে। তুমি কে পরিচয় না দিলে ত ছেড়ে দেব না।

পাগ্‌লী। তোর খোঁকা দেখাবি ?

রাণী। দেখাব বৈকি। তোমার মত তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানবর্ত্তী, মহাভাবের পাগলিনীর পায়ের ধুলা তার সর্ব্ব বিপদরক্ষার অক্ষয় কবচ হবে। যা ত প্রভাতি! তাদের দুটীকে নিয়ে আয় ত।

[প্রভাতীর প্রস্থান।

পাগ্‌লী। (স্বগত) এই আবার চম্ ক'রে মাথাটা ঘুরে যেন কি একটা উড়ে গেল! চ'ক্ষের উপর থেকে যেন একটা ঘোলা ঘোলা—ধোঁয়া ধোঁয়া পরদা স'রে গেল! পাগ্‌লামীর খেয়ালে ঝোঁকে ঝোকে ঠিক এসেছি; এসেছিলেম একটীবার দেখ্‌তে—একটীবার বুকে ক'র্ত্তে! সেই আজ কতদিনের কথা হ'ল ? সেই নদীর ধারে দুর্য্যোগে প'ড়ে, সেই সন্ন্যাসীর কোলে দিয়েছি, কোল ছাড়া ক'রে, উদ্দেশে দেবতার কোলে সপে দিয়েছি; সেই হ'তে আর দেখি নাই—বুকে করি নাই! সন্ন্যাসী ব'লেছিল, যখন দেখ্‌বার জন্যু প্রাণ কেঁদে উঠ্‌বে, তখন অম্বিকার রাজ-অন্তঃপুরে গেলে দেখ্‌তে পাবে। সন্ন্যাসীর কথা মিথ্যা হবার নয়, তাই আজ প্রাণের বড় ব্যাকুলতায় আমার পিতৃকুলের বংশধর—মাতাপিতার সর্ব্বস্ব ধন—অন্ধকারময় মন্দারণের অমাবস্যার দীপ, আমার প্রাণের ভাইটীকে একটীবার দেখ্‌তে এসেছি! দেখ্‌ব—একবার কোলে ক'র্‌ব! পরিচয় দেব না—চোখে জল ফেল্‌ব না—কাউকে জান্‌তে দেব না! আর যদি এরই মধ্যে ঝোঁক চেপে যায়, পাগ্‌লামী ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে পালিয়ে যাব।

প্রভাতীর প্রবেশ।

প্রভাতী। না মা! তাদের আন্‌তে পার্‌লাম না।

রাণী। কেন ?

প্রভাতী। কেন তা বুঝতে পার্‌ছ না ? তাদের নিত্য যে খেলা, আজও সেই খেলা, বরং অন্য দিনের চেয়ে আজ আবার জাঁক-জমক বেশী। অনেক দিনের পর সেই গণৎকার আচার্য্য ঠাকুর এসে, তাদের দলে মিশে, নগরের ইতর ভদ্র সকলের ছেলেগুলো জুটিয়ে নিয়ে, ধ্বজা পতাকা উড়িয়ে, নগরে ধর্ম্ম-সংকীর্ত্তনে বেরিয়েছে। মহারাজ তাদের সাজিয়ে-গুজিয়ে দিয়ে ব'সে

ব'সে তামাসা দেখ্‌ছিলেন! তারা শেষে নগর-কীর্ত্তনে বেরিয়ে গেল। আমি কত ডাক্‌লাম, শুন্‌লে না; একবার ফিরেও চাইলে না, ধর্ম্মসংকীর্ত্তনেই উন্মত্ত! বুঝে সুঝেই ধর্ম্মসেন নাম রেখেছ, ধর্ম্মদাস ত ধর্ম্মদাসই। এই বয়সেই যেন ধর্ম্মের নামে প্রাণগলা! যেন একবারে ধর্ম্মের ধামাধরা! কপালগুণে সঙ্গীটীও জুটেছে বেশ! সে আবার ধামাধরার ধামাধরা!

রাণী। আবার সঙ্গী জুট্‌ল?

প্রভাতী। আবার কে? তোমার ধর্ম্ম পাগ্‌লা কর্পূরসেন।

রাণী। আহা! সে আমার প্রেমিক পাগল, যেন শুক্-সনাতন, কি নারদ, শাপ-ভ্রষ্ট হ'য়ে জন্মেচে! ক্ষুদ্র বালকের ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু যেন হরি-ভক্তির আনন্দ নিকেতন। বাছা আমার এই বয়সে যেন সর্ব্বত্যাগী বিষয়-বিরাগী! কেবল প্রেমেই পাগল!

প্রভাতী। পাগল ব'লে পাগল! কখন বলাই সাজা হয়, কানাই সাজা হয়, কখন ব্রজরাখাল সেজে, কখন ব্রজগোপী সেজে বৃন্দাবন-লীলার অভিনয় দেখান হয়। যেন একাই একশো! ঐ বুঝি সব ধর্ম্ম-সঙ্গীত গান ক'র্‌তে ক'র্‌তে রাজসভায় আস্‌ছে।

ধর্ম্ম-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে গ্রাম্য-বালকগণ সহ
ধর্ম্মসেন, কর্পূরসেন ও আচার্য্যের প্রবেশ।

গীত।

মাতি প্রেম-রসে, পরম হরষে, ধরম সঙ্গীত গাও রে ভাই।
সুপ্ত মোহ-ঘোরে, বিলুপ্ত চেতন,
এ জীব-জগৎ জাগাও রে ভাই॥
সুদৃশ্য বিষফল বিষয়-তরুতে, মোহ-মরীচিকা সংসার-মরুতে,
সবে মন ভ্রমে, মৃগসম ভ্রমে, সে ভ্রমের ঘুম ভাঙ্গাও রে ভাই॥

প্রভাতী। ঐ দেখ, আজ আবার সংকীর্ত্তনের জাঁকজমক বেশী।

ধর্ম্মসেন। মা আজ আবার আমরা নগরে ধর্ম্ম-সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে গিয়েছিলাম।

বাবা আজ আমাদের নিজ হাতে সাজুয়ে দিয়েছেন, দেখ দেখি গায়ে কেমন ছাপ দিয়ে দিয়েছেন? এতে কি লেখা আছে পড় দেখি?

রাণী। তুমি পড় দেখি?

ধর্ম্মসেন। ও আমি খুব প'ড়্‌তে পারি। রাতদিন ঐ কথা মনে করি কিনা? প'ড়্‌ব দেখ্‌বে? এইটে—যতোধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।

রাণী। এটা?

ধর্ম্মসেন। ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি।

রাণী। আচ্ছা, এইটে কি পড় দেখি?

ধর্ম্মসেন। "একমেব সুহৃৎ ধর্ম্ম" এ সব বেশ কথা। নয় মা? এই সব ধর্ম্ম কথা আমাদের ধ্বজা পতাকাতেও লেখা আছে। বাবা বলেন, এ সব ভাল ক'রে শিখ্‌তে হয়।

রাণী। ও ধর্ম্মও শিখ্‌তে হয়, সংসার-ধর্ম্মও শিখ্‌তে হয়।

ধর্ম্মসেন। সংসার-ধর্ম্ম কি মা?

রাণী। সে তোমাকে এক সময় বেশ ক'রে বুঝিয়ে দেব, তুমি রাজার ছেলে, তোমাকে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, যুদ্ধবিদ্যা শিখ্‌তে হয়।

ধর্ম্মসেন। কেন, আমি ত শিখি?

রাণী। যুদ্ধবিদ্যা শেখ? কার কাছে?

ধর্ম্মসেন। কেন, আমার এই গুরুমহাশয়ের কাছে। এঁকে বুঝি দেখ্‌তে পাও নাই?

রাণী। প্রভু এসেছেন। আমি দেখ্‌তে পাই নাই, অপরাধ নেবেন না। (প্রণাম করণ)

আচার্য্য। এস মা এস। ধর্ম্মানুরাগের সহিত দীর্ঘায়ুতী লাভ কর।

রাণী। প্রভু! আপনি কি আমার ধর্ম্মদাসকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন?

আচার্য্য। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে মোটামুটী দু একটা শিখাই বই কি?

রাণী। আমার কর্পূরসেনকেও শিখান্ ত?

আচার্য্য। তোমার কর্পূরকে কি আমি পাই? আছে আছে উপে যায়। এই আছে—এই নাই। হাঁরে কর্পূর। তুই যে সত্য সত্যই কর্পূর হ'লি।

কর্পূর। কেন গুরুমশায়! আমি সত্যই কর্পূর হ'লাম?

আচার্য্য। কাজেই; অমন ধারা উপে যাস্ কেন? এই আছিস—এই নেই।

কর্পূর। তা হ'লে গুরুমশায়, তুমিও ত কর্পূর! তুমিও ত উপে যাচ্ছ!

আচার্য্য। আমি উপে যাচ্ছি?

কর্পূর। তুমি উপে না যাও, তোমার কর্পূর ত উপে যাচ্ছে! এমনি ধারা সবারই কর্পূর উপে যায়।

গীত।

এ ধরায় এম্‌নি ধারা এইরূপে।
দেয়না সে জান্‌তে কাহায়, সূক্ষ্ম হাওয়ায়,
ধীরে কর্পূর যায় গো উপে॥
দিনে দিনে পলে পলে প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে,
ফাঁকি দিয়ে ফাঁকিয়ে গিয়ে বাতাসে মেশে,
কেউ পায় না দিশে, ফাঁকা শিশে, (হায় গো)
শেষে লয় পাঁচ ভূতে লুফে॥
যারা চতুর বেনে, টেনে টুনে, রেচন পূরণ কুম্ভকে,
যোগাশনে, অনশনে, ভোকে অভোকে,
কেবল যোগের গোল মরিচের যোগে (হায় গো)
তারা দু-একদিন যা রাখে চেপে॥

আচার্য্য। এই শুন্‌লে মা! ওকে পোষ মানানো আমার কাজ নয়! তোমার কর্পূরের গায়ে মহাভাবের হাওয়া লেগেছে! ও আর ভাঁড়ে বদ্ধ থাক্‌বে না!

পাগ্‌লী। এ ছেলে দুটী কার মা।

রাণী। এটি আমার সাগর ছেঁচা মাণিক, আর এটি আমার কুড়িয়ে পাওয়া মাণিক! দুটীই আমার ধর্ম্মদেবের প্রসাদ।

পাগ্‌লী। এটি কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলে মা?

রাণী। সে অনেক কথার কথা মা! সে শুন্‌তেও কষ্ট, ব'ল্‌তেও কষ্ট! শুন্‌লে প্রাণে বড় ব্যথা লাগ্‌বে। কালু আর লক্ষ্মী এই দুটীকে অভেদজ্ঞানে লালন পালন কর্‌বার জন্য সত্যবদ্ধ ক'রে আমার কোলে তুলে দিয়েছে।

পাগ্‌লী। (স্বগতঃ) ধর্ম্মদেব! ধর্ম্মদেব! তুমি আছ—তুমিই থাক্‌বে! তুমি আছ ব'লেই এখনও সৃষ্টি আছে! তোমার দয়াতেই এই অসহায় দুধের শিশুর জীবন রক্ষা হ'য়েছে! পিতা হারিয়েছি—মাতা হারিয়েছি—শত্রুতে গড় মন্দারণ ছারখার ক'রেছে! রূপে গুণে দেব-সেনাপতির ন্যায় অরিন্দম-পতি অরিন্দমকে হারিয়েছি! তিনি প্রতিহিংসা সাধনে প্রতিজ্ঞা ক'রে আজ দশ বৎসর নিরুদ্দেশ। আমি হতভাগিনী! সর্ব্বস্ব হারিয়ে, মন্দারণের শেষ আশা—পিতা মাতার জল পিণ্ডের স্থল—আঁধার মন্দারণের অমা-বস্যার প্রদীপ, একটি দুধের শিশু কোলে ক'রে, সেই দাউ দাউ অগ্নি-কাণ্ডের মাঝ দিয়ে পালিয়ে এসে, শোকে তাপে পাগল হ'য়ে, বনে বনে—শ্মশানে শ্মশানে বেড়াচ্ছিলাম! শেষে একটি সন্ন্যাসী, শিশুটির জীবন রক্ষার ভার গ্রহণ ক'র্‌লেন। আহা! আজ যদি এই শিশুটি আমার সেই সোণার ভাই—মন্দারণের ভবিষ্যতের আশা, সেই শিশুটি হয়! তাহ'লে আজ দশ বৎসরের পরে আমার সেই প্রাণের ভাইটিকে দেখ্‌লাম! হে ধর্ম্মদেব! হে অনন্তকালের সাক্ষী! তোমার কাজ তুমি কর! তোমার সৃষ্টি তুমি রক্ষা কর! যেন তোমার সত্য সনাতন নামে কলঙ্ক না হয়! যেন সত্যের পবিত্র পথে পাপকণ্টক তরুর বীজ অঙ্কুরিত না হয়!

কর্পূর। আকাশ পানে চেয়ে ও কে মা? পাগ্‌লী নাকি?

পাগ্‌লী। হাঁ ভাই! আমি পাগল।

কর্পূর। কেন তুমি পাগল হ'লে?

পাগ্‌লী। মানুষ পাগল হয় কেন, জান কি?

কর্পূর। তা জানি না, তুমি কেন পাগলের ওষুধ নাও না?

পাগ্‌লী। ওষুদ খুজে বেড়াচ্চি ভাই।—পাচ্ছিনে। তুমিই আমার পাগলের ওষুদ! তুমি একবার আমার কোলে এস দেখি! এস না, আমি যে তোমার পাগ্‌লি দিদি; একবার দিদি ব'লে কোলে এস দেখি!

কর্পূর। তাহ'লে তোমার পাগ্‌লামী ভাল হবে?

পাগ্‌লী। হয় ত ভাল হবে নয় ত বাড়বে! কৈ—একবার কোলে এস দেখি। (কর্পূরকে অঙ্কে লইয়া) না—না—হ'লনা! আরও জ'লে উঠ্‌ল! পোড়া পাথর যেমন আগুন হ'তে তুল্‌লে, একটু একটু ক'রে ক্রমে ঠাণ্ডা হয়, আবার সেই পাথরে জল ঢেলে দিলে, সে যেমন টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে উঠে, শেষে গ'লে চুণ হ'য়ে যায়! এ বুক—এপোড়া পাথরও তেমনি জল পেয়ে আবার জ'লে উঠ্‌ল! গ'লে চুণ হ'য়ে গেল। পালাই—আর না! ভাই ধর্ম্মসেন! আশীর্ব্বাদ ক'রে যাই, তুমি ধর্ম্মের দাস হ'য়ে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কর! তোমার ধর্ম্মসেন নাম সার্থক হ'ক! আর এই অনাথ শিশুটি, যে আজ তোমার ভাই হ'য়ে, তোমার জননীর স্নেহের কোলে প্রতিপালিত হ'চ্ছে, এটিকে সহোদরের মত স্নেহের চক্ষে দে'খ! কাছে কাছে রেখ! আজ আমি ওর দিদি হ'য়েছি ব'লে, তোমারও দিদি। তোমার এ পাগ্‌লি দিদির অনুরোধ রেখ! আমি—যাই! আর না! মাথা ঘুরুছে! (গমনোদ্যত)

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। এ পাগ্‌লি মা! কোথাকে যাস্‌ গো?

পাগ্‌লি। কে লক্ষ্মী? বেশ, বেশ! জন্ম জন্ম এমনি মনিব পাও। কাপুরুষ মত পতি পাও, জন্মায়ুতী হও! উমা রাণীর আয়তী নিয়ে স্বামী সোহাগিনী হও! এই—আবার মাথা ঘুরছে! সর—সর পালাই! মা রঙ্কিনীর মন্দিরে যাই! নইলে ধ'র্‌বে—এখনি ধ'র্‌বে!

লক্ষ্মী। কে তুহাকে ধ'র্‌বে পাগ্‌লি মা? তু দৌড়িয়ে যা, হামি তুহাকে সাথে করিয়ে লিয়ে যাব! (রাণীর প্রতি) মা! না বুঝিয়ে বড় একটা মুস্‌কিল করিয়েছিস্‌! যে সয়তান তুহার ভাই হ'য়ে, তুহার সর্ব্বনাশ ক'র্‌তে হঁদিয়া মেথরকে অম্বিকায় পেঠিয়েছিল, তুহার সেই দুষমুন্‌ ভাই, আজ দশ বরষ পরে আবার অম্বিকায় এসিয়েছে! নৈতুন ভোল করিয়ে—সন্ন্যাসী সেজিয়েছে! জানিনে আবার কি দুষমুনি বাদ সাধ্‌বে। উহাকে ছেড়িয়ে দিয়ে ভাল কাজ ক'রিস্‌ নি মা!

রাণী। রাজার হুকুমের উপর আমার কথা বল্‌বার অধিকার কি আছে লাক্ষ্মী!

মহারাজ তার বিচারের ভার কালুর হাতে দিলেন, আর, কালু তাকে মুক্ত ক'রে দিলে।

লক্ষ্মী। সব্‌দার বলে, মানুষে মানুষের বিচার ক'র্‌লে সে বিচার ঠিক্ হয় না। আমি ধরমের বিচার দেখ্‌বার লেগিয়ে উহাকে খালাস দিয়েছি! এই দেখ মা! সব্‌দার এসিয়েছে।

কালুর প্রবেশ।

কালু। (অভিবাদন পূর্ব্বক) মা! লক্ষ্মীর মুখে বোধ হয় সব শুনেছেন! আমাদের মামাবাহাদুর আজ দশবৎসরের পর, চারজন জোয়ান খেলোয়ার সঙ্গে ক'রে, সন্ন্যাসী সেজে অম্বিকায় এসেছেন। তিনি রাজসভায় আস্‌ছেন, মহারাজকেও সংবাদ দিয়ে এসেছি,তিনিও এলেন ব'লে। আপনারা ঐ পর্‌দার পাশে যান্, যে কথা হয় ঐখান হ'তে শুন্‌বেন। দেখ্‌বেন, ছেলেদের কাছ ছাড়া ক'র্‌বেন না।

রাণী প্রভৃতি সকলের প্রস্থান।

মল্লগণ, ভগবৎ ও গৈরীক-বাস পরিহিত মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। মহারাজকে সংবাদ দেওয়া হ'য়েছে কি? আমি অধিক বিলম্ব ক'র্‌তে পার্‌ব না, একবার সাক্ষাৎ ক'রেই কুরুক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা ক'র্‌ব! যাও! একটু অগ্রসর হ'য়ে দেখ।

কালু। যে আজ্ঞা হুজুর!

[প্রস্থান।

মহানন্দ। এখানে অপর লোক কেউ নাই ত?

ভগবৎ। আজ্ঞে না।

মহানন্দ। ঐ যে কে ব'সে আছে নয়? কে আপনি?

আচার্য্য। কি ব'ল্লে—লক্ষ্মীকে? লক্ষ্মীকে আমি খুব চিনি, বেটী বড় দুষ্টু।

মহানন্দ। সে কথা বলি নাই, জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছি—আপনি কে?

আচার্য্য। অ্যাঁ—তাই বলো অম্বিকেয়? অম্বিকেয় আমি অনেকবার এসেছি।

ভগবৎ। ওঁটা বধির দেখছেন না, সম্পূর্ণ কালা!

মহানন্দ। কেমন ভগবৎ। গৌড়েশ্বরের সঙ্গে যে বন্দোবস্ত কর্‌বার সঙ্কল্প ক'রেছি, সেইটিই ঠিক। নয়?

ভগবৎ। আজ্ঞে, পাকা—বন্দোবস্ত!—পাকা বন্দোবস্ত!

মহানন্দ। সুযোগ বুঝে রাত্রি মধ্যে অম্বিকা আক্রমণ! তার পরেই বিষ্ণুপুর! দুই শালাকেই বেড়া আগুনে পোড়ান চাই। আর গৌড়ের লক্ষ লক্ষ সেনার মুখে, অম্বিকা বিষ্ণুপুর ত গরুড়ের মুখে হেলে সাপের ছানা!

ভগবৎ। সে কথা আর ব'ল্‌তে, গরুর মুখে দুর্ব্বঘাস। একে গৌড়েশ্বর, তার সঙ্গে আপনি; দুই ষাঁড়ে যোগ দিয়ে ময়দানে প'ড়লে, ঘাসের শিকড় পর্য্যন্ত সাবাড়! দিব্বি পেট ভ'রে ঘাস খেয়ে, তার পর দুই ষাঁড়ে মনের সুখে চ'ক বুজে জাবর কাট্‌বেন।

মহানন্দ। তুমি রসিকতার ভাবে হেঁসে হেঁসে ব'ল্‌ছ, কিন্তু—

ভগবৎ। হেঁসে হেঁসে কি হুজুর! একথা আমি করুণা ক'রেও ব'ল্‌তে পারি!

মহানন্দ। কেঁদে বল্‌বারই কথা! বড় মর্ম্মান্তিক! ভগবৎ!—বড় মর্ম্মান্তিক যাতনা! বিষ্ণুপুরের বাগ্‌দীশালা। আমাকে খুনে আসামীর মত হাতকড়ি দিয়ে অম্বিকায় পাঠিয়ে যে অপমান ক'রেছে, অম্বিকার ডোমের রাজা সুরসেন শালা! ডোমের হাতে আমার বিচারের ভার দিয়ে, তার চেয়ে শত সহস্র গুণে বেশী অপমান ক'রেছে!

ভগবৎ। ডোমের হাতে বিচারের ভার দেওয়া চেয়ে, যমের হাতে ভার দেওয়া ভাল ছিল! একি কম অনুতাপের কথা! আপনি হাতে পায়ে শেকল বেঁধে, খুনী আসামীর মত আদব কায়দায়, আগে পাছে সিপাই-শাস্তি নিয়ে অম্বিকায় এলেন; রাজা বেটা বিষ্ণুপুরের রাজার পত্রখানা প'ড়ে, কেলোডোম বেটার হাতে হুজুরের বিচারে ভার দিলে! আর ডোম বেটারই বা কি আস্পর্দ্ধা! বেটা আপনার হুকুম না নিয়ে,বেগর হুকুমে,—বিনা অনুমতিতে থপ্ ক'রে আপনার গায়ে হাত দিলে! হাত পায়ের কড়ি খুলে দিয়ে—সেলাম ক'রে একখানা উঁচু চেয়ার এনে ব'স্‌তে দিলে! একি কম অপমানের কথা! কোথায় আধখানা দেহ মাটিতে পুঁতে ডাল-কুত্তো দিয়ে খাওয়াবে! তা না হ'য়ে হাত পায়ের কড়ি খুলে দেওয়া! আবার চেয়ার দেওয়া—তার উপর আবার সেলাম! এ এক রকম কেটে কেটে

নুনের ছিটে দেওয়া! এরই নাম মিষ্টি জুত! যাক্, দাদ্ তুল্‌বার সময় এসেছে?

মহানন্দ। (মল্লগণের প্রতি) তোমরা আপন আপন কাজে ঠিক আছ?

মল্লগণ। হাঁ হুজুর। জরুর হুকুম তামিল হো যাগা।

মহানন্দ। বহুৎ আচ্ছা! খুব হুসিয়ার! মল্লযুদ্ধ, কুস্তি, লড়াই শিখাবার ছলায় এখানে থাক্‌বে। তার পরে সুযোগ মত একদিন রাত্রে গলা টিপে দুটো-কেই এক সঙ্গে—বুঝেছ! তার পরে নদীর জলে ফেলে দিয়ে—আমার সঙ্গে গিয়ে সাক্ষাৎ ক'র্‌বে। যেন এক সঙ্গে দুটোকেই—

মল্লগণ। বহুৎ আচ্ছা হুজুর! একদম সাফা হো যাগা।

মহানন্দ। বাহবা! তুমি এ সব লোক কোথায় সংগ্রহ ক'ল্লে ভগবৎ?

ভগবৎ। আজ্ঞে! পূর্ব্বে এক সঙ্গে অনেক দিন চাক্‌রী ক'রেছি, গাঁজাটা আস্‌টা খেয়েছি, সেই সময় থেকেই আলাপ।

মহানন্দ। তুমি গাঁজা খাও বটে? সেইজন্য মধ্যে মধ্যে তোমার চ'ক্ষু দুটো রক্তবর্ণ দেখতে পাই।

ভগবৎ। চুপ করুন, মহারাজ আসছেন।

কালুর সহিত রাজার প্রবেশ।

রাজা। (আচার্য্যের প্রতি) একি! আপনার আগমন কতক্ষণ দেবতা? প্রণাম হই।

আচার্য্য। ধর্ম্মবল প্রবল হোক্। জগতে ধর্ম্মের ধ্বজা উড়িয়ে অক্ষয়কীর্ত্তি রেখে যাও।

রাজা। (মহানন্দের প্রতি) তবে এত দীর্ঘকালের পর মহাশয়ের আগমন কোথা থেকে? প্রায় দশ বৎসর গত হ'ল, আর দুটো বৎসর কাটিয়ে আস্‌তে পার্‌লেই দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের কাজটা মিটে থাকৃত!

মহানন্দ। দেখুন মহারাজ! কতকগুলি কুচক্রী স্বার্থ-পিশাচ কুমন্ত্রির কূট-মন্ত্র-ণায় মুগ্ধ হ'য়ে, ভিত্তিশূন্য অমূলক বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন ক'রে, বিষ্ণুপুর-রাজ আমাকে যেরূপ অপমানিত ক'রেছেন—তা আপনার অজানিত নাই। তার পর যদিও মহারাজের ধর্ম্মতঃ বিচারে মুক্তি লাভ ক'রেছি

বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও মনে শান্তিলাভ ক'রতে পারি নাই। যত দিন মহারাজের সে উপকারের প্রত্যুপকার সাধন ক'রতে না পারি, তত-দিন হৃদয়ে পাব না জেনে, আর অত বড় ধার্ম্মিক বিষ্ণুপুর-রাজের একটা ভ্রমের জন্য পাছে গুরুতর প্রতিহিংসাবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সেইজন্য—সে স্মৃতিকে যতদূর সাধ্য বিস্মৃতির অতল-জলে ডুবিয়ে দেওয়া কর্ত্তব্য বোধে, কিছুদিন দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। এক্ষণে নানা দেশ, নানা স্থান পরিভ্রমণের পর হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ ক'রতে পেরেছি ব'লেই, একবার মহারাজকে দর্শন ক'রতে, আর যে পিতৃ-মাতৃহীনা বালিকা ভগিনী রঞ্জাবতীকে বুকে ক'রে লালন পালন করেছি, সর্ব্বদা তার জন্য প্রাণ কাঁদে ব'লে, এ পরিব্রাজক বেশেই একবার তাকে দেখ্তে এসেছি। একবার চ'ক্ষের দেখা মাত্র! দেখে অদ্যই বিদায় হব! সংসার আশ্রমের প্রতি একবারেই ধিক্কার জন্মেছে।

রাজা। আর সে সব কথা মনে ক'র না! সত্যই হোক্, কল্পিতই হোক্, যা হ'য়ে গিয়েছে, তার স্মৃতি বুকে পোষণ ক'রে, অনুতাপে দগ্ধ হওয়া মাত্র। আমাদের ঐ লক্ষীভুমনী বেটী কথায় কথায় বলে "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" কথাটা ছোট হ'লেও মূল্যবান্, তার জাজ্জ্বল্য-মান প্রমানও দেখ, প্রহ্লাদ আর অভিমন্যু! হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বিনা-শের জন্য কি—না ক'রেছে! হাত পা বেঁধে আগুনে ফেলে দিয়েছে—গলায় পাথর বেঁধে সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে—বিষ খাইয়েছে—কত বর্শা—ফলা—তলোয়ার—খাঁড়া দিয়ে চুটিয়েছে—খুঁচিয়েছে! তবু সেই পাঁচ-বছরের শিশুকে মারতে পারে নাই! কৃষ্ণ তাকে রক্ষা ক'রেছেন! "আর মারে কৃষ্ণ রাখে কে" তার প্রমাণ দেখ অভিমন্যু। অভিমন্যু নিজে মহা যোদ্ধা, পিতা—জগৎ-বিজয়ী মহারথী অর্জ্জুন; অধিক কি, স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ যার মাতুল! সেও কালচক্রের বশে চক্রব্যূহ মধ্যে প্রাণ হারালে! এই জন্য লোকে উদাহরণ দিয়ে ব'লে থাকে "মাতুল যস্য গোবিন্দ পিতা যস্য ধনঞ্জয়, অভিমন্যু হতা রণে নিয়তী কে ন বাধ্যতে" তা ভাই! জগৎ নিয়তীর বাধ্য, মানুষে মানুষের কি ক'রতে পারে? হৃদয় মধ্যে হিংসার আগুন জেলে আপনা আপনি পুড়ে মরা, আর কেবল পাপের ভরা বোঝাই ক'রে আপনার

নৌকা আপনি ডোবানো মাত্র। সংসারে এসে যদি কিছু সৎকার্য্য ক'রে যেতে পার, লোকে কিছুদিন সুযশ ঘোষণা ক'র্‌বে, মরণের পরও লোকে কিছুদিন "আহা" ব'ল্‌বে। ভগবানের কাছেও পরকালের মঙ্গল প্রার্থনা ক'র্‌বে। আর অসৎকার্য্য ক'রে মর, পরকালে কি হবে জানি না, কিন্তু লোকে ব'ল্‌বে বেশ হ'য়েছে—সংসারের পাপ গিয়েছে! এইটী বুঝে চলো! আর বেশী কথা কি ব'ল্‌ব? সন্ন্যাস আশ্রমই গ্রহণ কর বা বানপ্রস্থীই হও! ওগুলো বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র। ভিতর পরিষ্কার রাখতে পারা নিয়েই কাজ! স্বর্গ নরক কেউ দেখে নাই, কিন্তু ইহলোকে স্বর্গ নরক চারিদিকেই জাজ্জ্বল্যমান। উদাসীন সন্ন্যাসী সেজে সাধুতার আবরণে নরকের চিত্র ঢেকে রাখা, নরক হ'তেও মহা নরকের চিত্র! "বিষকুম্ভ পয়োমুখম্" জিনিসটা বড়ই ভয়ানক! ভাই—বড়ই ভয়ানক! এগুলি কে? দেখ্‌ছি, সবগুলি বীরমূর্ত্তি।

মহানন্দ। এদের সম্পূর্ণ পরিচয় আমি অবগত নই। তবে গৌড়েশ্বরের রাজধানীতে, কর্ণাটে, গতিবিধি থাকার জন্য সেই সেই স্থানে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ। মল্লযুদ্ধাদি শিক্ষা দেওয়া এঁদের ব্যবসা, এক্ষণে ইচ্ছা—রাজ-সংসারে থেকে রাজকুমার ধর্ম্মসেনকে মল্লযুদ্ধাদি শিক্ষা দেন।

রাজা। তা বেশ বেশ! কালু আছে—বলা আছে—আরও অনেক আছে! একদিন এদের সঙ্গে কুস্তি লড়া দেখ্‌লে হয় না? আচার্য্য মহাশয় কি বলেন? আপনিও কুস্তি লড়াই কিছু কিছু জানেন নয়?

আচার্য্য। হাঁ কিছু কিছু জানা ছিল, তবে অনেক দিন ওটা আলোচনা নাই।

রাজা। তা কালু! তোমার ত ওটা অভ্যাস আছে, তবে তোমার সঙ্গেই মহ-লাটা হ'ক না কেন?

মল্লগণ। নেই হুজুর! ও লেঠিয়াল ছোট আদমীকা সাৎ হামলোক নেই লড়েগা।

আচার্য্য। অবশ্য অবশ্য! ও পান্থমারা ডোমের সঙ্গে কি লড়তে আছে?

রাজা। তবে আপনিই লড়ুন।

মল্লগণ। নেই ঠাকুরজি! আপ্‌কা মাফিক দোব্‌লাকা সাৎ ক্যা লড়েগা? জিত্‌নেসে খোসনাম নেই, হারনেসে বদনাম।

আচার্য্য। না না, যাতে বদনাম হবে তা ক'র না। (নেপথ্যাভিমুখে) বাবা ধর্ম্মদাস!

ধর্ম্মসেনের প্রবেশ।

আচার্য্য। (মল্লগণের প্রতি) ব'ল্‌ছিলাম কি, এই খোঁকাটীর সঙ্গে একটু ছোট ক'রে লড়না কেন? তাল ঠুকে, পাঁওতাড়ি ক'রে, মালসাট্ মেরে, মাটী খুঁড়ে বেশী আড়ম্বরে দরকার নাই। হাতে হাতে একবার পাঞ্জা লড় দেখি! তোমাকেই ত শিক্ষা দিতে হবে, ওর হাড়গোড় গুলো প্যাঁকাটীর মত, কি লোহার মুগুরের মত, শিখতে পার্‌বে, কি, না পার্‌বে, সেটাও ত বুঝে নেওয়া চাই।

ধর্ম্মসেন। আপনি আমাকে ডাক্‌ছেন?

আচার্য্য। কুস্তী ল'ড়্‌তে পার্‌বে?

ধর্ম্মসেন। কার সঙ্গে?

আচার্য্য। এই মল্ল মহাশয়ের সঙ্গে?

ধর্ম্মসেন। হুঁ, আপনি ব'ল্লেই পার্‌ব!

আচার্য্য। (স্বগত) বেটার কাজের বাক্কুনী দেখ! আচ্ছা, আমি ব'ল্‌ছি; পোষাকটা ছেড়ে প্রস্তুত হ'য়ে এস।

[ধর্ম্মসেনের প্রস্থান।

রাজা। এ আপনি কিরূপ আজ্ঞা ক'র্‌লেন? এই সব যোয়ানের সঙ্গে এই কচি ছেলে কুস্তী ল'ড়্‌বে?

আচার্য্য। কেন ল'ড়্‌বে না? বিষধর সর্প শিশুর বিষ দন্তমূলও বিষে পূর্ণ।

মল্লবেশে ধর্ম্মসেনের প্রবেশ।

ধর্ম্মসেন। বাবা! কুস্তী ল'ড়্‌ব?

রাজা। তোমার গুরুর যখন আদেশ, তখন ল'ড়্‌বে বৈকি।

ধর্ম্মসেন। (আচার্য্য ও রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক পদধূলি লইয়া) উনি কে বাবা?

রাজা। উনি তোমার মাতুল, ওঁকে প্রণাম কর।

আচার্য্য। (স্বগত) রাবণের কালনেমী মামা, দুর্য্যোধনের শকুনি মামা, কৃষ্ণের কংস মামা, আর তোমার এই মহানন্দ মামা! হাড়ঝেড়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন।

ধর্ম্মসেন। কে কুস্তী ল'ড়্‌বেন মহাশয়!—আপনি?

মল্লগণ। কুচ্‌ পরোয়া নেই, যাস্তি জোর নেই দেগা।

ধর্ম্মসেন। তবে আমি ল'ড়ব না!

মল্লগণ। কাহে?

আচার্য্য! ওগো লড়ায়ে মশায়! ও দয়া টুকুতে আর কাজ নাই। পেটে যতটুকু জোর আছে খোলসা ক'রে ছেড়ো! নইলে ও ল'ড়্‌বে না; শুন্‌তে পাচ্ছ না?

মল্লগণ। এ ক্যায়া বাৎ হ্যায়! বাচ্চা লোক্‌কা হাড্ডী, জোর দেগা ত লওয়া হাড্ডী এক দম চুর হো যাগা।

আচার্য্য। ভেঙ্গে যায়—গুড়ো হ'য়ে যায়, আমি কুড়িয়ে নিয়ে জলে ফেলে দিয়ে আস্‌ব, তোমার সে ভাব্‌না নাই।

মল্লগণ। এ্যাশ্বসা?

আচার্য্য। হাঁ ওয়সা! নাও—কোমর ক'সে নাও! ধুল, কাদা, গোবর যা মাখ্‌বে মেখে নাও।

মল্লগণ। বহুৎ আচ্ছা।

ধর্ম্মসেন। খুব জোর দেবেন মশায়! গায়ে যতটুকু শক্তি আছে সব টুকু ছেড়ে—(পরস্পর কর মর্দ্দন)

মল্লগণ। বাস্‌ আউব না।

ধর্ম্মসেন। দূর্‌ আর আমি ল'ড়্‌ব না! (রাজার নিকট গমন)

আচার্য্য। যাক্‌ আর ল'ড়ে কাজ নাই, মহারাজ এদের একটা ব্যবস্থা করুন।

রাজা। যাও কালু! এদের রুক্মিণীদেবীর দেউড়ীতে বাসা দাও গে।

কালু। সেবা হবে কি ঠাকুর? ছাতু লঙ্কা—না আটা ঘিউ!

মল্লগণ। নেই হামলোক ছাতু নেই খাতা! ঘিউ, আটা, দাল্‌, সক্করা বস্‌।

কালু। আর এক এক থানা থাটিয়া।

মল্লগণ। হাঁ হাঁ থাটিয়া—থাটিয়া।

[মল্লগণের সহিত কালুর প্রস্থান।

রাজা। আচার্য্য মহাশয়! আপনি স্নান আহ্নিক ক'রুন! এস হে বন্ধু! একবার ভাই বোনে দেখাটা ত ক'র্‌তে হয়, এস চা'র চক্ষে মিলন ক'রে চক্ষু-লজ্জা ভেঙ্গে দিই গে!

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্ব্বিংশ দৃশ্য।

[গৌড়-রাজধানী]

গৌড়-রাজকুমার, মহানন্দ ও ভগবৎসিংহের প্রবেশ।

রাজকুমার। আর বেশী ব'ল্‌টে হবে না, ডাও—জ্বালিয়ে ডাও! পুড়িয়ে ছারখার ক'বে ডাও। অম্বিকা পোড়া ঠাই আর বিষ্ণুপুর পোড়া ঠাই, একটু ক'রে ডারকেশ্বরের বুকে ঢেলে ডাও—ভেসে গিয়ে সাগরের ডলে মিঠে ডাক্। ডাও—এই আমার অনুমটি পট্র সেনাপটিকে ডাও গে।

মহানন্দ। যে আজ্ঞে আজই দেব।

রাজকুমার। আড? আড কি, এখ্‌নি—এই মুহূর্টে। ডানো রাগে আমার নাড়ি ভুঁড়ি পড্যন্ট পুড়ে ডাট্টে।

ভগবৎ। আজ্ঞে সে কথা কি একবাব ক'রে! আপনার যেই যথেষ্ট সহ্যগুণ। তাই এখন পর্য্যন্ত ধৈর্য্য ধ'বে আছেন। নৈলে নাড়িভুঁড়ি ছেড়ে পেটেব গোঘাসি পর্য্যন্ত পুড়ে যেত!

মহানন্দ। ঠিক্ ব'লেছ ভগবৎ! বিষ্ণুপুরের জায়গীরদার বীরমল্ল, আপনার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার ক'রেছে, তাতে বিষ্ণুপুর সমভূমি ক'র্‌লেও তার প্রতিশোধ হয় না।

রাজকুমার। ঠমোভূমি কি! এ ঠব কঠা যডি আগে জান্‌টাম, টাহ'লে দেখ্‌টে আমার কি রকম রাগ। ডানো—রাগ্‌লে আমার জ্ঞান ঠাকে না!

মহানন্দ। জ্ঞান না থাক্‌বারই ত কথা। যখন স্বর্গীয় মহারাজ বর্ত্তমান ছিলেন, সেই সময় আমার কনিষ্ঠা সহোদরা বজ্রাবতীর সঙ্গে আপনার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থিরতর হয়। আজ সেই পিতৃমাতৃহীনা বালিকা ভগিনী যদিও অবস্থা বিপর্য্যয়ে ভগ্নিপতির অন্নে প্রতিপালিতা, তথাপি আমিই তার একমাত্র

অভিভাবক। আমিই উদ্যোগী হ'য়ে,স্বর্গীয় গৌড়েশ্বরকে অনুনয় বিনয় ক'রে আপনার সঙ্গে বিবাহের সমুদয় স্থিরতর ক'রলাম! কিন্তু বিষ্ণুপুর-রাজ আমার সহিত শঠতা ক'রে—আমাকে দূরদেশে পাঠিয়ে, ভিতরে ভিতরে অম্বিকার জায়গীরদার বৃদ্ধ শূরসেনের সঙ্গে সেই বালিকার বিবাহ দিলেন! আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেব অতি শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন ব'লেই, সে ক্ষেত্রে সে অপমান গ্রাহ্য না ক'রে বিষ্ণুপুর রাজকে ক্ষমা ক'র্লেন। কিন্তু ব'ল্‌তে কি রাজকুমার! আমার হৃদয়ে সে অপমানের আগুন এখন পর্য্যন্ত হু হু ক'রে জ্ব'ল্‌ছে। কিন্তু কি ক'র্‌ব, প্রতিকারের সাধ্য ছিল না ব'লেই এতদিন নিরবে সহ্য ক'রেছিলাম! এখন আপনি উপযুক্ত হ'য়েছেন! দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ক'র্‌তে শিখেছেন, গৌড়ের গৌরব-ময় সিংহাসনের উপযুক্ত পাত্র, আজ গৌড়ের সিংহাসনে ব'সেছেন ব'লেই আজ সেই পূর্ব্ব অপমান স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছি! সম্বন্ধ স্থিরকালে যদি আপনি বয়ঃ-প্রাপ্ত হতেন, তাহ'লে কি তেমন স্বর্ণ-লতিকা সেই শুষ্ক কণ্টক-তরুতে জড়িতা হ'ত? কষিত-কনক-কণ্ঠহার কি একটা অশীতিপর বৃদ্ধ বানরের কণ্ঠাভরণ হ'ত?

রাজকুমার। মহাঠয়ের ভগ্নি বুড়ি বড়ই রূপবটী?

মহানন্দ। সে রূপ বর্ণনার বর্ণ নাই—সে রূপের তুলনা নাই! সে এ মর্ত্ত্যের মানবীমূর্ত্তি নয়, পাপভ্রষ্টা স্বর্গের দেবী!

রাজকুমার। বটে? টা—এখন বুঝি আর বিবাহের কোন উপায় নাই?

মহানন্দ। আর কি উপায় আছে রাজকুমার? আমরা যে হিন্দু, বিশেষ রঙ্গা-বতী এখন পুত্রবতী।

রাজকুমার। সেটো জানি! ছেলেটার বয়স এখন কি আওাজ? (ভগবতের প্রতি) হাঁ হে—টুমি জান কি?

ভগবৎ। বোধ হয় আপনার বয়সই হবে।

রাজকুমার। টবে বল রঙাবটীর বয়স আমা চেয়ে বেঠী।

ভগবৎ। আজ্ঞে তা—আজ কা'ল হবে বৈকি? মেয়ে মানুষ,কুড়ি পেরুলেই বুড়ি! তবে, যখন বিবাহের সম্বন্ধ হয়, তখন আপনার চেয়ে ঢের ছোট ছিল!

রাজকুমার। টা হ'তে পারে, আমি বেটা ছেলে কিনা, অল্পে অল্পে উপযুক্ত হ'য়েছি! এখনও কটডিন উপযুক্ত ঠাক্‌ব। আর সে মেয়েমানুষ, শীগ্‌গির শীগ্‌গির বুড়ো হ'য়ে ডাট্টে। আমি, যে উপযুক্ত, সেই উপযুক্তই ঠাক্‌ব!

মহানন্দ। থাকবেন কি! এর চেয়ে ক্রমে আরও উপযুক্ত হবেন।

রাজকুমার। সে টোমাডের আশীর্ব্বাড!

মহানন্দ। আশীর্ব্বাদ কি হুজুর! আপনি রাজকুমার, আবও উপযুক্ত হবেন, তেমন রঙ্গাবতী কত পাবেন! তবে যে অপমানিত হ'য়েছেন, সেটা আর ফিরে পাবেন না।

রাজকুমার। ফিরে পাব না? এর শোঢ নেব—নেব—নেব! রঙ্গাবটীকে বিবাহ করাব উপায় না ঠাক্‌, অম্বিকা বিষ্ণুপুর ছারখার ডেবার ট উপায় আছে! আড রাট্রেই ফোড টালাও! আগে অম্বিকা, টারপর বিষ্ণুপুর ছারখার ক'বে ডাও! ঢূলো কাডা উড়িয়ে ডাও! আমি কিন্তু যুদ্ধ ক'র্‌টে যাব না! টোমরা যুদ্ধ ক'র্‌বে, আমি হুকুম ডেব—ডেডার হুকুম ডেব! ডাও—সেনাপটিকে হুকুমনামা ডাও—ফোড টালাও—অম্বিকা বিষ্ণুপুর উড়িয়ে ডাও।

[সরোষে প্রস্থান।

মহানন্দ। ভগবৎ! তুমি কোথা থেকে জুট্‌লে বল দেখি?

ভগবৎ। আজ্ঞে সাপ যেখানে ল্যাজও সেখানে! আমি আপনার সঙ্গেই আছি। আপনার রমতী যাওয়াও জানি, মাগী বেটীদের চার খাওয়ানও জানি, এখানে আসাও জানি!

মহানন্দ। আচ্ছা, তুমি গৌড়েশ্বরের সেনা-নিবাসের মধ্যে কি মৎলবে ঘুর্‌ছিলে বল দেখি?

ভগবৎ। এই ত হুজুর! এইটুকু আর বুঝ্‌তে পারেন নি! আমি আপনাব জন্যে যমের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতেও ভয় করিনে।

মহানন্দ। বেশ বেশ। ভগবৎ প্রতিজ্ঞা ভুলো না!

ভগবৎ। প্রতিজ্ঞা! প্রতিজ্ঞার জন্যই আজ আমি—ভগবৎ!

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চবিংশ দৃশ্য ।

[স্থান—অম্বিকার দরবার বাটী]

লক্ষীর প্রবেশ ।

লক্ষী । সর্দার মোকে পাই পাই ক'রে বলিয়ে দিয়েছে, মাম্‌দো সয়তানের সাথে যে জোয়ান লোক এসিয়েছে, উহাদের উপর খুব কড়াকড় নজর রাখিস্, ওরা দুষমুনের সাথী, এ কথাটী যেন ভুলিস্ না। আমি ত দিনে দুপুরে, রাতে আঁধারে, টিকেলে টিকেলে ঘুরি, আড়ি পেতিয়ে উহাদের শলা পরামশ শুনি, কৈ দুষমুনের সাথী বলিয়ে ত উহাদের দুষ্‌মুন্‌ মালুম্‌ লাগে না। ধরম দাসকে লিয়ে খেলা শিখায়, কোমে পিঠে ক'রে কত আদর করে—কত ভাল ভাল ধরমের কথা শিখায়! বরষের পর বরষ চলিয়ে যাচ্ছে, একটী দিনের তরে ত উহাদের দুষ্‌মুনী ভাব নজরে লাগলে না! হামার ত মালুম লাগে, উহারা সয়তানের সাথি সয়তান না আছে! সর্দার সম্‌জাতে লেরিয়েছে!

কালুর প্রবেশ ।

কালু । সর্দারণি ! একটা কথা শুনিয়েছিস্ ?

লক্ষী । কি কথা রে সর্দার ?

কালু । মোদের বিষ্ণুপুরের মনীব বড় বেমার হইয়েছে! বাঁচে না বাঁচে এমন হাল! সেই লেগিয়ে মোদের অম্বিকার মনীব রাজাকে, রাজারাণী মাকে,

আর মোদের রাজকুমারকে দেখ্বার সাধ করিয়ে পত্র দিয়েছে। পত্র লিয়ে সোয়ার লোক এসিয়েছে!

লক্ষী। সে হবে না সরদার! মাম্দো সয়তান এসিয়ে সয়তানি ছলা পেতিয়ে পড়িয়ে আছে। কালসাপ শিথানে শিথানে ঘুর্‌ছে! ছেলে ছেড়িয়ে দেওয়া হবে না! রাজা কোথা?

কাল্লু। এখন অন্দরে, আমাকে তলব করিয়ে পাঠিয়েছিলেন; ঐ—মনীব আসছেন!

লক্ষী। আসুক মনীব! হামি ত ছেলিয়ে ছেড়িয়ে না দিব!

রাজার প্রবেশ।

রাজা। ধর্ম্মদাসকে বিষ্ণুপুরে পাঠাতে লক্ষী যে ঘোর আপত্য উত্থাপন ক'র্‌বে তা আমি পূর্ব্বেই অনুমান ক'রেছি। কিন্তু লক্ষি! ধর্ম্মদাস তোমাদের বা আমাদের যেমন হৃদয় ভরা স্নেহের ধন, সংসারের সার জীবনসর্ব্বস্ব! বিষ্ণুপুরের রাজারাণীরও তাই; তাঁদেরও ধর্ম্মসেন গতপ্রাণ! বৃদ্ধ মহারাজ অন্তিম-শয্যায় পতিত! ইহ-পরলোকের সন্ধিক্ষেত্র তাঁর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী! এ অবস্থায় একটীবার তোমাদের ধর্ম্মদাসকে দেখ্‌তে ইচ্ছা ক'রেছেন! আমাদের সঙ্গেও একবার শেষ সাক্ষাৎ কর্‌বার তাঁর একান্তইচ্ছা! সুতরাং একবার কি না যাওয়া ভাল দেখায়!

লক্ষী। সেটী হবেকনি মনীব! লকীর কলিজায় জান থাকৃতে ছেলে ছেড়িয়ে না দিবে।

রাজা। তুমি ছেড়ে না দিলে তোমার উপর আমাদের জোর নাই। কিন্তু লক্ষি! বৃদ্ধ রাজার আসন্নকাল উপস্থিত! একটীবার তোমাদের ধর্ম্মদাসকে দেখ্‌তে না পেলে, আর তোমরা যেতে দাও নাই শুন্‌লে, তাঁর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগ্‌বে! তাঁর সেই অন্তিমের উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস,আমাদের মঙ্গল-তরুকে সপল্লবে শুষ্ক ক'রে দেবে। বরং মৃত্যু সময়ে একবার দেখ্‌তে পেলে, তিনি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বেন—মদনমোহনের নিকট কায়মনে তোমাদের ধর্ম্মদাসের মঙ্গল কামনা ক'র্‌বেন! অথচ তাঁর মৃত্যুতেও একটু সুখ হবে।

কাল্লু। সেত বুঝ্‌লাম হুজুর! তবে মামা-বাহাদুরকে একটু ভয় হয়। যা

ভাল বোঝেন করুন, মনীষের সঙ্গে কথায় কথায় প্রতিবাদ আমাদের সাজে না। ঐ ত কুমারও আসছেন, উঁহার মত কি জিজ্ঞাসা করুন।

ধর্ম্মসেনের প্রবেশ।

ধর্ম্মসেন। মল্লযুদ্ধ, অস্ত্রযুদ্ধ, স্থাপন, সন্ধান
লক্ষ্যস্থির, লক্ষ্যভেদ, ক্ষেপণ-কৌশল—
শিখালেন যিনি, সেই অস্ত্রগুরু মোর
আগন্তুক আচার্য্যের ইষ্ট উপদেশ
অবিচার্য্যরূপে সদা শিরোধার্য্য মোর!

উপদেশ দিলেন আমারে,
"অনাহুত আগন্তুক আমি
অস্ত্রবিদ্যা শস্ত্রবিদ্যা সমর কৌশল
যাহা কিছু শিখায়েছি অযাচিত ভাবে
এই প্রতিদান প্রার্থী, বিনিময়ে তার
চিরদিন ধর্ম্মপথে থাকিয়া অটল
করিও ধর্ম্মের সেবা আত্ম বিসর্জ্জনে।"

"ধর্ম্মের বিশাল রাজ্য শান্তি নিকেতন
কলি কলুষিত ক্রমে! পাপের কালিমা—
ঢালিছে ধর্ম্মের পথে ধর্ম্মদ্বেষী কলি!
কত মায়া, কত ছলা, কত প্রলোভন
কতরূপ ইন্দ্রজালে মোহিয়া মানবে
কতই মোহন ছবি ধরিবে সম্মুখে।
কখন শারদ চাঁদে ফুটাবে চন্দ্রিকা
কখন শ্মশান চিত্রে ঘোর বিভীষিকা!
কভু সহকার কুঞ্জে কোকিল কুজন
কখন শ্মশান চিত্রে প্রেতের নর্ত্তন।
ঝঞ্ঝাবাত বজ্রপাত পিশাচ চীৎকার,

কভু ঘোর বিভীষিকা! কভু শান্তিময়।
প্রবর্ত্তিতে পাপ-পথে কতই চাতুরি
খেলিবে কপট কলি। কিন্তু প্রিয়তম!
লোভে স্তোভে প্রলোভনে না করি দৃক্‌পাত,
পার যদি অটল থাকিতে ধর্ম্মপথে,
তবেই হইবে তব সার্থক শিক্ষার—
তবেই পাইব আমি প্রকৃত দক্ষিণা—
তবেই হইবে ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন—
তবেই হইবে তব ব্রত উদ্‌যাপন!
ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিতে জনম তোমার
থাকে যেন মনে বৎস কি কহিব আর!"
এই বলি আচার্য্য হ'লেন অন্তর্ধান
বায়বীয় রূপে যেন বায়ুতে মিশাল!

রাজা। ধর্ম্মদাস! বিষ্ণুপুর যাবে কি?

ধর্ম্মসেন। (রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক) যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আপনার অনুমতি নিতে এসেছি!

রাজা। লক্ষীর ত কিছুতেই তোমাকে ছেড়ে দিবার ইচ্ছা নাই, কালুও তোমাকে পাঠাতে কিছু কুণ্ঠিত হ'চ্ছে।

ধর্ম্মসেন। কেন?

রাজা। অতি শৈশবকাল হ'তেই নাকি তোমার ক্ষুদ্র জীবনের উপর দিয়ে অনেক বিপদের ঝঞ্ঝাবাত ব'য়ে যাচ্ছে। অনেক আত্মীয়-বন্ধু-বেশধারী প্রচ্ছন্ন শত্রু তোমার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ ক'রছে! সেই প্রচ্ছন্ন শত্রুকর্ত্তৃক পথিমধ্যে পাছে কোন বিপদে পতিত হও, এই আশঙ্কাতেই বিষ্ণুপুর পাঠান সম্বন্ধে কালু একটু ইতস্ততঃ ক'রছে।

ধর্ম্মসেন। এ কেমন কথা সর্দ্দার দাদা? এতদিন তবে আমাকে কি শিক্ষা দিলে? "এক ধর্ম্ম ব্যতীত জগতে আর কাউকে ভয় ক'র না" এ কথা না তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ! আমার গুরুদেবেরও ঐ উপদেশ! ধর্ম্মের উপর আত্মনির্ভর ক'রে, কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হ'য়ো। যদি ধর্ম্মের

উপর বিশ্বাস বন্ধন দৃঢ় রাখ্‌তে পার, যদি কর্ত্তব্যের পথ হ'তে পদমাত্র পদস্খলিত না হয়, তাহ'লে দেখ্‌বে, সহস্র সহস্র বিঘ্ন বাধা—সহস্র সহস্র বিপদের বিভীষিকা, মায়া ভেল্কির মত কোথায় মিশিয়ে যাবে! গুরুদেবের সে কথাগুলি সব স্মরণ ক'রে রেখেছি; বিশ্বাস ক'র্‌তেও শিখেছি! আমি অদ্যই একমাত্র কর্পূরকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুর যাত্রা ক'র্‌ব! লোক জন সিপাই শাস্ত্রী নিয়ে পিতা মাতারা বোধ হয় কল্যই বিষ্ণুপুর যাত্রা ক'র্‌বেন। তোমরা অম্বিকা রক্ষা ক'র, আমার জন্য কোন চিন্তা নাই!

[রাজাকে প্রণাম ও সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠবিংশ দৃশ্য।

[রমতি নগর—রাজপথ পার্শ্বস্থ সরোবর-তীর]

ধর্ম্মসেন ও কর্পূরসেনের প্রবেশ।

ধর্ম্মসেন। দেখ ভাই কর্পূর! স্থানটী কেমন মনোরম! কেমন প্রস্তরময় বৃক্ষ বেদিকাগুলি! কেমন ফুরফুরে হাওয়া! কেমন শীতল ছায়া! ফল, পুষ্প, মুকুল-মুঞ্জরিত-লতাবলী-জড়িততরুণ-তরুদলে পরিবেষ্টিত হ'য়ে সরোবরটীর কেমন শোভা বর্দ্ধন ক'র্‌ছে! মধুলোলুপ মধুকরেরা কেমন মধুর গুঞ্জনধ্বনী ক'র্‌তে ক'র্‌তে কুসুম হ'তে কুসুমান্তরে ব'স্‌ছে! ভ্রমরের সেই চিত্তরঞ্জন গুঞ্জনধ্বনীতে আপন কণ্ঠস্বর মিশ্রিত ক'রে,কোকিলেরা কেমন মধুর পঞ্চমে গান ক'র্‌ছে! পাপিয়ারা আবার তার উপর তার স্বর তুলে সপ্তমে তান উঠিয়ে, আকাশ-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত ক'র্‌ছে। সেই গানের তানে প্রাণ গলিয়ে তরঙ্গগুলি কেমন তালে তালে নেচে নেচে কূলের দিকে ছুটে আস্‌ছে! রাজহংস রাজহংসীরা গ্রীবা বক্র ক'রে, সেই তান শুনে যেন তরঙ্গের বুকে তালে তালে নৃত্য ক'র্‌ছে। স্থানটী অতি রমণীয়, যেন প্রকৃতিদেবীর আনন্দধাম। শ্রান্ত পান্থের শান্তি নিকেতন। এস, ঐ বকুল বেদিকায় ব'সে একটু বিশ্রাম করি।

কর্পূর। না দাদা, এখানে থাকা হ'চ্চে না। এ শান্তি নিকেতন নয় রমতী-নগর। ভোজের রাজ্য—যাহুকরের আড্ডা—ডাকিনী পাড়া। আর এই সরোবরটী হ'চ্চে সেই ডাকিনীদের মানুষ মাছ ধরা চারাকাটী। এই চার-কাটিতে মাছ জমেছে দেখ্‌লেই তারা টোপ ফেলে, সে এমন টোপ্ দাদা!

সাম্‌নে প'ড়্‌লে ঠোকার দিতেই হবে। যেই ঠোকার মারা—অমনি বঁড়শী বেঁধা। তারপর লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, শেষে খাবি খেয়ে কাতিয়ে প'ড়্‌তে হবেই হবে। তাই ব'ল্‌ছি এখানে ব'সে কাজ নাই। টেনে পাড়ি দাও!

ধর্ম্মসেন। কেন ভয় ক'র্‌ছ ভাই? গৃহস্থ জাগরিত আছে জান্‌তে পার্‌লে কি তার গৃহে চোর প্রবেশ ক'র্‌তে সাহস করে?

কর্পূর। যদি ডাকাত হয়! তাহ'লে ত মেরে ধরে সব কেড়ে নিয়ে যেতেও পারে।

ধর্ম্মসেন। আর গৃহস্থ যদি শত সহস্র ডাকাত হ'তে বলবান্ হয় এবং সশস্ত্র প্রস্তুত থাকে, তাহ'লে তার হাতে দস্যুই হত হয়। অথচ সে আপন ধন রক্ষা ক'রে, সেই উপলক্ষে অপরাপর গৃহস্থকেও আত্মরক্ষা শিক্ষা দিয়ে থাকে। জগতে গৃহস্থ আছে, ধন ও আছে, দস্যু তস্করও আছে। তবে যারা দুর্ব্বল—অলস—আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ—অতি নিদ্রাতুর! তাদেরই যথা সর্ব্বস্ব দস্যু হস্তগত হয়, আত্ম-রক্ষায় সমর্থ, বলবান্ সাহসীর সর্ব্বস্ব দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃত হয় না।

কর্পূর। তুমি টোপ গিলে দেখছি! ঐ দেখ—ঐ একজন হাত সুতোয় টোপ গেঁথে এইদিকে আস্‌ছে।

ময়রাণীর প্রবেশ।

ময়রাণী। গুণমণি কখনো চুন পুঁটি ধ'র্‌তে যায় না! চার ফেলে ব'সে থাক্‌ব, একদিন না একদিন রুই মিবৃগেল টোপ ধ'র্‌বেই ধ'র্‌বে। এই ত এত-দিন চার ফেলে ব'সেছিলাম, একটা চাঁদা পুঁটিতেও ঠোক্‌রালে না! তা ব'লে সুত গুটিয়ে ত ঘরে যাই নাই! টোপ ফেলেই ব'সেছিলাম! আজ শিকার গেঁথেছি! গেঁথেছি ব'লে গেঁথেছি! মোটা দাঁও! বিষ্ণুপুরের রাজ-মন্ত্রী সন্ন্যাসী সেজে আমার ঘরে এসেছিলেন, রমণীর মধ্যে অনেক বেশ্যার বাগ, আর ধ'র্‌তে গেলে আমিই তাদের এক রকম মরণ কাটি, জেওন কাটি! মন্ত্রীমশায় তা জানেন কিনা! তাই আমাকে এসে ধ'রেছিলেন; অম্বিকার রাজকুমার আজ এই পথ দিয়ে বিষ্ণুপুর যাবেন, যে তাকে ভুলিয়ে ঘরে নিয়ে যেতে পার্‌বে, তাকে সোণায় মুড়ে, টাকার পাহাড়ে বসিয়ে রাখ্‌-

বেন। আমাকে এই কাজের ভার দিয়ে, আঁজুল ভ'রে টাকা দিয়ে গেলেন। আমিও ছুঁড়িগুলোকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ক'রে রেখেছি। এখন চারে মাছ জম্‌লে হয়! দেখি দেখি একটু ঘুরেফিরে। ঐ যে—চারে মাছ জম্‌ছে! এখন গাঁথ্‌তে পার্‌লে বুঝি। যাই দেখি কাছপানে, কতদূর কি ক'র্‌তে পারি দেখি। (নিকটে যাইয়া) আপনারা কে গা মশায়! এমন ননীর পুতুলের মত রূপ নিয়ে কি রোদে বেরুতে আছে? দেখ দেখি মুখখানি ঘেমেছে, যেন ননীর পুতুল গ'লে যাচ্ছে। ব'স একটু বাতাসে বস! তোমাদের বাড়ী কোথা মশায়?

ধর্ম্মসেন। আমাদের নিবাস অম্বিকায়, যাব বিষ্ণুপুর।

ময়রাণী। বেশ, বেশ মিষ্টি কথাগুলি! তোমার নামটী কি ভাই?

ধর্ম্মসেন। আমার নাম ধর্ম্মসেন।

ময়রাণী। বেশ নামটী, আমি কিন্তু ওনাম ক'র্‌তে পাব না।

ধর্ম্মসেন। কেন?

ময়রাণী। আমার কর্ত্তার নামে তোমার নাম। তা ভাই! ব'ল্‌ছিলাম কি, এত রোদ্রে কোথায় যাবে? অনেক পথ এসেছ, বড় কষ্ট হ'য়েছে! আমার ঘরে চল, আমি তোমাদের সেবা যত্ন ক'র্‌ব। আমাদের দেশের লোক বিদেশী লোক বড় ভালবাসে, অতিথি পথিক পেলে আর ছেড়ে দিতে চায় না।

ধর্ম্মসেন। আমরা এখানে অতিথি হ'তে আসি নাই, রৌদ্রের তাপে তত পরিশ্রান্তও নৈ, আমরা এখনি চ'লে যাব!

ময়রাণী। না ভাই! ও কথাটী ব'ল না! এ বেলা যাওয়া হবে না, এ পথে না আস্‌তে, সে মন বুঝ্‌তে। যখন এসেছ তখন কি আর ছেড়ে দিতে পারি।

ধর্ম্মসেন। কেন তুমি আমাকে আপন গৃহে নিয়ে যাবার জন্য এত ব্যগ্রতা প্রকাশ ক'রছ? কে তুমি?

ময়রাণী। আমি ময়রা বৌ।

ধর্ম্মসেন। সধবা?

ময়রাণী। সে দুঃখের কথা আর ব'ল না ভাই! সে থাক্‌তেও নাই।

ধর্ম্মসেন। থাকতেও নাই কি রকম?

ময়রাণী। ঢাকের বাঁওয়া, আছে বারমাস, কিন্তু বাজে নচ?

ধর্ম্মসেন। এ কথার ভাব ত বুঝতে পারলাম না।

ময়রাণী। না—বুঝতে পাল্লে না, তুমি যেন ভাই ন্যাকা! তেজব'রে ভাতার ভাই! তেজব'রে ভাতার! আমার ঠাকুরদাদার বয়সী—ঘাটের মড়া।

ধর্ম্মসেন। সংসার চলে কিরূপে? জাতীয় ব্যবসা আছে ত?

ময়রাণী। আছে সবই, ভিয়েন করে কে? আমি গুড় চাপিয়ে পাটায় তেল দিয়ে ব'সে থাকি, কত্তার আর তাড়ু ওঠে না! একখোলা ভিয়েন ক'র্‌তে একদিন কেটে যায়! সে অনেক খেদের কথা ভাই—অনেক খেদের কথা! আমার রসের কলি ফেটে প'ড়্‌ছে,তার অন্তর্জ্জলী ঘুনিয়ে আস্‌ছে! পোড়া কপাল পুড়িয়ে মেয়ে জন্ম জন্মেছিলাম, তাই ভগবান একটা তেজ-ব'রে বুড় বাঁদরের গলায় বেঁধে দিয়েছেন।

গীত।

পোড়া কপাল পুড়ে গেছে আমার ভাতার তেজব'রে।
ঘাটের মড়া আগ্‌লে থাকি বিছানায় প'ড়ে,
আমি বিছানায় প'ড়ে॥
গোবর ঘেঁটে শুধু শুধু, গড়িয়ে বেড়ান গুব্‌রে বঁধু,
(আমার) কলি ফেটে ঝ'র্‌ছে মধু, চায় না সে ফিরে।
থাক্‌তে ঘরে গুড়ের জালা, ব্যবসা রাখা হ'ল জ্বালা,
নিতে জানি ভিইয়ে খোলা, যদি দেয় তাড়ু নেড়ে॥

ময়রাণী। ঐ বুঝি ছুড়িগুলো তোমাদের আস্‌বার খবর পেয়ে কত আশা ক'রে, কত আহ্লাদ ক'র্‌তে ক'র্‌তে তোমাকে নিতে আস্‌ছে,ছুড়িরে যেন ভালবাসায় মরা! মনের মতন মানুষ পেলে বুকে ক'রে রাখে! তোমাকে পেলে কি আর ছেড়ে দেবে বুক চিরে রাখ্‌বে!

গণিকাগণের প্রবেশ।

গীত।

১ম-গণিকা। পিয়া পরাণ বঁধু, চন্দমুখ মধু,
তুহুঁ বিধু মোরা চকোরিণী,

২য়-গণিকা। তুহুঁ বঁধু সূরজ, মোরা সব সরোজ,
তুহুঁ ঘন মোরা চাতকিনী,
৩য়-গণিকা। আও আও চিতচোরা, হিয়াপর বৈঠহ
পাখালি চরণ দোঁহ আঁখি-লোড়ে—
যতনে মুছায়ব নিচোড় আচড়ে।—
সকলে। চামর ঢুলায়ব এলাইয়ে বেণী,
অগুরু-চন্দন ফুল-হারে সাজায়ী,
পিছে ডালি দিব যৌবনখানি ॥

১ম-গণিকা। আ মরি মরি। যেন বকুল তলায় চাঁদের মেলা! চাঁদ চকোরের প্রেমের খেলা! চল ভাই! আমাদের ঘরে চল! এই দুপুরে রোদে কি ঘরের বার হ'তে আছে? দেখ দেখি কত ঘেমেছ! কাঁচা সোণা যেন গ'লে যাচ্ছে! এস, ঘাম মুছিয়ে দিয়ে একটু বাতাস করি। (বস্ত্রদ্বারা ঘাম মার্জ্জন করিতে করিতে) যেন ব'কুলতলা আলো হ'য়েছে। কা'ল রাত্রে তোমার এই সুধামাথা চাঁদের ছবিখানি সারারাত স্বপ্নে দেখেছি, হিয়ার পটে প্রেমের তুলিতে এঁকে রেখেছি! বলনা ভাই কে তুমি?

গীত।

১ম-গণিকা। কে তুমি হে রসরাজ বিরাজ সরসী-কূলে,
আকুল পরাণ তোমা নিরখি বকুল-মূলে।
শয়নে স্বপন-ঘোরে, আপনা সঁপেছি যারে,
স্মৃতিপটে হৃদ্-মাঝারে রেখেছি যার ছবি তুলে,
তুমি কি সেই প্রাণের ছবি বল রে প্রাণ প্রাণ খুলে ॥

দ্বিঃ-গণিকা। চল না ভাই! আমরা তোমাকে নিতে এসেছি। ছি মণি! অত আক্রা হচ্ছ কেন ভাই? পায়ে ধ'রে সেধে না নিয়ে গেলে যাবে না? এস পায়ে ধরেই নিয়ে যাই (পদধারণোদ্যত)।

ধর্ম্মসেন। না না পায়ে ধ'র্‌তে হবে না, চল আমরা এম্‌নিই যাচ্ছি।

নেপথ্যে—কিরণবালাগণ। না—না যেওনা! যেওনা! স'রে যাও—স'রে যাও! ডাকিনী! ডাকিনী! ডাকিনী পাড়ায় যেও না!

গীত।

সরে যাও সাম্‌নে এস না।
ফাঁকে থেকে, দেখ চোখে, ভাল বেস না—
ভাল বেস না, ভাল বেস না॥
রূপের ঠমক্‌, ভাবের চমক্‌, দেখে ভুল না
সুধা ব'লে বিষের বাটি মুখে তুলো না,
পরাণে আগুন জ্বেল না!—
ডাকমারা ডাকিনী পাড়ার কাছে ঘেঁস না॥

কর্পূর। দাদা আকাশের দিকে চেয়ে কিছু দেখ্‌তে পেলে কি? কিছু শুন্‌তে পেলে কি?

ধর্ম্মসেন। ভাই শুন্‌ছিও সব দেখ্‌ছিও সব! তবে ভাই সংযমই সাধনা সিদ্ধির মূল, এই কথাটি এই মূলমন্ত্রটী ভুলি নাই।

ময়রাণী। আর এড়াতে পার্‌ছ না ভাই। ওরা আর ছাড়বে না। ছুঁড়ি-গুলো বড় পীরিত পাগ্‌লী! মনের মত মানুষ পেলে তার জন্যে প্রাণ দেয়! চ'খের আড় করে না! তোমাকে পেয়েছে, আর কি ছেড়ে দেবে? বুকে বুকে থাক্‌বে, চখে চখে রাখ্‌বে।

ধর্ম্মসেন। এস ভাই কর্পূর! আমাদের কর্ত্তব্য আতিথ্য গ্রহণ, ওদের কর্ত্তব্য অতিথি সৎকার।

ময়রাণী। কি চাঁদ! তুমি যে কেবল চার ঘুলিয়ে বেড়াচ্ছ। টোপ্‌ নেবে না নাকি?

কর্পূর। আমি চারও ঘোলাব না—টোপও নেব না! আমি ইলিশ মাছ! সোজা উজান ঠেলে চ'লে যাব। দাদা! আমি চ'ল্লাম! ঐ ময়দানের গাছ তলায়

ব'সে থাক্‌ব, তুমি আজ অতিথি হও গে, কা'ল ফকির হ'য়ে আমার সঙ্গে দেখা ক'র। (গমনোদ্যত)

ধর্ম্মসেন। (বাধা দিয়া) কেন সঙ্কুচিত হচ্চ ভাই! আপনাকে সংযত রেখে স্বচ্ছন্দে এস, ভাই! সাধনার পথ বড়ই কুটিল, যে, সে পথ অতিক্রম ক'র্‌তে পারে তারই সাধনা সফল—সেই সিদ্ধ সাধক! (কর্পূরের হস্ত ধরিয়া গমনোদ্যত)

(নেপথ্যে—কিরণবালাগণ) ধর্ম্মসেন—সাবধান!

ধর্ম্মসেন। আমার গুরুর কৃপা আর আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাক্‌লে, আপনাদের ধর্ম্মদাস কর্ত্তব্যের পথে চিরদিন অচল অটল থাক্‌বে! (বেশ্যাদিগের প্রতি) চলুন, আপনারা অগ্রে অগ্রে চলুন।

ময়রাণী। ছি ভাই! "আপনি" "মশাই" ব'লে কথা কি? তুমি আমি কেমন মিষ্টি! আপনি মশায় কথাটা, যেন পীরিত ফাঁক ক'রে দেয়! চল আবার মুখ খানি ঘেমে উঠেছে, দেলো মুছিয়ে দে।

[মুখ মুছাইয়া দিয়া ব্যজন করিতে করিতে লইয়া প্রস্থান।

সপ্তবিংশ দৃশ্য।

[স্থান—অম্বিকার রাজ-ধানী]

বলা ও দলোর প্রবেশ।

বলা। আমি নিট্ খপর পেয়েছি কাকা, আজ শেষ রাত হইতে বহুৎ ফৌজ গাঙ্গনী পার হইতে লেগিয়েছে।

দলো। এত ফৌজ কোথাকে হ'তে কোন্ পথে কোন্ দিকে চলিয়েছে কিছু তল্লাস লিয়েছিস্ কি ?

বলা। সব গৌড়ের ফৌজ! হাজার হাজার ফৌজ বীর-ভূমের সড়ক্ ধরিয়ে অম্বিকার দিকে চলিয়েছে।

দলো। দাদা কোথা ?

বলা। বীর-ভূমের পথে ফৌজ চলিয়েছে শুনে, ঠিক খপর জান্‌বার লেগে, জঙ্গল-পথে গাঙ্গনীর দিকে ছুটিয়েছে।

দলু। মোদের ফৌজের সর্‌দার এ খপর পেইয়েছে কি ?

বলা। হাঁ, খপর জেনেছে, কিন্তু শালা কোনো কাজে গা মাখে না! মোর সন্দ হইয়েছে! ও শালা সেনাপতির মত্‌লোব ভাল না আছে কাকা।

কালুর প্রবেশ।

কালু। বলা, দলু, তোরা হেথাকে! আর সব কোথা ? সকলকে ডাক! ডোম-পাড়ার মেয়ে-মরোদ, ছেলে, বুড়ো, যোয়ান সব্‌কে ঠিক হইতে বল! বলাই! আজ আর অম্বিকার রাজপাট বজায় রাখ্‌তে পার্‌বিনে! হাজার হাজার লড়ায়ের পল্টন গাঙ্গনী পার হ'য়ে অম্বিকার দিকে

ছুটিয়েছে! আজ,রাজা নাই—রাণী নাই—রাজকুমার নাই। তাঁরা আমাদের উপর অম্বিকার ভার দিয়ে, বহুৎ সেপাই-শান্ত্রি সাথে নিয়ে বিষ্ণুপুর গিয়েছেন। এসব সন্ধান জেনে—সুযোগ বুঝে,গৌড়ের রাজা অম্বিকা দখল ক'র্‌তে ফৌজ চালান করিয়েছে! এসব সেই মামদো সয়তানের খেলা।

বলা। যার খেলাই হ'ক্, আমাদের নিলে-খেলা ফুরিয়েছে! এখন মনীবের কাজে, অম্বিকার অন্নে সঞ্চয় করা রক্ত, অম্বিকার মাটিতে ঢেলিয়ে দিয়ে মানুষের সাথে মানুষের খেলা ছেড়িয়ে, দেবতার সাথে ধরমের খেলা খেল্‌তে ঠিক্ হও!

দলু। চল্ সক্কোলকে খপর দিয়ে, ডোমপাড়ার আণ্ডা বাচ্ছা সব সাথে নিয়ে লড়ায়ে যাই! দাদা তু ঠিক্ হইয়ে থাক্!

[বলা ও দলুর প্রস্থান।

লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। এই যে সর্‌দার এসিয়েছিস্! জাঙ্গাল-জঙ্গল ভেঙ্গিয়ে ছুটিয়ে ত গেলি, ঠিক্ খপর কিছু পেইয়েছিস্ কি ?

কালু। হাঁ, ঠিক্ খপর! গৌড়ের ফৌজ অম্বিকা দখল ক'র্‌তে—রাজ-ভাঁণ্ডার লুটিয়ে নিতে,হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে ছুটিয়েছে! আজ অম্বিকায় রক্তনদী বহিয়ে যাবে! হয়ত রাজা রাণীর সাথে আমার এই দেখা শেষ দেখা লক্ষী! তোর সাথেও হয়ত শেষ দেখা!

লক্ষী। ও কেমন কথা হ'ল রে সর্‌দার! মরিয়ে গেলেই তোর সাথে মোর দেখা ফুরিয়ে যাবে! লড়াই বেধিয়ে যায়, যতক্ষণ তীর-কাম্‌টা বজায় থাক্‌বে, যতক্ষণ কলিজায় একটী ফোঁটা রক্ত থাক্‌বে, ততক্ষণ লড়াই দিব! হাজার হাজার দুষ্‌মুন্ তীরের ডগায় গেঁথিয়ে নিয়ে, জমীনে লুটিয়ে দিব! দুষ্‌মুনের রক্তে অম্বিকার মাটি রঙ্গিয়ে দিয়ে—দারকা নদীকে রক্তনদী বেনিয়ে দিয়ে,শেষে মনীবের তরে জান্ দিব! রাজা রাণীর অন্নের রক্ত, রঙ্কিণী-মায়ের চরণে ঢেলিয়ে দিব! এক সাথে থাক্‌ব—এক সাথে লড়াই ক'র্‌ব—ম'র্‌তে হয় এক সাথে ম'র্‌ব! দেখিস্ সর্‌দার আমি আগে ম'র্‌ব! আয়ুতী নিয়ে—সিঁথের সিঁদুর নিয়ে ম'র্‌ব, হাজার হাজার সিপাই-

য়ের রক্তে শাড়ি রাঙ্গাব! দুষ্‌মুনের রক্তে পায়ে আল্‌তা প'র্‌ব! দুষ্‌মুনের রক্তে সিঁথেয় সিঁদুর ফোঁটা প'র্‌ব! তারপর তোর পায়ের তলায় পড়িয়ে—তুহার পা দুটি বুকে লিয়ে—এক সাথে মরিয়ে স্বর্গে চলিয়ে যাব! তু লড়া-য়ের তরে ঠিক্ হইয়ে থাক্!

[প্রস্থান।

দলুর প্রবেশ।

(নেপথ্যে—কামান-শব্দ)

দলু। দাদা! হাজার হাজার ফৌজ অম্বিকা ঘিরেছে! ডাগর ডাগর কামান দাগ্‌তে লেগিয়েছে! ওই শোন্ আবার—

(নেপথ্যে—কামান-শব্দ)

বেগে বলার প্রবেশ।

বলা। সেই কথা ঠিক্ হইয়েছে বাবা। সেনাপতি শালা বড় নিমকহারামি ক'র্‌তে লেগিয়েছে! মোদের ফৌজ, সিপাই, সব বন্দুক ধরিয়ে—সঙ্গীন চড়িয়ে, বেগর হুকুমে দেঁড়িয়ে দেঁড়িয়ে মারা যেইতে লেগিয়েছে!

কালু। এখন আমাদের কাজ কি বল্ দেখি?

বলা। মনীবের কাজে জান্ দেওয়া!

কালু। তবে যাও—লড়াই দাও—কামান দখল কর!

বলা। তা'হলে ত মনীবের কাজ করা হবে না, শত্রু মেরে ম'র্‌তে পার্‌ব না, কেবল গোলার মুখে মিছে মিছি জান্ খোয়াব! বহুৎ ফৌজ ঘায়্ ক'রে, কামান দখল করা দশবিশটা লাঠীয়ালের কাজ নয়! ফৌজের সাথে লড়াই দেওয়া ফৌজের দরকার।

কালু। আমাদের লড়াইয়ের ফৌজ কি সব ঘুমিয়ে আছে?

বলা। তারা বেগর হুকুমে হেতিয়ার চালাবে না! কিন্তু সেনাপতি হুকুম দিতে চায় না।

কালু। ডাক্ সেনাপতিকে।

[বলার প্রস্থান।

লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষী। সব গেল—গব্‌দার রে—সব গেল! ঘরের দুষ্‌মনে সব পয়মাল ক'র্‌লে! স্বরজমলসিং সেনাপতি হুকুম দেয় না, সিপাহী লোক সব বেগর হুকুমে দেড়িয়ে দেড়িয়ে মারা যাচ্ছে!

কালু। সব সেই মামুদ সয়তানের খেলা! সেনাপতি শালাকে কিছু একটা বড় রকম লোভ দেখিয়েছে! ওঃ, কি সয়তানী—কি বেইমানি!

সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। কালুসর্দ্দার! তুমি নাকি আমার উপর হুকুম চালিয়েছ? বলাকে দিয়ে নাকি ডেকে পাঠেছ?

কালু। সে কি কথা হ'ল হুজুর! আপনি এ রাজ্যের কর্ত্তা! এ রাজ্যের মরণ বাঁচন আপনার হাতে! অম্বিকার রাজপাট আপনার তলোয়ারের আগে! আমি ছোট জাত, আপনার হুকুমের গোলাম! কিন্তু নিমক্‌হারামী শিখি নাই। নিমক্‌হারামকে বড় ঘৃণা করি! নিমক্‌হারামী শিখি নাই ব'লে আজ আপনার বেগর হুকুমে লাঠি হেতিয়ার ধরিয়েছি। অন্দরের ফটক্ ছেড়ে যেতে পারি নাই ব'লে, আপনার সলাপবামর্শ জানবার জন্য ডেকে পাঠিয়েছি। সে গোস্তাকি মাপ ক'র্‌বেন! এখন আপনার হুকুম কি বলুন দেখি? রাজা, রাণী, রাজকুমার, অম্বিকায় নাই! বিষ্ণুপুর গিয়েছেন। সোণার রাজ্যি ছারখার হয়! রাজা, রাণী, রাজকুমার, এসে কি গাছতলায় দাঁড়াবে! এই কি আপনার ধরম! অম্বিকার রাজা রাণী পথে পথে ভিক্ষা ক'রে খাবে?

সেনাপতি। কি ক'র্‌ব, এই মুষ্টিমেয় সৈন্য ল'য়ে গৌড়ের অসংখ্য সেনার সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে যাওয়া, আর অরণ্যব্যাপী দাবাগ্নির দাউ দাউ শিখায় পতঙ্গবৎ দগ্ধ হ'তে যাওয়া সমান কথা!

কালু। তা হলেও তোমার পতঙ্গ জন্ম সার্থক! নিমখারাম বেইমান্ নাম কিনে বেঁচে থাকা—জেয়ন্তে নরকভোগ ক'র্‌তে সংসারে থাকা চেয়ে মুনীবের কাজে—প্রতিপালকের কাজে প্রাণ দেওয়াতে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। বিক্রি করা প্রাণের—উচ্ছুগ্য করা প্রাণের আবার দাম কি! এতদিন ব'সে ব'সে যার অন্নে দেহ ধারণ ক'র্‌লে, যার কাজের জন্যে প্রাণ বিক্রি ক'রে গর্দ্দান

উচ্ছৃঙ্খল ক'রে দিয়েছ,এখনও সেই প্রাণের মায়া! কত দিনের জন্য বাঁচ্‌তে এসেছ সেনাপতি? মুনিবের কাজ কর, নিমক্‌হারামী ছাড়! কেলোডোম সব বুঝ্‌তে পেরেছে ব'লেই আজ একথা ব'ল্‌ছে! আজ হ'ক্, কাল্ হ'ক্ ম'র্‌তে হবে! মুনিবের দৌলত রাখ্‌বার জন্য—অম্বিকাব রাজপাট বজায় রাখ্‌বার জন্য যদি ম'র্‌তে হয়, তাতেও স্বর্গবাস হবে। প্রাণেব মায়ায় সয়তানের হাতে মাথা সুঁপিয়ে দিয়ে,হয় ত দু-দিন বাঁচ্‌বে। তার পর ম'র্‌তেই হবে! শেয়াল কুকুরে ছিড়ে খাবে! শেষে নরকে প'চ্‌বে! সেই জন্যে ব'ল্‌ছি, এখনও হুকুম দাও নিমক্‌হারামের মত কাজ ক'র না।

সেনাপতি। দেখ্ কালু! ছোটলোকের মুখে ছোট কথাই ভাল লাগে, বেশী কথা ক'য় না, আপনার ওজন ঠিক রেখে কথা ক'ও।

কালু। আমি আপনার ওজন ঠিক রেখেই কথা ক'চ্ছি, কিন্তু এখনও নিমক্‌-হারমের ওজন বুঝ্‌তে পারি নাই।

সেনাপতি। (সক্রোধে) গু সামাল্‌কে বাৎ কহ! নেই ত একদম্ গর্‌দান জুদা হো জাগা!

কালু। খপব্‌দার নিমক্‌হারাম্!

সেনাপতি। যাও—হারাম্‌জাদ! (অস্ত্রঘাতে উদ্যত)

কালু। (ক্ষিপ্রহস্তে অস্ত্রসহ হস্ত ধারণপূর্ব্বক) বেশী জোব ক'র না, এখনও বাপেব সুপুত্র হ'য়ে হেতিয়ার ছাড়। (অস্ত্র লইয়া দূরে নিক্ষেপ)

সেনাপতি। এক একটী মুষ্টাঘাতে সব যমের বাড়ী পাঠাব।

কালু। আগে এ ডোমের হাতে এড়াও, তার পরে যমের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা ক'র।

সেনাপতি। তবে দেখ্—(মুষ্টি উত্তোলন ও কালুকর্তৃক বদ্ধমুষ্টি হস্তধারণ)

সেনাপতি। (কালুর বক্ষ লক্ষ করিয়া পদাঘাতে উদ্যত)

কালু। (ক্ষিপ্রহস্তে পদধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ ও উভয়ের ক্ষণকাল মল্লযুদ্ধ, সেনাপতির নিম্নে পতন ও কালু বক্ষে উপবেশনপূর্ব্বক) এখন পাস্তা থেকো,ডোমেবৰল বুঝ্‌তে পেরেছ সেনাপতি? (মস্তকের উষ্ণীষ গ্রহণপূর্ব্বক) লক্ষি! লাগা হাতকড়ি! (সেপতির হস্ত বন্ধন) সেনাপতি মশায়! দয়া ক'রে আপনার পোষাকটা খুলে দেন, আজ আপনি বিশ্রাম করুন, আজ

আপনার কাজের ভার আমি নিলাম। হয় অম্বিকা রক্ষা ক'র্‌ব, নয় এত কালের এই পোষা সিপাই ফৌজের সঙ্গে এক মাটীতে শুয়ে চিরদিনের মত বিশ্রাম ক'র্‌ব। (সেনাপতির পাবচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক) যা বলা! সেনাপতিকে একটু ঠাণ্ডা জায়গায় রেখে বিপক্ষের কামান দখল করগে। (বন্ধনগ্রস্থ সেনাপতিকে লইয়া বলায়ের প্রস্থান ও কালুর সেনা পতির পোষাক ধারণ)

লক্ষী। সরদার্! এই বড় আচ্ছা হ'য়ে গেল! তু হুকুম দে—সিপাই চালা! মোরাও লড়াই দি। আমি তোর সাথে সাথে থাক্‌ব, ম'র্‌তে হয় এক সাথে ম'র্‌ব। (নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ) আর না সব্‌দার্! জল্‌দি চলিয়ে আয়, জয় ধরম দেবতার জয়!

প্রস্থান।

(কয়েকজন অস্ত্রধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে বলায়ের প্রবেশ ও প্রস্থান)

কালুর পুনঃ প্রবেশ।

কালু। শুন সর্‌দার ভাই সব! আজ আমাদের সরগ্‌বাসে যাবার দিন, এমন সুযোগ ছেড়িও না, একটী পা হটিও না।

বেগে দলুন প্রবেশ।

দলু। দাদা! বহুৎ ফৌজ ভেগিয়েছে! দুটো কামান দখল করিয়ে লিয়েছি।

কালু। বলাই কোথা?

দলু। সে একা বহুৎ ফৌজ হটিয়েছে। বড় বহর তীরে বহুৎ ফৌজ জমিন লিচ্ছে! এক জোড়া বড় কামান দখল করিয়ে লিয়েছে!

কালু। যাও—কামানের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চেপিয়ে ব'স, দখল করা কামান শত্রুর দিকে দাগো! যতক্ষণ জান আছে লড়াই দাও; চল—

[প্রস্থান।

(কতকগুলি সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কালুর প্রবেশ ও প্রস্থান)

রক্তাক্ত কলেবরে কালুর পুনঃ প্রবেশ।

কালু। না—আর পারি না! সারাদিন ভোর লড়াই ক'রেছি! কলিজা শুকিয়ে গিয়েছে! যেন কোথা থেকে কাল্ তৃষ্ণা এসে ছাতি ফেটিয়ে দিচ্ছে! এখ-

নও একবিন্দু জল পেলে আরও দু-পাঁচ'শ ফৌজ মেরে ম'র্‌তে পারি। কিন্তু কে দেয়!—এ ময়দানের মাঝে এক ফোঁটা জল কে দেয়। উঃ! বড় পিয়াস! ছাতি ফেটিয়ে গেল! (অবসন্ন ভাবে উপবেশন)

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। কালুবীর! জগৎ জুড়ে নাম রাখ্‌লি! বহু সিপাই মার্‌লি! এখনও হাজার হাজার সিপাই লক্ষীর তীরে উড়ে যাচ্ছে! বলার লাঠির ভোকে গুঁড়ো হ'য়ে যাচ্ছে! বহুৎ বহুৎ বন্দুকের গুলি লক্ষীর ঢালে ঠেকে ঠিক্‌রে প'ড়্‌ছে! তুই ব'সে আছিস্? এখনও চালা—হুকুম চালা! তুই হা'ল্ ছেড়ে দিলে সব যাবে।

কালু। কি ক'র্‌ব দাদা! আর উঠবার শক্তি নাই! শরীরে যতটুকু রক্ত ছিল সব বেরিয়ে গিয়েছে! কোথা থেকে যেন কাল্ তৃষ্ণা এসে ছাতি ফাটিয়ে দিচ্ছে! এখনো একবিন্দু জল পেলে, হাজার সিপাই মার্‌বার তাগদ্ পাই! একটু—জল! দিতে পার কি দাদা?

সৈনিক। কি দিবি?

কালু। কি চাও ভাই? টাকা, কড়ি, সোণা, জহরৎ যা চাইবে তাই দেব। অধিকার রাজ ভাণ্ডার শত্রুতে লুটে নেবে, তার চেয়ে সেই ভাণ্ডারের ধন তোমাকে দিয়ে যদি এক বিন্দু জল পাই—কিছুকালের জন্য গায়ে একটু বল পাই, তাহ'লে আর কতকগুলো শত্রু মেরে ম'র্‌তে পারি! সে মরণেও আমার শান্তি! বল ভাই তুমি কি চাও?

সৈনিক। আমি অত ধন দৌলত চাই না। কে ও সব ব'য়ে নিয়ে যাবে বাবা?

কালু। তবে কি চাও?

সৈনিক। আগে সত্য কর, আমি যা চাইব তাই দেবে?

কালু। এক বিন্দু জল! বন্ধু! এক বিন্দু জল দেবে—আমাকে হাজার শত্রু মার্‌বার বল দেবে! তার বদলে কি নেবে বল আমি সত্য ক'র্‌ছি। তুমি যা চাইবে তাই দেব! দাও ভাই জল দাও! আর বিলম্ব ক'র না, উঃ! বড় তৃষ্ণা!

সৈনিক। দেব—জল দেব! তোকে হাজার হাজার শত্রু মার্‌বার বল দেব! এক বিন্দু জলের অভাবে এখনি—এই মুহূর্ত্তে বুক ফেটে, যে প্রাণ বেরিয়ে যেত, আমি সেই প্রাণ ক্ষণকাল রক্ষা ক'র্‌ব, তার পর আমার দেওয়া প্রাণ আমি নেব, বুঝ্‌তে পেরেছ?

কালু। হাঁ পেরেছি, এক বিন্দু জলের বদলে প্রাণ চাও; তুমি কে ভাই? দেখ্‌ছি গায়ে অম্বিকার সৈনিকের পোষাক; অম্বিকার সৈনিকের মুখে এমন কথা!

সৈনিক। চুপ কর, আস্তে কথা কও! আমি অম্বিকার সৈনিক নই, গৌড়ের সেনা, গৌড় সৈনিকের সাজ খুলে ফেলে অম্বিকার একটা মৃত সৈনিকের পোষাক গায়ে দিয়ে এসেছি! আমি তোমার শত্রু-সেনা।

কালু। যেই হও—সত্য ক'রেছি! এক বিন্দু জল পেলে, তার বদলে প্রাণ দেব। যখন হাজার হাজার গোলাগুলির মুখে, হাজার হাজার সঙ্গীন তলোয়ারের মুখে, বুক পেতে দিতে এসেছি, তখন প্রাণের মায়া ত ছেড়ে দিয়ে এসেছি। এখনই পিপাসায় ছাতি ফেটে মর্‌তাম—সব ফুরিয়ে যেত! তার চেয়ে এক ফোটা জল খেয়ে, গায়ে একটু বল পেয়ে, হাজার হাজার সেনা মেরে, আর মনিবের একটু কাজ ক'রে মরি না কেন? দাও—জল দাও! সত্য ক'র্‌লাম—ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে সত্য ক'র্‌লাম, তোমার একবিন্দু জলের বিনিময়ে নিজ হাতে গর্‌দান কেটে তোমার হাতে দেব!

সৈনিক। তিন সত্য কর।

কালু। হাঁ তিন সত্য ক'র্‌লাম! ধর্ম্ম সাক্ষী, একটু জল দাও!

সৈনিক। একটু অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

বেগে লক্ষ্মীর প্রবেশ।

লক্ষ্মী। সব্‌দার! একি তোর আরাম লিবার সময় রে? অনেক সিপাই মেরিয়েছি, তোর বলাবেটা বড় যব্বর লড়াই দিচ্ছে! তু উহার সাথে জোগান দে—হুকুম দে। সিপাই লোক একটী পা হট্‌বে ত জান্ লিবি, এমন কড়া হুকুম চালা।

কালু। কি ক'র্‌ব সার্‌দারনি? উঠ্‌বার তাগদ্ নাই। মরণ তৃষ্ণা! কালু পিপাসায় ধরিয়েছে! কলিজা ফেটিয়ে যাচ্ছে।

লক্ষী। বড় পিয়াস লেগিয়েছে? সবুর কর, জল এনিয়ে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

জল লইয়া সৈনিকের প্রবেশ।

সৈনিক। কালু!

কালু। এসেছিস্ দাদা! দে, জল দে—পরাণ ভ'রে জল খেয়ে নিই। (জলপান) আঃ!—এখন গায়ে অনেকটা বল পেয়েছি। (উঠিয়া গমনোদ্যত)

সৈনিক। চ'ল্লে যে কালু? এই বুঝি তোমার ধর্ম্ম? এই বুঝি তোমার সত্য? এই বুঝি তোমার সপথ? এই বুঝি তুমি সত্যনিষ্ঠ স্থির প্রতিজ্ঞ কালুবীর?

কালু। কালুকে যা ব'লে তোমার ধারণা আছে, ধর্ম্ম যেন তোমার সে ধারণা অটুট্ রাখেন। কিন্তু কথা আছে, আমি জল পান ক'রে একটু বল পেলে যতদূর পারি শত্রুসৈন্য মেরে এসে তোমাকে প্রাণ দেব—হাজার সৈন্য মার্‌ব! তুমি আমার শত্রু সেনা, তুমিও তার মধ্যে একজন—(প্রহারোদ্যত)

সৈনিক। এঁ্যা বল কি! তুমি কি ন্যায় শাস্ত্রের ফাঁকিতে ফেলে ফাঁকি দিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে এনে আমারই গরদান নেবে নাকি? মাথা ঘুরিয়েদিলে যে!

কালু। ভয় নাই! কালু ছোট জাত, কিন্তু তার হৃদয় ছোট নয়, একটু অপেক্ষা কর, একটু প্রভুর কাজ ক'রে আসি, আর গটাকতক শত্রু মেরে আসি! এইখানে ঠিক্ থেক।

[প্রস্থান।

রক্তাক্ত কলেবর বলাইকে লইয়া জলপাত্রসহ লক্ষীর প্রবেশ।

লক্ষী। লে সর্‌দার জল লে! তুই একটু পিয়ে লে, আর তোর বলা বেটার মুখে একটু দে, বেটা তোর বড় লড়িয়েছে! তোকে ধন্নি করিয়ে—লক্ষীকে বীর বেটার মা করিয়ে, সর্‌গের পথে চলিয়েছে! আজ দুনিয়ার লোকে দেখুক সোণাকুঁকি লক্ষীর কোঁকে কি সোণার ফল ফলিয়েছে! ঐ সর্‌দার! তোর বলা যে তোকে দেখ্‌তে এসিয়েছে।

কালুর প্রবেশ।

কালু। দু তরফের বহুৎ সিপাই মারা গিয়েছে! দুট কামানও দখল হ'য়েছে! এখন এস ভাই! তোমার জলদানের ঋণ শোধ করি।

লক্ষী। জল চেহিয়ে আবার কোথা গিয়েছিলি সর্দার? এই লে, জল লিয়ে এসিয়েছি।

কালু। জল খেয়েছি সর্দারনি! জল খেয়ে গায়ে একটু বল পেয়েছিলাম, তাই আর গটাকতক সিপাই মেরিয়ে এলাম!

লক্ষী। এদিকে কি হইয়েছে দেখেছিস্! তোর বলা বেটা ত সরগে চ'ল্ল! দেখ বুক ভরা হেতিয়ারের দাগ, ঝাঁঝ্ বিন্ধিয়ে গোলা চলিয়ে গিয়েছে; বেটার পিঠে একটী দাগ না আছে।

বলা। মা! বাবা এসিয়েছে? বাবা! চ'ল্লাম! মা! চ'ল্লাম! দে—তোদের পায়ের ধুলো মোর মাথায় তুলিয়ে দে, এই শেষ দেখা!

লক্ষী। কেন শেষ দেখা হবে রে বাপ্! তু হাস্তে হাস্তে সর্গে চলিয়ে যা, এখনও বহুৎ ফৌজ আছে, যত পারি মেরিয়ে সাম্না সাম্নি লড়ায়ে মরিয়ে মোরাও সর্গে চলিয়ে যাব, সেথাকে গিয়ে তোকে কোলে তুলিয়ে লিব!

কালু। বলাই চ'ল্লি বাপ্! আমারি যে আগে যাবার কথা ছিল রে বলাই!

লক্ষী। ও কি রে সর্দার! চোকে জল ফেলিস্নে। তোর বীর বেটা সর্গে চ'ল্ল, তোর বেটার তরে ঐ আস্মানে সরগের দুয়ার খোলা রইয়েছে! হাস্তে হাস্তে পেঠিয়ে দে, ধরম দেবের কাছে উহার লেগিয়ে আশীষ চেহিয়ে লে।

বলা। মা—বড় পিয়াস! একটু জল—

লক্ষী। লে বেটা আশ্ মিটিয়ে জল পিয়ে লে! আমরা তোর মুখে জল দিলাম, মোদের মুখে জল দিতে যে কেউ থাক্লো না রে বলাই! ধরমদেব! তুমিই মোদের শেষের পিয়াসে জল দিও (জলদান) বেটা জল খেলে না! হইয়ে গেল! বেটা মোর চলিয়ে গেল!

সৈনিক। বলাই জল খেয়ে স্বর্গে চ'লে যাক্, তুমিও কালু! আমার জলের দামটা শোধ ক'রে স্বর্গে চ'লে যাও—

কালু। হাঁ, এস ভাই! আমি ভুলি নাই।

লক্ষী। জলের দাম কিসের রে সর্দার?

কালু। বড় পিয়াসে—ছাতি ফাটা পিয়াসে জল চেহিয়েছিলাম! প্রাণ দিয়ে জলের দাম শোধ ক'র্ব সত্য ক'রেচি। ইনিই আমাকে সেই কাল-তৃষ্ণায়—সেই প্রাণ যায় যায় সময় জল দিয়ে বন্ধুর কাজ ক'রেছেন।

লক্ষী। পিয়াস্‌কালে জল দিয়েছে—ধরমের কাজ করিয়েছে, তার আবার দাম কিরে সর্দার?

কালু। তার দাম আমার—প্রাণ, তৃষ্ণার জলের মূল্যস্বরূপ আমার প্রাণ চেয়েছে দিতেও স্বীকার ক'রেছি, অঙ্গীকার ক'রেছি! লক্ষী! ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে শপথ ক'রেছি।

লক্ষী। তবে তু বঁধু বলিস্ কারে রে সর্দার! ওত দুষ্‌মুন্ আছে, ওত গৌড়ের সিপাহি দুষ্‌মুন্। (সৈনিকের প্রতি) তুহার হেতিয়ার আছে?

সৈনিক। না, ধর্ম্মের লড়াইয়ে এসব হেতিয়ার কাজে লাগে না।

লক্ষী। দুষ্‌মুন্ সয়তানেরে সাথে ধরমের কথা! লকী তা মানে না, ধর্ হেতি-য়ার! আগে লকীকে মার তারপর সর্দারের জান্ লিবি—

সৈনিক। আমার অস্ত্র নাই।

লক্ষী। দে—সর্দার! তুহার হেতিয়ার দুষ্‌মুন্‌কে দে! লে হেতিয়ার লে! লড়াই দে! দুষ্‌মুন্‌কে গেঁথিয়ে লিই সর্দার!

কালু। না লক্ষী! তা ক'র না, আমার সত্যপালনে বাধা দিও না! কালতৃষ্ণায় তো প্রাণ গিয়েছিল লক্ষি! যদি তাতেও বাঁচ্‌তাম কিন্তু লড়ায়ে ত ম'র্‌তে হ'ত! যদি লড়াই ক'রেও না ম'র্‌তাম, কিন্তু কালের হাত ত এড়াতে পার্‌তাম না, জন্মালে একদিন না একদিন মরণ নিশ্চিত; তবে কেন লক্ষী! প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রে চিরদিনের জন্য নরকে যাব? ছোট জাতের ঘরে জন্মেছি, ছোট জাত ব'লে লোকে ঘৃণা করে, কেউ ছোঁয় না,—আমাদের ছোঁয়া জল পর্য্যন্ত কেউ স্পর্শ করে না। এ জন্মের ত এই ফল, এর উপর আবার ধর্ম্ম হারালে পরজন্মে যে শেয়াল কুকুর হ'য়ে জন্মাতে হবে লক্ষী। রাজার ধন দৌলত রক্ষার জন্য লড়াই ক'র্‌লাম, নিজের বুকভরা দৌলৎ এমন যোয়ান বেটা বলাইকে লড়াইময়-

দানে বলি দিলাম; যা আমাদের প্রাণের জিনিস ছিল! যার মুখ দেখে সংসারে ছিলাম! সে ত চ'লে গেল! তবে আর এ ফাঁকা-প্রাণের এত মায়া কেন লক্ষী ?

সৈনিক। কি কালু! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমাদের বাকচাতুরি শুনব ? সত্যে বদ্ধ হ'য়েছে, ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে শপথ ক'রেছ! কর—সত্য পালন কর, দাও—প্রাণ দাও; মাথা কাটাকাটির কথা ভুলে গিয়ে শুদ্ধ কথা কাটাকাটিতে ভুলিয়ে রাখতে পারবে না, হয় প্রাণ দাও নয় বল আমি মিথ্যাবাদী অস্থির-প্রতিজ্ঞ, যে ছোট জাত কাজও সেই ছোট জেতের মত!

কালু। ছোট জাত হ'য়েছি সত্য, কিন্তু ততটা ছোট প্রাণ নিয়ে আসি নাই। ধর্ম্মের কাছে সত্যের কাছে প্রাণ ত অতি তুচ্ছ—মলমূত্র হ'তেও তুচ্ছ! এস—সম্মুখে দাঁড়াও! সত্যের জন্য গর্দ্দান কেটে তোমার পায়ে লুটিয়ে দি; যা লক্ষী স'রে যা! দেখতে না পারিস্ স'রে যা। জয় ধর্ম্মদেব! (অস্ত্র নিষ্কাষণপূর্ব্বক কণ্ঠছেদনোদ্যত) ওকি! ওকি! লক্ষী! যেও না যেও না—দেখে যাও—ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ আকাশে—ঐ শূন্যে—দূরে বহুদূরে—ঐ দেখ চিনতে পার কি ? ঐ তুমি আমি বলা কেমন ফুলের মালা ঘেরা সোণার রথে, ফুলের সাজে সেজে কেমন হাসতে হাসতে উপরের দিকে উঠছি! তুমি আমার বাঁ-পাশে তোমার কোলে বলাই! ঐ—ঐ—ঐ আবার দেখ—ঐ আরও উর্দ্ধে—আরও উর্দ্ধ শূন্যে কেমন আমের শাখায় ফুলের মালায় সাজান ফটকের দুয়ার খুলে গেল! ঐ দেখ কে একজন শান্তকায় মহাপুরুষ যেন আমাদের রথ আগিয়ে নিতে আসছে, লক্ষী! ঐ স্বর্গ! ঐ আমাদের শান্তিধাম! যাই—লক্ষী—যাই; তুমিও এস! জয় ধরমদেবতা—(কণ্ঠে অস্ত্রপ্রদান ও রক্তাক্ত-কলেবরে ভূতলে পতন)

লক্ষী। চল্লি রে সর্দ্দার! বোটাকে সাথে লিয়ে সরগে চল্লি ? লক্ষীরে ফেলিয়ে যাস্ না! এই ত তু চলিয়ে আয় ব'লে ডেকিয়ে গেলি। যাই—মুনীবের কাজ করিয়েছি, দুষ্মুন সব ভেগিয়ে পড়িয়েছে—এখন চল্, তুহার পা-দুট বুকে ধরিয়ে সরগে চলিয়ে যাই। (কণ্ঠছেদনে উদ্যত)

সৈনিক। (লক্ষীর হস্তধারণ করিয়া) লক্ষী কর কি ? তোমার স্বামী সত্যের দায়ে প্রাণ দিয়ে স্বর্গে যাচ্ছে, তুমি আত্ম-হত্যা ক'রলে কি সে স্বর্গের পথে

স্বামীর সঙ্গে মিলিত হ'তে পারবে ? আত্ম-হত্যায় যে অনন্ত নরক, তা কি জান না ?

লক্ষী। দেখ, এ সময় আর দুয়মুদী বাদ সেধিও না, ছেড়িয়ে দাও! আমি সরগ্‌ নরকের পথ চিনি, আমার সোয়ামী চলিয়ে গেল, আমাকে ডেকিয়ে গেল, হামি এ মরা দেহ লিয়ে কিসের মায়ায়, কার তরে এ ফাঁকা দুনিয়ায় প'ড়িয়ে থাক্‌ব ? আমি সোয়ামীর সহমরণে যাব, সোয়ামীর পা বুকে করিয়ে, এয়োতী লিয়ে, হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে সরগে চলিয়ে যাব! ঐ দেখ—রথ এসিয়েছে!

সৈনিক। এখনও তার বিলম্ব আছে লক্ষি! এক দিন তোমরা ঐ রথে ঐ ভাবে ঐ স্বর্গের পথে অনন্তধামে চ'লে যাবে, স্বর্গের পথে যা দেখেছ, ও কেবল তারি ভাবি-চিত্র মাত্র। তোমার স্বামী মরে নাই, ধর্ম্মাশ্রিতের—সত্যাশ্রিতের মৃত্যু নাই। ঘূর্ণ্যমান পেষণ-যন্ত্রে নিক্ষিপ্ত হ'লে সমস্ত শস্যই চূর্ণ হয়, কিন্তু যে শস্যটী পেষণ-যন্ত্রের কীলককে আশ্রয় ক'রে থাকে, তাকে যেমন সে পেষণ-যন্ত্রে আর চূর্ণ হ'তে হয় না, তেমনি এই আবর্ত্তমান সংসারচক্রে জীব মাত্রই নিয়ত পেষিত হ'চ্ছে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মরূপ কীলককে আশ্রয় ক'রে থাকে, সে আর সে যন্ত্রে পেষিত হয় না; এ জটিল কথা বুঝ্‌বার তোমার শক্তি আছে, কারণ তুমি মহাশক্তির অংশরূপিণী! আমি তোমার পতির ধর্ম্ম পরীক্ষার জন্য, তৃষ্ণার জলের প্রতিদানে তোমার পতিকে প্রাণদানে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ ক'রিয়েছিলাম, তোমার পরিশ্রান্ত পতির এ তৃষ্ণাও ধর্ম্মের খেলা! তোমার পতির বীরত্ব নিঃস্বার্থ প্রভুভক্তির পরীক্ষা অনেক ক্ষেত্রে পেয়েছি, এইবার তার স্থিরপ্রতিজ্ঞতা, অটল ধর্ম্মনিষ্ঠার পরীক্ষার জন্যই এতদূর ক'রেছি! আমি সত্যই তোমাদের শত্রুসৈন্য নই! দেখ দেখি, আমাকে চিন্তে পার কি ?

লক্ষী। কে—কে তুমি ? সেই আচাজ্জিঠাকুর আপনি! তোমাকে প্রণাম করি, এ ছোট জাতের সাথে এ বিপদের সময় এত খেলা কেন ঠাকুর!

আচার্য্য। বিপদ কিছুই নাই মা! পরাজিত প্রায় গৌড় সৈন্যছিন্ন ভিন্ন অব-

স্থায় বিষ্ণুপুরের দিকে চ'লে গিয়েছে! সেই অধার্ম্মিক, বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থপর, প্রতিপালকদ্রোহী, ঘোর হিংস্রক, মহাপাপী মহানদের উত্তেজনায় গৌড়ের বর্ত্তমান অযোগ্য নির্ব্বোধ রাজপুত্রের আদেশে এ যুদ্ধের সূত্রপাত! বিষ্ণুপুর আক্রমণেও তার আদেশ, সেই জন্যই গৌড়-সেনা বিষ্ণুপুরের দিকে ধাবিত হ'য়েছে, তা সে বিষ্ণুপুরের জন্যও কোন চিন্তা নাই, সে বিষ্ণুপুর মদনমোহনের রাজ্য! মদনমোহনই তার চিন্তা ক'রবেন।

লক্ষী। এখন আমার স্বোয়ামী পুত্রকে বেঁচিয়ে দিতে পার কি? পার ত বেঁচিয়ে দাও! নয় ত লক্ষী এখনই ঐ সাথের সাথী হবে কেউ রাখ্‌তে পারবে না।

আচার্য্য। কৈ দেবতা! এখনও কি পরীক্ষার শেষ হয় নাই! আর কেন, এসে পড়—ঐ যে আগমন হ'চ্ছে

স্বামিজীর প্রবেশ।

স্বামিজী। এ কর্ম্মক্ষেত্রে অনেকানেক শিক্ষিত, জ্ঞানী, মহাত্মার পরীক্ষা গ্রহণ ক'রেছি; কিন্তু এই নিরক্ষর কালুবীরের সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্ম পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানীয়! ধর মা লক্ষি! এই কমণ্ডলুব জল তোমার স্বামী পুত্রের অঙ্গে সেচন্ কর (হস্তে জলদান) (আচার্য্যের প্রতি) আপনিও মৃত সৈনিকদের অঙ্গে কমণ্ডলুর জল সেচন করুন (কমণ্ডলু দান)

আচার্য্য। হাঁ আমিও মড়াগুলো বাঁচিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

লক্ষী। (কালু ও বলাইয়ের অঙ্গে জল সেচনপূর্ব্বক) সর্দার চেয়েছে! কাটা গর্দান জোড়া লেগিয়েছে! বলাই—বাপ! উঠিয়েছিস্? উঠ্‌রে—সর্দার! উঠ্‌রে বলা উঠিয়ে ধরমের খেলা দেখ!

নেপথ্যে। জয় ধর্ম্মের জয়! জয় ধর্ম্মের জয়!

লক্ষী। মরা সিপাহী সব বেঁচিয়েছে; ধন্নি ধরমদেব! ধন্নি তোমার লীলা-খেলা!

আচার্য্যের পুনঃ প্রবেশ।

আচার্য্য। আমিও বলি ধন্য ধর্ম্ম! ধন্য তোমার লীলা! সকলে একবার ধর্ম্মের জয় উচ্চারণ কর! জয় ধর্ম্মের জয়।

(নেপথ্যে সৈন্যদিগের জয়ধ্বনি)

কালু। ও কাদের জয় শব্দ?

আচার্য্য। অম্বিকার সৈন্যগণের।

কালু। আমি এখানে কেন?

আচার্য্য। সত্য প্রতিজ্ঞায় প্রাণ দিয়েছিলে! তুমি স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সত্য-সেবক, সেইজন্য সত্য-সনাতন ধর্ম্মের কৃপায়, পুনর্জ্জীবন লাভ ক'রেছ, প্রাণ পরিত্যাগের সঙ্গে পূর্ব্বস্মৃতি লোপ হ'য়েছে! এখন ক্রমেই সব স্মরণ হবে, আমাকে চিন্‌তে পার কি কালু?

কালু। হাঁ মনে হয়, এই অম্বিকায় অনেকবার আপনাকে দেখেছি! আপনি সেই আচার্য্যঠাকুর নয়?

লক্ষী। এ আচাজ্জিঠাকুর মানুষ না আছে, মনে করিয়ে দেখ্ দেখি, লড়াই ক'র্‌তে ক'র্‌তে তুহার বড় পিয়াস লেগিয়েছিল নয়? আর সেই কালে একটা গৌড়ের সিপাহী তোকে একলোটা জল দিয়েছিল, আর সেই জলের বদলে—

কালু। আর ব'ল্‌তে হবে না লক্ষি! এখন আমার সব মনে হ'ল, সে সেপাহী কই?

লক্ষী। এই তোর সাম্‌নে—এই আচাজ্জিঠাকুরই সেই সেপাহী, সর্দার রে! আজ লড়াইয়ের মুখে বলাইকে হেরিয়েছিলাম, ধর্ম্মের ছলায় তোকে হেরিয়েছিলাম! নিজেও নিজ হাতে গলা কেটায় ফেলে,তোর সাথে যেতে সেজিয়েছিলাম! এই আচাজ্জিঠাকুর—এই তোর গর্দ্দানা লেওয়া সেপাই সাজা আচাজ্জিঠাকুর, মোর হাত ধরিয়ে হেতিয়ার কেড়িয়ে নিলে, সেপাহীর সাজ খুলিয়ে ফেলে, আচাজ্জিঠাকুর হইয়ে, এই সাধু ঠাকুরকে ডাক দিলে! জানি না কোথাকে হইতে, যেন আস্‌মান হইতে অম্‌নি নেম্বিয়ে এসে, তোকে, মোর বেটা বলাকে আর সব মরা সিপাহীকে

বেঁচিয়ে দিলে। এ সব কি খেলা—কার খেলা কিছু ত বুঝিনারে সব্দার! ঠাকুর! তু কে আছিস্ বলিয়ে দে, সব্দার! বলাই! আয়, তু ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়ি। ঠাকুর! মোরা তোদের পায়ে ধরি, তুহারা কে আছিস্ বলিয়ে দে? (পদধারণ)

কালু। ঠাকুর! আমরা ছোট জাত, সাহস ক'রে আপনাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পারি না, তবে দয়া ক'রে যদি পরিচয় দেন, তাহ'লে আমরা ইতরকুলে জন্মকেও স্বার্থক মনে করি।

স্বামিজী। কালু! এর পূর্ব্বে কি কখনও আমাকে দেখ নাই, বেশ মনে ক'রে দেখ দেখি।

কালু। হাঁ মনে হয়, যেন বহুদিন—প্রায় ষোল সতের বৎসর পূর্ব্বে, যেদিন আমাদের মহারাজের ছেলে চুরি যায়, সেই দিন সেই ইঁদেমেথরকে মেরে, মহারাজের সন্তান উদ্ধারের দিন, শেষ রাত্রে নদীকূলে শ্মশানক্ষেত্রে গাছ-তলায় আপনাকে দেখেছিলাম! আপনিই আমাদের কোলে দুধের শিশু কর্পূরসেনকে তুলে দিয়েছিলেন, আপনি সেই তিনিই নয়?

স্বামিজী। হাঁ কালু সেই আমি! অন্য পরিচয় পরে জান্‌তে পার্‌বে, এই কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মলীলা প্রচারের জন্যই তোমাদের জন্মগ্রহণ! এক্ষণে পাপীর দমন ক'রে, ধর্ম্মের শান্তি-রাজ্য স্থাপন কর! ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তোমাদের চির-ব্রত ধর্ম্মের গাজোনোৎসব বিস্তার কর, রাজকুমার ধর্ম্মসেন তোমাদের সহায় হবেন, সময়ে হরিহর নামে আর একটীকে তোমাদের সদানুষ্ঠানের সহযোগী লাভ ক'র্‌বে, আজ তোমার বাহুবলে, আর ধর্ম্মবলে প্রবল শত্রুর হস্তে অম্বিকা রাজ্য রক্ষা হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে তোমার কীর্ত্তিও অক্ষয় হ'ল!

লক্ষ্মী। ঠাকুর! বিষ্ণুপুরের দশা হবে কি? গৌড়ের সেপাহী সব বিষ্ণুপুরের দিকে চলিয়েছে, মোদের পুরাণা মুনিব বিষ্ণুপুরের রাজা বুড়া মানুষ, বাঁচে না বাঁচে এমন হাল হইয়েছে! কে লড়াই ক'র্‌বে, কে হুকুম দেবে?

স্বামিজী। বিষ্ণুপুরের জন্য তোমাদের চিন্তা নাই, তোমাদের অম্বিকার মহারাজ সেখানে উপস্থিত আছেন, প্রয়োজন হ'লে এঁরাও যুদ্ধ ক'র্‌বেন, এঁরাই সৈন্য চালনা ক'র্‌বেন, যদি এরাও পরাস্ত হয়, তবে বিষ্ণুপুরের শেষ রক্ষক

মদনমোহন আছেন! মদনমোহনের বিষ্ণুপুর মদনমোহনই রক্ষা ক'র্‌বেন! এক্ষণে আমরা চ'ল্লেম, তোমাদের বিশ্বাসঘাতক সেনাপতিকে সেই বন্দী অবস্থাতেই রাখগে, পরে রাজা, রাজকুমার, অম্বিকায় এলে, তাঁদের হস্তে বিচারের ভার অর্পণ ক'রো! আর তোমাদের রাজা বা রাজকুমারের জন্য যদি মন বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে থাকে,তাহ'লে যাও! একবার বিষ্ণুপুরে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করগে আর সেই সঙ্গে মদনমোহনের লীলাখেলাটাও দেখ গে।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টাবিংশ দৃশ্য।

[স্থান—রমতী-নগর—রাজপথ]

ধর্ম্মসেন ও কর্পূরসেন।

ধর্ম্মসেন। প্রিয়তম! বড়ই অশুভ-সংবাদ।
পিতামাতা বিষ্ণুপুরে—মোরাও অম্বিকা ছাড়া,
রাজাহীন—নেতাহীন অম্বিকানগর।
ন্যস্ত সেনাপতি হস্তে অম্বিকার ভার,
কিন্তু ভ্রাতঃ! নহে ইহা রাজ-ধর্ম্ম-নীতি,
পূর্ণভাবে অন্যজনে বিশ্বাস স্থাপন,
অর্থলুব্ধ স্বার্থপর মানুষের মন,
ফিরাইতে কতক্ষণ অর্থ-প্রলোভনে!
একমাত্র স্বার্থশূন্য প্রভুভক্ত বীর!
কালু দলু বলা আর লক্ষী বীরাঙ্গনা!
আর আর কয়জন ডোমপল্লীবাসী,
অধীন তাদের—
কিন্তু যদি সেনাপতি না করে সমর,
না দেয় সমর-আজ্ঞা, না দেয় উৎসাহ,
অধিকৃত সৈন্যদলে, আত্ম-স্বার্থে ভুলি!
বল তবে কতক্ষণ করিবে সমর,
কালু দলু আদি কটা ডোমপল্লীবাসী!
রণোন্মত্ত অগণিত গৌড়-সেনাসহ।
শুনিনু অম্বিকা-রাজ্য করি অধিকার,

ছুটিয়াছে রণোল্লাসে বিষ্ণুপুর মুখে।
চল ভাই যাই পুনঃ ফিরে অম্বিকায়
দেখি গিয়া কি ঘ'টেছে অম্বিকার দশা
দেখি যদি সুমঙ্গল, ল'য়ে সৈন্যদলে,
পূজিয়া রঙ্কিণী মায়ে ফিরিব ত্বরায়।
চল ভাই কালক্ষয়ে নাহি প্রয়োজন।

কর্পূরসেন। আর গিয়ে কাজ কি, আর দিনকতক এইখানে অতিথি হ'য়ে থাক না, এমন চাঁদের হাট কি ছেড়ে যেতে আছে?

ধর্ম্মসেন।
এ ভর্ৎসনা কেন প্রাণাধিক!
সংসারের রীতিনীতি জেনে রাখা ভাল!
জানি সে চরিত্রহীনা কুহকিনীগণে,
জানি ওরা মায়াবিনী পিশাচী রাক্ষসী
কোন্ ছলে কি কুহকে ভুলায়ে মানবে,
মোহিয়া মানব-চিত্ত কোন্ মন্ত্রবলে,
ভুলাইয়া ল'য়ে যায় নরকের পথে
দেখাও উচিত সেটা শেখাও উচিত।
চোর, সাধু, ক্রূর, খল, কুচক্রী, উদার,
মিশিবে সবার সঙ্গে নির্লিপ্তভাবেতে,
মানব-চরিত্র মাত্র পরীক্ষা কারণ।
কত হাব, কত ভাব, কতই কুহক,
কথায় কথায় কত প্রাণ বিনিময়,
কত মায়া, কত স্নেহ, কত ভালবাসা,
দেখিলাম শুনিলাম শিখিলাম কত,
পরীক্ষা পাইনু কত চক্ষের উপরে।
কিন্তু কারো পাপশয্যা করিনি পরশ,
কৌতুক দেখিতে মাত্র আতিথ্য গ্রহণ।
চল এবে যাই অম্বিকায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

উনত্রিংশ দৃশ্য।

[স্থান—রঙ্কিণীদেবীর মন্দিরসমীপস্থ সমরক্ষেত্র]

প্রজ্বলিত বর্ত্তিকাহস্তে বৈষ্ণববেশী মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ, এইত সব গুটী গুটী ফুটী ফাঁক! সবই যে দেখ্‌ছি গৌড়ের সেনা! অম্বিকার সেনা কি এক বেটাও মরেনি! আর কেউ না মরুক্ কেলোডোম বেটা মর্‌লেও যে হাজার সিপাই মারার কাজ হ'ত! কৈ এত মড়ার রাশের মধ্যে সে বেটার লাস ত খুঁজে পেলেম না। ডোম বেটাকে কি যম বেটাও ভয় করে! এত যোগাড়-যন্ত্র ক'ল্লেম, বিষ্ণুপুর অম্বিকা এক সঙ্গে উচ্ছন্ন দেব, এক নড়ীতে সাত সাপ মার্‌ব মনে ক'রে গৌড়েশ্বরের হাজার হাজার সেনা এনে লড়াই বাধালেম, ওদিকে দিব্য সাধু-বৈষ্ণব সেজে বিষ্ণুপুরে গিয়ে মদনমোহনের মন্দিরে ঢুকে চরণামৃতের সঙ্গে বুড় রাজা-শালার অপমৃত্যুর ওষুধ গুলে দিয়ে এলাম, একা আমি একশটা হ'য়ে কখনো সন্ন্যাসী, কখন বৈষ্ণব সেজে বেশ বদলে বদলে ছদ্মবেশে কতদিকে কত গোড়া কাজের পত্তন ক'র্‌ছি, কিন্তু একটারও ত শেষ রক্ষে হ'চ্ছে না! পাগ্‌লীটে ক-দিন ধ'রে রাজবাড়ীতেই ছিল, আমিও খুব সন্ধানে সন্ধানে ছিলাম, রাজারাণী বিষ্ণুপুরে যাবার সময় তাকে অন্দরে রেখে গিয়েছে, তাও আমি জানি, কিন্তু কৈ? আর যে কোন সন্ধান পাচ্ছিনে, হয় ত এই গোল-মালের সঙ্গে কোনদিকে স'রে প'ড়েছে। না, এমন ক'রে আর পারি নে! একা কদিক ঠেকাব। এখন দেখি কেলো বেটা যদি লড়ায়ে ম'রে থাকে তাহ'লেই ত কেল্লা মার্‌দিয়া! এত মড়া পায়ে ঠেক্‌ছে ডোমবেটা ঠেকে না

কেন! আমার শ্রীচরণে ঠেকে উদ্ধার হ'য়ে চ'লে গেল নাকি! হে ঠাকুর! পায়ে ঠেক—হে ঠাকুর পায়ে ঠেক। (ইতস্তত: অন্বেষণ)

উন্মাদিনীর প্রবেশ।

উন্মাদিনী। আকাশে চাঁদ নেই—মেঘও নেই! কেবল ছোট বড় নক্ষত্রগুলো চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ ক'রচে। উঠ্‌চে—ফুট্‌চে—ডুব্‌চে—আবার ভেসে উঠ্‌চে! রঙ্কিণীদেবীর শ্মশানমন্দিরের সাম্‌নে ধুধুয়ে শ্মশানে ওগুলো চিক্‌মিক্ চিক্‌মিক্ ক'রচে কি? মরা সেপাইদের চক্‌মকে হেতিয়ার আর সেনাপতিদের মাথার হিরেমতি! ওদিকে ও কি? আলো জ্ব'ল্‌চে কিসের? একটা ভূত নয়? বুঝি মড়া পুড়িয়ে খাচ্চে? রঙ্কিণীমায়ের মহাশ্মশানে ভূতের হাট! যাই—দেখি গে—কাছে গিয়ে দেখি গে; ওরা কি? সবই ত ভূতের মেলা! ভূতের হাটে, ভূতের খেলা! ভূতে ভূত খাচ্চে! ভূতের পেটে ভূত যাচ্চে; বেশ! বেশ মা রণরঙ্গিণী রঙ্কিণী! বেশ হাট সাজিয়ে বসে আছিস; শ্মশানে ভূতের হাটে, ভূতের নাটে বেশ নাচ্চিস; ঐ যে মড়া খেতে খেতে ভূতটা এইদিকেই আস্‌চে।

মহানদ। কে তুমি? এ অন্ধকার শ্মশানে একাকিনী! পিশাচী না ভৈরবী?

উন্মাদিনী। হিঃ হিঃ হিঃ। পিশাচী ভৈরবি নৈ! আমি মা মুক্তকেশী রণরঙ্গিণী রঙ্কিণীর দাসী—কালভৈরবি! ভূতের মড়া খাওয়া দেখ্‌চি। এ কি ভূত? টিকিওয়ালা তিলককাটা ভূত। বৈষ্ণব ভূত—হাঃ হাঃ হাঃ! (উচ্চহাস্য)

মহানন্দ। এ কি? বিকট উন্মাদ-হাস্য হ'লেও যে কণ্ঠস্বর বড়ই মধুর! কার এ বিণার ঝঙ্কার! এ গভীরা নিশিতে মহাশ্মশানে একাকিনী কে তুমি? উন্মাদ হাস্য। উন্মাদ দৃষ্ট। উন্মাদ গতি ভঙ্গি! অবেণীসম্বন্ধ আলুলায়িত কেশপাশ আপাদ আলম্বিত। অনিন্দ্যসুন্দর ভুবনমোহিনী রূপ! এস দেখি সুন্দরি, একটু নিকটে এস দেখি! হাঁ চিনেছি! এতদিনে আমার বড় আশার ধন, আমার চির আকাঙ্ক্ষিত কণ্ঠরত্ন তোমাকে পেয়েছি। জান সুন্দরি, আমি কার জন্য জলন্ত চিতা বুকে করে, দেশে দেশে, শ্মশানে শ্মশানে বেড়াচ্চি! মান্দারণ-রাজকুমারি! তোমার এ দশা কেন? কার জন্য এমন হ'য়েচ রাজকুমারি!

উন্মাদিনী। কার জন্য এমন হ'য়েচি? জাননা কার জন্য এমন হ'য়েচি? মহানন্দ! বহুরূপী তুমি—চিনেছি তোমাকে! তুমিই আমাকে পাগল ক'রেছ! মহানন্দ! বলদেখি, কোন্ আশায়, কার জন্য মান্দারণে আগুন জেলে দিয়েছ। কোন্ পাপবাসনায় সোনার মান্দারণ ছারখার ক'রেছ?

মহানন্দ। পাপ বাসনায়? আমার আশা কি পাপ আশা? তোমাকে পাবার আশা—যে সুখ অমরাবতীর আনন্দময় নন্দন বনে নাই; যে সুখ বৈকুণ্ঠে নাই, সে সুখের আশা কি পাপাশা? আমি সেই দেবদুর্লভ পবিত্র সুখাশা পূরণের জন্য আশাপূর্ণারূপিণী! তোমার কৃপাভিখারী হ'য়ে জগতের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়েছি। উন্মাদ প্রেমের অদম্য আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবার জন্য দেশে দেশে তোমার অন্বেষণ ক'রেছি। কিন্তু এতদিন সে অদম্য আশা পূর্ণ ক'রতে পারি নাই; তোমারই মত উন্মাদ প্রেমের উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা বুকে ক'রে, উন্মাদের মত দেশে দেশে বেড়াচ্চি; এখন রণ-উন্মাদিনী মা রঙ্কিণীদেবী, তাঁর সাধের শ্মশানক্ষেত্রে আমাদের আশা পূর্ণ করুন, এই আমার একমাত্র কামনা।

উন্মাদিনী। মা রণরঙ্গিনী রঙ্কিণী আমাদের আশা পূর্ণ করুন। তাঁর সাধের শ্মশানক্ষেত্র আমাদের সাধের বাসর হ'ক্। তাঁর সাধের পবিত্র শ্মশান আমাদের পবিত্র মহামিলনের পবিত্র পরিণয়ক্ষেত্র হ'ক্। হাঃ হাঃ হাঃ! আজ আমাদের বিয়ে! ঘটক নাই, পুরহিত নাই, কন্যাকর্ত্তা নাই, বরযাত্রী নাই, বাসর জাগ্‌বার সখী সঙ্গিনী নাই, তবু আমাদের সুখের বিয়ে! না—না—আছে বৈকি! কাল এ বিবাহের পুরোহিত, নিয়তী ঘটকীঠাকরুণ, ঐ মরা সেপাইগুলো বরযাত্রি, আর ঐ শেয়াল—কুকুর—শকুনি গৃধিনীগুলো আমাদের বাসর জাগবারসখা-সখী। দেখ দেখি মহানন্দ! ওরা কত আমোদ ক'র্‌চে! আর কন্যাকর্ত্তা—তা নাই থাক্, আমি যে স্বয়ম্বরা! মা সতী-শ্বরী রঙ্কিণীদেবি! তুমি সাক্ষী! হে নক্ষত্রসিমন্তিনী মহানিশা! তুমি সাক্ষী! আমি স্বয়ম্বরা! আজ আমাদের মহাশ্মশানে মহামিলন!

মহানন্দ। দাস আমি তোমার! এ মিলন প্রাণের মিলন, মর্ম্মে মর্ম্মে মিলন, হৃদয়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে মিলন! এস সুন্দরি! এস—আমার চির সাধের ধন, আমার হৃদয়ে এস। (বক্ষে ধারণোদ্যত)

উন্মাদিনী। এস! এস মহানন্দ! জয় মা রণরঙ্গিণী! জয় সতীকুলেশ্বরী-উমারাণি! তোমার পবিত্র শ্মশানক্ষেত্রে—তোমার অনন্ত চক্ষের উপর আজ আমি স্বয়ম্বরা! জয় মা মহাকালী! (ছুরিকাত্তোলন)

ভগবৎ। (নেপথ্যে) উন্মাদিনী—সাবধান! তোমার পবিত্র হস্ত কলুষিত ক'র না, প্রতিজ্ঞা স্মরণ কর! (বেগে ভগবতের প্রবেশ ও উন্মাদিনীর হস্ত হইতে ছুরিকা গ্রহণ)

উন্মাদিনী। কে তুমি? প্রেত পিশাচের অধম—মহাপাপীর সহায়, মহাপিশাচ!

ভগবৎ। মহাপাপী, মহাপিশাচ না হ'লে কি এতদিন রৌরবের নরকাগ্নি-জ্বালা বুকে ক'রে, উন্মাদিনী তোমার অন্বেষণে এই বেশে দেশে দেশে বেড়াতেম! এখন আমি মন্ত্রীমহারাজ মহানন্দের ভৃত্য! নাম—ভগবৎ সিং।

মহানন্দ। ভগবৎ এসেছ? ভগবানের জোটনটা একবার দেখ। এ অন্ধকারে একাকী তুমি এ শ্মশানক্ষেত্রে কেন?

ভগবৎ। এই উন্মাদিনীর অনুশরণক্রমে শ্মশানে এসেছি।

মহানন্দ। উন্মাদিনী—যথার্থই উন্মাদিনী; এমন শিশির ধৌত নির্ম্মল মল্লিকার বুকে এ উন্মাদকীট কে প্রবেশ করালে ভগবৎ!

ভগবৎ। এ উন্মাদকীটের আপনিই সৃষ্টিকর্ত্তা! উন্মাদপ্রেমের অদম্য বিকারেই প্রেমোন্মাদিনী আজ সত্যই উন্মাদিনী।

মহানন্দ। উভয়েরি এক দশা। আমারই বা উন্মাদ হ'তে বাকি কি আছে ভগবৎ!

ভগবৎ। মা রঙ্কিণীদেবী প্রসন্না হন, বোধ হয় প্রেমিক প্রেমিকার সংযোগস্থল শ্মশানক্ষেত্রে, মা রঙ্কিণীদেবীর সম্মুখে উভয়েরি উন্মাদ-ব্যাধির শান্তি হবে!

মহানন্দ। শান্তির লক্ষণ ত দেখ্‌ছি নে, মিলনে উন্মাদের লক্ষণ যেন বৃদ্ধি ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, দেখ্‌লে না বুকে ছুরিবসাতে এসেছিল। ভাগ্যে তুমি ধ'রলে!

ভগবৎ। ওটাও একরকম প্রণয়ের পরিণাম লক্ষণ! জানেন না কি, অধিক আনন্দেও লোক আত্মহারা হয়।

মহানন্দ। সেটাও সম্ভব বটে। এখন শান্তির উপায়?

ভগবৎ। রঙ্কিণীদেবীর মন্দিরে চলুন, তাঁর সমক্ষে, তাঁর চক্ষের উপরেই,

উভয় পক্ষের শান্তির উপায় ক'র্‌ব, চল উন্মাদিনী বিনা বাক্যব্যয়ে রুক্মিণীদেবীর মন্দিরে চল! মান্দারণ দগ্ধ হ'য়েচে—ছারখার হ'য়ে নির্ব্বাণ হ'য়েচে! কিন্তু সে আগুনের শিখা বাড়বাগ্নির মত অন্যের অদৃষ্টে মহা-সমুদ্রের বুকে দিনরাত দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌চে।

উন্মাদিনী। (স্বগতঃ) এ কার কণ্ঠস্বর! যেন স্বপ্নের শরণের ন্যায়, কি যেন আমার অতীতের স্মৃতি জাগিয়ে দিচ্চে! যেন সেই পূর্ব্বশ্রুত বীণার ঝঙ্কার হৃদয়ের পরতে পরতে অমৃতধারা ঢেলে দিচ্চে! মা। মা! মা! করুণা-ময়ী রণরঙ্গিণী রুক্মিণীদেবি! সতীর সহায় হ'য়ো। আমার এ সুখস্মৃতি যেন সত্যে পরিণত হয়।

[সকলের প্রস্থান।

ত্রিংশ দৃশ্য।

[রুক্মিণীদেবীর মন্দির-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ]

মল্ল চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

১ম মল্ল। মন্ত্রীমহাশয়। আজ আমাদের সঙ্কল্পসিদ্ধির দিন, মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার শুভক্ষণ।

২য় মল্ল। আজ পাপিষ্ঠকে জীবিতে দগ্ধ ক'রে, মহাপাপীর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান ক'র্‌ব।

৩য় মল্ল। সেনাপতি রাজজামাতা মহাবীর অরিন্দমসিংহের আদেশ মত, তাঁর অস্ত্র আর সামরিক পরিচ্ছদ এবং অতিরিক্ত একখান অস্ত্র একটা সাজিয়া আনা হ'য়েছে?

৪র্থ মল্ল। হাঁ চলুন এখন, আমরা ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত হব।

[প্রস্থান।

মহানন্দ, ভগবৎ ও উন্মাদিনীর প্রবেশ।

ভগবৎ। উন্মাদিনী, যাও—ঐ মন্দিরে যাও! শুভলগ্নে তোমাকে ডেকে ঐ সদ্যমূর্ত্তি জগন্মাতার সাক্ষাতে মহামিলন কার্য্য সম্পন্ন ক'র্‌ব! জগন্নিয়ন্তা ভগবানের নিয়োগক্রমে আমিই এ মিলনের ঘটক, কেবল ঘটনাচক্রে কালবিলম্ব হ'য়েছে মাত্র।

মহানন্দ। তোমার এ ঘটকালির পুরস্কার কি দেব তা স্থির ক'র্‌তে পারি নাই। আজ হ'ক্, কাল হ'ক্, একদিন আমি সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হব,

একদিন মানভূম বীরভূম সমস্ত আমার অধীন হবে. কিন্তু মান্দারণ সিংহাসন তোমার, তুমিই মান্দারণ-সিংহাসনের ভাবী অধীশ্বর! আমি তার ধনরত্ন চাইনে, চাই কেবল মান্দারণের অপার্থিব রত্ন—

ভগবৎ। যাক্ এখন বৈষ্ণববেশটা ত্যাগ ক'রে বরসাজে বরমালা গ্রহণ ক'র্‌লে ভাল হয় না?

মহানন্দ। এ বৈষ্ণববেশ বড় সহজ নয় ভগবৎ! এই বৈষ্ণব বেশেই বিষ্ণুপুরের সর্ব্বনাশ ক'রেছি।

ভগবৎ। সে সবই জেনেছি, আপনার সে কাঁচা-পাকায় বানান গোঁপদাড়ি, সে জটাজুট গৈরিকবস্ত্র, সে সন্ন্যাসীর সাজটা কোথায়?

মহানন্দ। এই আমার ঝোলার মধ্যে।

ভগবৎ। এখন ও বৈষ্ণব সাজটা ঐ ঝোলার মধ্যে রেখে বিবাহের সাজে সজ্জিত হ'ন।

মহানন্দ। আর সাজ-সজ্জা কেন ভগবৎ।

ভগবৎ। সে কি কথা? এমন মায়ের সম্মুখে, এমন শ্মশানে সাজসজ্জা না ক'র্‌বেন ত কোথায় ক'র্‌বেন! এইখানেই ত চরমসজ্জা! এইখানেই ত শেষ সজ্জা! দাঁড়ান আমি সাজসজ্জা নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

মহানন্দ। ভগবৎ লোকটা আমার নিতান্তই নিমকের ভৃত্য! যাক্, লোক-টাকে ত রাজ্য দেব, ঐশ্বর্য্য দেব ব'লে হস্তগত রাখি, তারপর অস্তগত ক'র্‌তেই বা কতক্ষণ! (উন্মাদিনীর প্রতি) মান্দারণ রাজকুমারী! প্রকৃতিস্থ হ'য়ে আমার সঙ্গে দুটো কথা কও! একবার প্রেমের চক্ষে চাও! একবার বল এখন তুমি আমার!

উন্মাদিনী। দূর্! নরকের কীট নরাধম! তুমি নরকে যাও—

মহানন্দ। নরক কোথায় সুন্দরী! আকাশ-কুসুমের বাগানের মত নরক ত একটা কল্পনার ক্ষেত্র! যেখানে তুমি সেইখানেই স্বর্গ, যেখানে তোমার অভাব, সেই ত নরক! আজ তোমাকে পেয়ে নরকের পথ একেবারে রোধ ক'রেছি।

ভগবৎসিংহ এবং অস্ত্র ও পরিচ্ছদ হস্তে জনৈক মল্লের প্রবেশ।

ভগবৎ। মহানন্দ! বিষ্ণুপুরের সহস্রানীক সেনাপতি! মহামন্ত্রী—মহাচক্রী মহানন্দ! এই লও! সামরিক সাজে সজ্জিত হও! অস্ত্র গ্রহণ কর। তুমি অনেক মহাপাপ সংগ্রহ ক'রেছ, স্ত্রীহত্যায় শিশুহত্যায় সঙ্কোচিত হও নাই! জগতে এমন কুকার্য্য—এমন মহাপাপ কিছু নাই, স্বার্থসিদ্ধির জন্য যা তোমার দ্বারা অনুষ্ঠিত না হ'য়েছে! পতিসঙ্গে সুষুপ্তা গর্ভবতী পত্নীকে, মাতৃ-অঙ্কশায়ি সুপ্ত শিশুকে, গতি শক্তিহীন স্থবীর বৃদ্ধকে নিদ্রিতাবস্থায় অগ্নিদাহে বিনাশ ক'রেছ! নিশীথ সময়ে অগ্নিদান ক'রে কত শত নগর পল্লী ভস্মে পরিণত ক'রেছ! গড় মান্দারণ ছারখার ক'রেছ। বাল, বৃদ্ধ, বণিতার হাহাকারে কর্ণপাতও কর নাই। কামোন্মাদ পিশাচের ন্যায়, কত শত সতীর সর্ব্বনাশ ক'রেছ! তোমার পাপের শান্তি নাই—শেষ নাই! তথাপি মহানন্দ! তোমার কৃতপাপের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত জন্য ভগবানের কাছে কামনা ক'র্‌ছি! যদি অস্ত্রধারণপূর্ব্বক সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুতে বীরগতি লাভ হওয়া সত্য হয়, তবে তোমার যেন তাই হয়! সেইজন্য অস্ত্র এনেছি—যুদ্ধসজ্জা এনেছি—যুদ্ধ সজ্জা পর! অস্ত্র ধর—কামোন্মাদ ব্যাধির যন্ত্রণা, হিংসার বিষময় দাহ, স্বার্থের দুর্দ্দম লালসার যাতনা হ'তে মুক্ত হও! (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! পাপিষ্ঠ একবারে বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য! যেন চিত্র-পুত্তলি! (মহানন্দের প্রতি) হুজুর! বাসর প্রস্তুত! এখন কিশোরবেশে আসর জাঁকিয়ে দাঁড়ান, নেন বরসজ্জা ধারণ করুন।

মহানন্দ। হাঃ হাঃ, তুমি বড় উদ্যোগী পুরুষ! মুহূর্ত্তমধ্যে এ সকল কোথায় হ'তে সংগ্রহ ক'রে আন্‌লে বল দেখি?

ভগবৎ। সে সব পরে ব'ল্‌ব, এখন শীঘ্র সাজসজ্জা করুন, লগ্ন ভস্ম ক'র্‌বেন না। শুভস্য শীঘ্রং! ওসব বৈষ্ণবের সাজগুলো আমার হাতে দেন, আপনার ঝোলার মধ্যে সেই সন্ন্যাসীর সাজটার সঙ্গে রেখে দিই, বাঃ দিব্য চৈতন বানিয়েছেন তো? (মালা, চৈতন বহির্ব্বাসাদি গ্রহণ ও ঝুলিতে রক্ষাকরন)

মহানন্দ। (পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক) এই ঠিক হ'য়েছে ত? (ভগবতের

পরিচ্ছদ ধারণ) ওকি, তুমিও যে পোষাক প'র্‌ছ! ভাগে বিয়ে' ক'র্‌বে নাকি?

ভগবৎ। কন্যা যখন স্বয়ম্বরা, তখন ইচ্ছা ক'রে যার গলায় বরমাল্য দেবে সেই পাবে! অথবা সর্ব্বসমক্ষে স্বয়ম্বরা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করাও বীরধর্ম্ম; কৃষ্ণ, রুক্মিনীকে স্বয়ম্বর সভা হ'তে বলপূর্ব্বক হরণ ক'রেছিলেন, অর্জ্জুন, সুভদ্রাকে হরণ ক'রেছিলেন, ভীষ্ম কাশীরাজের তিন তিনটে কন্যাকে হরণ ক'রেছিলেন, এত শাস্ত্রসিদ্ধবিধি। এই শ্মশানরূপ স্বয়ম্বর-সভায় শ্মশানকালীকার সম্মুখে ঐ উন্মাদিনীর জন্য উন্মাদে উন্মাদে যুদ্ধ! তুমি কামোন্মাদ, আমি রণোন্মাদ! বহুদিন হ'তে যে শোণিত পিপাসিত অসি, সময় প্রতীক্ষায় সর্ব্বাঙ্গে মনোবেদনায় মল ধারণপূর্ব্বক লৌহ পিণ্ডবৎ পতিত ছিল, আজ তার শোণিতপিপাসা শান্তির দিন! আজ ঐ উন্মাদিনীর জন্য উন্মাদে উন্মাদে যুদ্ধ! ধর—অস্ত্র ধর! হয় ঐ উন্মাদিনী আজ তোমার উপভোগ্যা দাসী, নয়—আমার অঙ্কলক্ষ্মী!

মহানন্দ। এ তুমি কি রকম কথা ব'লচ ভগবৎ। তোমার কথাবার্ত্তা শুনে, তোমার ভাব দেখে বোধ হ'চ্চে, তুমি যেন সে ভগবৎ নও! নৈলে নিতান্ত অনুগত হ'য়ে, চিরদিন ভৃত্যভাবে আজ্ঞানুবর্ত্তী থেকে, আজ কি সহসা সাহসের সহিত সম্মুখে দাঁড়িয়ে এতদূর দর্পের কথা মুখে আন্‌তে পার্‌তে?

ভগবৎ। সে কথা ভুলে যাও মহানন্দ! আর আমি তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য নৈ। মহানন্দ। ঐ দেখ! মহাকালীর পশ্চাতে—মহাকালের পাদমূলে—তোমার মূর্ত্তিমতী মৃত্যু! প্রতি অশ্রুসিক্ত পলকে—প্রতি উত্তপ্ত নিশ্বাসে, তোমার আয়ু হরণ ক'র্‌ছে। মহানন্দ। তোমার মৃত্যু আমার অসি মুষ্টির সঙ্গে বদ্ধ থাক্‌লেও কেবল সতীর প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য এতদিন তোমার চাটুকার ভৃত্যভাবে কালযাপন ক'রেছি। মনে ক'রে দেখ দেখি মহানন্দ। যে দিন তুমি রূপতৃষ্ণায় মুগ্ধ হ'য়ে কামান্ধ পশুর মত বিবাহিতা মান্দারণ রাজকুমারীকে হরণের জন্য আমাদের কাশীবাসকালে মান্দারণ রাজধানী অবরোধ কর; বালিকা রাজকুমারীর সর্ব্বনাশের বাসনায়, অন্তঃ-পুরের প্রতি প্রকোষ্ঠে—প্রত্যেক লতা-তরুমূলে তন্ন তন্ন অনুসন্ধান কর; রাজকুমারীকে কোন নিভৃত স্থানে লুকাইত রেখেছে ভেবে দাস দাসীদের

বিবিধ প্রকারে নির্য্যাতন কর ; এমন কি অবশেষে মান্দারণের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে অগ্নিদাহে বিনাশ ক'র্‌তেও কাতর হও নাই ! সেই বাল-বৃদ্ধ-বণিতার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ—সেই গগণভেদী হাহাকার—সেই নগর-ব্যাপী ধুধু অগ্নিদাহ একবার স্মরণ ক'রে দেখ দেখি ? দেখ দেখি,সেই দিনে তোমার জীবন-পথের শেষ সীমায় স্বহস্তে কি নরক-চিত্র অঙ্কিত ক'রে রেখেছ ! যে উন্মাদিনীর জন্য তুমি পাপিষ্ঠ আজ কামোন্মাদ পশুরও অধম, ঐ সেই উন্মাদিনী। আর যার ভয়ে তুমি একটী দিনের জন্যও মান্দারণের একটী কীট-পতঙ্গের প্রতি নিগ্রহ-সাধনে সাহসী হ'তে না, যে পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'র্‌তে না পেরে,অন্তরের পাপাগ্নিতে চিরদিন অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হ'তে, যার অনুপস্থিত কালে সুযোগ বুঝে মান্দারণ আক্রমণ ক'রেছিলে, আমিই সেই মান্দারণের সেনাপতি—আমিই সেই রাজ জামাতা—অরিন্দম সিংহ ! মান্দারণ-দাহের পূর্ব্ব হ'তেই আমি তোমার পাপাভিসন্ধির কথা জানি, সেইজন্যই একদিন, তোমার ভয়ে ভীতা ঐ রাজকুমারীর,—ঐ ক্ষিপ্ত-শৃগাল-ভীতা চকিতা কুরঙ্গিণীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি,"একদিন তোমার সম্মুখে ঐ নরদেহধারী পশুর জীবন্ত-মূর্ত্তি মহানন্দের পাপ-শোণিতে প্রেত-পিশাচের তর্পণ ক'র্‌ব।" সেইজন্যই এত বিলম্ব—সেই জন্যই—সেই অরিন্দম-সিংহ আজ তোমার অনুগত দাস ভগবৎ। উন্মাদিনি! শৈলজা! এতদিন তোমাকে পাই নাই ব'লেই প্রতিজ্ঞাপূর্ণ ক'র্‌তে পারি নাই ! এখন দাঁড়াও—স্থিরচক্ষে দেখ। তোমার সম্মুখে, আমার বহুদিনের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি। মহানন্দ ! ধর—অস্ত্র ধর। চিরকাল পশুবৃত্তি ক'রে, মর্‌বার সময় নিতান্ত পশুর মত ম'রো না। অস্ত্র ধর—বীরের মত মর ! মরণান্তে আমি স্বহস্তে তোমার সদগতি ক'র্‌ব ! চন্দনকাষ্ঠের চিতায় তোমার পাপদেহ সমর্পণ ক'রে, আমার কর্ত্তব্যব্রত পালন ক'র্‌ব। আর আমি মরি, আমার সৎকারের ভার তোমাকে নিতে হবে না ! হও—প্রস্তুত হও—
(অসিনিষ্কাষণ)

মহানন্দ। দেখ, তুই আমার ভৃত্য। ভগবৎসিংহ বা অরিন্দমসিংহ যেই হ'স্, আমার অন্নে প্রতিপালিত !

ভগবৎ। একদিনের জন্যও তোর পাপ-অন্ন স্পর্শ করি নাই ! চণ্ডালের উচ্ছি-

ষ্টান্ন ভোজনেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু তোর অন্নস্পর্শ দূরে থাক্, তোকে স্পর্শ ক'র্‌লেও সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আজ এই স্পর্শই তোকে প্রথম স্পর্শ, এই স্পর্শই শেষ স্পর্শ।

মহানদ। তবে দেখ্, তোর মাথাটা উড়িয়ে দিতে পারি কিনা? (অস্ত্র প্রহার)

ভগবৎ। (বাধা দিয়া অসিসহ হস্তধারণ ও নিজ অসি মহানদের বক্ষে স্থাপনপূর্ব্বক) উন্মাদিনি! এই সেই মহানদের পাপ-শোণিত দর্শন কর!

মহানদ। কে আছ—প্রাণ যায়—রক্ষা কর!

ধর্ম্মসেন ও কর্পূরসেনের প্রবেশ।

ধর্ম্মসেন। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও! মুহূর্ত্তকাল বিলম্ব কর! (পশ্চাৎ হইতে অসিধারণপূর্ব্বক বাধা দিয়া) এ পবিত্র স্থানে—এ পবিত্র দেবীমন্দিরে আপনাদের এ সমরাভিনয় কেন? কে আপনারা?

ভগবৎ। আপনি কে?

ধর্ম্মসেন। আমি অম্বিকার অধীশ্বর মহারাজ কর্ণসেনের পুত্র। নাম—ধর্ম্মসেন। ইনি আমার পিতামাতার পালিত পুত্র, আমার সহোদরাধিক স্নেহের ভ্রাতা, নাম—কর্পূরসেন।

ভগবৎ। হাঁ চিনেছি, শুভসম্মিলন বটে! আমার পরিচয় পরে দিচ্চি, এক্ষণে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী এই মহাবীর মহাত্মাকে চিন্‌তে পেরেছ কি? যিনি তোমার জন্মের পরেই তোমাকে বিনাশ কর্‌বার জন্য, অম্বিকার অন্তঃপুরস্থ সূতিকা-গৃহ হ'তে ইঁদে মেথরের দ্বারায় তোমাকে হরণ ক'রে নিয়ে যান, যাঁর প্রেরিত নিধে মেথর অন্তঃপুরের প্রান্তভাগে, আর ইঁদে মেথর নদীকূলে লক্ষী ডোমনীর বিষাক্ত তীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। লক্ষী ডোমনীর আর কালু ডোমের বাহুবলে আর ধর্ম্মের বলে, যাঁর ঘোর কুটীল চক্রান্ত হ'তে তোমার জীবন রক্ষা হয়, তারপরে তোমার পঞ্চবর্ষ বয়সকালে যিনি এই ছদ্মবেশী মল্লগণকে, প্রকৃত নরহন্তা ভেবে অর্থলোভ দেখিয়ে তোমাকে বিনাশের জন্য মল্লযুদ্ধ কুস্তি-লড়াই শিক্ষা দেবার ছলা ক'রে, তোমার পিতৃ-অধিকারে রেখে-ছিলেন। যিনি তোমার পিতামাতার প্রতিপালিত, তোমার সহোদরোপম

ভ্রাতার জ্যেষ্ঠা সহোদরা মান্দারণ রাজকুমারীর সর্ব্বনাশের সংকল্পে, নিশীথ-সময়ে মান্দারণে অগ্নি প্রদান করেন, সম্প্রতি যিনি বৈষ্ণববেশে বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে, বিষ্ণুপুররাজের নিত্যপানীয় চরণামৃতের সঙ্গে কৌশলে বিষমিশ্রিত ক'রে রেখে এসেছেন, যার প্রদত্ত বিষ-যন্ত্রণায় বৃদ্ধ রাজা আজ মৃত্যুশয্যাশায়ী, ইনিই সেই মহাপুরুষ।—ইনিই সেই অম্বিকা ও বিষ্ণুপুররাজের শ্যালক, তোমার স্নেহময় মাতুল—মহানন্দ! আর তোমার এই ভ্রাতা—তোমার স্নেহ-পালিত বালক সেই দগ্ধ মান্দারণের ভস্মাচ্ছাদিত রত্ন, মান্দারণরাজকুমার—কর্পূরসেন! আর ঐ উন্মাদিনী এই মান্দারণরাজকুমারের জ্যেষ্ঠা সহোদরা, রাজকুমারী—শৈলজা! ঐ ছদ্মবেশী মহাত্মা সেই দগ্ধমান্দারণের বৃদ্ধ মহারাজ। আর আমিই সেই রাজ-জামাতা! সেই দগ্ধমান্দারণের অযোগ্য সেনাপতি হতভাগ্য—অরিন্দম-সিংহ!

উন্মাদিনী। (দেবীমূর্ত্তির পার্শ্ব হইতে উভয় হস্ত উত্তলন করিয়া) জয় রণ-রঙ্গিণি! জয় মা শ্মশানবাসিনী দৈত্যনাশিনী মুক্তকেশি। দাও—দাও! দানবের পাপরক্ত, মা মুক্তকেশীর পায়ে ঢেলে দাও! আমার চ'ক্ষের উপর প্রতিজ্ঞাপূর্ণ কর। আজ হারানধন—উপাস্যদেবতা স্বামীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, ভাই পেয়েছি, বাপ পেয়েছি! জয় মা! জয় মা কালি! (মান্দারণরাজকে দেখিয়া) বাবা! বাবা! তুমি এখানে? তোমার অঙ্গে এই বেশ? (দ্রুতপদে প্রথমমল্লের পদতলে পতন) বাবা! বাবা গো! তোমার এই দশা?

১ম মল্ল। মা! মা! মা আমার! তুমি তেমন সোণার প্রতিমা এমন হ'য়েছ মা! আমি যে আজ দ্বাদশ বৎসর তোদের জন্য সংসারত্যাগী হ'য়ে, তোদের অন্বেষণে ছদ্মবেশে দেশে দেশে বনে বনে ভ্রমণ ক'রেছি। আজ তোমাকে পেয়েছি, আমার অন্ধকার আকাশের ধ্রুবতারা, হারানরত্ন পুত্রকে পেয়েছি, আর আমার চিন্তা কি মা! রাজ্য গিয়েছে—যাক্, সোণার মান্দারণ ধ্বংস হ'য়েছে—হ'ক্, আমি তোদের নিয়ে যেখানে থাক্‌ব, সেইখানে সামান্য মর্ত্ত্যের রাজ্য মান্দারণ কি ছার, স্বর্গের মন্দারবনের আনন্দ উপভোগ ক'র্‌ব! উঠ মা! একবার তোমাদের বুকে ক'রে আমার পরিতপ্ত হৃদয়কে শীতল করি! এস বাপ, তুমিও আমার কোলে এস।

উন্মাদিনী। বাবা! আর যে তোমার স্নেহের কোলে স্থান পাব, সে আশা ছিল না! মায়ের কাশীধাম লাভের পরে যেমন করে তুমি চ'ক্ষের জলে ধুয়ে, দুধের শিশু আমার কোলে তুলে দিয়েছিলে, আমিও তেমনি ঐ নরকের কীট মহানদের বক্ষের শোণিতে তোমার সোণার চাঁদের সোণার দেহের সকল আপদ বালাই ধুয়ে, তোমার কোলে তুলে দিই। তারপর তোমার কোলে যাব, ভাই কর্পূর! ভাই ধর্ম্মদাস! একদিন যে উন্মাদিনী—যে সর্ব্বস্বহারা পাগলিনী তোমাদের ভাই ব'লে কোলে তুলে নিয়েছিল! তোমরা একদিন যাকে পাগ্‌লীদিদি ব'লে ডেকে, পাগল প্রাণ শীতল ক'রেছিলে! আমি তোমাদের সেই পাগ্‌লীদিদি! তোমার পাগ্‌লীদিদির একটী অনুরোধ রেখ! কর্পূর আমার বৃদ্ধ পিতার এক চক্ষুর তারা! মহাপাপী মহানদের পাপচক্রে পিতা আমার সে চক্ষুটীও হারিয়েছিলেন। রাজরাজেশ্বর পথের ভিখারী হ'য়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াচ্ছিলেন, আজ স্বর্গের মহাদেবী—সতী-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী তোমার জননী রঞ্জাবতীর অসীম দয়ায়, তোমার দেব-হৃদয়ের অনন্তস্নেহে আর অদিনের আশ্রয় ধর্ম্মের বলে, পিতা আমার সে হারান চক্ষুটী পেয়েছেন, আর সেই সঙ্গে বিধাতা তাঁকে একটী দিব্য চক্ষু দান ক'র্‌লেন, কর্পূর আমার পিতার বাম চক্ষু! তুমি দক্ষিণ চক্ষু, একবার তোমরা দুই ভাইয়ে আমার সর্ব্বশান্ত শোকান্ধ পিতার কোলে উঠ, পিতা আমার জ্বালাযন্ত্রণাময় সংসারে থেকে সুখ-শান্তিপূর্ণ স্বর্গের শান্তি লাভে সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করুন। আমারও অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত আশা পূর্ণ হ'ক।

মন্দারগরাজ। (ধর্ম্মসেনের প্রতি) বৎস ধর্ম্মসেন! তুমি আমার বাল্যসখা অম্বিকা-রাজ নয়নসেনের বার্দ্ধক্যের সম্বল—হৃদয়-ভরা স্নেহের ধন! এস বাপ! তুমিও একবার আমার কোলে এস। (উভয়কে বক্ষে ধারণ)

ধর্ম্মসেন। মান্দারগরাজ! আপনাদের পরিচয় এবং মাতুল মহাশয়ের কৃতকার্য্যের পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত মাতুল মহাশয়ের সমক্ষেই বিষ্ণুপুরে গিয়ে মহারাজ বীরবল্লভের নিকট প্রকাশ ক'র্‌বেন! এক্ষণে আমি বড় বিপন্ন অবস্থায় বিষ্ণুপুরের অর্দ্ধপথ হ'তে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছি! শুন্‌লাম আমার এই মহাচক্রী মাতুল মহাশয়ের কুচক্রে আর কূটযুক্তিতে বাধ্য হ'য়ে বর্ত্তমান গৌড়েশ্বর, অম্বিকা

আক্রমণ ক'রেছেন।' এবং কতক সৈন্য বিষ্ণুপুর অধিকার কর্‌বার জন্য রমতীর পথে, বিষ্ণুপুরাভিমুখে ধাবিত হ'য়েছে। উপস্থিত অম্বিকার যে কি দশা হ'য়েচে, তার কিছুই অবগত নই। অম্বিকা প্রবেশের পূর্ব্বে মা রঙ্কিণীদেবীকে প্রণাম ক'র্‌তে এসেই আপনাদের এই রঙ্গলীলা, মহাপাপের জীবন্তাবতার মাতুলের এই পৈশাচিক অভিনয় দর্শন ক'র্‌লাম! এক্ষণে আর আমি অপেক্ষা ক'র্‌তে পাচ্ছি না, অম্বিকার রাজপুরীর কি যেন একটা শোচনীয় অবস্থা ঘটেছে ভেবে প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে! আপনারা ঐ প্রতিপালকদ্রোহী মহাচক্রী মহানদকে সেই বৈষ্ণবের বেশে সাজিয়ে নিয়ে বিষ্ণুপুরে চলুন! আমি অম্বিকার অবস্থা এইবার স্বচক্ষে দেখে সত্বরেই আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌ব।

ভগবৎ। রাজকুমার! অম্বিকার জন্য আর কোন চিন্তা নাই, মা রঙ্কিণীদেবীর কৃপায়, কালু আর লক্ষীর বাহুবলে, গৌড়সৈন্য পরাজিত হ'য়ে বিষ্ণুপুরাভিমুখে ধাবিত হ'য়েছে! তারপর অম্বিকায় যে অভূতপূর্ব্ব দৈব-ঘটনা-সংঘটিত হ'য়েছে, সত্যপ্রতিজ্ঞায় কালুর প্রাণদান, সন্ন্যাসীদত্ত মন্ত্রপূত জলে অম্বিকার মৃত সৈন্যসহ কালুর পুনর্জীবন লাভ, এ সকল অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনা পরে বিস্তারিতরূপে শুন্‌বেন! এক্ষণে আমাদের বিষ্ণুপুর গমনই শ্রেয়ঃ! কিন্তু—

ধর্ম্মসেন। তবে আর কিন্তু কেন?

ভগবৎ। আপনার মাতুলকে বিষ্ণুপুরে ল'য়ে যাবার কথা ব'ল্‌ছিলেন নয়?

ধর্ম্মসেন। তাতে আপনার আপত্তি আছে কি?

ভগবৎ। সম্পূর্ণ!

ধর্ম্মসেন। কেন?

ভগবৎ। দাঁড়ান, অগ্রে আপনার বহুরূপী মাতুলের বৈষ্ণব-সজ্জাটা দেখাই! এইটি আপনার মাতুলের সেই পরিব্রাজক বেশ। সে বেশ একদিন শৈশবে অম্বিকায় দেখেছেন, স্মরণ হয় কি? আর এইটী বৈষ্ণব-সজ্জা! এখন শুনুন রাজকুমার! আমার প্রতিজ্ঞা আছে যেদিন আপনার পাপিষ্ঠ মাতুলের দুরভিসন্ধির কথা জান্‌তে পেরেছি, যেদিন এই বালিকা মান্দারণ রাজকুমারীর প্রতি কামুকের পাপদৃষ্টি পতিত হ'য়েছে! সেইদিনে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি। দেবতার সমক্ষে—ঐ মান্দারণ রাজকুমারী

শৈলজার সমক্ষে, স্বর্গের অনন্ত-দেবতাকে সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি। সম্মুখযুদ্ধে পাপিষ্ঠের হৃদয়-রক্তে আমার সংকল্পিত-যজ্ঞ পূর্ণ ক'র্‌ব। আজ আমার সেই সময় উপস্থিত! সম্মুখে ঐ রণরঙ্গিণী রণচণ্ডিকা রঙ্কিণীদেবী! আকাশে ঐ অনন্ত-দেবগণ সাক্ষী! আর এই আমার বামপার্শ্বে সেই কিরাত-ভীতা কুরঙ্গিণী গান্দার রাজকুমারী। আমিও সশস্ত্রে সজ্জিত! পাপিষ্ঠ মহানন্দকে অস্ত্র দিয়েছি—রণসজ্জা দিয়েছি! আমার এ সুযোগে—এ শুভ সংযোগে প্রতিজ্ঞাপূরণে বাধা দিয়ে আমাকে সত্যভ্রষ্ট ক'র্‌বেন না। পাপীকে আশ্রয় দানে নিজেরও ধর্ম্মব্রতের পবিত্র পন্থা কলঙ্কিত ক'র্‌বেন না। মহানন্দ! প্রস্তুত হও! (বক্ষে অসি স্থাপন)

ধর্ম্মসেন। আর না—যথেষ্ট হ'য়েছে! হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন হ'য়ে শোণিতধারা নির্গত হ'চ্চে! এই আপনার প্রতিজ্ঞাপূরণ! প্রাণ-বিনাশের প্রয়োজন নাই, ম'লেই ত সব ফুরাল! মহাপাপীর মহাপাপের শাস্তি জগৎকে দেখাবার জন্য মাতুলকে আদর্শ রাখুন! ভীষণ পাপের চিতা হৃদয়ের স্তরে স্তরে জ্ব'ল্‌তে থাকুক্! চক্ষের উপর নরকের ভীষণ মূর্ত্তি সর্ব্বদা নৃত্য করুক্! মহাপাপের তুষানলে অন্তরাত্মা পুড়ে ভস্মে পরিণত হ'ক্! মামা! এই তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ; দেখ দেখি একদিন আশার ছলনায় দুরাকাঙ্ক্ষার দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনায় এই সংসারকে কেমন সুন্দর দেখেছিলে! কুহকিনী আশার কুহক-মন্ত্রে মুগ্ধ হ'য়ে শূন্যমার্গে কেমন সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ ক'রেছিলে! কত শত সুরবালাগণ তোমার পদসেবিকা দাসী হ'য়ে, তোমার কল্পিত নন্দনবনের কেমন শোভাবর্দ্ধন ক'রেছিল! আজ একবার সেই চক্ষে সংসারের চারিদিক চেয়ে দেখ দেখি? সেই সুন্দর সংসারে, তোমার কল্পনা-রাজ্যের সাধের হাট, কেমন সুন্দর দেখায়! সংসার-চক্রের কর্ম্মপাকে অনেকবার ঘুরে এসে দুর্লভ দেহ, দুর্লভ জন্ম লাভ ক'রেছিলে! কিন্তু তার কাজ কিছুই ক'র্‌তে পার্‌লে না! কেবল পুতুল সেজে এসে, ধূলার ঘর বেঁধে পুতুলখেলা ক'রেই চ'ল্‌লে। কেবল আশার ছলায় প'ড়ে মাটীধূলা মাথাই সার হ'ল।

মহানন্দ। হাঃ হাঃ হাঃ! আমার সাধের সংসার! আমার সাধের হাট রে—সাধের হাট! আজ ভেঙ্গে গেল! আমার আপন হাতে সাজান বাগান

সব শুকিয়ে গেল রে—সব শুকিয়ে গেল! না না না—আমি যে আজ গৌড়ের একচ্ছত্রী রাজা! মান্দাররাজকুমারী আমার বামে; হাঃ হাঃ হাঃ—সাধের হাট সাজিয়েছি! অম্বিকারাজকে নির্ব্বংশ ক'রে,—রঞ্জার বুক চিরে হৃদ্‌পিণ্ডটা ছিঁড়ে ফেলে,—বিষ্ণুপুর-রাজকে বিষ খাইয়ে—আজ আমি বীরভূম, মানভূম, সকল ভূমের সার্ব্বভৌম রাজা!

ধর্ম্মসেন। পাপিষ্ঠকে দৃঢ় ক'রে ধ'রে রেখ', নতুবা প্রলাপ অবস্থায় প'ড়লেই মূর্চ্ছা যাবে। এক্ষণে ওকে সেই বৈষ্ণবসজ্জায় সজ্জিত ক'রে বিষ্ণুপুরে ল'য়ে চল।

মহানন্দ। এঁ্যা! আমি কোথায়! আমার সম্মুখে ও কি! মহাশ্মশান! এ কোন্ শ্মশান?—

ধর্ম্মসেন। তোমার এখন সর্ব্বত্রই শ্মশান! এখন যে শ্মশানে দাঁড়িয়ে আছ, এ সেই শ্মশানকালিকা রঙ্কিণীদেবীর সম্মুখস্থ মহাশ্মশান।

মহানন্দ। শ্মশান! না! না! আমাকে শ্মশানে নিয়ে যেও না। ওকি! ধূধূ ক'রে আগুন জ্ব'ল্‌ছে? চিতার উপর মড়া পুড়্‌ছে। ঐ একটা নিবন্তচিতা। —একটা কলসী—পাশে একটা ধ্বজা উড়ছে!—না,না! ওখানে নিয়ে যেও না! পুড়ে যাব—পুড়ে যাব!

ধর্ম্মসেন। মামা, এ তোমার পোড়বার স্থান নয়, এই জুড়াবার স্থান! এই জীবের শান্তিধাম! এতদিন বরং সংসার-চিতায়, পাপের আগুনে পুড়েছে, হিংসাকীটে হৃদয়ের পরতে পরতে জর্জ্জরিত ক'রেছে! শান্তি পাও নাই; দুরাশার বাতাসে চিতা যতই জ্ব'লেছে, ততই মর্ম্মে মর্ম্মে পুড়েছ! তোমার মত মহাপাপীর পক্ষে সংসারই শ্মশান—সংসারই জ্বালাময় চিতার আগুন! সে চিতার আগুনে শান্তিলাভ ক'র্‌তে শ্মশান ভিন্ন জগতে অন্য স্থান নাই! ঐ দেখ নির্ব্বাণ চিতা, ঐ চিতায় কত আশা পুড়্‌ছে, হিংসা পুড়্‌ছে, মাটীর দেহ মাটীতে পরিণত হ'চ্চে। তার উপরে ঐ দেখ—শান্তি-কুম্ভ! মহাশান্তির জল বুকে ক'রে শান্তির জল গ্রহণের জন্য সংসার-চিতা-দগ্ধ জীবকে ডাক্‌ছে! তার পাশেই দেখ কালের বিজয়-ধ্বজা! ও ধ্বজা চিরকাল উড়্‌ছে, চিরকালই উড়্‌বে।

গীত।

চির-শান্তিময় মহাশ্মশান।
আশার ছলা, হিংসার জ্বাল, এই শ্মশানে সব সমাধান ॥
আমিত্ব স্বামিত্ব ভাব, ধনমান অভিমান প্রভাব,
ঐ শ্মশানে সব তিরোভাব, মধুর সাম্যভাব ;—
রাজা-প্রজা দ্বিজ-শূদ্র, স্বরূপ কুরূপ মহৎ ক্ষুদ্র,
শান্তির ভাবে সবাই আর্দ্র, এক শয্যায় সবার শয়ান ॥
আশার ফাঁসি দিয়ে গলে, জ্ব'লছ এখন হিংসানলে,
ছুদিন পরে সব জুড়াবে ঐ চিতানলে ,—
শান্তির পথ দেখাতে লোকে, শান্তি-ঘট সম্মুখে রেখে,
নির্ব্বাপিত চিতার বুকে, উড়্ছে কালের বিজয়-নিশান ॥

[সকলের প্রস্থান।

একত্রিংশ দৃশ্য।

[স্থান—বিষ্ণুপুর ৺মদনমোহনের মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গন]

শয্যাশায়ী বিষ্ণুপুর-রাজ, রাণী, পরিচারিকা, মন্ত্রী, অনুচরবর্গ।

বিষ্ণুপুর রাজ। মন্ত্রি! আমাকে মদনমোহনের মন্দিরে আনা হ'য়েচে কি?

মন্ত্রী। আজ্ঞে! আপনাকে ভগবান মদনমোহনের নিকটে আনা হ'য়েচে, ঐ সম্মুখেই আপনার উপাস্যদেবতা ৺মদনমোহন। একবার দর্শন করুন।

বিষ্ণুপুর-রাজ। মদনমোহন! মদনমোহন! আর কেন? মুক্ত কর! এ মায়া-কারাগার হ'তে মুক্ত কর! কৈ রাজ্ঞি!

রাণী। কেন মহারাজ! দাসী ত কাছেই আছে!

বিষ্ণুপুর-রাজ। থাক! যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ থাক! উঃ বড় তৃষ্ণা! একটু মদনমোহনের চরণামৃত আমার মুখে দাও! (রাজ্ঞী কর্ত্তৃক চরণামৃত দান) মধুসূদন! মুক্ত কর! উঃ, বড় যন্ত্রণা! দিনে দিনে, পলে পলে, যাতনার বৃদ্ধি! অসহ্য অন্তর্দাহ! আর সয়না! শান্তিময়! শান্তিময়! মদনমোহন! শান্তি দাও।

মন্ত্রী। রাজ-বৈদ্য মহাশয়ও এলেন ব'লে।

বিষ্ণুপুর-রাজ। আর বৈদ্য! তীব্র বিষে অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত জর্জ্জরিত হ'চ্চে, এ বিষম বিষব্যাধির শান্তি করা অন্য বৈদ্যের সাধ্য নয়, এখন ঐ বৈদ্যনাথ সাধ্যধন, মদনমোহন যদি শান্তি দেন, তাহ'লেই ইহ-পরলোকে শান্তিলাভ ক'র্‌তে পারি! কৈ—স্বরসেন বুঝি এলো না, ছেলে দুটীকেও একবার দেখ্‌তে পেলেম না! মৃত্যুকালে একবার তাদের দেখ্‌বার সাধটা বড়ই বলবতী ছিল! আর কোন সাধ নাই, কেমন ঐ একটী অতৃপ্তবাসনা বুকে ক'রে ম'র্‌তে হ'ল! যাক্, মদনমোহন তাদের সুখী করুন।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। অম্বিকা হ'তে মহারাজ স্বুরসেন, রাণী-রঞ্জাবতী, মহারাজকে দেখ্বার জন্য বিষ্ণুপুরে এসেছেন।

বিষ্ণুপুর-রাজ। এসেছে! আমার সহোদর কল্প স্বুরসেন, আমার কন্যা-স্নেহে প্রতিপালিতা সর্ব্বগুণবতী রঞ্জাবতী আমাকে দেখ্তে এসেছে! ধন্য মদনমোহন! ধন্য ভক্তবৎসল! তোমার কৃপায় আর আমার কোন কামনাই অসম্পূর্ণ থাক্ল না! যাও মন্ত্রি! সকলে অগ্রসর হ'য়ে তাদের সম্মানের সহিত, সমধিক সমাদরে আমার কাছে নিয়ে এস! যাও আর বিলম্ব ক'র না, আমারও সময় হ'য়েছে! বেশী বিলম্ব ক'র্লে আর দেখ্তে পাব না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা! আমরা চ'ল্লেম, স্বয়ং মহারাণী আর পরিচারিকাগণ আপনার শুশ্রূষার জন্য থাক্লেন, আপনি যতদূর পারেন একাগ্রচিত্তে একান্তমনে মদনমোহনে ডাকুন! চিন্তা কি?

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপুর-রাজ। দিনে দিনে, পলে পলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যাতনার বৃদ্ধি! জীবনীশক্তি ক্রমেই হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছে! ক্রমেই নূতন নূতন উপসর্গ উপস্থিত হ'চ্চে! বার্দ্ধক্যের বসে চ'ক্ষের ক্ষীণজ্যোতিঃ, তাও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছে! মদনমোহন! এই সময় একবার তোমাকে শেষ দেখা দেখে নিই। মদনমোহন—উপাস্যদেব, মুক্ত কর! রাণি! আমার জপমালা দাও! (রাজ্ঞীর জপমালা দান ও মাথা ললাটস্পর্শনপূর্ব্বক হৃদয়ে লইয়া জপ)

আলুলায়িতকেশা রঞ্জাবতীর বেগে প্রবেশ।

রঞ্জাবতী। (রাজার পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক) মহারাজ! মহারাজ! কি দেখ্তে এলেম মহারাজ! (পদদ্বয় হৃদয়ে লইয়া পদমূলে উপবেশন)

বিষ্ণুপুর-রাজ। কে? রঞ্জা! এসেছ? দেখ, যা দেখ্‌তে এসেছ দেখ। আমি মদনমোহনের কাছে বিদায় নিয়ে যাত্রা ক'রে ব'সে আছি! তোমরা নাকি আমার এ প্রবাসবাসের বহুদিনের সঙ্গী। স্বুতরাং এ বিদেশের পরবাসের পরমাত্মীয়! তাই যাবার সময় একবার তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে, শেষ-

বিদায় নিয়ে স্বদেশে যাবার কামনায় তোমাদের আন্‌তে পাঠিয়েছিলাম, আবার তোমাদের আস্‌তে বিলম্ব হওয়ায়, আমারও উত্তরোত্তর ব্যাধির উৎকট যাতনাময় উপসর্গের বৃদ্ধি দৃষ্টে, একটু হতাশও হ'য়েছিলাম, কিন্তু বাঞ্ছাকল্পতরু মদনমোহন আমার সে বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌লেন! আহা! মদন-মোহন, তোমার অনন্ত দয়াকে ধন্য! কৈ সুরসেন কৈ?

অম্বিকারাজ-সুরসেনের প্রবেশ।

সুরসেন। মহারাজ! আপনার চিরানুগত দাস, আপনার চরণপ্রান্তে দণ্ডায়-মান।

বিষ্ণুপুর-রাজ। এসেছ বন্ধু! এস, ভাই এস। ভাই, বড় যাতনা! যেন সহস্র বৃশ্চিকে একবারে দংশন ক'র্‌চে! কি যেন একটা বিদ্যুতাগ্নিতে হৃদপিণ্ড দগ্ধ হ'য়ে যাচ্চে!

সুরসেন। শুন্‌লেম, বৈদ্যেরা নাকি স্থির ক'রেছেন, কোন আততায়ী গুপ্তশত্রু কর্তৃক বিষপ্রয়োগই এ প্রাণান্তক যাতনাময় বিষব্যাধির মূল কারণ!

বিষ্ণুপুর-রাজ। হাঁ বিষের লক্ষণই ত সব। অস্থি-মজ্জায় পর্য্যন্ত বিষের জ্বালা! কিন্তু বিষ উদরস্থ হবার কারণ ত কিছুই দেখিনে। সেই দিবাষ্টমভাগে হবিষ্যান্ন আহার, আর তৎপূর্ব্বে মদনমোহনের কিঞ্চিত চরণামৃত পান মাত্র! সে চরণামৃতও আমার জন্য পৃথক ভাবে, পৃথক পাত্রে অতি গুপ্ত স্থানে রক্ষিত হ'য়ে থাকে। এক, বিষপ্রয়োগের জন্য দায়ী, একজন আজন্ম বিশ্বাসী, সদা নিষ্ঠাচারী, অশীতিপর বৃদ্ধ পূজক ব্রাহ্মণ, আর পাচক আমি স্বয়ং! এতে আততায়ীই বল, গুপ্তশত্রুই বল, এই দুজনের মধ্যে একজন।

সুরসেন। অন্য কেউ শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করে কি না জেনেছেন কি?

বিষ্ণুপুর-রাজ। তা ত তুমি জান, এক পরিচিত নিষ্ঠাচারী বৈষ্ণব ভিন্ন, কারো শ্রীমন্দিরে প্রবেশ কর্‌বার অধিকার নাই!

সুরসেন। শ্রীমন্দিরের রক্ষক প্রহরীরা ব'ল্‌তে পাবে না কি। আপনি এই বিষরোগাক্রান্ত হবার অনতি পূর্ব্বে কোন বৈষ্ণব শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ক'রে-ছিল কি না?

বিষ্ণুপুর-রাজ। হাঁ! সে অনুসন্ধানও গ্রহণ করা হ'য়েছে. প্রহরীরা ব'ল্লে

একটী দিন—যে দিন হ'তে এই বিষব্যাধির উৎপত্তি! সেইদিন একটী মাত্র বৈষ্ণব, বিগ্রহ দর্শনবাসনায় শ্রীমন্দিরে প্রবেশ ক'রেছিল।

শূরসেন। আপনার নিত্য নিয়মিত চরণামৃত গ্রহণের পূর্ব্বে কি পরে, একথা জেনেছিলেন কি?

বিষ্ণুপুর-রাজ। না, পরে নয়, পূর্ব্বে! কিন্তু তুমি যে সন্দেহ করেছ, সে সন্দেহকে অন্তরে স্থান দিতে পারিনে। কারণ যে স্থানে আমার জন্য চরণামৃত রক্ষিত হয়, সে স্থান অতি গোপনীয়, সাধারণের অজ্ঞাত! বিশেষতঃ মদনমোহনের ভক্ত, সত্বগুণাবলম্বী বৈষ্ণবের দ্বারায় এরূপ কার্য্য হওয়াও সম্ভবপর নয়।

শূরসেন। বৈষ্ণববেশধারী হ'লেই যে তাকে সত্বগুণাবলম্বী সত্যনিষ্ঠ বৈষ্ণব মনে ক'রতে হবে, এমন কোন কথা নাই। বরং ভাক্তসাধু-বৈষ্ণব-বেশধারী পাপিষ্ঠদের বাহ্যদৃশ্য যতই আপাতঃ মধুর! কুসুমস্তবকাচ্ছাদিত বিষধর সর্পসঙ্কুল কালকীট পূর্ণ কূপের ন্যায়, অন্তর্দৃশ্য ততই ভয়ঙ্কর—ততই ভীষণ! সেই সব কপটাচারী বৈষ্ণববেশধারী মহাপাপিষ্ঠদের হ'তেই ত এমন সাধুগম্য সনাতন ধর্ম্মপন্থা বিভীষিকাময় হ'য়ে উঠেছে। কোন আততায়ী গুপ্তশত্রু কপট বৈষ্ণববেশে, বৈষ্ণবের জন্য নিত্য অবারিত বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ ক'রে, আপনার নিত্যগ্রহণীয় চরণামৃতের সঙ্গে কোন তীব্রবিষ মিশ্রিত ক'রেছে এইটীই আমার অনুমান।

শৃঙ্খলাবদ্ধ মহানন্দকে লইয়া মল্ল চতুষ্টয়সহ, মান্দারণরাজ-জামাতা, অরিন্দমসিংহের প্রবেশ।

অরিন্দম। শুদ্ধ অনুমান নয় মহারাজ। যিনি এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, আপনাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান, এই মহানপুরুষ, আপনাদের পালিত হনুমান! অম্বিকারাজের অনুমানের সত্যতা সপ্রমাণ জন্য সমস্ত প্রমাণসহ, স্বশরীরে বর্ত্তমান! এখন একটা মর্ত্তমান দিলে একটু নৃত্যও দেখ্‌তে পান।

অম্বিকারাজ। তুমি কে?

অরিন্দম। আমি ঐ হনুমানের বর্ত্তমান ভৃত্য—জাম্বুবান।

অম্বিকারাজ। এ সময়—এ অবস্থায়, এ রহস্যের কারণ ত কিছুই বুঝতে পাচ্ছি-

ছিলেন ! তোমাকেত দেখ্‌ছি, বিস্তৃতললাট—বিশালবক্ষ অনিন্দসুন্দর একটী বীরপুরুষ! শৃঙ্খলাবদ্ধ একটী সাধুমূর্ত্তি! দেখ্‌ছি, মুণ্ডিতমস্তকে লম্বিত শিখা! কণ্ঠে তুলসীমালা, ললাটে, নাশাগ্রে, হরিমৃত্তিকার দীর্ঘ তিলক, আবক্ষলম্বিত সুদীর্ঘ শ্মশ্রুরাশি, পরিহিত গৈরিকবাস, স্কন্ধে নামাবলী! এরূপ সাধুসজ্জনের প্রতি নির্য্যাতন কেন?

অরিন্দম। এরূপ সাধুসন্ন্যাসীর সঙ্খ্যা সংসার হতে একেবারে অন্তর্হিত না হ'লে, এই—জগৎব্রহ্মাণ্ড একদিনে রসাতলগত হবে! মহাপাপীদের পাপ-প্রভাবে একদিন চন্দ্র-সূর্য্য পর্য্যন্ত মসীবর্ণ ধারণ ক'রে, অনন্তগগণে বিলীন হবে—এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হবে! যাদের সর্ব্বাঙ্গে সাধুবেশ, মুখে সাধুতার পূতঃপ্রস্রবণ, বাহ্যিকে সাধুজনোচিত অনুষ্ঠানের পরাকাষ্ঠা! সাধুতার স্বর্গীয় আবরণে যাদের নরকময় হৃদয় আবরিত! বিষপূর্ণ হেমকুম্ভের ন্যায়,—কুসুমস্তূপ আবরিত কৃমিকীটসর্প-সঙ্কুল, পূতিগন্ধময় নরকের ন্যায়, তাদের কপটমূর্ত্তি ভীষণ হতেও ভীষণ-তর! এই সকল মহাপাপীদের পশুবৎ বিনাশ করাই মঙ্গলময় বিধাতার আদেশ! এ মহানারকীদের দর্শনমাত্রই বিনাশ করায়, মহাপুণ্যের সঞ্চার! তাতেই পুরুষত্ব—তাতেই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। তাতেই সংসারের শান্তি! সেইজন্য—সেই শান্তিসংস্থাপনের জন্য—বিশ্ববিধাতার সেই উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য—সেই ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্য, এ পাপমূর্ত্তি—এ মূর্ত্তিমান মহানরক মহারাজের নিকট আনা হ'য়েছে। এ আবরণে ভিতর লুক্কায়িত মূর্ত্তি, আবরণ উন্মোচন ক'র্‌লেই বোধ হয় মহারাজ সহজেই চিন্‌তে পার্‌বেন। এই দেখুন নরকের উপর স্বর্গের আবরণ—কুসুমস্তূপ আচ্ছাদিত বিষ-ধর সর্প-বৃশ্চিক-সঙ্কুল—পথিপার্শ্বস্থ ভীষণ কূপ! এ কূপে পতিত হ'য়ে অনেক নরনারী প্রাণ হারিয়েছে! কতশত সতীর সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! এ নরকাগ্নিতে কতশত আনন্দের ধাম শ্মশানে পরিণত হ'য়েছে! সম্প্রতি এই সাধুমূর্ত্তি হ'তেই বিষ্ণুপুরের সদাশয় মহারাজ বীরবল্লভ আজ বিষ-বিকারে প্রাণ হারাতে ব'সেছেন। (কৃত্রিম শ্মশ্রু, শিখাদি উৎপাটন করিতে করিতে) দেখুন দেখি মহারাজ! এখন এ মূর্ত্তি চিন্‌তে পারেন কি না?

অম্বিকারাজ। কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেখ্‌ছি আমাদের মহারথি, মহাত্মা মহা-

নন্দের মোহনমুর্ত্তি! মহানন্দ! মহাপাপের জীবন্তঅবতার! এ সব কি কাণ্ড!

অরিন্দম। মহারাজ! আরও কিছু দেখাবার আছে, একটু স্থির হ'য়ে দেখুন। (ক্রমে ক্রমে ঝুলি হইতে বাহির করণ) এই দেখুন, তিলক ধারণের হরি-মৃত্তিকা! এই দেখুন জপমালা! এই দেখুন নিত্য হরিপূজার অনুষ্ঠান— কোশাকুশী পুষ্প পত্র, নৈবেদ্যাধার! এই দেখুন শ্বেতচন্দনচর্চ্চিত, নিত্য পাঠ্যগ্রন্থ গীতা। এই একদিকে নিত্যপূজার ঘটা, একদিকে এই তীব্র বিষের কৌটা।—

স্থরসেন। মান্দারণরাজ-জামাতা মহাবীর অরিন্দম! যথার্থত তুমি একটী কর্ম্মবীর মহারথি! তোমার অসাধারণ অধ্যবসায়বলেই, তুমি আজ প্রতিজ্ঞা পূরণের সঙ্গে প্রতিহিংসা সাধনে পূর্ণমনোরথ! মহাপাপী মহানন্দ কর্ত্তৃক মান্দারণের শোভাসমৃদ্ধি বিধ্বস্তের পর, স্থকুমার শিশু রাজকুমারকে নিয়ে অসূর্য্যম্পশ্যারূপা রাজবালা শৈলজা, সেই দিগন্তব্যাপী অগ্নিমুখ হ'তে কৌশলে আত্মরক্ষাপূর্ব্বক নিরুদ্দেশ হ'লে, তুমি যে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ কর্‌বার জন্য, ধৈর্য্যের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক ধীরভাবে ক্রোধমত্ত চিত্তকে সংযত ক'রে, পূর্ণ দৃঢ়তার সহিত আত্মগোপনসহকারে, যোগাযোগের অপেক্ষায়, প্রতিজ্ঞাপূরণের সময় প্রতীক্ষায়, এতদিন এইভাবে, এই বেশে সময়াতিপাত ক'রেছ! তোমার অসিঅগ্রে যে একটী ক্ষুদ্র মূষিক হ'তেও তুচ্ছ, দিগদাহী দাবাগ্নি মুখে শুষ্ক তৃণমুষ্টি! তোমার অসাধারণ বাহুবলের অনুপাতে যে মহানন্দ একটী পরমাণু হ'তেও ক্ষুদ্রতর, তুমি যে ধৈর্য্যশীলতা-বলে স্বকার্য্যসাধনের জন্য, সেই অণু হ'তেও অণুতর, অনুদারহৃদয় মহানন্দের অনুগত অনুরঞ্জক অনুচররূপে কালযাপন ক'রেছ, তোমার সে ধৈর্য্যশীলতা সে কার্য্যকুশলতা শতসহস্রমুখে প্রশংসনীয়! কিন্তু অরিন্দম! আমার যেন সব স্বপ্নবৎ বোধ হ'চ্ছে। যে পিতৃমাতৃহীন, সহায়-সম্পদ-চ্যুত মহানন্দ, একদিন দৈবচক্রে দীনের অধম—নিরন্ন—পথের ভিখারী ছিল! যার গৃহ, দ্বার, বস্ত্রালঙ্কার, গৃহসজ্জা, পিতৃ-পিতামহাদী সঞ্চিত ধনরাশি এমন কি বাস্তুভিটে পর্য্যন্ত দামোদরের বিশাল উদরে প্রবেশ ক'ল্লে, যার দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত ছিল না! এই ধর্ম্মনিষ্ঠ সদাশয় মহারাজ বীরবল্লব যে হতভাগ্যকে সমাদরের

সহিত স্বগৃহে রেখে, সহোদরস্নেহে প্রতিপালন ক'রেছেন। সময়ে অতুল সম্মানের সহিত স্বরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বারূপে সমস্ত কার্য্যভার ন্যস্ত ক'রে প্রাণ-খুলে বিশ্বাস ক'রেছেন—প্রাণের সহিত ভালবেসেছেন। সেই মহানন্দ—এই! সংসারে কি পাপের চতুষ্পাদ পূর্ণ হ'য়েছে! হা সর্ব্বংসহা ধরিত্রী! এখনও তুমি এ পাপের ভার সহ্য ক'রে স্থির আছ। মহানন্দ! এখনও তুমি সুস্থশরীরে জীবিত আছ? এখনও তোমার মহাকুষ্ঠ-গলিতমাংস শৃগালকুকুরে ছিঁড়ে খায় নাই? এখনও সহস্র সহস্র কৃমিকীট তোমার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করে নাই! ধর্ম্ম! তোমার কি অপার মহিমা!

রাণী। মহানন্দ! আমি ত আজ যথাসর্ব্বস্ব হারা পথের কাঙ্গালিনী হ'তে চ'ল্লেম! কিন্তু তুমি জেন—যে সংসারে তুমি আছ, যে সংসারে তোমার মত মহানারকীর স্থান আছে, আমি আর সে সংসারে থাক্‌ব না। মহারাজের প্রাণবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই আমার প্রাণ, আমার প্রাণের সর্ব্বস্বাধার ইহপরলোকের পরমদেবতা, প্রাণবল্লব মহারাজ বীরবল্লবের পদসেবার জন্য অনুগমন ক'র্‌বে! পতি-পদ হৃদয়ে ল'য়ে, সিমন্তে অক্ষয়-সিন্দূর ধারণ ক'রে, সতীসিমন্তিনীর শেষসুখশয্যা জ্বলন্ত চিতার বক্ষে পতিপদ পূজা ক'র্‌তে ক'র্‌তে অক্ষয় সতীলোকে চ'লে যাব! কিন্তু যাবার পূর্ব্বে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা না ক'রে যাব না! আমি স্বামীর বিনানুমতিতেই ঐ শয্যাশায়ী পতির পদধূলা মাথায় নিয়ে, সকলের সমক্ষে সেনাপতির প্রতি এই আদেশ ক'র্‌ছি, এই পাপীষ্ঠ মহানন্দকে যেন একটী দিনের জন্যও বিষ্ণুপুরের সীমার বহির্ভূত হ'তে না দেওয়া হয়! অথচ কেউ আশ্রয়ও না দেয়! প্রাণান্তক ক্ষুধায় মৃতবৎ হ'লেও কেউ যেন একমুষ্টি অন্ন দিয়ে ওর জীবনরক্ষা না করে! বরং শশ্মানচণ্ডালদের প্রতি আজ্ঞা দেওয়া হ'ক্‌, ক্ষুধাতৃষ্ণায় নিতান্ত কণ্ঠাগত-প্রাণ হ'লে, যেন তাদের পালিত শূকর কুক্কুরের ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টান্নে ওর জীবনরক্ষা করা হয়। কৈ,—সেনাপতি—কৈ শান্তিরক্ষক! সকলে আমার সাক্ষাতে দেবতার নামে সপথ ক'রে স্বীকার কর, আমার এ আদেশ প্রতিপালন ক'র্‌বে কি না!

সেনাপতি। আমরা ধৰ্ম্মসাক্ষী ক'রে, দেবতার নামে সপথ ক'র্‌চি, মহারাণীর আদেশের একবর্ণও অন্যথা হবে না।

রাণী। তবে যাও, পাপীষ্ঠকে বহির্দ্দেশে ল'য়ে যাও। শান্তিরক্ষার্থে ঐ উন্মাদের সঙ্গে দুজন সৈনিককে সদাসর্ব্বদার জন্য সজ্জিত রাখ্‌বে। যাও—মহাপাপী—যাও নারকী! আমি তোমার সহোদরা ভগিনী হ'য়ে—সমস্ত স্নেহে—সমস্ত মমতায় জলাঞ্জলি দিয়ে রাক্ষসীমূর্ত্তিতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য এই প্রতিবিধানাজ্ঞা প্রদান ক'ল্লেম! যাও—আমাদের চক্ষের উপর হ'তে দূর হও।

মহানন্দ। (উন্মাদহাস্যসহকারে) হাঃ—হাঃ—হাঃ! যাব বৈকি! তুমি যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানে যাব! শত শত সেপাই—শান্তি—লোক—জন সঙ্গে যাবে! এই দেখ বুক বয়ে রক্ত প'ড়চে!—এই রক্তে তোমার পায়ে আল্‌তা পরিয়ে দেব! বল! বল! তুমি আমার হবে? এস—এস রাজকুমারী—এস শৈলজা! রাঙ্গাপায়ে—তোমার রাঙ্গা পায়ে এই রাঙ্গা রক্তে আল্‌তা পরিয়ে দিই! (রাণীর পদধারণোদ্যত)

রাণী। দূর হও পাপীষ্ঠ! এই প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হ'য়েচে! শুনেছি মহাপাপ সঞ্চিত না হ'লে উন্মাদ হয় না! এখনও অনেক বাকি!

সেনাপতি। চ'লে আসুন মন্ত্রীমহারাজ!

মহানন্দ। কে—শৈলজা! রাজকুমারী! দাড়ি গোঁপ রেখেচ কেন? হাঃ হাঃ হাঃ—

[মহানন্দকে লইয়া প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

(নেপথ্যে সঙ্গীতধ্বনি)

গীত।

কোঠা ভিটা ইমারৎ, হিরামতি জহরৎ,
ওস্‌কা সহরৎ ফাঁকা জী।
দুনিয়া কি বেসাতি, কৈ নেহি সাথী,
আওনে যাওনে একা জী॥

সুরসেন। শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগ হ'তে সঙ্গীতধ্বনি শ্রুত হ'চ্চে নয়? দেখ দেখি কারা গান ক'রচে।

প্রহরী। কতকগুলি দরবেশ মহারাজের বিষব্যাধির কথা শুনে চিকিৎসার জন্য এসেছে, অনুমতির অপেক্ষায় শ্রীমন্দিরের বহির্ভাগে দণ্ডায়মান।

সুরসেন। ল'য়ে এস। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ; তারপর মদনমোহনের মনে যা আছে তাই হবে, যাও সঙ্গে ল'য়ে এস গে।

প্রহরী। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপুর-রাজ। ভাই সুরসেন। অতিশয় দাহ! দারুণ পিপাসা। একটু জল—

সুরসেন। মহারাজ! আর একটু মদনমোহনের চরণামৃত পান করুন।

(চরণামৃত দান)

বিষ্ণুপুর-রাজ। (চরণামৃত পানপূর্ব্বক) আঃ। মদনমোহন। আর কেন, বড় যন্ত্রণা! মুক্ত কর—প্রভো। এ ভবযন্ত্রণা হ'তে মুক্ত কর! ভাই সুরসেন! মহাপাপের মূর্ত্তিমান অবতার মহানদেব পাপাচরণের কথা সবই শুন্‌লেম, কিন্তু রাজ্ঞীর এ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা পাপের উপযুক্ত হ'লেও, ওকে ক্ষমাদান করাই কর্ত্তব্য ছিল, ক্ষমার ন্যায় মহাপুণ্য আর কিছুই নাই। ও কি কারা গান ক'রচে নয়?

সুরসেন। আজ্ঞে হাঁ। কতকগুলি সাধু আপনার বিষব্যাধির চিকিৎসার জন্য এসেছেন।

বিষ্ণুপুর-রাজ। আর চিকিৎসা। ক্রমেই শরীর অবসন্ন—রসনা জড়িত হ'য়ে আস্‌ছে! সব—অন্ধকার! আবার পিপাসা! কণ্ঠতালু সব শুষ্ক! আর একবিন্দু চরণামৃত—রাজ্ঞি!

রাণী। (চরণামৃত দানপূর্ব্বক) অম্বিকাপতি! দেখুন, দেখুন! ক্রমেই মহারাজের মুখখানি কালিমময় হ'য়ে আস্‌ছে! চক্ষের ভিতর যেন একটা ঘোলাপর্দ্দা পড়েছে। হায় হায়! মদনমোহন কি ক'ল্লে! হা হতভাগ্য সহোদর, বিনাদোষে এমন সর্ব্বনাশ কল্লি!

(কালু ও লক্ষ্মীর সহিত গান করিতে করিতে
সন্ন্যাসিবেশধারী দরবেশগণের প্রবেশ।

গীত।

কোঠা ভিঁটা ইমারৎ, হীরামতি জহরৎ,
ওস্‌কা সহরৎ ফাঁক্কা জী।
দুনিয়া কি বেসাতি, কৈ নেহি সাথী,
আওনে যাওনে এক্কা জী॥
ছায়াবাজী বাজার, আনন্দ গুল্‌জার,
রহো তায় মজ্‌গুল্, আবি নেহি গুজার—
(যব্) সব সে তফাৎ করি, লাগাবে হাতকড়ি,
সাম্‌লানে মুস্কিল ঐ ধাক্কা জী॥

বিষ্ণুপুর-রাজ। আমার উত্থানশক্তি নাই, অঙ্গসঞ্চালনেরও সাধ্য নাই, আমি মনে মনে আপনাদের প্রণাম ক'র্‌ছি! আশীর্ব্বাদ করুন। শীঘ্র যেন এ যন্ত্রণাময় জীবনের শেষ হয়।

১ম দরবেশ। মহারাজ! আর চিন্তা ক'র্‌বেন না! মদনমোহনের কৃপায় অচিরেই এ বিষযন্ত্রণা হ'তে মুক্তিলাভ ক'র্‌বেন। মহারাণি! এই কমণ্ডলুর জল মহারাজকে পান করান, চক্ষে, কর্ণবিবরে নাসারন্ধ্রে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান করুন। (কমণ্ডলু দান)

রাণী। মহারাজ! একটু জল পান করুন। (রাজার মুখব্যাদন ও রাজ্ঞীকর্ত্তৃক জল দান ও কর্ণে, নাসারন্ধ্রে, চক্ষে জলসেচন)

বিষ্ণুপুর-রাজ। আঃ, জলন্ত-অনলে শীতলজল সিঞ্চিত হ'ল! সমস্ত যন্ত্রণা যেন কোথায় চলে গেল। মদনমোহন! সব তোমার ইচ্ছা! কে আছ— আমাকে ধর, একটু উঠে ব'স্‌তে ইচ্ছা হ'চ্চে। (সুরসেন ও রাণীকর্ত্তৃক ধারণ ও রাজার শয্যোপরি উপবেশন)

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

শূরসেন। ও কিসের শব্দ ?

ব্যগ্রভাবে প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। অম্বিকারাজ। মহাসঙ্কট উপস্থিত, গৌড়ের অগণ্য সেনা বিষ্ণুপুর বেষ্টন ক'রে, দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত অবরোধ ক'রেছে।

শূরসেন। সকলদিকেই সুমঙ্গল! যাও, সেনাপতিকে সংবাদ দাও গে! তারা বোধ হয় যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নাই ?

প্রহরী। কেমন ক'রে প্রস্তুত থাক্‌বে মহারাজ। তারা ত পূর্ব্বে এ সংবাদ পায় নি! গৌড়-সেনাপতি বিষ্ণুপুরের জঙ্গলের মধ্যে সসৈন্যে সমবেত হ'য়ে, হঠাৎ এসে রাজধানী আক্রমণ ক'রেছে। অম্বিকার রাজকুমার ধর্ম্মসেন, অম্বিকা হ'তে ফিরে এসেছেন! তিনিই সেনাপতিকে সংবাদ দিয়ে, সৈন্যদল সজ্জিত ক'রে, যুদ্ধার্থে অগ্রসর হ'য়েছেন! এক্ষণে আপনারা সাবধানে মহারাজের শুশ্রূষা করুন। রাজকুমার শীঘ্রই এসে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বেন, সেইজন্য আমাকে দিয়ে সংবাদ পাঠিয়েছেন।

বিষ্ণুপুর-রাজ। সবই মদনমোহনের ইচ্ছা! ভাই শূরসেন, এখন আর আমার কাছে অধিক লোক থাক্‌বার প্রয়োজন নাই, অনেকটা সুস্থ হ'য়েছি। তোমরা বরং অগ্রসর হ'য়ে, সৈন্যসামন্তদের উৎসাহিত করে, যতদূর সাধ্য বিষ্ণুপুর রক্ষার চেষ্টা কর, তারপর মদনমোহনের রাজ্য, তিনি রাখেন—থাক্‌বে, অন্যের হস্তে দিয়ে সুখী হন—তাকেই দেবেন! আমি তাঁর রাজ্যের প্রত্যাশী নৈ, কেবল তাঁর সেবায় নিরত থেকে জীবনের অবশিষ্ট দিনকটা কাটিয়ে যেতে পারি, এইমাত্র প্রর্থনা—এইমাত্রের প্রত্যাশী! যাও ভাই! সকলকে সঙ্গে নিয়ে দুর্গদ্বারে যাও। (সকলের প্রস্থান) রাজ্ঞি! তুমি অন্তঃপুরে যাও! যাও রঞ্জা! পথশ্রান্ত হ'য়ে এসেছ, একটু বিশ্রাম করগে। (সন্ন্যাসিগণের প্রতি) আমার ত এই অবস্থা, তার উপর এই বিপদ, সেইজন্য আপনাদের ন্যায় সাধুজন-যোগ্য সমাদরের সম্পূর্ন ত্রুটী হ'য়েছে! আশা করি বিপন্নের ত্রুটী ক্ষমা ক'র্‌বেন! এক্ষণে আপনারাও এই মদনমোহনের মন্দিরে একটু বিশ্রাম করুন। যথাসাধ্য আপনাদের সেবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হ'চ্চে। কালু! তোমাদের হৃদয় ত চিরদিন

সাধু! তার উপর অস্ত্রাদি ত্যাগ ক'রে সাধু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ ক'রেছ! এ বৈরাগ্যের কারণ কি বল দেখি?

কালু। অন্য কারণ আর কিছুই নয় হুজুর। একে ত নীচ জেতের ঘরে জন্মো, জনমভোর কেবল মারামারি—কাটাকাটি—রক্তপাত—লড়াই—দাঙ্গা নিয়েই কাটালাম। অনেক নরহত্যা, অনেক জীবহত্যা ক'রেছি! কতশত বৃদ্ধ পিতামাতাকে পুত্রশোক দিয়েছি! কত সতীসাধ্বীকে বিধবা ক'রেছি! তাদের মর্ম্মের অভিসম্পাতে হয়ত নরকে পচ্‌তে হবে,তার উপর আর কেন! সময় প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে! এখন দু-জনে কিছুদিন তীর্থ-ভ্রমণ ক'র্‌ব মানস ক'রেছি। ভগবান যথা-সময়ে সাধুসঙ্গও মিলিয়ে দিয়েছেন। আপনাদের আশীর্ব্বাদে, এখন বলাইও আমার উপযুক্ত হ'য়েছে; বাপের বেটা ব'লে পরিচয় দেবার যোগ্য হ'য়েছে। সেইজন্য তার হাতে, দশজন স্বজাতি সাগরেৎপত্তরের হাতে অম্বিকা রক্ষার ভার দিয়ে, নিজের হেতিয়ার, বেটার হাতে তুলে দিয়ে, সাধু সঙ্গে শুভযাত্রা ক'রেছি! প্রতিজ্ঞা ক'রেছি, এজন্ম আর হেতিয়ারে হাত দেব না, আর লড়াই দাঙ্গায় যেতে নরহত্যা ক'র্‌ব না! নতুবা কি অম্বিকার ঘোরতর যুদ্ধের হতাবশেষ কটা রেজাটে সেনা এসে মহারাজের বিষ্ণুপুর আক্রমণ ক'রেছে চ'ক্ষে দেখে, কেলোডোম এখনো কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকৃত!

বিষ্ণুপুর-রাজ। ভাল কালু! আজ নয় তুমি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ক'রেছ, শপথ ক'রে অস্ত্রত্যাগ ক'রেছ, কিন্তু মদনমোহন না করুন্। আজ যদি তোমার চক্ষের উপর বিষ্ণুপুরসেনা পরাস্ত হয়, আর আমি এই জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অবস্থায় শত্রুহস্তে বন্দি হই, অন্তঃপুরে হাহাকার উঠে! তাহ'লে কি তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে শোচনীয় দৃশ্য দেখতে পার্‌বে? বল দেখি তাতে তোমাকে অধিক পাপভাগী হ'তে হবে, না, কর্ত্তব্যসাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ক'র্‌লে অধিক পাপভাগী হ'তে হবে, তুমি কোন্‌টাকে গুরুতর বিবেচনা কর?

কালু। আমার বিবেচনায় দুটীই গুরুতর। কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, মদনমোহনের সাধের বিষ্ণুপুর, মদনমোহনই রক্ষা ক'র্‌বেন! সেজন্য কেলোডোমকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে পাপভাগী ক'র্‌বেন না। আর আপনাকে বঞ্চিত ক'রে, এরাজ্য যদি অন্যকে অর্পণ করা তাঁর ইচ্ছা হয়, তাহ'লে শতসহস্র

কেলোডোম এলেও রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না। ভাল, দেখি মদনমোহনের মনে কি আছে, (করযোড়ে) প্রভু মদনমোহন! যদি আমি ঐকান্তিক-চিত্তে সংসারাশ্রম ত্যাগ ক'রে, তোমার শ্রীমুখ দর্শনার্থে তীর্থভ্রমণে যাত্রা ক'রে থাকি! যদি ধর্ম্মতঃ শপথ ক'রে, এজন্মের মত অস্ত্রত্যাগ ক'রে থাকি, তাহ'লে ধর্ম্মরূপী তুমি—তুমিই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'র্‌বে! মহারাজ! অনুমতি হয়ত এখন আমরা একটু বিশ্রাম করি; দেখি মদনমোহন কি করেন।

বিষ্ণুপুর-রাজ। হাঁ! তোমরা সকলেই বিশ্রাম করগে। রাজ্ঞি! তুমি লক্ষীকে অন্তঃপুরে লয়ে যাও!

লক্ষী। না রাজা! সরদারকে ছেড়িকে লক্ষী আর অন্দরে যাবে না। সরদার বহুৎপথ হেঁটিয়ে এসিয়েছে; গাছতলায় বসিয়ে উহার একটু সেবা করিগে! সাঁজের বেলা আস্‌ব, একটু মদনমোহনের পরসাদ দিস্, তাতেই মোদের দুজনার প্যাট ভরিয়ে যাবে। এখন যাই, তুই বসিয়ে বসিয়ে মালা জপ, মন প্রাণ খুলিয়ে মদনমোহনকে ডাক্! সব বিপদ চুকিয়ে যাবে। যদি মদনমোহন তুহার ডাকে কাণ না দেয়, ধরমের রাজ্জি কেড়িয়ে লিয়ে দোসরা রাজাকে দিতে চায়, তাহ'লে লক্ষীত তোর বিষ্ণুপুরেই আছে! লখীত ধরমের কিরে ক'রে তীর কামটা ছাড়েনি! এখনি তীর কামটা ধ'র্‌ব, এক লহমায় গৌড় রাজ্জির লাক্‌লাক্ সেনা, ভুঁয়ে লুটিয়ে দেব! তু ভাবিস্ না রাজা! মোরা মন্দির বাহিরে গাছতলাকে বসিগে, তু জপে বসিয়ে যা!

[রাজা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিষ্ণুপুর-রাজ। রাজ্ঞি! তুমি রম্ভাকে নিয়ে অন্তঃপুরে যাও, মাঝে মাঝে তত্ত্ব নিও! আমি একটু নির্জ্জনে থাকি! এখন নির্জ্জনতাই আমার অধিক প্রিয়।

[রাণী ও রম্ভাবতীর প্রস্থান।

রাজা। মদনমোহন! তোমার বড় সাধের বিষ্ণুপুর তুমিই রক্ষা ক'র!

(একান্ত মনে জপ)

নেপথ্যে। শাম লী—হুঁ—উঃ—উঃ—আয় আয়! ফের কেলী—ফের!

একটী ফুল ও একটী ফলযুক্ত তরুণশাখা হস্তে জনৈক রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। জ্বালাতন ক'রে মাইরি। একলা কি এ পাল ঠেকান যায়! ধলীটে ঠাকুর বাড়ির দিকে ছুটে এলেন, কৈ এখানেও ত ঢোকেনি! ওদিকে লড়াই বেধে গিয়েছে, বিষ্ণুপুরের সেনাগুলো ম'রে কুড় হ'চ্চে, এদিকে লড়ায়ের বাজনা শুনে, পালের গরুগুলো ছত্রভঙ্গ হ'য়ে প'ড়ছে, কোন্‌দিক ঠেকাই। বাবা। হাঁপ ধ'রে গিয়েছে।।

বিষ্ণুপুর-রাজ। রাখাল বালকের মুখেই ত যুদ্ধের শুভাশুভ সংবাদ অনেকটা জান্‌তে পার্‌লাম, (প্রকাশ্যে) ভাই রাখাল।

রাখাল। বা। এ বুড়মিন্‌ষের ত হিম্মৎ খুব। বলি এ লড়াই দাঙ্গার সময় তুমি একলাটী এখানে কি ক'র্‌ছ। ঘরে পালাও না।

বিষ্ণুপুর রাজ। আমার ত আর অন্য গৃহাশ্রম নাই দাদা। এই মদনমোহনের পদাশ্রয়ই আমার আশ্রয়—এই আমার আশ্রম।

রাখাল। বাড়ী ঘর নেই? কে তুমি?

রাজা। আমি এই মদনমোহনের সেবার দাস! লোকে বলে বিষ্ণুপুরের রাজা।

রাখাল। ইস্, তা আর হ'তে হন না, তুমি রাজা হ'লে বুঝি এম্‌নি মাটির পুতুলটির মতন বসে থাক্‌তে পার্‌তে?

রাজা। কি ক'র্‌ব ভাই। আমার কি আর উত্থানশক্তি আছে?

রাখাল। কেন এস না—আমি হাত ধ'রে উঠিয়ে দিই।

রাজা। উঠিয়ে নয় দিলে যুদ্ধ ক'র্‌ব কেমন করে?

রাখাল। (ভঙ্গিক্রমে ইতস্ততঃ ছুটাছুটিপূর্ব্বক) কেন, কাট্ কাট্ কাট্—মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ এম্‌নি ক'রে।

রাজা। এ ঘোরতর যুদ্ধের সময়, বালক তুমি—তুমি এখানে কেন?

রাখাল। পালের গরু যে পালছাড়া হ'য়ে পালিয়ে যাচ্চে।

রাজা। ছেলেমানুষ তুমি, এখন কামান বন্দুকের মুখে বেড়িও না, কোন্‌স্থানে গোলাগুলি লেগে মারা যাবে!

রাখাল। আমি তোর গোলাগুলিকে ভয় করিনে, গোলা আমার গতরে

ফুটবে না, মারাও যাব না। ওরা যুদ্ধ ক'র্ছে—ম'র্ছে—পালাচ্ছে, মরুক —পালাক আমার কি? আমি ফুল তুল্ছি, ফল ছিঁড়্ছি, কতজনকে বিলিয়ে দিচ্চি।

রাজা। তোমার হাতে ওটা কি ফুল ভাই?

রাখাল। ইস্। তাই তোমাকে বলি আর কি?

রাজা। কেন ব'ল্বে না?

রাখাল। তুমি যদি চেয়ে ব'স।

রাজা। চাই—আমাকেও নয় একটী দেবে।

রাখাল। তুমি ফুল নিয়ে কি ক'র্বে?

রাজা। যদি বেস সুগন্ধ, সুদৃশ্য ফুল হয়, তাহ'লে মদনমোহনের পাদপদ্মে অর্পণ ক'র্ব।

রাখাল। তাহ'লে ত আগেই দিতাম।

রাজা। কেন, সকলকে বিলিয়ে দাও আমাকে দেবে না কেন?

রাখাল। সে আমার খেয়াল। গরু চরান রাখালের খেয়াল তুমি বুঝ্বে কি রাজা।

গীত।

গো-রাখা রাখালের খেয়াল বুঝ্বে বল কে।
যা খুসি তাই ক'রে বসি, খেয়ালের ঝোঁকে॥
জানিনা মোর স্বভাব কেমন, ফুলটী দিতে সরে না মন,
ফলে ফুলে যাচে যেজন, দুই বিলাই তাকে।
ফল ত্যজে ফুল যে নেয় চেয়ে, চতুর নাই ভাই তার চেয়ে,
ফুলের গন্ধে মন মাতে যার সেকি আর ফুল দেখে চেয়ে;
আমি যারে যখন ফুল দিয়েছি,
সে ফুল দিয়েও প্রতিফল পেয়েছি;
গরল খেয়েছি, অনলে পুড়েছি, পড়েছি সাগর জলে,
বনে বনে খেলি, ক'রেছি রাখালি, ল'য়েছি চণ্ডালে কোলে,

ঐ ফুলের আবদারে, দ্বারী কারো দ্বারে,
কারো বা সারথী সাজি,
যার খুসি যায়, যাতে যে সাজায়, তখনি তাতেই রাজি।
ফুল চেয়ে ফল ভাল বলি, তুষ্ট যারা মিষ্ট ফলে,
ফলটি পেলেই যায় তারা চলে,—
কেবল ভয় করিরে, ঐ আবদেরে, ফুল চাওয়া লোকে ॥

রাজা। ভাই রাখাল! তোমার কথায় ভাবে তোমাকে যেন কেমন কেমন ঠেক্‌ছে; সত্য বল দেখি কে তুমি রাখাল!

রাখাল। সত্যি মিথ্যের ধার ধারিনে, আমি রাখাল! মা বাপ নেই—তোর এই বিষ্ণুপুরে থাকি, তোরই খাই—তোরই পরি! তুই রাজা—রাজাই আমার মা বাপ! তুই আমার ভাইবন্ধু সব।

রাজা। ভাই! তোমার মা বাপের—তোমার দাসদাসীর—তোমার—ভাইবন্ধুর সাধের বিষ্ণুপুর যে যায় ভাই! রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে কি?

রাখাল। তুই ভাবচিস্ কেন, মনে প্রাণে এক ক'রে মদনমোহনকে ডাক্, মদনমোহনই তোর বিষ্ণুপুর রক্ষা ক'র্‌বেন।

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! আর বিষ্ণুপুর রক্ষা হয় না! যায় যায় হ'য়েছে! এইজন্য অম্বিক-রাজ ব'লে দিলেন, "মহারাজ যেন রাজ্ঞীদের নি'য়ে অতি সাবধানে গুপ্তদ্বার দিয়ে গুপ্তভাবে বিষ্ণুপুর পরিত্যাগ ক'রে চ'লে যান, আমরা যতক্ষণ জীবিত থাক্‌ব ততক্ষণ যুদ্ধ ক'রব! কিন্তু এ যুদ্ধে—এত সৈন্যের মুখে আমাদের জীবনের আশা নাই, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অম্বিকারাজ সুরসেন, তাঁর পুত্র ধর্ম্মসেন, মান্দারণের সেনাপতি অরিন্দমসিংহ প্রাণপণে যুদ্ধ ক'র্‌চেন, পলকে পলকে বহু সৈন্য সংহার ক'র্‌চেন, কিন্তু সেভাবে কতক্ষণ যুদ্ধ ক'র্‌তে পার্‌বেন, যত সৈন্য ম'র্‌চে, ততই পঙ্গপালের মত সৈন্য এসে সেস্থান পূর্ণ ক'র্‌চে! সুতরাং আর জয়লাভের কোন্ আশা নাই! এখন যা কর্ত্তব্য হয় করুন।

বিষ্ণুপুর-রাজ। ভাল তুমি যাও! আমি যা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় তাই ক'র্‌ব।

দূত। যে আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপুর-রাজ। মদনমোহন এই ক'র্‌লে! অন্তিমদশায় তোমার সেবা পরিত্যাগ ক'রে আমাকে পলাতে হবে? তা পারব না মদনমোহন। ম'র্‌তে হয় তোমার সম্মুখে শত্রুর অসি হৃদয়পেতে ধারণ ক'র্‌ব! বন্দি হ'তে হয় তোমার সম্মুখেই এই বৃদ্ধবয়সে সপরিবারে বন্দি হব। পলাতে পার্‌ব না! শেষদশায় তোমাকে পরিত্যাগ ক'রে, কোথায় পলাব মদনমোহন!

রাখাল। না রাজা! তুই পালাস্‌নে! ব'সে ব'সে মালা জপ, আমি যাই গরু-গুলো বুঝি মারা গেল!

[প্রস্থান।

বিষ্ণুপুর-রাজ। মদনমোহন তোমার ইচ্ছা! (মালা জপ)

(নেপথ্যে কামানের শব্দ)

জনৈক দূতের প্রবেশ।

দূত। মহারাজ! শীঘ্র আসুন—শীঘ্র আসুন! যষ্টিতে ভর ক'রে আসুন! অসম্ভব!—অতি অসম্ভব ব্যাপার দেখ্‌বেন আসুন! একটী রাখালবালক, সেই মহাগুরুভার দলমাদল কামান দুই কক্ষে নিয়ে, বিপক্ষ পক্ষ লক্ষ্য ক'রে, অনবরত গোলা বর্ষণ ক'র্‌চে। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দেখ্‌বেন আসুন!

বিষ্ণুপুর-রাজ। মদনমোহন! সব তোমার ইচ্ছা! চল দেখি ব্যাপারটা কি দেখি গে!

[যষ্টিতে ভর করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান।

একদল সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্ম্মসেনের প্রবেশ ও প্রস্থান, পরে দ্বিতীয় দলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অরিন্দমসিংহের প্রবেশ ও প্রস্থান; পরে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মসেন, অরিন্দম ও কর্ণসেনের প্রবেশ।

(নেপথ্যে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি, এবং অম্বিকারাজ, অরিন্দমসিংহ ও পরে ধর্ম্ম-সেনের পতন, ও গৌড়সৈন্যের জয়ধ্বনি)

গৌড়সৈন্যগণ। জয় গৌড়েশ্বরের জয়।

উভয় কক্ষে দলমাদল গ্রহণপূর্ব্বক রাখালবালকের প্রবেশ, ও ঘন ঘন কামানধ্বনি, এবং গৌড়সৈন্যের পতন ও অবশিষ্ট সৈন্যের পলায়ন, রাখালবালকের পশ্চাৎধাবন। তৎপরে যষ্টিহস্তে বিষ্ণুপুর-রাজের প্রবেশ।

বিষ্ণুপুর রাজ। ধন্য মদনমোহন! ধন্য তোমার লীলা-বৈচিত্র্য! তোমার লীলা, তোমার খেলা ব্রহ্মাদির জ্ঞানাতীত! এ ধরাশয্যায় পতিত কে, সুরসেন! গান্ধারণরাজ-জামাতা মহাবীর অরিন্দম সিংহ? কেন ভাই তোমরা এমন ধারা পরের জন্য প্রাণ দিলে? সুরসেন! ভাই! তোমরা জীবিত আছ কি? না—শত শত জন্মের জন্য আমাকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ বেথে বীরগতি লাভ ক'র্‌লে?

অম্বিকারাজ। মহারাজ! মৃত্যু হয় নাই, তবে বিষম আগ্নেয়-গোলক উরুদেশ বিদ্ধ ক'রে চ'লে গিয়েছে। উত্থানশক্তি নাই।

অরিন্দম। এ হতভাগ্য অরিন্দমসিংহ এখনও জীবিত আছে, তবে বিষম গোলার আঘাতে পঞ্জরাস্থি ভঙ্গ হ'য়ে গিয়েছে, মৃত্যু নিকটবর্ত্তী। হ'ক্—মৃত্যু হ'ক্, তাতে দুঃখিত নৈ, এ শত্রুপদদলিত পরাজিত জীবন যত শীঘ্র বহির্গত হয়, ততই মঙ্গল।

বিষ্ণুপুর-রাজ। কি ক'র্‌বে অরিন্দম! তোমরা উভয়েই অভাবনীয় বীরত্ব দেখিয়েছ, আমার এই মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তোমরা যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুপক্ষকে দুর্গ অধিকার ক'র্‌তে দাও নাই, এই তোমাদের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা। ওদিকে একটী নবীন যুবক আহত হ'য়ে ধরাশয্যায় পতিত নয়? এটিকে ত চিন্‌তে পার্‌ছি না।

স্থরসেন। না চিন্‌বারই সম্ভব, কারণ যাকে অতি শৈশবে দেখেছেন, সে এখন আপনার অমোঘ আশীর্ব্বাদে বহু বিঘ্ন বাধায় রক্ষা পেয়ে, যৌবন-সীমায় পদার্পণ ক'রেছে। সুতরাং না চিন্‌বারই কথা। ওটী আপনার চিরানুগৃহীত দাস স্থরসেনের পুত্র, আপনার দাসানুদাস, নাম ধর্ম্মসেন।

বিষ্ণুপুর রাজ। কে, আমার ধর্ম্মদাস ধর্ম্মসেন! হাঁরে, আমি এইজন্য তোকে বিষ্ণুপুরে আন্‌তে পাঠিয়েছিলাম? সতী রঞ্জাবতীর ধর্ম্মসাধন ব্রতের কাম্যফল! এ কি ক'ল্লি বাপ্? হা ধর্ম্ম। শেষে এই ক'র্‌লে?

সন্ন্যাসীসহ কালু ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। মহারাজ! ধর্ম্মরূপী মদনমোহনের লীলাখেলা তুমি আমি কি বুঝ্‌ব। আপনার ধর্ম্মসেবক ধর্ম্মদাসকে ধর্ম্মই রক্ষা ক'রবেন। এই নিন্—এই সঞ্জীবনী সুধা সকলের ক্ষতস্থানে সেচন করুন। স্বপক্ষ বিপক্ষ উভয়পক্ষের মৃত সৈনিকদের মুখবিবরে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রদান ক'র্‌তে দিন, এখনি ক্ষতস্থান যন্ত্রণাশূন্য হ'য়ে পূর্ব্ববৎ হবে, মৃত সৈনিকগণ জীবন-লাভ ক'র্‌বে।

(রাজাকর্ত্তৃক সকলের ক্ষতস্থানে সঞ্জীবনী সিঞ্চন ও মৃত-সৈনিকগণের মুখ-বিবরে প্রদান ও সকলের ধর্ম্মের জয় —মদনমোহনের জয় শব্দে গাত্রোত্থান)

লক্ষ্মী। কেমন? দেখ্‌লি রাজা? ধরমের খেলাটা একবার দেখলি? যেথাকে ধরম্ সেথাকে মদনমোহন, যেথাকে মদনমোহন সেথাকে ধরম্, দে ধরম-দেবতার পূজা দে, এই গোটা দুনিয়াটা জুড়িয়ে ধরমদেবতার পূজা পের্‌চার করিয়ে দে। শোন্ ধরমদাস, লখী তোরে প্যাটে ধরা বেটার লাগাল কাঁকে পিঠে করিয়ে মানুষ করিয়েছে; তুহার লেগিয়ে লক্ষি লক্ষি গব্‌দান, লক্ষীর জীবে জমিনে জুটিয়েছে। এখন তুই মানুষ হৈয়েছিস্, ধরমের দোওয়া পেয়েছিস্—জোয়ান হৈয়েছিস্। মোরা তুহাকে অধিকারে রাজার পাটে বসিয়ে চল্লোম, যাবারকালে একটী কথা বলিয়ে যাই, মনে করিয়ে রাখিস্, ইত্তির লোকের কথা বলিয়ে হেলা করিস না। গেরামে গেরামে, নগরে নগরে, সহরে—চত্বরে—ছত্তরে যেথা যেথা মানুষ আছে—বসতি আছে, সেথা সেথা ধরমের পূজা ক'র্‌তে হুকুম চালিয়ে দিস সকল লোককে ধর-

মের মাহাত্মি সমঝে দিস্! ধরমের পায়ে ভক্তি ক'র্‌তে শিখিয়ে দিস্! ধন দিয়ে, মন দিয়ে, গতর দিয়ে, ধরমের পূজা পোবচার করিয়ে দিস্—ধরমদাস নাম সার্থক করিস। কেমন বেটা—কথা রাখ্‌বি ত?

ধর্ম্মসেন। তোমার কথা—তোমার উপদেশ, যতদিন বাঁচ্‌ব দেবাদেশ ইষ্ট-বাক্য হ'তেও মূল্যবান জ্ঞানে মাথায় ক'রে পালন ক'র্‌ব!

লক্ষী। বেঁচিয়ে থাক্ বেটা! বল—সকলে বল, ধরমরাজের জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মরাজের জয়।

লক্ষী। জয় ধরমরূপী মদনমোহন জী কি জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মরূপী মদনমোহন জী কি জয়।

সন্ন্যাসী। মহারাজ! আজ মদনমোহনের কৃপায় আপনি ধন্য হ'লেন, আপ-নার বিষ্ণুপুর ধন্য হ'লো! আপনার ধর্ম্মভিত্তি-মূলক পবিত্র কীর্ত্তিস্তম্ভ, জগতে অনন্তকালের জন্য অতীতের সাক্ষিস্বরূপ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান থেকে, মদনমোহনের লীলানিকেতন বিষ্ণুপুরের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বে। এক্ষণে মঙ্গলময় মদনমোহনের মঙ্গলারতি—পুনরাভিষেক প্রভৃতির আয়ো-জন করুন। নগরে হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীমন্দিরে নৃত্য, গীত, স্তুতি পাঠা-দির ব্যবস্থা করুন।

৺মদনমোহনের শ্রীমন্দিরের পরিচারক জনৈক উৎকলবাসী ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। (যজ্ঞোপবীত ধারণপূর্ব্বক হস্তোত্তলন করিয়া) মহারাজ! আশীর্ব্বাদ করি।

বিষ্ণুপুর-রাজ। প্রণাম! সংবাদ কি?

ব্রাহ্মণ। এ মহারজা! বড় খারাপী হৈলা পবা—

বিষ্ণুপুর-রাজ। কি খারাপ হ'লো ঠাকুর!

ব্রাহ্মণ। মহারজা! মোর বক্ষস্থল ধকারো মারুচে, শরীর শিহরি কাঁটা হোচে, বড় অসম্ভব—বড় আশ্চর্য্য হোচে রজা!

বিষ্ণুপুর-রাজ। মদনমোহনের লীলানিকেতন বিষ্ণুপুরে আর অসম্ভব কিছুই

নাই।' জগতে যা অসম্ভব, বিষ্ণুপুরে তাই সম্ভব হ'চ্চে। এক্ষণে স্থির হ'য়ে কি ঘটেছে বলুন দেখি।

ব্রাহ্মণ। মু সে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তকালে উঠি কিড়ি, হস্ত মুখো পখালি, পবিত্র নোগা-পট্টা ধারণ করি কিড়ি, প্রভু মদনমোহনের শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতে যাই কিড়ি, সে প্রভু মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটনো করি কিড়ি দেখিলা, শ্রীমন্দির সদ্বারে শোণিত নদী বৌচি! প্রভুর স্বর্ণসিংহাসন শোণিত মথান! পীত-বসন শোণিত মথা! বক্ষস্থল ক্ষত। দর্ দর্ ধারে শোণিতধারা বৌচি! এ কোঁড় হৈলা রজা! হে মদনমোহনো মহাপ্রভু! এ কোঁড় লীলা কৌচি—

সন্ন্যাসী। এতে আশ্চর্য্য জ্ঞান কর্‌বার কারণ কিছুই নাই, তাঁর লীলা—তাঁর খেলা, সমস্তই অসম্ভব—সমস্তই আশ্চর্য্য—সমস্তই জ্ঞানাতীত—চিন্তাতীত মানববুদ্ধির অগোচর! এক্ষণে প্রভুর পুনরাভিষেকের প্রয়োজন! কুল-পুরহিতের ব্যবস্থা মত তীর্থবারি, পঞ্চগব্যাদি যা যা প্রয়োজন, তার আয়োজন করুন। আর নগরে হরিনাম কীর্ত্তন, নৃত্যগীত আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করুন। এক্ষণে চলুন দেখি, দেখিগে আপনার লীলা রঙ্গ-প্রিয় মদনমোহন কি লীলা বিস্তার ক'রে ব'সেছেন।

বিষ্ণুপুর-রাজ। হাঁ চলুন। ভ্রাতঃ শূরসেন, প্রাণাধিক কুমার ধর্ম্মসেন! প্রিয়-তম অরিন্দম! লক্ষ্মী, কানু সকলেই চল! মন্ত্রি! তুমি কুলপুরহিত মহাশয়কে সংবাদ দিয়ে অভিষেক দ্রব্যাদির আয়োজন, নগরে হরিসঙ্কীর্ত্তন, প্রভুর শ্রীমন্দিরপ্রাঙ্গণে নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা কর।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বাত্রিংশ দৃশ্য।

[স্থান—রাজপথ।]

ভগ্ন মৃৎ-পাত্রে কুক্কুর উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিতে করিতে শতগ্রন্থি মলিন বস্ত্রখণ্ডপরিহিত গলিত কুষ্ঠ-গ্রস্ত উন্মাদ মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। (ক্ষতস্থান হইতে সপূঁয গলিত মাংস ও কীট বাহির করিতে করিতে) পোকা! বড় বড়,—লম্বা লম্বা পোকা। ঘায়ের ভিতর কীল্‌-বীল্‌ ক'র্‌ছে! হাড়ের ভিতর ঢুকে কুড়ে কুড়ে খাচ্চে। কট্‌ কট্‌ করে কাম্‌ড়াচ্চে! আঃ রে রে-রে-রে খেয়ে ফেল্লে—খেয়ে ফেল্লে! ম'রে গেলাম—ম'রে গেলাম! আঃ—চ'কের ভেতর ঘা! দগ্‌দগে ঘা! তার ভিতর পোকা! চ'খের তারা ছিঁড়ে খাচ্চে! উঃ হুঃ হুঃ গেল—গেল—গেল! জ্ব'লে পুড়ে গেল। (চক্ষু হইতে কীট বাহির করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ বেটা পোকা যেমন লম্বা তেম্‌নি মোটা। কেমন বেটা ধ'রেছি ত! দেখ্‌ত বেটা তুই আমাকে খাস্‌ কি আমি তোকে খাই (কীট চর্ব্বণ করিতে করিতে) বেশ! বেশ লাগছে! আর একটা ধ'রে খাই। খিদেয় পেট জ্ব'ল্‌ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাট্‌ছে। কেউ একমুটো ভাত দেয়না, কেউ একবিন্দু জল দেয় না! দুয়ারে গেলেই, নাকে কাপড় দিয়ে দূর্‌ দূর্‌ ক'রে তাড়িয়ে দেয়! আচ্ছা থাক্‌। থাক্‌ বেটারা! দূর্‌ দূর্‌ ক'রে তাড়িয়ে দেও-য়াব, অম্বিকার রাজা, বিষ্ণুপুরের রাজা, মানভূমের, বীরভূমের, তম্‌লুকের কত মুলুকের রাজা আমি, আমাকে একমুটো ভাত দেও না? ছাতিফাটা

পিপাসায় এক ফোঁটা জল দাওনারে বেটারা! থাক্ বেটারা! সব গর্দ্দান নেব,—সব কাটব! আজই ফৌজ চালান ক'রব! আগে দুটো ভাত খেয়ে নিই! আর একটু না গেলে শালা কুকুর সব খেয়ে ফেল্‌ত। দৌড়ে গিয়ে কুকুর শালার মুখ থেকে কেড়ে এনেছি! কুকুরের লাল ঝোল মাখা! খেয়ে ফেলি। বা! বেশ লাগছে। অ্যাঃ গিল্‌তে পারছিনে—পোকা! মুখের ভিতর পচা ঘা, তার সঙ্গে মোটা মোটা লম্বা লম্বা পোকা! খেয়ে ফেল্লে—খেয়ে ফেল্লে। (বিকৃত স্বরে) জিব টেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেল্লে! অ্যা—র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা! গ্যা-গ্যা-গ্যা গেল! জ্ব'লে পুড়ে গেল! থুঃ—থুঃ থুঃ। অ্যাঃ থকা থকা পোকা! আর খেতে পারিনে! এ কটা ভাত রাখি, শৈলজা খাবে—খুব খুশি হবে! আমাকে আরও কত ভালবাস্‌বে। হা হা হা! "চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে তরুলতার বিয়ে! শৈলজা আমায় বিয়ে ক'রেছে—ফুলের মালা দিয়ে॥" "আগাডুম বাগাডুম ঘোড়াডুম সাজে, ডাল যোগীনী বাজনা বাজে!" আমার বিয়ে কিনা! তাই বাজ্‌না বাজ্‌ছে; আরে—রে—রে—রে আঃ (উভয় হস্তের মণিবন্ধের দ্বারা মক্ষিকা ধারণপূর্ব্বক মর্দ্দন করিতে করিতে) শালা মাছিতে খেয়ে ফেল্লে! আর খাবে শালা! বেটার শালা মাছি ঘায়ের সোয়াদ পেয়ে পালে পালে জুট্‌তে লেগেছে! মর্ শালারা একি ময়রার দোকান? হা হা হা ঐযে আমার শৈলজা আস্‌ছে। ফুলের মালা হাতে ক'রে হাসতে হাসতে আমার গলায় পরাতে আস্‌ছে! এস—এস—এস শৈলজা! অম্‌নি—অম্‌নি হাসিভরা মুখে আমার দিকে চাও! আমাকে নিরাশ ক'রোনা, পাগল হব। তোমার শারদ-জ্যোৎস্না-মাখা রূপে মুগ্ধ হ'য়ে সুধা পিয়াসে, ক্ষুদ্র পাখী আমি, বহু ঊর্দ্ধে উঠে ছিলাম! সুধা পেলেম না, আমার ভাগ্যফলে শারদ চন্দ্রিকা অনলশিখায় পরিণত হলো! তথাপি শৈলজা! তোমার আশা ছাড়্‌তে পারিনি—অনল-শিখার রূপে মুগ্ধ পতঙ্গ আমি—অনলে পড়্‌ব—পুড়্‌ব, ভস্মে পরিণত হব! তথাপি শৈল! তোমার আশা—তোমার ভালবাসা পাবার আশা—সেই দেবত্বলাভের আশা ছাড়্‌তে পারব না! তাই বলি, আর না, আর নিরাশ ক'রো না! দয়া কর—করুণার চ'ক্ষে চাও! নয়নানন্দ নবীননিরদ

বক্ষে বজ্রাগ্নিকে স্থান দিও না। হাস—একবার ভালবাসার চক্ষে চাও! ওকি ও আবার কি মূর্ত্তি শৈল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ও আবার কি!—নৃমুণ্ডমালিনী—মুক্তকেশী—ভয়ঙ্করী কালিকা মূর্ত্তি। নয়নত্রয়ে কালাগ্নি ধক্ ধক্ জ্ব'ল্‌ছে! বামাধোর্দ্ধ করযুগলে ত্রিশূল ও করাল কাল ব্যালাবলী গভীর গর্জ্জনে সগর ফেনরাশি উদ্গীরণ ক'র্‌ছে! বামেতর করযুগলে শোণিত-রঞ্জিত তীক্ষ্ণধার অসি, আর সদ্যঃ ছিন্নমুণ্ডমালা? ঐ—ঐ কোটী কোটী কালসর্প করাল মুখব্যাদান ক'রে আমাকে গ্রাস ক'র্‌তে আস্‌ছে। না—না শৈলজা! আমাকে মের না! আমায় ক্ষমা কর! শৈল! তুমি মানবী নও—মহাশক্তি! মহাপাপী আমি, আমি তোমাকে চিন্‌তে পারিনি। সতী-কুল কুসুমরাজ্যের কমলিনী তুমি! সতীরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী তুমি। আমি দুরাশার ছলনায় ভুলে, রিপুর দাসত্বে অপার্থিব সুখ মনেক'রে, পিশাচবৃত্তি অবলম্বন ক'রেছি! আমাকে ক্ষমা! কি—ক্ষমা নাই—শান্তি নাই—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই! আছে—আছে শৈলজা। তুমি—তুমি দয়া ক'র্‌লেই—তুমি ক্ষমা ক'র্‌লেই—তুমি অভয় দিলেই আমি পাপমুক্ত হব। সতীর কৃপায়, শান্তিলাভ ক'র্‌ব। শৈলজা! আমার মাথায় পা দাও—আমাকে মুক্ত কর। কৈ কোথায় গেল? কেউত কোথাও নাই—এইত সেই কুকুর খেগো ভাত! সেই পোকাপড়া—গলিত কুষ্ঠগ্রস্ত আমি! সর্ব্বাঙ্গে কৃমিকীটে খুলে খাচ্চে, সর্ব্বাঙ্গ কট্ কট্—কন্ কন্—ঝন্ ঝন্ এইবার গেলেম! এইবার মাথার মগজটা কুড়ে কুড়ে খেয়ে ফেল্লে! গেলাম্—গেলাম—গেলাম! ব্যা—ব্যা—ব্যা। (মস্তকধারণ পূর্ব্বক, ভূতলে পতন)

অগ্রে বারিপূর্ণ হেমকুণ্ড কক্ষে রাণী, গন্ধদ্রব্যাদি স্থাপিত,
পট্টবাসাচ্ছাদিত সূর্পমস্তকে রঞ্জাবতী, শ্বেত চামরহস্তে
মন্দারণ রাজকুমারী শৈলজা, শঙ্খহস্তে পরিচারিকা-
দ্বয়, ও পশ্চাতে কাঁসর ঘণ্টাদি হস্তে পুরস্ত্রীগণ,
এবং তৎপশ্চাতে হরিনামকীর্ত্তন করিতে
করিতে নাগরিকগণের প্রবেশ।

মহানন্দ। (চমকিতভাবে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক) এই যে বাজনা বেজেছে! বেশ!

বেশ! বেশ! আর বিয়ে না হ'য়ে যায় কোথা! এরা কে? হরিনাম ক'র্‌ছে; আর নাচ্‌ছে! বেশ!—বেশ নাচ্চে! আমিও হরি হরি ব'লি আর নাচি! (ঊর্দ্ধবাহু হইয়া) হরি হরিবোল! হরি হরিবোল!

জনৈক গায়ক। হরি পাতকীরে দয়া কর। হরি হরিবোল—

মহানন্দ। হরি পাতকীরে দয়া কর! হরি হরিবোল—

গায়কগণ সকলে। হরি পাতকীরে দয়া কর! হরি হরিবোল—

জনৈক গায়ক। পতিত্ পাবন হে পতিতে তার। হরি হরিবোল!

মহানন্দ। পতিত্ পাবন হে পতিতে তার। হরি হরিবোল।

গায়কগণ সকলে। পতিত্ পাবন হে পতিতে তার। হরি হরিবোল।

ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য ও হরি হরি বলিতে বলিতে মহানন্দের অবসন্নভাবে পতন ও সন্ন্যাসীর প্রবেশ।

সন্ন্যাসী। এই যে দয়াময় মদনমোহন, মহাপাপী মহানন্দকে মহামুক্তির মহা-পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। পাপের প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হ'য়েছে! কিন্তু এ সতীর শাপ—কালসাপের বিষ-জর্জ্জরিত বিষম বিষবিকার-গ্রস্ত মহানন্দের মুক্তিলাভের উপায় সেই সতীর কৃপা ভিন্ন আর অন্য কিছুই নাই! মহানন্দ। তোমার মহাপাপের উপযুক্ত ফলভোগ যথেষ্ট হ'য়েছে। তুমি ক্ষীর সর নবনীতাদি উপাদেয় আহার্য্যে যে বাসনায় তৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে, সেই বাসনা আজ, গলিত ক্ষতযুক্ত শত শত কৃমিকীটের দংশনে জর্জ্জরিত হ'চ্ছে, দেব-ভোগ্য দ্রব্যে যার তৃপ্তিসাধন ক'র্‌তে, সে রসনা আজ, শূকর সারমেয়াদির ভক্তাবশিষ্ট, তাদের শুক্র-রসনাদি গলিত ক্লেদ-লালাদিকীর্ণ উচ্ছিষ্ট অন্নে পরিতৃপ্ত! স্বর্ণময় ভোজ্যপাত্রের পরিবর্ত্তে আজ ভগ্ন মৃৎপাত্র, রত্নখচিত কারুকার্য্যময় পর্য্যঙ্কস্থিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা এখন ধূলি বালুকাময় তরুতল, কদাচিৎ ভস্ম কঙ্করাকীর্ণ প্রেত পিশাচের রঙ্গক্ষেত্র শ্বাপদ-সঙ্কুল শ্মশান-ভূমিতে পরিণত। কাল যে অঙ্গে মণিময় পরিচ্ছেদ ধারণ ক'রে, ঐশ্বর্য্যোন্মত্ততার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ, আজ সেই অঙ্গে শত গ্রন্থিযুক্ত মলিন জীর্ণ বাসমাত্র সার ক'রেছ। যে ইচ্ছাময় ভোগে পরিপুষ্ট দেহ, শত দাসদাসী-সেবিত অগুরুচন্দনাদি বিলেপন সৌরভে সৌরভিত, অশেষ ভোগ-

বিলাসের আধার ছিল, আজ সেই দেহ গলিত কুষ্ঠক্ষত কৃমিকীটের আশ্রয়, ন্যক্কারজনক দুর্গন্ধে দশদিক কলুষিত ক'র্‌ছে, কৃমিকীটাদির দংশন যন্ত্রণায় দিবারাত্রি ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার ক'র্‌ছ। এ হ'তে আর তোমার মহাপাপের মহাপ্রায়শ্চিত্ত কি হ'তে পারে, যেমন পাপ তেমনি তার দণ্ড, প্রায়শ্চিত্তও যথেষ্ট হ'য়েছে! এক্ষণে মদনমোহনের কৃপায় সুমতি লাভ কর। মহাপাপের মহৌষধি হরিনামসুধা পান কর, ঐ মধুর নামে মত্ত হ'য়ে প্রেমানন্দে নৃত্য কর, আর সেই সঙ্গে সেই মন্দারণ রাজদুহিতা, সতী-কুল-সরোজিনী শৈলজার নিকট করযোড়ে—নতমস্তকে—দন্তে তৃণ-ধারণপূর্ব্বক মা মা ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করগে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে যে যেরূপ কর্ম্মবীজ রোপণ করে, পরজন্মে সেই বীজোৎপাদিত বৃক্ষ হ'তে সেইরূপ ফললাভ ক'রে থাকে। কিন্তু তুমি এমনি মহাপাতকী যে,তোমার কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হ'তে, বীজোৎপাদিত বৃক্ষ পুষ্পিত ফলিত হ'তে, পরজন্ম পর্য্যন্ত কালব্যাজ কর্ম্মফলদাতা বিধাতার সহ্য হ'ল না। তাই ইহজন্মেই তোমার কৃত মহাপাপ, এবং তার পরিণতি প্রায়শ্চিত্ত সমস্তই জগতের লোককে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে দেখিয়ে দিলেন! সর্পবিষে মৃত্যু অনিবার্য্য হ'লেও কোন কোন সর্পবিষ মৃদুভাবে শিরায় শিরায় ধমনিতে ধমনিতে ব্যাপ্ত হ'য়ে শোণিতকে দূষিত ক'রে, পরে মৃত্যুমুখে পাতিত ক'রে থাকে। কিন্তু তীব্র-কালকূটময়ী কালনাগিনীর দংশনে মৃত্যু হ'তে মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হয় না! সেইরূপ তুমি অন্যান্য অনেক মহাপাতক সংগ্রহ ক'র্‌লেও এবং সে সকল মহাপাপরূপ কালসর্পের দংশনে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হ'লেও কিছু না কিছু, কাল বিলম্ব হ'ত, কিন্তু সে সকল কালসর্পের দংশনের উপরেও যখন তোমার ব্রহ্মরন্ধ্রে সতীর শাপরূপ কালনাগিনীতে দংশন ক'রেছে, তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে মৃত্যু অনিবার্য্য! তাই অনতিকাল মধ্যেই সেই তীব্র হলাহল তোমার সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হ'য়ে উঠেছে! সেইজন্য বলি, এখনো যদি চৈতন্য হ'য়ে থাকে, সতীকুলেশ্বরী মহাশক্তির অংশরূপিণী সতী যে কি বস্তু, তা যদি বুঝে থাক, তাহ'লে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে গললগ্নীকৃতবাস হ'য়ে ঐ সতী-ধর্ম্মনিরতা সধবী পতিব্রতা মন্দারণ রাজকুমারীর পদযুগল মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক মা মা ব'লে ক্ষমা প্রার্থনা করগে, সতীর দয়া হ'লেই সতীশ্বরী

ভগবতী তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌বেন! সত্যসনাতন মদনমোহন তোমাকে মুক্তিদান ক'র্‌বেন!

মহানন্দ। (শৈলজার পদধারণপূর্ব্বক নতজানু হইয়া) মা—মা—সতীশ্বরি! আমি নিতান্ত নরাধম, নিতান্ত মহাপাপী! মা! তুমি আমায় ক্ষমা কর, মা! তোমার দয়া ভিন্ন, আমার আর যন্ত্রণাময় অনন্ত নরক হতে মুক্তি নাই! মা! প্রসন্ন হও! আমার মাথায় পদধুলা দাও, সতী পদরজ মাথায় ধারণ ক'রে আমি মহাপাপ হ'তে মুক্তিলাভ করি!

শৈলজা। মহানন্দ! অনাথা অনাশ্রিত অবস্থায় তোমার পাপ চক্ষে পতিত হ'য়েছিলাম, কিন্তু অনাশ্রিতের আশ্রয়, অসহায়ের সহায় সতীকুল সাম্রাজ্ঞী মহাশক্তি ভগবতী আমায় রক্ষা ক'রেছেন! তুমি কেবল আপনার পাপে আপনি দগ্ধ হ'য়েছ, ধর্ম্ম তোমার পাপের যথেষ্ট দণ্ড দিয়েছেন, আমি তার হস্তেই সমস্ত ভার নির্ভর ক'রেছি। মুক্তি দাতা—দণ্ড বিধাতা একমাত্র তিনিই! প্রার্থনা কর, জগৎ-বিধাতা ভগবান তোমাকে ক্ষমা করুন।

মহানন্দ। মা! আর কেন? যথেষ্ট হ'য়েছে। আমার মত জীবিতে নরকযন্ত্রণা কেউ কখন পেয়েছে কি না সন্দেহ! আর কেন মা! ভগবানের উপর নির্ভর ক'র্‌ছ! সতী-বাক্য অন্যথা করা ভগবানেরও সাধ্যাতীত। মা তুমি একবার বল—একবার সরলপ্রাণে বল, হতভাগ্য মহানন্দ! আমি তোকে ক্ষমা ক'র্‌লাম।

শৈলজা। আমি ক্ষমা ক'র্‌লেই যদি ভগবান তোমাকে ক্ষমা করেন তাহ'লে আমি তোমাকে ক্ষমা ক'র্‌লেম।

স্বামিজী। মহানন্দ! যখন সতীর প্রসাদ পেয়েছ, তখন জগৎ তোমাকে ক্ষমা দান ক'রেছে। এক্ষণে এই কমণ্ডলুর জল সর্ব্বাঙ্গে লেপনান্তে একবার জগন্মনোমোহন মদনমোহনকে দর্শন ক'রে, মায়ামোহময় সংসারাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধুজনগম্য পবিত্রপথের পথিক হও। এই লও! কমণ্ডলু-জলে কৃমি-কীট-কলুষিত দেহ মার্জ্জনা ক'রে পবিত্র হরিনামাবলি ধারণপূর্ব্বক প্রভুর শ্রীমন্দিরে চল!

সকলের প্রস্থান।

ত্রয়োত্রিংশ দৃশ্য।

[স্থান—৺ মদনমোহনের শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণ]

সকলের প্রবেশ।

স্বামীজী। আপনার রঙ্গপ্রিয় মদনমোহনকে প্রাঙ্গণমধ্যে আনয়ন ক'রতে আদেশ করুন। তীর্থবারি দ্বারা স্নান করান হ'ক্, পুরমহিলাগণ হুলুধ্বনি প্রদানপূর্ব্বক মঙ্গলগীতি গান ক'রুক।

বিষ্ণুপুর-রাজ। কৈ আমার মদনমোহনকে একবার এই প্রাঙ্গণে আনয়ন কর দেখি।

উঃ-ব্রাহ্মণ। যে-আজ্ঞে। ধড়—ধড়—এ মথোর, এ কিষ্ণ-রথো ভাই গম্মারে পট্টা কসিকিড়ি সাপটী ধর!

(উড়িয়া ব্রাহ্মণগণের কোমর বন্ধন ও সিংহাসনসহ মদনমোহনকে প্রাঙ্গণে আনয়ন। ক্ষত-বক্ষ মদনমোহনের বক্ষস্থল হইতে শোণিতধারা পতন)

বিষ্ণুপুর রাজ। এ কি! একি মদনমোহন! একি করেছ মদনমোহন! তুচ্ছ রাজ্যরক্ষার জন্য তোমার অঙ্গে শোণিতপাত! এ কামনা ত আমি একদিনের জন্যও করি নাই মদনমোহন!

স্বামীজী। ওকি—মায়ান্ধ মহারাজ! আপনি কার জন্য আক্ষেপ ক'রছেন! একদিন যিনি পর্ব্বতপ্রমাণ দাবাগ্নি অঞ্জলি দ্বারা গ্রাস ক'রেছেন, একদিন বাসববজ্র যাঁর অঙ্গস্পর্শে নির্ব্বাপিত হ'য়ে লৌহপিণ্ডবৎ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হ'য়েছে, আজ ক্ষুদ্রজীব মানবের অগ্নিময় লৌহগোলকে তাঁর অঙ্গ ক্ষত! সেই ক্ষতমুখে শোণিত প্রবাহ! এ সব তাঁরই মায়ার খেলা, লীলা-চাতুর্য্য-ব্যতীত আর কি হ'তে পারে? এতদিন ছায়াবৎ পদাশ্রিত থেকেও লীলা-রঙ্গ-প্রিয় শঠের রঙ্গলীলা বুঝতে পারলেন না।—শান্ত হ'ন, আমার কাছে ওরূপ ক্ষত চিকিৎসার অমোঘ ঔষধ আছে। (কমণ্ডলুর জল রাজার হাতে দিয়া) এই নিন্, ক্ষতস্থান ধৌত ক'রে দিন্।

(রাজাকর্ত্তৃক ক্ষতস্থান ধৌত, শোণিতস্রাব নিবারণ এবং সকলের জয়শব্দ উচ্চারণ, নর্ত্তকীগণের প্রবেশ এবং স্তুতিগীতি, নৃত্য ও সকলের প্রণাম)

সমাপ্ত।